লাঞ্ছিত যারা

ডষ্টয়ভস্কীর

লাঞ্ছিত যারা

অনুবাদক

গৌর চট্টোপাধ্যায় ঃ মনোজ সান্যাল

চিত্রবাণী প্রকাশনী ঃ কলিকাতা—২৯

প্রথম সংস্করণ

কার্ত্তিক ১৩৫৭

প্রকাশক

নিতাই চট্টোপাধ্যায়

চিত্রবাণী প্রকাশনী

৫ হাজরা লেন

কলিকাতা ২৯

প্রচ্ছদপট

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর

প্রণবকুসুম সাহা

মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টার্স

এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ

৫৯সি বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট

প্রচ্ছদপট ছেপেছেন•

বেঙ্গল ফোটোটাইপ কোং

৪৬-১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

বাঁধিয়েছেন

ধর ব্রাদার্স

৪ রামমোহন রায় রোড

দাম চার টাকা

ভূমিকা

সাধারণতঃ দেখা যায়, এক একজন বড় সাহিত্যিক তাঁর সমস্ত রচনার মধ্য থেকে একখানি বিশেষ গ্রন্থের দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। সাধারণের বিচারের এটা একটা সনাতন রীতি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যেমন ভিক্‌টর হুগোর পরিচয় দিতে গেলে, সাধারণ পাঠকের মনে সর্বপ্রথমে জেগে ওঠে, তিনি "ল্য মিজারেব্‌ল্"-এর স্রষ্টা, গর্কীর পরিচয় দিতে গেলে তেমনি উল্লিখিত হয় "মাদার"-এর কথা। তেমনি আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের কাছে ডষ্টয়ভস্কী হলেন 'ক্রাইম্ এ্যাণ্ড পানিস্‌মেণ্টে'র লেখক। এই বিশেষ একখানি বই-ই যেন তাঁর প্রতিভার একমাত্র পরিচয়।

জনসাধারণের চিত্তে কোন একটী বিশেষ লেখকের বিশেষ একখানি বই যে এইভাবে কেন প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তার অবশ্য হেতু খুঁজে বার করতে কষ্ট হয় না, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, এই একখানি বই-এর প্রতি পক্ষপাতিত্বের দরুন পাঠকবর্গ সেই লেখকের অপরাপর দানের মাধুর্য্য থেকে নিজেদেরই বঞ্চিত করেন। "ক্রাইম্ এ্যাণ্ড পানিস্‌মেণ্টের" প্রতি এই একান্ত আকর্ষণের ফলে, আমাদের দেশের পাঠকসমাজে অন্ততঃ দেখছি, ডষ্টয়ভস্কীর অপরাপর অপরূপ গ্রন্থগুলি সেই অনুপাতে অবহেলিত হয়ে আছে এবং তাতে পাঠকসমাজই বঞ্চিত হয়েছেন। বিশেষ করে, ডষ্টয়ভস্কীর এই নভেলখানি, যা আজ বাংলা ভাষায় অনূদিত হলো, পাঠক-সমাজের অর্থহীন উদাসীনতার একটা বৃহৎ উদাহরণ। আমার বিশ্বাস, ডষ্টয়ভস্কীর অন্তর, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রতিভা, তাঁর অনন্যসাধারণতা, "ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিস্‌মেণ্টে'র চেয়ে এই নভেলে ঢের বেশী গভীরতা আর ব্যাপকতার সঙ্গে প্রতিফলিত আছে। সাহিত্যিক ডষ্টয়ভস্কীকে এই নভেলে যতখানি পাওয়া যায়, তাঁর আর কোন নভেলেই ততখানি পাওয়া যায় না। এই নভেলের প্রধান চরিত্র যেটী, যার মুখ দিয়ে প্রথম পুরুষে এই কাহিনী বিবৃত হচ্ছে, যে এই নভেলের 'আমি,' সে-ব্যক্তি একজন সাহিত্যিক, যে-সাহিত্যিক প্রাণ দেবতার একান্ত প্রেমিক উপাসক

বলেই উপান্ত্য দেবতার হাতে পায় সবচেয়ে রূঢ় আঘাত, অর্থাৎ ডষ্টয়ভস্কী স্বয়ং।

বিশ্বের সাহিত্যে ডষ্টয়ভস্কী এক অপরূপ স্বাতন্ত্র্যে একক বিরাজ করছেন। তাঁর বেদনাদগ্ধ, ভাগ্য-হত, ব্যাধি-বিদ্ধ জীবনের সমস্ত দুরাশা, সমস্ত দুরাশার মধ্যে অগস্ত্য-তৃষ্ণাকুল তাঁর দুরন্ত প্রাণের দুর্লভ সব স্বর্গীয় মুহূর্ত, তাঁর অপরূপ জীবনের ক্ষোভ, ক্ষেদ, পরাজয়, দুর্বলতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ক্ষোভ-ক্ষেদ আর দুর্বলতার ঊর্দ্ধে আকাশ-প্রয়াসী অসীম আদর্শবাদ, অন্ধকার গহ্বর থেকে অসীম আকাশ পর্যন্ত এক অনিশ্চিত বিন্দু থেকে আর এক অনিশ্চিত বিন্দুতে তাঁর জীবনের অসম গতি, সমস্তই, তাঁর বিরাট সাহিত্যের ভিতর ছায়ার মতন প্রতিফলিত হয়ে আছে। মানুষ ডষ্টয়ভস্কী আর সাহিত্যিক ডষ্টয়ভস্কী এক হয়ে আছে। এমনকি তাঁর নভেলের সেই বিরাট কলেবর, অর্থাৎ তার পৃষ্ঠা সংখ্যার সঙ্গে আড়ালে জড়িয়ে আছে তাঁর প্রতিদিনের জীবনের ট্রাজেডী। যে টেকনিকে তিনি নভেল লিখতে আরম্ভ করলেন, সে টেকনিকের ওপর বাধ্য হয়ে সজ্ঞানে তাঁর কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে হতো, তখন সেই টেকনিকের নিয়ামক হয়ে উঠতো সেই অন্ধ ক্রূর অদৃশ্য শক্তি, যা তাঁকে বাধ্য করাতো বিপুল ঋণ করতে, এবং সেই ঋণ পরিশোধ করবার জন্যেই প্রকাশকের সঙ্গে ফর্মা পিছু চুক্তি অনুযায়ী ফর্মার সংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হতো, ঋণের অঙ্কের সঙ্গে বেড়ে চলতো নভেলের পাতা। তাই তাঁর নভেলের বিস্তারের মধ্যে মাঝে মাঝে টেকনিক এলোমেলো হয়ে যেতো, গল্পের মাঝখানে নতুন চরিত্রের দল হঠাৎ ভীড় করে এসে পড়তো, পুরানো চরিত্ররা পেছনে হারিয়ে যেতো, আবার তাদের টেনে আনতে হতো সামনে। কিন্তু... তবুও...তার ভেতর থেকে অনন্যসাধারণ প্রতিভার ভোজবাজীর মতন যে গাঁথুনির সৌকার্য্য ফুটে ওঠে, তাকে হয়ত নির্দ্দিষ্ট গজ-কাঠি দিয়ে মাপা যায় না, তা হলো ছন্দহীন পর্ব্বতের বিশাল ছন্দের মতন আপনার বিশালতায় আপনি সম্পূর্ন। তাই সাধারণ সমালোচনার মাপকাঠি নিয়ে ডষ্টয়ভস্কীকে বোঝা যায় না। ডষ্টয়ভস্কীকে বুঝতে হলে, তাঁর বন্ধুর জীবনের বিশালতার ভেতরে ঢুকেই তাঁকে বুঝতে হবে। এবং সেই বোঝবার পক্ষে এই নভেলখানিই মনে হয় সবচেয়ে বড় সহায়। শিশুর মত কোমল, জননীর মত দরদী, ঋষির মত প্রজ্ঞাশালী, পথ-কুক্কুরের মত নিঃস্ব, মহাশূন্যের মত রিক্ত, অথচ সূর্য্যোদয়ের মত রঙীন,

সূর্য্যোদয়ের মত সত্য, এই অপরূপ মানুষটীর মন, এই নভেলের অক্ষরে অক্ষরে জীবন্ত হয়ে আছে। কাহিনীর মাধুর্য্য আর নিবিড়তার দিক থেকে যদি বিচার করতে হয়, তাহলে এই নভেলখানি নিঃসন্দেহে জগতের শ্রেষ্ঠ প্রথম দশখানি নভেলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। এই নভেলখানিকে নির্ব্বাচন করার দরুন অনুবাদকদ্বয়কে আমার অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁদের রস-জ্ঞান ও সাহিত্যিক বোধ-শক্তি।

এই বইখানি বাংলা ভাষায় অনূদিত করে তাঁরা বাংলা-সাহিত্যের প্রাণ-বিস্তারে সাহায্য করেছেন এবং বিদেশী সাহিত্যের এই অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থখানিকে আমাদের ভাষার অন্তঃপুরে নিয়ে আসতে তাঁরা যে সহজ আত্মীয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠেছে। নিঃসন্দেহে এই অনুবাদকার্য্য অনুবাদকদ্বয়ের গৌরবের স্মৃতি হয়ে থাকবে। এই অনুবাদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের কাহিনীর ভাণ্ডার নিঃসন্দেহে পরিপুষ্ট হবে।

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কৈফিয়ৎ

আপন জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতার বর্ত্তিকায় বৃহত্তর জীবনে আলোকসম্পাতের পরিধির ওপর নির্ভর করে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য-সৃষ্টি। বিশ্বব্যাপ্ত চেতনশক্তির প্রতি সংবেদনশীল অনুভূতি-উদ্ভূত অন্তর্দৃষ্টির বিশ্লেষণায় যে অতিন্দ্রীয় বিশ্বসত্তার রূপায়ণ তার আবেদন সার্ব্বজনীন। সেইখানেই সাহিত্যিকের সার্থকতা, সেই-খানেই তাঁর আত্মদর্শন আপন গণ্ডি ছাড়িয়ে ব্যাপকতর হ'য়ে ওঠে, আত্মপরিচয় প্রতিফলিত হয় সমগ্র মানবাত্মার মনোমুকুরে। এ লক্ষণ যে সৃষ্টিতে বর্ত্তমান নিঃ-সন্দেহে তাকে বিশ্বসাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়। আর তা' একদিন স্বকীয় মহিমায় চিরন্তন সাহিত্য হ'য়ে দাঁড়ায়। কারণ কালের বিবর্ত্তনে সাহিত্যের বাহ্যিক রূপের পরিবর্ত্তন হোলেও অন্তর থাকে অটুট। পাত্রের গঠন ও বহিরঙ্গের নক্সা বদলে গেলেও পরিবেশিত পানীয়ের প্রকৃতি থাকে একই, তাই তার রসগ্রহণে অসুবিধা হয়না একটুও। কালকের সাহিত্য তাই স্পর্শ করে আজকের মানুষকেও।

এমনি কালজয়ী শাশ্বত সাহিত্য রচনা ক'রে গেছেন রুশ সাহিত্যিক ফিয়ো-ডোর ডষ্টয়ভস্কি। বাঙলার রসপিপাসু পাঠকসমাজের কাছে নতুন ক'রে তাঁর পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে এ ভূমিকারও কিছু প্রয়োজন আছে। আছে এই কারণে যে ডষ্টয়ভস্কির অন্যান্য অতি-পরিচিত অনন্দিত উপন্যাস ছেড়ে 'দি ইন্‌সাল্টেড্ এ্যাণ্ড ইন্‌জিওরড্'খানিই বা কেন আমরা বেছে নিলাম? বর্ত্তমান উপন্যাসখানি বাঙালী পাঠকের কাছে স্বল্প-পরিচিত হোলেও লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে বিশেষ সমাদৃত। এ সমাদরের একাধিক কারণও বিদ্যমান। এখানে আমরা শুধু কাহিনী আর কল্পনাকেই পাইনা, সেইসঙ্গে পাই তার আদর্শবাদী লেখককে, পাই তাঁর জীবনবেদের সম্যক পরিচয়। অজস্র চরিত্রের বিচিত্র বুননের মাঝে স্রষ্টা স্বয়ং উপস্থিত সূত্রধাররূপে, যাঁকে কেন্দ্র ক'রেই বিঘূর্ণীত হোয়েছে শত শত লাঞ্ছিত মানুষের জীবনপুঞ্জ। আর সে ফেনায়িত ক্লেদাক্ত জীবনের মন্থনে বিষকে এড়িয়ে যে অমৃতের সঞ্চয় তিনি রেখে গেছেন এর প্রতিটি ছত্রে আজও তা' নিপীড়িত জনগণে শোনায় মানুষের জয়গান, শোনায়

মন্ত্র বরাভয়—অমৃতস্য পুত্রাঃ। তাঁর আশাবাদী মনের অন্তরতম নীতিবোধ সমাজের অন্ধকারময় বিসমতাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সৃষ্টি ক'রেছে সূর্য্যকরোজ্জ্বল নতুন এক শিখর।

কাহিনী ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার ক'রলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বর্ত্তমান উপন্যাসখানি রুশ সমাজের এমন কতকগুলি সমস্যা নিয়ে রচিত যেগুলি মূলতঃ সর্ব্বমানবিক। তাই এর প্রতিটি অনুক্রম মনে হয় আমাদেরই জীবন-সংগ্রামের অবিকল অনুকৃতি, প্রতিটি চরিত্র মনে হয় আমাদেরই একান্ত আপনার। এরা বিদেশীভাষার অন্তঃপুর থেকে এলেও বহিপ্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে থাকার অপরিচয় নিয়ে আসেনা, আসে সহজ মমত্ববোধে অন্দরে প্রবেশের অধিকার নিয়ে। আর সে অধিকারের ছাড়পত্র নিজের অজ্ঞাতসারে পাঠকই তুলে দেন এদের হাতে, বিনিময়ে নিজে নেন এদেরই ব'য়ে-আনা হাসিকান্নার বোঝা। তখন বিভোর পাঠকের মন চরিত্রের বিদেশী নামগুলোয় হোঁচট খায়না একটুও। মধুলাপী মধুপের কাছে কোনো ফুল ক্যামেলিয়া না মালতী এ প্রশ্ন অবান্তর হ'য়ে ওঠে তখনই যখন সে পায় মধু তা' থেকে।

সর্ব্বোপরি যেটি আমাদের অনুবাদে উৎসাহিত ক'রেছে সেটি হোল উপন্যাসখানির নাটকীয় ও চিত্রগত সম্ভাবনা। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে সুষ্ঠু একটি নাটকের উপযোগী উপকরণ এর মধ্যে যে পরিমাণ দিতে পেরেছেন তেমন হয়তো ডষ্টয়ভস্কি আর কোন রচনায় দিতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। এতবড় একটি কাহিনীর গতি ও বিন্যাস বজায় রেখে একটি দু'টি নয় প্রতিটি চরিত্রকে সমান মর্য্যাদা দান ও উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন ডষ্টয়ভস্কির মত শিল্পীর পক্ষেই শুধু সম্ভব। ঘটনা সমাবেশের নিপুণ কৌশলে প্রত্যেকটি চরিত্রের অন্তঃসঙ্ঘাতটিকে লেখক অপূর্ব্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং সেইসঙ্গে সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত্তরূপে ফুটে উঠেছে পরিণতির উচ্চতর ট্রাজেডিটি—পাঠকের মনে যা গভীর রেখাপাত করে।

কোজাগরী পূর্ণিমা

১৩৫৭

গৌর চট্টোপাধ্যায়

মনোজ সান্যাল

এক

গত বছর বাইশে মার্চের সন্ধ্যায় আমার জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সেদিন উদয়াস্ত ঘুরে বেড়িয়েছিলাম সারা শহর মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁইয়ের সন্ধানে। আমাব পুবনো আস্তানাটি অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে,—একটা অলক্ষুণে কাশিও তাই দেখা দিয়েছে। অনেক দিন থেকেই একটা বাসা খুঁজছি, কিন্তু পাই নি। সাবাদিন খুঁজেও ভদ্রগোছেব কোন কিছু জুটলো না। প্রথমতঃ,—আমি চাই সম্পূর্ণ আলাদা, আর কারও সঙ্গে কোন ঘর হোলে চলবে না। দ্বিতীয়তঃ, একটা ঘর হোলেও আমার হয় তবে সেটা বড় হওয়া চাই, আর ভাড়াটাও অবশ্য যতদূব সম্ভব সস্তা। আমি দেখেছি সঙ্কীর্ণ স্থানে মানুষের চিন্তাও সঙ্কুচিত হ'য়ে আসে। ভবিষ্যৎ কোন উপন্যাসেব ভাব যখন আমায় পেয়ে বসে তখন আমি ঘবময় পায়চারী ক'বে বেড়াতে ভালোবাসি। আর হ্যাঁ, আমার সবচেয়ে ভালো লাগে লেখাব চেয়ে লেখার কথা ভাবতে, কেমনভাবে লিখবো, তাবই কল্পনায় মেতে উঠতে। এটা কিন্তু আসলে আমার আলস্যজনিত নয়। তবে কেন?

সারাদিন শরীরটা ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ ক'রছিলো এবং দিনের শেষে রীতিমত অসুস্থ মনে হোল। কেমন যেন একটা জ্বরভাব দেখা দিয়েছে। তাব ওপর গোটা দিন ঘোরাঘুরির দরুণ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলাম। সন্ধ্যা নাগাদ, অন্ধকার তখনও ঠিক নেমে আসে নি, আমি চ'লেছি ভজেনস্কির পথে। পিটার্সবুর্গে বসন্তের সূর্য্য আমার ভারী ভালো লাগে, বিশেষ করে অস্তগামী—অবশ্য এক নির্ম্মল তুষারময় পরিবেশে। গোটা পথ হঠাৎ ঝকমকিয়ে ওঠে, প্রদীপ্ত আলোয় স্নান ক'রে। সহসা মনে হয় যেন বাড়ীঘরগুলি সব জ্ব'লে ওঠে। তাদের ধূসর, হলুদ ও সবুজ রঙের সব মলিনতা মুহূর্ত্তে মুছে যায়,—যেন কারও আত্মার সে এক অকস্মাৎ মেঘ-মুক্তি, যেন কেউ হঠাৎ চম্‌কে ওঠে, কিম্বা কেউ যেন কাউকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন এক চিন্তাধারা

......কি অদ্ভুত ! সামান্য একটা সূর্য্যরশ্মি মানুষের মনে কতই না কি ঘটিয়ে তোলে !

কিন্তু তখন সূর্য্যের আলো নিভে গেছে। তুষার আরও তীক্ষ্ণ হ'য়ে পড়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। দোকানে দোকানে জ্ব'লে ওঠে গ্যাসের আলো। মুলারের কাফিখানার কাছাকাছি পৌছে হঠাৎ আমি দাঁড়িয়ে প'ড়লাম নিশ্চল হ'য়ে, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম রাস্তার সেই দিকটায়। কেমন যেন মনে হোল আমার জীবনে একটা অদ্ভুত কিছু ঘটতে চ'লেছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নজরে প'ড়লো রাস্তার অপর পারে সেই বৃদ্ধ আর তার কুকুরটা। বেশ মনে আছে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি আমার মনটাকে চেপে ধরেছিল, নিজেও বোঝাতে পারি না কি সে অনুভূতি।

আমি রহস্যবাদী নই। আলেখ্যদর্শন কিম্বা অনাগত ভবিষ্যতের পূর্ব্ববোধে আমার কোন আস্থা নেই। তবুও, হয়তো আর সকলের মতই, সেদিন আমার জীবনেও এক অনির্ব্বচনীয় অভিজ্ঞতা দেখা দিয়েছিল—সেই বৃদ্ধটির মধ্য দিয়ে। কেন সেই বৃদ্ধকে দেখে তখনই মনে হয়েছিল সেই সন্ধ্যায় অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটবে? আমি অসুস্থ ছিলাম, এবং অসুস্থ মনের অনুভূতি প্রায়ই মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

বৃদ্ধ চ'লেছে কুঁজো হ'য়ে, ফুটপাথে লাঠি ঠক্ ঠক্ ক'রে। এগিয়ে আসছে কাফিখানার দিকে শ্লথ, স্খলিত পদে, কাঠির মত পা দু'খানা টেনে টেনে, যেন সে দু'টো মুড়তে চায় না। জীবনে আমি কখনও অমন অপরূপ কুৎসিৎ মানুষ দেখি নি। পূর্ব্বে যতবার ওকে দেখেছি মুলারের ওখানে, ততবারই ও আমার মনে এক বেদনাদায়ক ছাপ রেখে গেছে। ওর দেহ দীর্ঘ, পিঠ কুঁজো, মুখখানা মৃত্যু-পাণ্ডুর—অশীতি বর্ষের চিহ্নাঙ্কিত, গায়ে পুরনো ধার-ডোর্ছ বেঢপ কোট, কেশবিরল মাথায় এক গোছা চুল, ঠিক সাদা নয়, হল্‌দেটে সাদা, তারই ওপর অন্ততঃ বিশ বছরের পুরনো শতচ্ছিন্ন এক টুপী, এবং ওর প্রতিটি চলাফেরা মনে হয় যেন উদ্দেশ্যহীন, যন্ত্রবৎ। ওর এইসব প্রথম দর্শনে যে কোন লোক বিস্মিত না হয়েই পারে না। সত্যই অদ্ভুত লাগে! মানুষের স্বাভাবিক পরমায়ু পেরিয়ে আজও কিনা ওই নিঃসহায় বৃদ্ধ বেঁচে আছে! মনে হয় ও যেন উন্মাদ, পালিয়ে এসেছে কোন পাগলা-গারদের রক্ষকের হেপাজৎ থেকে। আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম ওর অস্বাভাবিক কৃশতায়। ওর যেন কোন দেহই নেই, হাড়ের ওপর

শুধু একখানা চামড়া ছাড়া যেন আর কিছুই নেই। চোখ দু'টি বড় বড়, নিষ্প্রভ, নীলাভ কোটরের মাঝখানে বসানো। সে দু'টি সবসময়ই চেয়ে থাকে ওর সামনে, কখনও পাশ ফিরে তাকায় না, দেখেও না কোন কিছুঁ—দেখে না যে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কারও দিকে চেয়ে থাকলেও ও হাঁটতে হাঁটতে তারই প্রায় গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে,—যেন সামনে ওর কেউ নেই। এটি আমি বহুবার লক্ষ্য করেছি। মূলারের ওখানে ও সম্প্রতি আসতে সুরু করেছে। সবসময়ই আসে ওর কুকুর নিয়ে। কোথা থেকে যে আসে তা' কেউ জানে না। কাফিখানার কোন খরিদ্দারই ওর সঙ্গে কথা বলার কথা কোনদিন ভাবেন নি, ও ও কোনদিন কারও সঙ্গে কথা কয় নি।

'কেন ও মূলারের এখানে আসে? কি ওর প্রয়োজন এখানে?'—অবাক হ'য়ে আমি ভাবি রাস্তার অপর পারে দাঁড়িয়ে ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে। কেমন যেন উত্তেজনাময় বিরক্তি আমার ভেতর থেকে ঠেলে ওঠে। 'কি ও চিন্তা করে?'—আমি ভাবতে থাকি। 'কি ওর ভাবনা? এখনও কি ওর ভাবনার কিছু আছে? ওর মুখখানা মড়ার মত, এতই ভাবলেশহীন যে কোন অভিব্যক্তিই ফুটে ওঠে না। আর কোথা থেকেই বা ওই জঘন্য কুকুরটা কুড়িয়ে পেয়েছে? ওটা ভুলেও কখনও ওর সঙ্গ ছাড়ে না। যেন ওটা ওরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেখতেও অবিকল ওরই মত।'

ভাবতে ভাবতে রাস্তা পার হলাম। বৃদ্ধকে অনুসরণ ক'রে ঢুকলাম মূলারের কাফিখানায়।

কাফিখানায় বৃদ্ধ অদ্ভুত আচরণ করে। তাই সম্প্রতি মূলার যেন ওর ওপর বিরূপ হ'য়েছেন। এই অবাঞ্ছিত খদ্দেরটি এলে তিনি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করেন। প্রথমতঃ, এই অদ্ভুত খদ্দেরটি কখনও কিছু চায় না। যখনই আসে সোজা কোণায় গিয়ে চুল্লীর ধারে একখানা চেয়ারে বসে। যদি সেখানে কেউ আগে থেকে ব'সে থাকে তাহোলে কিছুক্ষণ বিমূঢ় ও অপ্রস্তুতের মত সেই উপবিষ্ট ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর কেমন যেন হতভম্বের মত চলে যায় অপর কোণে জানলার ধারে। সেখানে একখানা চেয়ার নিয়ে বসে। টুপিটা খুলে পাশেই মেঝের ওপর রাখে। লাঠিটা রাখে টুপির পাশে। তারপর আবার চেয়ারে এলিয়ে পড়ে এবং ওই অবস্থায় নিশ্চলভাবে কাটিয়ে দেয় তিন-চার ঘণ্টা। কখনও খবরের কাগজখানা তুলে

নিয়ে দেখে না, একটিও কথা কয় না, শব্দও করে না। শুধু ব'সে থাকে, —বিস্ফারিত চোখে সামনের দিকে সোজা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে। কিন্তু সে দৃষ্টি এতই শূন্য ও নিষ্প্রাণ যে, যেকেউ বাজী রেখে বল'তে পারে—ওর চারপাশে যা কিছু হয় ও তার কিছুই দেখে না এবং শোনেও না। কুকুরটা একই জায়গায় দু'তিন বার চক্কোর মেরে বৃদ্ধের পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে বিষণ্ণভাবে। ওর বুট জোড়ার ফাঁকে নাকটা ঢুকিয়ে দিয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে, মেঝের ওপর সটান হ'য়ে কুকুরটাও অনড়ভাবে কাটিয়ে দেয় সারা সন্ধ্যা,—যেন তখনকার মত ওটা মারা গেছে। মনে হয় এই দু'টি প্রাণী সারাদিন কোথাও ম'রে প'ড়ে থাকে এবং সূর্য্যাস্তের সময় আবার বেঁচে ওঠে শুধু মুলারের এই কাফিখানায় এসে কোন এক রহস্যময় গোপন কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্যে। ঘণ্টা তিন চারেক ব'সে থাকার পর বৃদ্ধ উঠে পড়ে, টুপিটা কুড়িয়ে নিয়ে রওনা হয় কোথায় যেন এক ঘরের দিকে। কুকুরটাও ওঠে, ল্যাজ নামিয়ে যথারীতি মাথা নীচু ক'রে যন্ত্রের মত বৃদ্ধের অনুসরণ করে মন্থর পদে। শেষটায় কাফিখানার প্রাত্যহিক খরিদ্দাররা নানাভাবে বৃদ্ধকে এড়িয়ে চ'লতে সুরু করেছেন। তাঁরা কেউ ওর পাশে বসেন না, যেন ও তাঁদের মধ্যে ওর প্রতি একটা ঘৃণার সঞ্চার করে। বৃদ্ধের কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

কাফিখানার খরিদ্দারদের মধ্যে বেশীর ভাগই জার্ম্মান। এঁরা ড্রেজেনস্কির বিভিন্ন অংশ থেকে এসে এখানে জমায়েৎ হন। এঁদের বেশীর ভাগই নানান দোকানের কর্ত্তা : ফার্নিচার-ব্যবসায়ী, শিল্পী, টুপি-ব্যবসায়ী, জিনকার প্রভৃতি সব উঁচুদরের ভদ্রলোক,—জার্ম্মান ভাষায় যাঁদের অভিজাত শ্রেণী বলা হয়। সবাই মিলে মুলারের এখানে তাঁরা আভিজাত্যের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। প্রায়ই কাফিখানার মালিক তাঁর পরিচিত খরিদ্দারের সঙ্গে যোগ দেন, তাঁর পাশে এক টেবিলে ব'সে মদ্য পান করেন। মালিকের বাড়ীর কুকুর ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক সময় বেরিয়ে আসে খরিদ্দারদের দেখতে। খরিদ্দার ভদ্রলোকরা ছেলেমেয়ে ও কুকুরদের আদর করেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় আছে এবং সকলেই সকলকে যথাযোগ্য খাতির করেন। অতিথিরা যখন জার্ম্মান খবরের কাগজ পাঠে ডুবে থাকেন তখন মালিকের অন্দরে যাবার দরজা দিয়ে ভাঙা পিয়ানোর টুং টাং সুর ভেসে আসে। পিয়ানো বাজায় মালিকের বড় মেয়ে,—কুঞ্চিতকেশ জার্ম্মান তরুণী। অতিথিরা সে সঙ্গীত সানন্দে উপভোগ

করেন। আমি যেতাম মূলারের ওখানে প্রতি মাসের প্রথম দিকে—সেখানে যে সব রাশিয়ান্ পত্র-পত্রিকা নেওয়া হয় তা' পড়বার জন্যে।

কাফিখানায় ঢুকে দেখি ইতিমধ্যে বৃদ্ধ ব'সে আছে জানলার ধারে, কুকুরটাও যথারীতি প'ড়ে আছে তার পায়ের কাছে। নিঃশব্দে আমি এক কোণায় গিয়ে ব'সলাম। মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন ক'রলাম—কোন কাজ নেই যখন—তখন কেন আমি এখানে এলাম? আমার শরীর খারাপ, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে চা খেয়ে শুয়ে পড়াই আমার পক্ষে ভালো। তবে কি আমি এসেছি শুধু ওই বৃদ্ধকে দেখতে? বিরক্তিতে মন ভ'রে উঠলো। একটু আগে যে অদ্ভুত ও বেদনাদায়ক অনুভূতি নিয়ে রাস্তায় ওকে দেখেছিলাম সে কথা স্মরণ ক'রে ভাবলাম,—ওর সঙ্গে কি আমার প্রয়োজন? আর এইসব নীরেট জার্মানদেরই বা আমার কি দরকার? আমার এই খামখেয়ালীর কি অর্থ? সম্প্রতি আমার মধ্যে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে সস্তা মাতামাতির এই যে একটা লক্ষণ দেখা দিয়েছে, যার ফলে বাঁচবার ও জীবনকে দেখবার পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হারাতে বসেছি, এরই বা কি অর্থ হয়? এই নিয়ে ইতিমধ্যে জনৈক তীক্ষ্ণ সমালোচক আমার শেষ উপন্যাসের সমালোচনায় সরোষ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তবুও ইতস্ততঃ ক'রেও, ভালো করছি না জেনেও যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম। ইত্যবসরে ক্রমশঃ আরও অসুস্থ হ'য়ে পড়ি এবং ওই উষ্ণ ঘরখানা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হলো না। ফ্রাঙ্কফুর্টের একখানা কাগজ তুলে নিয়ে দু'এক লাইন পড়তে পড়তে তন্দ্রায় ঢ'লে পড়লাম। জার্মানদের তরফ থেকে কোনরকম ব্যাঘাত এলো না। তাঁরা পড়ছিলেন, ধূমপান করছিলেন, এবং এক আধ ঘণ্টা অন্তর নীচু গলায় কোন ফ্রাঙ্কফুর্ট সংবাদের আদান প্রদান কিম্বা হয়তো জার্মান ভাষায় একটু আধটু রহস্যালাপ করছিলেন। পরক্ষণেই আবার পাঠে মনোনিবেশ করছিলেন স্বাজাত্যবোধের দ্বিগুণ মদগর্ব্বে।

আধঘণ্টা তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকার পর হঠাৎ আমি জেগে উঠলাম ভীষণ একটা কাঁপুনীতে। বাড়ী ফেরা একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু ঘরে তখন এক মূক নাটকাভিনয় চলছে—আমি ফিরতে পারলাম না। আগেই বলেছি, বৃদ্ধ চেয়ারে ব'সে এমন এক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যা সারা সন্ধ্যায় একবারও ফেরে না। অতীতে আমাকেও ওই নিশ্চল, অর্থহীন ও দৃষ্টিহীন দৃষ্টির সামনে পড়তে হয়েছিল। সে এক তীব্র অপ্রীতিকর, নেহাৎই এক

অসহ্য অনুভূতি এবং আমি যত শীঘ্র পারি স্থান পরিবর্তন ক'রে নিতাম। সেদিন ওর সামনে প'ড়েছিলেন এক খর্ব্বকায়, বর্ত্তুলাকার, ছিম্‌ছাম্ জার্ম্মান ভদ্রলোক। তাঁর কলারটি উঁচু ও নিভাঁজ, মুখখানা অস্বাভাবিক লাল। এখানকার নবাগত খরিদ্দার, বিরাট একজন ব্যবসায়ী, পরে জানলাম তাঁর নাম —এ্যাডাম ইভ্যানিচ্ গুল্‌জ্। মুলারের তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু, তবে এখনও বৃদ্ধের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না এবং খরিদ্দারদেরও অনেককেই চেনেন না। ভদ্রলোক মদে চুমুক দিতে দিতে আরাম ক'রে কাগজ প'ড়ছিলেন, হঠাৎ চোখ তুলে দেখেন বৃদ্ধের স্থির দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ। এতে তিনি বিচলিত হ'য়ে প'ড়লেন। জার্ম্মান অভিজাত শ্রেণীর আর সকলের মত এ্যাডাম ইভ্যানিচ্ও অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও আত্মাভিমানী। এইভাবে এক অনাড়ম্বর দৃষ্টিতে নিবদ্ধ হওয়া তাঁর কাছে অদ্ভুত ও অপমানকর বলে মনে হলো। নিরুদ্ধ রোষে তিনি সেই সৌজন্য হীন অতিথির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। মনে মনে বিড়বিড় ক'রে কি যেন ব'লে খবরের কাগজে মন দিলেন। কিন্তু আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাগজের আড়াল থেকে সন্দিগ্ধভাবে উঁকি দেবার স্পৃহা দমন ক'রতে পারলেন না। তখনও সেই স্থির দৃষ্টি, সেই একই অর্থহীন লক্ষ্য। এবারও এ্যাডাম ইভ্যানিচ্ কিছু বললেন না। কিন্তু যখন তৃতীয়বার এর পুনরাবৃত্তি ঘটলো তখন তিনি রাগে জ্বলে উঠলেন এবং ভদ্রলোকদের সামনে তাঁর সম্মান রক্ষা নিতান্ত অপরিহার্য্য ব'লে মনে ক'রলেন। অধৈর্য্যভাবে টেবিলের ওপর কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে আত্মসম্মান ও মদ্যপানজনিত রক্তিমতায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে তিনি সেই অভদ্র বৃদ্ধের দিকে বক্রচক্ষে তাকালেন। মনে হোল যেন সেই জার্ম্মান ভদ্রলোক ও তাঁর প্রতিপক্ষ দু'জনেই দু'জনের দৃষ্টির চুম্বক শক্তিতে পরস্পরকে পরাস্ত ক'রতে উন্মুখ। যেন তাঁরা দেখতে চান কে আগে চোখ নামিয়ে নেয়। এ্যাডাম ইভ্যানিচের ওই উদ্ভট অবস্থা আর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তাঁরা কাজ ফেলে গভীর ও নির্ব্বাক ঔৎসুক্যে দু'জনকে দেখতে লাগলেন। দৃশ্যটি ক্রমশঃই হাস্যকর হ'য়ে উঠলো এবং শেষটায় খর্ব্বকায় লালমুখো ভদ্রলোকের গর্ব্বিত চক্ষুর শক্তি পরাজিত হোল। বৃদ্ধের স্থির দৃষ্টি তখনও নিবদ্ধ ক্রুদ্ধ গুল্‌জের ওপর এবং তার বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই যে এতগুলি লোকের কৌতূহলের সেই একমাত্র বিষয়। বৃদ্ধ সম্পূর্ণ অচঞ্চল এবং এত নির্ব্বিকার যে, মনে হয় সে পৃথিবীতে নেই, আছে

চন্দ্রলোকে। অবশেষে এ্যাডাম ইভ্যানিচের ধৈর্য্য ভেঙ্গে প'ড়লো, তিনি ফেটে প'ড়লেন।

'কেন তুমি একভাবে আমার দিকে চেয়ে রয়েছো?' তীক্ষ্ণস্বরে ভীষণ-ভাবে গর্জ্জে উঠলেন জার্ম্মান ভদ্রলোক।

কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষ তেমনি নির্ব্বাক,—যেন সে তাঁর প্রশ্নের কিছুই বুঝতে পারে নি, এমনকি শুনতেও পায় নি। এ্যাডাম ইভ্যানিচ্ এবার শুরু ক'রলেন রাশিয়ান ভাষায়।

'আমি জানতে চাই কেন তুমি আমার দিকে অমনভাবে চেয়ে আছো?' দ্বিগুণ রাগে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। 'আমায় কে না চেনে! তোমায় কে চেনে হে!' ব'লতে ব'লতে তিনি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন।

কিন্তু বৃদ্ধ তবুও নির্ব্বিকার, নিশ্চল। জার্ম্মানদের মধ্যে একটা মৃদু রোষ-গুঞ্জন শোনা গেল। গোলমালে আকৃষ্ট হ'য়ে মূলার নিজে ঘরে এসে হাজির হোলেন। ব্যাপার দেখেশুনে তিনি ভাবলেন বৃদ্ধ নিশ্চয়ই বধির, তাই ঝুঁকে প'ড়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গেলেন।

'মাস্টার শুলজ তোমায় তাঁর দিকে অমনভাবে তাকাতে নিষেধ করছেন',—মূলার চেঁচিয়ে উঠলেন যতদূর সম্ভব, সেই অবুঝ খদ্দেরটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে।

বৃদ্ধ যান্ত্রিক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মূলারের দিকে। একটু আগেও যে মুখ ছিল সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিহীন সেখানে দেখা দিল ক্ষীণতম ব্যাকুল চিন্তা, কেমন যেন একটা অস্থির উত্তেজনার ইঙ্গিত। বৃদ্ধ বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়লো। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে ঝুঁকে পড়লো টুপিটা কুড়োবার জন্যে। টুপির সঙ্গে লাঠিটা তুলে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো! ভিক্ষুকের করুণ এক হাসি হেসে আসন ত্যাগ করলো—যে আসন সে ভুল করেই অধিকার করেছিল! এবার সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। জীর্ণ হতভাগ্য বৃদ্ধের সেই বেরিয়ে যাবার ব্যস্ততার মধ্যে এমন একটা বিনীত আনুগত্যের ভাব ছিল যা অনুকম্পা ও করুণার উদ্রেক করে, এবং এ্যাডাম ইভ্যানিচ্ থেকে সুরু করে সবাই তখন ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখলেন। পরিষ্কার বোঝা গেল—কাউকে অপমান করা দূরে থাক, যে কোন স্থান থেকেই যে ভিক্ষুকের মত সে বিতাড়িত হোতে পারে সে সম্বন্ধে বৃদ্ধ সচেতন।

মূলার দয়ালু ও সংবেদনশীল মানুষ।

'না, না, উঠো না, ব'সো,'—উৎসাহ দিয়ে বৃদ্ধের পিঠ চাপড়ে তিনি বললেন। 'হের গুল্জ্ তোমায় শুধু তাঁর দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন। তাঁকে যে সহরের সবাই চেনে।'

কিন্তু বৃদ্ধের কাছে এ আশ্বাসও নিষ্ফল। সে আরও বিচলিত হয়ে পড়লো। নীচু হোল রুমালখানা কুড়িয়ে নেবার জন্যে,—একখানা পুরনো শতচ্ছিন্ন নীল রঙের রুমাল যা তার টুপির ভেতর থেকে পড়ে গিয়েছিল। তারপর কুকুরটাকে ডাকতে লাগলো। কুকুরটা তখনও অনড় হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর, থাবার ওপর নাক রেখে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

'আজোরকা, আজোরকা,'—অস্পষ্ট এক কম্পমান স্বরে বৃদ্ধ ডাকলো

আজোরকা নিশ্চল।

'আজোরকা, আজোরকা,'—লাঠি দিয়ে কুকুরটাকে খোঁচাতে খোঁচাতে বৃদ্ধ ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলো। কিন্তু সে নড়লো না

লাঠি খসে পড়লো বৃদ্ধের হাত থেকে। সে নীচু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে আজোরকার মাথাটা তুলে ধরলো। কুকুরটা মারা গেছে অলক্ষ্যে সে মারা গেছে তার মনিবের পায়ের তলায়, বার্দ্ধক্যে, সম্ভবতঃ না খেতে পেয়েও। মুহূর্তমাত্র বৃদ্ধ চেয়ে রইলো তার দিকে হতভম্বের মত যেন সে বুঝতেই পারে নি কুকুরটা মরে গেছে। তারপর ধীরে ধীরে আরও ঝুঁকে পড়লো তার সেই পুরাতন ভৃত্য, তার সেই পরম বন্ধুর ওপর—নিজের পাণ্ডুর গাল দিয়ে চেপে ধরলো আজোরকার মৃত মুখখানি। নেমে এলো ক্ষণিকের নিস্তব্ধতা। সবাই আমরা অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। শেষটায় বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালো। ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল তাকে সর্ব্বশরীর কাঁপছিলো তার, যেন জ্বর এসেছে।

'ওকে বাঁধিয়ে নিতে পারবে,'—সহানুভূতিশীল মূলার বললেন, বৃদ্ধকে কোনরকমে সান্ত্বনা দেবার আশায়। 'ওকে তুমি বাঁধিয়ে রাখতে পারবে, মিউজিয়ামে যেমন রাখে। ফিয়োডোর কারলিচ্ ক্রুগার সুন্দর বাঁধাই করেন, উনি একজন বাঁধাইয়ের এক্সপার্ট,'—বলতে বলতে মূলার মেঝে থেকে লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে বৃদ্ধের হাতে দিলেন।

'হ্যাঁ, আমি খুব ভালো বাঁধাই করতে পারি,'—সামনে এসে হের ক্রুগার

বিনয় প্রকাশ করে জানালেন। ক্রুগার একজন ধর্ম্মভীরু জার্মান, লম্বা, রোগা ফ্যাল্‌চে চুলে জট পাকানো, লম্বা নাকে চশমা আঁটা।

'ফিয়োডোর ক্রুগার ওস্তাদ মানুষ, সবরকম বাঁধাইয়ের কাজ সুন্দর করেন,'—মুলার আবার বললেন, নিজের উদ্ভাবিত এই সমাধানে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়ে।

'হাঁ, আমি ভালো বাঁধাই করতে পারি। আমি তোমার কুকুর বিনা পয়সায় বাঁধিয়ে দেবো,'—ক্রুগার জানালেন বৃদ্ধকে, উদার আত্মত্যাগের আতিশয্য প্রকাশ ক'রে।

'না, আমিই তোমাকে বাঁধাইয়ের খরচ দেবো,'—এ্যাডাম ইভ্যানিচ্ শুলজ্ চেঁচিয়ে উঠলেন, নিজের ঔদার্য্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে এবং নিজেকে এই দুর্ঘটনার নির্দ্দোষ কারণ ভেবে।

বৃদ্ধ সবই শুনলো, বুঝলো না কিছুই। আগের মতই সর্ব্বশরীর তার শুধু কাঁপতে লাগলো।

'দাঁড়াও! এক গ্লাস ভালো মদ খেয়ে যাও,'—মুলার বললেন সেই রহস্যময় অতিথিটিকে যাওয়ার উপক্রম করতে দেখে।

মদ আনা হোল। যন্ত্রের মত বৃদ্ধ গ্লাসটি তুলে নিলো, কিন্তু হাত তার কেঁপে উঠলো এবং ঠোঁটের কাছাকাছি তোলার আগেই অর্দ্ধেক মদ চ'লকে পড়লো। এক ফোঁটা না খেয়েই গ্লাসটি সে আবার রেখে দিল টেবিলের উপর

তারপর এক অদ্ভুত ও অসঙ্গত হাসি হেসে আজোরকাকে ফেলে রেখে বেরিয়ে গেল কাফিখানা থেকে দ্রুত ও অসম পদক্ষেপে। সবাই দাঁড়িয়ে রইলেন হতভম্ব হয়ে। জার্মানদের মধ্যে খেদোক্তি শোনা গেল। 2

আমি কিন্তু ছুটলাম বৃদ্ধের পেছনে। কাফিখানা থেকে কয়েক পা দূরে ডান দিকের একটা গেটের মধ্যে সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার এক গলিপথ, দু'পাশে সারি সারি উঁচু বাড়ী। কেমন যেন আমার মনে হোল বৃদ্ধ ওরই মধ্যে ঢুকেছে। ওখানে ডানদিকে একখানি বাড়ী তৈরী হচ্ছিলো, তার চারদিকে ভারা বাঁধা। গলির প্রায় মাঝখানে ভারা এসে পড়েছে, তাই যাতায়াতের জন্যে চারদিকে তক্তা পেতে দেওয়া হয়েছে। সেখানে এক অন্ধকার কোণে বৃদ্ধকে নজরে পড়লো। সে বসে আছে কাঠের এক

পাটাতনের ধারে, দু'হাতে মাথা রেখে, হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে। আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম।

কি ভাবে সুরু করবো ভেবে না পেয়ে বললাম—'শোন! দুঃখ করো না আজোরকার জন্যে। এসো, আমি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবো। কোন চিন্তা নেই। এখনই একটা গাড়ী ডেকে আনছি। কোথায় থাক তুমি?'

বৃদ্ধ নিরুত্তর। ভেবে পেলাম না এরপর কি করবো। গলিতে কোন পথচারী নেই। হঠাৎ সে আমার হাত চেপে ধরলো।

'দম বন্ধ হয়ে আসছে!' অস্পষ্ট ধরা গলায় সে বললে। 'দম বন্ধ হয়ে আসছে!'

জোর ক'রে তাকে টেনে তুলতে তুলতে বললাম—'চল তোমায় বাড়ী নিয়ে যাই। চা খেয়ে ঘুমোবে। আমি গাড়ী ডেকে আনছি। ডাক্তার ডেকে আনছি···আমার চেনা ডাক্তার আছে··'

মনে পড়ে না আর তাকে কি বলেছিলাম। সে উঠতে চেষ্টা করলো, কিন্তু আবার পড়ে গেল মাটিতে এবং বিড়বিড় ক'রে কি যেন বলতে লাগলো ঠিক সেইরকম এক অস্পষ্ট ও রুদ্ধ স্বরে।

'ভ্যাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ড',—হাঁপিয়ে টেনে টেনে বৃদ্ধ বললে। 'সিক্সথ ষ্ট্রীট। সিক্ ··স্··· ষ্ট্রী ···· ট্ ·'

তারপর নিশ্চুপ। গভীর নিস্তব্ধতায় সে ডুবে গেল।

'তুমি ভ্যাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ডে থাকো? তবে তো ভুল পথে এসেছো! সেটাতো বাঁদিকে, আর তুমি এসেছো ডানদিকে। চল, আমি তোমায় ঠিক নিয়ে যাবো. ....'

বৃদ্ধ নিশ্চল। আমি তার হাত ধরলাম। হাতখানা পড়ে গেল, যেন মরা মানুষের। তার মুখের দিকে চাইলাম। তাকে স্পর্শ করলাম,—সে মারা গেছে!

মনে হোল সব যেন স্বপ্নে ঘটছে।

এই ঘটনার হাঙ্গামায় জ্বর আমার আপনিই ছেড়ে গেল। বৃদ্ধের ডেরা খুঁজে বার করলাম। সে কিন্তু ভ্যাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ডে থাকতো না। থাকতো, যেখানে সে মারা গিয়েছিল তারই দু'এক পা দূরে ক্লুগেনস্

বিল্ডিং-য়ের পাঁচতলার একখানা ঘরে। ঘরখানা প্রশস্ত, তবে ছাদটা অত্যন্ত নীচু, প্রবেশপথ সঙ্কীর্ণ এবং জানলার নামে তিনটি ছিদ্র আছে মাত্র। বৃদ্ধ অতি দরিদ্রের মত থাকতো। তাঁর আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল একটা টেবিল, দু'টো চেয়ার এবং একখানা খুব পুরনো গদি-ছেঁড়া সোফা, পাথরের মত শক্ত। তাও আবার শুনলাম সেগুলি বৃদ্ধের নিজের নয়। বাড়ীওলার। উনুনটা দেখে মনে হোল বহুদিন সেটা ধরানো হয় নি, এবং একটা মোমবাতিও নজরে পড়লো না। এতদিনে বুঝলাম বৃদ্ধ মুলারের ওখানে যেতো শুধু চুল্লী-জ্বালা ঘরে বসে নিজেকে উষ্ণ করতে। টেবিলের ওপর একটা শূন্য মাটির পাত্র, আর তার পাশে এক টুকরো বাসি রুটি পড়ে! টাকাকড়ি কিছু দেখলাম না, একটি পয়সাও না। এমনকি দ্বিতীয় কোন পোষাক নেই যা পরিয়ে তাকে কবর দেবো। আর একজন তার নিজের সার্টটা দিল, তাতেই কাজ হোল। স্পষ্টই বুঝলাম, এমন নির্বান্ধবভাবে বৃদ্ধ কখনই দিন কাটাতে পারতো না, নিশ্চয়ই কেউ মাঝে মাঝে এসে দেখাশোনা করতো। টেবিলের ড্রয়ারে তার একখানা পাসপোর্ট পাওয়া গেল। জানা গেল সে একজন বিদেশী, যদিও রাশিয়ান নাগরিক। তার নাম জেরেমি স্মিথ, বয়েস আটাত্তর বছর। সে ছিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। টেবিলের ওপর দু'খানা বই দেখলাম, একখানা সংক্ষিপ্ত ভূগোল এবং আর একখানা রাশিয়ান ভাষায় লেখা নিউ টেষ্টামেন্ট—মার্জিনে পেন্সিল ও নখ দিয়ে দাগ কাটা। বই দু'খানা আমি নিলাম নিজের জন্যে। বাড়ীওলা ও অন্যান্য ভাড়াটেদের প্রশ্ন করলাম,—তারা বৃদ্ধের সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানে। বাড়ীতে অনেক ভাড়াটে ছিল, বেশীর ভাগই মিস্ত্রী শ্রেণীর, কিম্বা জার্মান স্ত্রীলোক—যারা নিজেদের ঘরের অংশ ভাড়া দেয় আহার, বাসস্থান ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা সমেত। বাড়ীর সরকার মশাইও বৃদ্ধ ভাড়াটের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলতে পারলেন না। তবে এইটুকু জানালেন যে, ঘরখানার ভাড়া ছিল মাসিক ছ'রুব্‌ল, বৃদ্ধ ওখানে গত চার মাস হোল ছিল, এবং গত দু'মাস এক পয়সাও ভাড়া দেয়নি, তাই তিনি ওকে তাড়াবার কথা ভাবছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হোল কেউ ওর কাছে আসতো কিনা, কিন্তু একজনও তার সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলো না। বাড়ীখানা প্রকাণ্ড, সেখানে অগুনতি লোক আসে,

কে কাকে চিনে রাখে! বাড়ীর দরোয়ান, পাঁচ বছর হোল ওখানে আছে, হয়তো কিছু খবর দিতে পারে। কিন্তু সেও আজ দিন পনেরো হোল তার ভাইপোকে বদলিতে রেখে দেশে গেছে। ভাইপোর বয়েস খুব কম, এখনও অর্দ্ধেক ভাড়াটেকে চেনেই না! আমার ঠিক মনে পড়ে না কিভাবে শেষ পর্য্যন্ত এই অনুসন্ধান পর্ব্ব শেষ হয়েছিল, তবে এইটুকু মনে আছে বৃদ্ধকে শেষটায় কবর দেওয়া হয়েছিল। তারই মধ্যে, আমার অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও, একদিন ভ্যাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ডে সিক্সথ্ ষ্ট্রীটে গিয়েছিলাম এবং সেখানে গিয়ে মনে মনে প্রচুর হেসেও ছিলাম। সিক্সথ্ ষ্ট্রীটে সারি সারি সাধারণ বাড়ী ছাড়া কি আর দেখতে পাবো? কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেলাম না, বৃদ্ধ কেন মৃত্যুর সময় সিক্সথ্ ষ্ট্রীট এবং ভ্যাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ডের কথা বলেছিল। তবে কি বিকারের ঝোঁকে?

স্মিথের সেই পরিত্যক্ত আস্তানাটি দেখে আমার পছন্দ হোল। নিজে সেটি ভাড়া নিলাম। প্রথম কথা—ঘরখানা বড়, যদিও ছাদ খুব নীচু, এত নীচু যে প্রথমে ভয় হয়েছিল হয়তো মাথা ঠুকে যাবে কিন্তু দুদিনেই অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। মাসে ছ'রুব্‌ল ভাড়ায় ওর চেয়ে আর ভালো কিছু মেলে না। ঘরখানার স্বাতন্ত্র্যে আমার লোভ হোল। শুধু একটি চাকরের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ চাকর ছাড়া আমার চলে না। যাই হোক, চাকর যতদিন না পাই দরোয়ানের সঙ্গে রফা করে নিলাম, রোজ একবার করে এসে নেহাৎ প্রয়োজনীয় কাজক'টি সে করে দিয়ে যাবে। ভাবলাম, কে জানে একদিন হয়তো ওখানে কেউ বৃদ্ধের খোঁজ নিতে আসবে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর পাঁচ-দিন কেটে গেল। তবু কেউ এলো না।

দুই

সেই সময়, ঠিক এক বছর আগে, আমি তখনও এক কাগজের অফিসে চাকরী করি, প্রবন্ধ লিখি মনে মনে দৃঢ় একটা ধারণা জন্মায় যে, একদিন আমি একটা বিরাট কিছু লিখতে সক্ষম হব। তখন একখানা বড় উপন্যাস লিখছিলাম। কিন্তু তার পরিণতি দাঁড়ালো—এখানে আমার এই হাসপাতালে আসা। মনে হোল বেশীদিন আর বাঁচবো না। আর, মরেই যখন যাবো, কি প্রয়োজন এই জীবন-স্মৃতি লেখার ?

জীবনের সেই দুঃখময় তিক্ত অতীতের স্মৃতি আমি কিছুতেই এড়াতে পারি না। ইচ্ছা হয়, সব লিখে রাখি এবং এই লেখার বাতিক না থাকলে হয়তো একদিন ম'রেই যেতাম। অনেক সময় অতীতের সেই স্মৃতি জাগিয়ে তোলে অসহ বেদনার তীব্র অনুভূতি। লিখতে লিখতে হয়তো সেগুলি আরও কোমল, আরও মধুময় হ'য়ে আসবে। মনে হবে ততটা বিকার, ততটা দুঃস্বপ্নের মত নয়। এ আমার বিশ্বাস। নিছক লেখার কিছু অন্ততঃ একটা গুণ আছে। আমাকে শান্ত করবে, জুড়িয়ে দেবে, জাগিয়ে তুলবে আমার মধ্যে পুরনো সেই লেখার অভ্যাস। স্মৃতি আর দুঃস্বপ্নের পরিবর্তে দেবে আমায় কাজ, সময় কাটানোর খোরাক· হ্যাঁ, চমৎকার পরিকল্পনা। তাছাড়া, তবু যাহোক কিছু একটা রেখে যেতে পারবো জীবনের শেষ সঙ্গীর হাতে, যে অন্ততঃ শীতের হিমেল দিনে আমার পাণ্ডুলিপির পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে জানলার সার্শিতে এঁটে দ্বিতীয় আবরণের কাজ চালাতে পারবে।

কিন্তু জানি না কেন, আমি আমার কাহিনী সুরু ক'রেছি মাঝ পথে। যদি লিখতেই হয়, সুরু থেকে সুরু করাই ভালো। বেশ, গোড়া থেকেই সুরু করছি। তবে আমার এ আত্মজীবনী দীর্ঘ হবে না।

জন্ম আমার এখানে নয়, বহু দূর এক দেশে। ধ'রে নেওয়া যাক আমার বাপ-মা অতি ভালো মানুষ ছিলেন। তবে খুব শৈশবে আমি তাঁদের হারাই। মানুষ হই কাছাকাছি সামান্য এক জোৎদার নিকোলাই সার্গেইচ্ ইচ্মেনভের বাড়ীতে। তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমায় আশ্রয় দেন। তাঁর একটী মাত্র সন্তান

ছিল, একটী মেয়ে। নাম তার নাটাশা, আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট। দু'জনে আমরা মানুষ হই ভাইবোনের মত। কি মধুর সে শৈশব! কিন্তু কি ছেলেমানুষী! আজ পঁচিশ বছরে পৌছে তার জন্যে অনুতাপ করা, একা ব'সে কৃতজ্ঞচিত্তে উৎসাহভরে সে কথা স্মরণ করা! সেদিন আকাশে ছিল ঝলমলে আলো,—পিটার্সবুর্গের সূর্য্যের সঙ্গে কতই না তার প্রভেদ! আমাদের দু'টি ছোট্ট হৃদয় স্পন্দিত হ'য়ে উঠতো চপল আনন্দে। আমাদের দু'টিকে ঘিরে ছিল প্রান্তর, ছিল বনানী—আজকের মত মৃত প্রান্তরের স্তূপ নয়। কত সুন্দরই না ছিল ভ্যাসিলেভস্কির বাগান, তার পার্ক, যার নায়েব ছিলেন নিকোলাই সার্গেইচ্। নাটাশা আর আমি বেড়াতে যেতাম বাগানে, বাগান ছাড়িয়ে দূরে গহন অরণ্যে। একবার আমরা দু'জন হারিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে। কি মধুব সেই স্বর্ণময় দিনগুলি! জীবনের প্রথম আস্বাদ রহস্যময় ও লোভনীয়,—আরও মধুর তার স্মৃতি। সেদিন মনে হোত প্রতিটি ঝোপের, প্রতিটি গাছের আড়ালে কেউ বুঝি লুকিয়ে আছে গোপনে, আমাদের অলক্ষ্যে,—রূপকথার স্বপ্নরাজ্য এক হ'য়ে মিশে যেতো বাস্তবের সঙ্গে। যখন সন্ধ্যায় কুয়াশা ঘন হ'য়ে উঠতো গভীর খাদে, আটকে থাকতো ধুসর পুঞ্জে পাহাড়ের পাথুরে বুকের ঝোপেঝাড়ে, আমি আর নাটাশা দাঁড়াতাম ওপরে—দু'জনে দু'জনের হাত ধ'রে, চেয়ে থাকতাম নীচে অতলস্পর্শ গহ্বরের দিকে ভীরু ঔৎসুক্যের দৃষ্টি মেলে। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হতো এই বুঝি কেউ বেরিয়ে আসছে, এই বুঝি কেউ ডাকছে আমাদের পাহাড়ের নীচ থেকে কুয়াশা ভেদ করে, এই বুঝি সত্য হ'য়ে দেখা দেয় আইমার মুখে শোনা রূপকথার গল্প। একবার, বহুদিন পরে, মনে আছে নাটাশার কাছে গল্প ক'রছিলাম কেমন ক'রে ছোটবেলায় আমরা একখানা রূপকথার বই যোগাড় ক'রেছিলাম। কেমন ক'রে তখনই ছুটে গিয়েছিলাম বাগানের পুকুর পাড়ে। সেখানে, আমাদের সবচেয়ে প্রিয় যে স্থানটি সেই ম্যাপল্ গাছের তলায় সবুজ ঘাসের ওপর ব'সে দু'জনে প'ড়েছিলাম সেই রূপকথার কাহিনী,—'এ্যালফানসো আর দালিন্দা'। আজও সে কাহিনী স্মরণে মন আমার শিহরিত হ'য়ে ওঠে। মনে পড়ে বছরখানেক আগে যখন নাটাশাকে তার প্রথম লাইনটি বলে শোনাচ্ছিলাম, সেই যে—'এ্যালফানসো, আমার গল্পের নায়ক, জন্ম তার পোর্টুগালে। ডন র‍্যামিরো তার বাবা'…আমার চোখে প্রায় জল এসে প'ড়েছিল। নিশ্চয়ই ভারী

ছেলেমানুষী ব'লে মনে হয়েছিল, তাই হয়তো নাটাশা তখন দুষ্টুমি ক'রে হেসেছিল আমার আবেগে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সে সামলে নিয়েছিল (বেশ মনে আছে) এবং আমাকে ভোলাতে নিজেও গল্প জুড়েছিল পুরনো দিনের। একের পর আর এসে পড়লো, শেষে সে নিজেও তলিয়ে গেল আবেগে। সে এক মধুর সন্ধ্যা! একে একে সব কথা হোল: কেমন ক'রে আমাকে পাঠানো হ'য়েছিল সহরের স্কুলে—আর তখন সে কি তার কান্না! তারপর আমাদের শেষ বিদায়ের ক্ষণ,—যখন আমি চিরদিনের মত বিদায় নিলাম ভ্যাসিলেভস্কি থেকে। তখন আমি বোর্ডিং স্কুল ছেড়ে যাচ্ছিলাম পিটার্সবুর্গে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার জন্যে। আমি তখন আঠারো আর নাটাশা পনেরো বছরের। নাটাশা বলে, আমি নাকি তখন এমন এক অদ্ভুত বোকাবোকা জীব ছিলাম যে, আমার দিকে চেয়ে কেউ না হেসে থাকতে পারতো না। বিদায়বেলায় আমি তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়েছিলাম, গোটাকতক কি'যেন অতি প্রয়োজনীয় কথা ব'লতে। কিন্তু পারি নি, হঠাৎ আমার জিব গিয়েছিল আটকে মুখের মধ্যে। আজও নাটাশা ভোলে নি আমার সে ব্যাকুলতা। তবে কথা শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নি। ভেবে পাই নি কি বলবো, আর হয়তো সে বুঝতেও পারতো না আমার কথা। আমি শুধু কেঁদেছিলাম ভীষণভাবে। কাঁদতে কাঁদতে চ'লে আসি কোন কথা না ব'লেই। বহুদিন পরে দু'জনের আবার দেখা হয় পিটার্সবুর্গে, দু'বছর আগে। বৃদ্ধ নিকোলাই সার্গেইচ্ এসেছেন পিটার্সবুর্গে তাঁর মামলার জন্যে। আমি সবে সুরু ক'রেছি আমার সাহিত্যিক জীবন।

তিন

নিকোলাই সার্গেইচ্‌ বড় ঘরের মানুষ। কিন্তু সে সমৃদ্ধি তাঁদের অনেক দিন গেছে। পিতামাতার মৃত্যুর পর নিকোলাই কিছু জমিজমার উত্তরাধিকারী হন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি যোগ দেন সেনাবিভাগের অশ্ববাহিনীতে। দিন বেশ কাটছিলো। কিন্তু ছ'বছর সেনাবিভাগে থাকার পর হঠাৎ এক অশুভ সন্ধ্যায় তাসের জুয়া খেলায় তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হারান। সারারাত ঘুম হয় না। পরদিন সন্ধ্যার খেলায় পণ রাখেন তাঁর ঘোড়া—তাঁর শেষ সম্বল। জয়লাভ করেন। দ্বিতীয়বার জেতেন, তৃতীয়বারও, এবং আধঘন্টার মধ্যে হৃত সম্পত্তির সবকটা তালুকের ভেতর একটা ফিরে পান, ইচমেনেভকা গ্রামখানি। পরদিনই নথিপত্তর দাখিল ক'রে চাকরীতে ইস্তফা দেন। দু'মাস পরে চাকরী থেকে রেহাই পান লেফ্‌টেন্যান্টের পদ থেকে এবং ফিরে আসেন তাঁর দেশের বাড়ীতে। জীবনে কখনও তিনি সেই জুয়াখেলায় হারার কাহিনী বলেন নি এবং যদি কেউ সে প্রসঙ্গ তুলতো, তবে নিজে হাজার ভালোমানুষ হোলেও তার সঙ্গে নিশ্চয়ই ঝগড়া ক'রতে কসুর করতেন না। দেশে ফিরে জমিজমা তদারকে মন দেন এবং পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করেন সৎ পরিবারের একটি দুস্থা মেয়েকে,—এ্যানা এ্যানড্রিয়েভনা সুমিলভকে। মেয়ের তরফে পণ দেবার কোন সঙ্গতিই ছিল না। তবুও এ্যানা নাকি একদিন ফরাসী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং তা' নিয়ে আজ অবধি গর্ব্ববোধও ক'রে আসছেন। লোকে কিন্তু আজও বুঝে উঠতে পারে নি সে শিক্ষাটা আসলে কিসের।

নিকোলাই সার্গেইচ্‌ চাষ-আবাদের কাজে পাকা লোক। আশপাশের তালুকদারেরা তাঁর কাছে তালুক ব্যবস্থার তালিম নেন। বছর কয়েক পর পাশের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ভ্যাসিলেভস্কিতে বড় জমিদারের শুভাগমন হোল। জমিদার মহাশয় আসছেন পিটার্সবুর্গ থেকে, তাঁর নাম প্রিন্স পিটার এ্যালেক্সাণ্ড্রোভিচ্‌ ভালকোভস্কি। তাঁর আগমনে আশপাশে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। প্রিন্স যদিও যুবক নন তবুও তাঁকে দেখলে তরুণ বলেই মনে হয়। কর্মজীবনে

তাঁর উচ্চ পদমর্য্যাদা আছে, অভিজাত মহলে আত্মীয়কুটুম্বিতা আছে, আর আছে ঐশ্বর্য্য। অতি সুপুরুষ চেহারা, এবং গ্রামের অনূঢ়া ও প্রৌঢ়া মহলে যেটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় সেটি হোল, তিনি বিপত্নীক। লোকে সব বলাবলি করতে লাগলো,—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি কোন সূত্রে তাঁর আত্মীয় হন, তাঁর অভ্যর্থনায় কেমন জাঁকজমক হয়ে ছিল, তাঁর আদবকায়দায় মেয়েদের কেমন তাক্ লেগে গেছে, ইত্যাদি। মোট কথা, তিনি হোলেন সহুরে অভিজাত শ্রেণীর সেইসব জাঁদরেল প্রতিনিধিদের একজন যাঁদের পদধূলি গ্রামদেশে কদাচিৎ পড়ে। যখন পড়ে, তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। তাই বলে প্রিন্স কিন্তু আদৌ মিশুক নন, বিশেষ ক'রে তাঁদের সঙ্গে তো মেশেনই না যাঁরা তাঁর কোন প্রয়োজনে লাগবে না এবং যাঁরা তাঁর চোখে হীন ও অপাংক্তেয়। অতএব গ্রামদেশে এসে দশজনের সঙ্গে মেলামেশা করা তিনি সঙ্গত মনে করলেন না, এবং প্রতিবেশী অনেকেই এতে রুষ্ট হলেন তাঁর ওপর। অথচ সেই মানুষ যখন হঠাৎ কি খেয়ালে নিকোলাই সার্গেইচের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিলেন সবাই তখন খুব অবাক হ'য়ে গেল। এটা ঠিক যে নিকোলাই তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী। নিকোলাই পরিবারে প্রিন্স গভীর রেখাপাত করলেন। এক সঙ্গে দু'জনকেই বিমুগ্ধ ক'রে ফেললেন। এ্যানা এ্যান্‌-ড্রিয়েভ্‌না বিশেষ আগ্রহ দেখালেন তাঁর সম্বন্ধে। অল্পদিনেই তিনি যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেন। প্রত্যহ ওঁদের বাড়ী যান, নিমন্ত্রণ ক'রে নিজের বাড়ীতে ওঁদের আনেন। গল্প শোনান, হাসিঠাট্টা করেন, ওঁদের ভাঙ্গা পিয়ানোয় গানও করেন। নিকোলাইদের বিস্ময়ে আর ক্লান্তি নেই—এমন ভালোমানুষকে লোকে কি করে হামবড়া ও দাম্ভিক ব'লে অপবাদ দেয়! মনে হবে, প্রিন্স বুঝি নিকোলাই সারগেইচ্‌কে অত পছন্দ করেছেন কারণ নিকোলাই অতি সাদাসিধে, নিঃস্বার্থ ও উদারচিত্তের। কিন্তু তা' নয়। দু'দিন বাদেই ব্যাপারটা সব প্রকাশ হ'য়ে পড়লো। ভ্যাসিলেভস্কিতে প্রিন্সের আগমনের আসল হেতু হোল—তাঁর নায়েবটিকে বরখাস্ত করে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। এই ধূর্ত্ত নায়েবটি চাষ-আবাদে পাকাপোক্ত, বয়েসও যথেষ্ট হয়েছে। তবুও প্রিন্সকে এতদিন সে নির্লজ্জের মত ঠকিয়ে এসেছে, আময়দা চুরি করেছে, এবং সবচেয়ে জঘন্য—অত্যাচারে বহু চাষী প্রজার প্রাণনাশ করেছে। শেষটায় হাতেনাতে

খরা পড়ায় প্রিন্স তাকে বরখাস্ত করেছেন। প্রিন্সের এখন একজন নতুন নায়েবের প্রয়োজন। নিকোলাই সার্গেইচ্‌কে তাঁর পছন্দ। জমিদারীর কাজে নিকোলাই পাকা লোক, এবং তাঁর সততায় সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রিন্সের ইচ্ছা নিকোলাই স্বেচ্ছায় এ প্রস্তাব করেন। কিন্তু তা যখন হোল না, প্রিন্স নিজেই তাঁকে বললেন বন্ধুত্বের খাতিরে বিনীত অনুরোধ হিসাবে। নিকোলাই প্রথমে রাজী হোলেন্ না। কিন্তু মাইনের মোটা অঙ্কটা আকৃষ্ট ক'রলো অ্যানা অ্যানড্রিয়েভ্‌নাকে, এবং প্রিন্সের দ্বিগুণ হৃদ্যতা নিকোলাইয়ের শেষ কুণ্ঠাটুকু দূর ক'রে দিল। প্রিন্সের উদ্দেশ্য সফল হোল। মানুষ চেনায় তিনি পটু। নিকোলাইয়ের সঙ্গে স্বল্প আলাপেই তিনি বুঝেছিলেন, কি ধরণের মানুষ এই নিকোলাই। এঁকে হাত ক'রতে হবে সৌহার্দ্য দেখিয়ে, জয় করতে হবে এঁর হৃদয়, নইলে অর্থের লোভ দেখিয়ে কোন ফল হবে না। ভাল্‌কোভস্কির প্রয়োজন এমন একজন নায়েব আজীবন যার ওপর তিনি সব কিছু ছেড়ে দিতে পারেন অন্ধ-বিশ্বাসে, যাতে কোনদিন আর তাঁকে ভ্যাসিলে ভস্কিতে আসতে না হয়। এইটাই তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল। নিকোলাই সার্গেইচ্‌কে তিনি এতই মুগ্ধ করলেন যে নিকোলাই অকপটে বিশ্বাস ক'রলেন তাঁর বন্ধুত্বকে।

অনেক বছর কেটে গেছে। প্রিন্স ভালকোভস্কির জমিদারী সমৃদ্ধ হয়েছে। ভ্যাসিলেভস্কির জমিদার ও তাঁর নায়েবের সম্বন্ধ অটুট আছে। কোন তরফেই সামান্যতম সংঘর্ষ দেখা দেয়নি, এবং প্রয়োজনীয় পত্রালাপের পরিধি ছাড়িয়ে সে সম্বন্ধ বিস্তার লাভও করেনি। নিকোলাই সার্গেইচের ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ না করলেও প্রিন্স তাঁকে মাঝে মাঝে উপদেশ দিতেন। এতে নিকোলাই অবাক হয়ে যেতেন প্রিন্সের চাতুর্য্যে ও বৈষয়িক বুদ্ধিমত্তায়, বুঝতেন—আয়ের দিকে তাঁর সুচতুর দৃষ্টি আছে। ভ্যাসিলেভস্কি পরিদর্শনের পাঁচ বছর পরে প্রিন্স নিকোলাইকে সেই প্রদেশেরই আর একখানি মূল্যবান তালুক কেনবার ভার দেন। নিকোলাই এতে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন। প্রিন্সের সাফল্য, উন্নতি ও পদবৃদ্ধির কোন সংবাদ তাঁর কাছে এতই প্রিয় যেন তা তাঁর আপন ভাইয়ের। তবে তাঁর আনন্দ চরমে পৌঁছোয় যখন প্রিন্স একবার তাঁর ওপর অসাধারণ আস্থা দেখিয়েছিলেন। ব্যাপারটা ঘটেছিল এইভাবে......কিন্তু এখানে প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কির জীবনের কিছু বিবরণ উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করছি। এক হিসাবে তিনি আমার এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র।

চার

আগেই বলেছি তিনি ছিলেন বিপত্নীক। প্রথম যৌবনে তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং সে বিয়ে শুধু টাকার মুখ চেয়ে। তখন তাঁর বাপমা মস্কোয়, সাংসারিক বিপর্য্যয়ে তাঁরা সর্ব্বস্বান্ত। কাজেই তাঁদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য তিনি কিছুই পেতেন না। ভ্যাসিলেভস্কির সম্পত্তি বারবার বাঁধা দেওয়া হয়েছে। ঋণের বোঝা ক্রমশঃই স্ফীত হয়ে উঠেছে। বাইশ বছর বয়সে প্রিন্স বাধ্য হলেন মস্কোয় সরকারী মহলে চাকরী নিতে। তখন তাঁর হাতে এক কপর্দ্দকও নেই। সেই তাঁর সংসারযাত্রা সুরু লুপ্ত ঐশ্বর্য্যের নিঃস্ব রিক্ততা নিয়ে। এই সময় ট্যাক্স কণ্ট্রাক্টরের বয়স্থা মেয়ের সঙ্গে বিবাহ সে যাত্রা তাঁকে নিশ্চিন্ত নিষ্কৃতি দেয়।

পণের টাকা নিয়ে কন্‌ট্রাক্টর ভদ্রলোক প্রিন্সকে প্রতারণা করেন, তাহলেও স্ত্রীর টাকাতে তিনি হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করলেন। তাঁর নববিবাহিতা পত্নী লেখাপড়া কিছুই জানতেন না, দেখতেও সুশ্রী নন মোটেই, তবে একটা মহৎ গুণ তাঁর ছিল, সে হলো তাঁর স্বভাব—যেমন ধীরস্থির, তেমনি বিনয়ী। প্রিন্স স্ত্রীর এই গুণের সুযোগ পুরোমাত্রাতেই নিতেন। বিয়ের এক বছর পরে তিনি স্ত্রীকে মস্কোয় শ্বশুরের তত্ত্বাবধানে রেখে চাকরীর সন্ধানে অন্যত্র গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁর একটী পুত্রসন্তান হয়েছে। পিটার্স্‌বুর্গে তাঁর এক প্রতিপত্তিশালী আত্মীয়ের সাহায্যে একটি ভাল চাকরী পেলেন। যশ ও প্রতিপত্তির মোহ তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে। ভেবে দেখলেন পিটার্স্‌বুর্গ বা মস্কোয় স্ত্রীর সঙ্গে কোন জায়গাতেই থাকা সম্ভব নয়। তার চেয়ে দেশে দেশে ঘুরে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধানই তিনি করবেন। শোনা যায়, বিবাহিত জীবনের এক বছরেই তাঁর স্নেহলেশহীন ব্যবহারে স্ত্রী হাঁপিয়ে ওঠেন। এই কানাঘুষোয় বিব্রত হয়ে পড়তেন নিকোলাই সার্গেইচ, তুমুল ওকালতি করতেন প্রিন্সের হয়ে এই বলে যে প্রিন্স কখনও এত ছোট কাজ করতে পারেন না। কিন্তু সাত বছর পরে তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রিন্স ফিরলেন পিটার্স্‌বুর্গে। তাঁর এই ফিরে আসাতে ততটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি। সুশ্রী, সুন্দর চেহারা,

ভরা যৌবন আর অর্থের প্রাচুর্য্য নিয়ে পিটার্স্‌বুর্গে এলেন যেন বেশ গণ্যমান্য হোমড়াচোমড়া একজন হয়ে। জানা যায়, মেয়েদের মহলে তিনি তখন বিশেষ সমাদৃত এবং অভিজাত বংশের কোন এক রূপসী তরুণীর সঙ্গে গোপন প্রণয়চর্চ্চার ফলে তাঁর দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে। টাকাপয়সার ব্যাপারে স্বভাবতঃই হিসেবী হলেও তখন তিনি বেপরোয়া টাকা উড়িয়ে চলেছেন। যখন তখন তাসের আড্ডায় জুয়ার ফলে জলের মত অর্থ বেরিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু তাতেও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। অথচ স্ফূর্ত্তি করতে তিনি পিটার্স্‌বুর্গে আসেন নি মোটেই। জীবনে সবদিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার কামনা তখন তাঁর ঐকান্তিক। সে প্রতিষ্ঠা তিনি পেয়েওছেন। তাঁর অবস্থাপন্ন আত্মীয় কাউন্ট নায়নস্কি ইদানিং তাঁকে বেশ সমীহ করে চলছেন, অন্য সময় হোলে প্রিন্সকে তিনি আমলই দিতেন না। এমনকি প্রিন্সের সাতবছরের ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করার প্রস্তাবও জানালেন। ঠিক এই সময়ই ভ্যাসিলেভস্কিতে যান প্রিন্স এবং সেখানে নিকোলাই সার্গেইচের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়। তারপর কাউন্টের সুপারিশে পররাষ্ট্র দপ্তরে উচ্চপদে চাকরী পেয়ে বিদেশে পাড়ি দিলেন।

তার পরবর্ত্তী দিনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। লোকে শুধু জানলো তিনি নতুন এক সম্পত্তি কিনেছেন। কয়েক বছর পরে তিনি বিদেশ থেকে ফিরলেন। পিটার্স্‌বুর্গে ফিরতেই আরো ভাল চাকরী পেলেন। নিকোলাই পরিবার কানাঘুষোয় শুনলেন সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন পরিবারে প্রিন্স দ্বিতীয়বার বিবাহের আয়োজন করছেন। আনন্দের আবেগে নিকোলাই যেন আপন মনে তাতে সায় দেন। আমি তখন পিটার্স্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার মনে আছে তিনি তখন আমায় বিশেষ করে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন ব্যাপারটা সত্য কিনা। প্রিন্সকেও তিনি চিঠি লিখেছিলেন কিন্তু তার কোন জবাব পান নি। খবর নিয়ে আমি জানতে পারলাম যে, প্রিন্সের ছেলেটি তখন সবে উনিশ বছরে পা দিয়েছে আর লেখাপড়াও দিয়েছে ছেড়ে। এ খবরটা তাঁকে জানিয়ে দিলাম। আরও জানালাম ছেলেটিকে প্রিন্স ভয়ানক ভালোবাসেন এবং তাঁর আদরেই ছেলেটি গোল্লায় গেছে। ঠিক এই সময়েই একদিন সকালবেলা নিকোলাই সার্গেইচ্‌ প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কির কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়ে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন।

আগেই বলেছি প্রিন্স এতকাল নিকোলাই সার্গেইচ্‌কে চিঠিপত্তর লিখতেন বিশেষ দরকারে আর তা' কাজের কথাতেই ভর্তি। কিন্তু এই চিঠিটিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপারের অনেক কিছুই প্রকাশ করেছেন। ছেলের কথা লিখে তিনি বলেছেন, তার ঐ বিপথে মতিগতি দেখে তিনি বিশেষ মর্ম্মাহত। তবে অবশ্য বয়সকালে এই সব বদখেয়াল থাকবে না। (প্রিন্স নিশ্চয়ই ছেলের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করছিলেন)। তাহলেও তিনি বেশ বোঝেন যে, ছেলেকে শাস্তি দেওয়া এবং ভয় দেখানো দরকার, এমনকি ছেলেকে তিনি নিকোলাই সার্গেইচের জিম্মাতেই পাড়াগাঁয়ের দিকে কিছুকাল পাঠাতে চান। প্রিন্স আরও লিখেছেন যে, এ ব্যাপারে সরলপ্রাণ নিকোলাই এবং বেশী করে এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌নার সাহায্যের ভরসা করছেন। তাঁর অনুরোধ তাঁরা এই দুষ্টু ছেলেটিকে তাঁদের সংসারের একজন করে তুলুন। নিকোলাই সার্গেইচ্‌ অবশ্য এ ব্যাপারে বেশ উৎসাহই দেখালেন। ছেলেটি এলো—তিনি তাকে সন্তানস্নেহেই গ্রহণ করলেন, এমনকি খুব শীঘ্রই তাঁর নিজের মেয়ে নাটাশার মতই আদর যত্ন করতে লাগলেন। ছেলেটিকে তিনি ডাকতেন 'এ্যালোশা' বলে। তার ভাল নাম ছিল, এ্যালেক্সি পেট্রোভিচ্‌। ছেলেটি খুব ফুট্‌ফুটে আর তার স্বভাব অনেকটা মেয়েদের মত। সরল, সাদাসিধে প্রকৃতি, সেইসঙ্গে ভীরুও বটে। নিকোলাই পরিবারে সে বেশ মানিয়ে গেল। প্রিন্স যে কেন তাকে এখানে পাঠিয়েছেন তা বোঝা মুস্কিল হতো—কেননা ছেলেটির মধ্যে দুরন্তপনা বা দুষ্টুমির লেশমাত্র দেখা যেত না। নিকোলাই এ নিয়ে আর কিছু তোলাপাড়া করেন নি। তবে লোকে বলাবলি করতো ছেলেটির বদভ্যাস সবই ছিল—জুয়াখেলা, মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা। পরের টাকা দুহাতে উড়িয়েছে বলেও শোনা গেল। অথচ ছেলেটি বাপকে ভালোবাসতো খুব। নিকোলাই তার সম্বন্ধে বেশ উঁচু ধারণাই পোষণ করতেন। ছেলেটি তাঁর কাছে বেশ বশ মানে। এ্যালোশা আপন মনেই মাঝে মাঝে বলতো, কোন কাউন্টেসকে নাকি সে আর তার বাবা দুজনেই প্রণয় নিবেদন করতো, এবং আরও বলতো কি করে সে সেখানে বাবার আসা-যাওয়া বন্ধ করলো, তার ফলে বাবা কি রকম চটে গেলেন ইত্যাদি। এ সব কাহিনী সে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলতো শিশুসুলভ ভঙ্গীতে হেসে মজা করে। নিকোলাই সঙ্গে সঙ্গেই সে সব আলোচনা বন্ধ করে দিতেন। তার বাবার দ্বিতীয়বার বিয়ের খবর এ্যালোশার মুখে জানা গেল।

প্রায় বছর খানেক সে বাবার কাছ থেকে দূরে কাটিয়েছে। এই সময় সে বাবাকে চিঠিও অনেক লিখেছে। কিন্তু এখানে এসে তার বেশ মন বসে গেল। সেবার গ্রীষ্মকালে প্রিন্স যখন আগে থেকে খবর দিয়ে ভ্যাসিলেভস্কিতে এলেন তখন আরো বেশ কিছুদিন থাকবে ব'লে সে বায়না ধরলো। কিন্তু নিকোলাই এবার বিস্মিত হলেন। তিনি তাঁর পুরাতন বন্ধু প্রিন্স ভাল্‌কো-ভস্কিকে আর যেন চিনতেই পারছেন না। প্রিন্স এসেই সম্পত্তির হিসাবপত্তর চেয়ে বসলেন। কেমন যেন সন্দিগ্ধ ভাব। নিকোলাই এতে খুব আহত হোলেন। এ যেন তিনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না। চোদ্দ বছর আগে প্রিন্সের সঙ্গে আলাপ হয়, তখনকার সমস্ত কিছুই যেন রাতারাতি পাল্টে গেছে। এবারে এসে প্রিন্স পাড়ার সবাইয়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়ে তুললেন। কিন্তু নিকোলাইয়ের সঙ্গে তিনি একবারটিও দেখা করতে এলেন না, এমন ভাব দেখালেন যেন নিকোলাই তাঁর সামান্য এক বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র। হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল, অনেকটা যেন বিনা কারণেই প্রচণ্ড মনোমালিন্য দেখা দিল প্রিন্স আর নিকোলাই-এর মধ্যে। উত্তেজনার মুখে অপমানজনক কথা কাটাকাটিও শোনা গেল। রাগের মাথায় নিকোলাই সার্গেইচ্ ভ্যাসিলেভস্কি ছেড়ে গেলেন। কিন্তু তাতেই ঝগড়ার শেষ হলো না। পাড়ায় খবরটা জানাজানি হয়ে গেল, মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো, প্রিন্সের ছেলের গোবেচারী স্বভাবের সুযোগ নিয়ে নিকোলাই নিজের কার্য্য সিদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মেয়ে নাটাশা (তার বয়স তখন সতেরো) একুশ বছরের ছেলেটির নাকি মন কেড়ে নিয়েছে। নিকোলাই দম্পতি নাকি কিছু না দেখার ভান করে এই ব্যাপারে প্রশ্রয় দিয়েছেন। চতুর নাটাশা নাকি তাকে যাদু করেছে। এমনকি সকল প্রকার প্রচেষ্টায় এই সারাটা বছর নাটাশা তাকে কোন ভদ্র পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে দেয়নি। আরো প্রচারিত হোল ভ্যাসিলেভস্কি থেকে কিছু দূরে এক গাঁয়ে তারা দু'জন তলে তলে বিয়ের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করে ফেলেছে। নাটাশার বাপ মায়ের অজান্তেই এটা চলেছে, অবশ্য তাঁরা দু'জনেই এ ব্যাপারের সব কিছুই জানেন এবং মেয়েকে তাঁরা উস্কিয়েও দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আরো যে সমস্ত রসাল ঘটনা প্রচারিত হতে লাগলো পাড়ার মেয়ে-পুরুষের মুখে মুখে তাতে একখানা বই লেখা চলে। কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা হলো প্রিন্স এ সব স্বচ্ছন্দেই বিশ্বাস করলেন। আর এই সম্বন্ধে

একখানি উড়ো চিঠি পেয়েই সেখানে ছুটে ছিলেন। নিকোলাই সার্গেইচ্‌কে এতখানি অন্তরঙ্গভাবে জেনে এই সব দোষারোপ অম্লান বদনে বিশ্বাস না করারই কথা। তবু তা ঘটে, আশপাশের সবাই জটলা স্বরু করেন, উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, সত্যমিথ্যা নিয়ে মাথা তাঁরা ঘামান না, ঘাড় নেড়ে তাঁর কুৎসাই গেয়ে চলেন। নিকোলাই সার্গেইচ্ দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ। এই সব কুৎসা রটনার ক্ষেত্রে গিয়ে মেয়ের পক্ষ নিয়ে ওকালতি করতে তিনি নারাজ। এই নিয়ে পাড়ায় কারুর সঙ্গে কোন আলোচনায় যোগ দিতে স্ত্রীকে নিষেধ করে দিলেন। নাটাশাকে নিয়েই এত জটলা, সে কিন্তু এসবের কিছুই জানত না। তারপর এক বছর অবধি সে জানতেও পারেনি কিছুই। তাঁরা তাকে এইসব কুৎসা থেকে দূরে রেখেছিলেন। কুৎসা রটনাকারীর দল মিথ্যা সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করে এনে প্রিন্সকে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলো ভ্যাসিলেভস্কির সম্পত্তি দেখাশোনার ব্যাপারে নিকোলাই মোটেই 'ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির' ছিলেন না। বছর তিনেক আগে একটা জমি বিক্রীর ব্যাপারে তিনি হাজার বারো রুব্‌ল্ কামিয়ে ছিলেন। প্রিন্সের কাছ থেকে এই জমি বিক্রীর হুকুম না পেয়েই তিনি নিজের দায়িত্বে এটি বিক্রী করেন। পরে প্রিন্সকে এই বিক্রীর লাভ দেখিয়ে বিক্রীর দরুণ পাওয়া টাকার সামান্য কিছু পাঠিয়ে দেন। এ সম্বন্ধে প্রচুর সাক্ষী পাওয়া যেতে পারে। এ সবই সুবিধাবাদীদের মিথ্যা প্রচার, সেটা ধরা পড়ে অনেক পরে। প্রিন্স কিন্তু তখন এ সবই বেদবাক্যের মতন বিশ্বাস করে নিলেন। সাক্ষীদের সামনে নিকোলাইকে চোর অপবাদ দিতেও ছাড়লেন না। নিকোলাইও ছাড়বার পাত্র নন্, আরো তীব্র ভাষায় তিনি এর উত্তর দিলেন। বিশ্রী একটা নাটকীয় দৃশ্য ঘটে গেল। মামলা চললো। কতকগুলি দরকারী কাগজপত্র তাঁর হাতে না থাকায় আর মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং মুরুব্বীর অভাবে তিনি ফ্যাসাদে পড়লেন। তাঁর সম্পত্তি ক্রোক করা হোল। বুড়ো মানুষ, এতে আরো বেশী উত্তেজিত হয়ে মামলার তদ্বিরাদি করার জন্যে নিজেই পিটার্সবুর্গে যাবেন ঠিক করলেন। ঘরবাড়ী তদারক করবার জন্যে একজন জানাশোনা লোককে রেখে যাবেন। নিকোলাই-এর ওপর তিনি অবিচার করছেন, এটা বোধ হয় প্রিন্স শীঘ্রই বুঝতে পারলেন। কিন্তু ঝগড়াঝাঁটি, অপমানের চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এখন আর মিটমাট সম্ভব নয়। প্রিন্সও তাই ক্ষিপ্ত হয়ে নিকোলাই-এর চরম ক্ষতি করার সকল রকমে চেষ্টা করতে উঠে পড়ে লাগলেন।

পাঁচ

নিকোলাই পরিবার পিটার্সবুর্গে এলেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নাটাশার সঙ্গে আবার আমার দেখা হোল, তার বর্ণনা আমি দিতে চাই না। চার বছর তার সঙ্গে দেখা হয়নি, তাকে ভুলতে পারিনি একদিনও। তার কথা মনে পড়াতে আমার মনে যে অনুভূতি জাগতো তা আমি নিজেই বুঝতে পারতাম না। কিন্তু আবার যখন তার সঙ্গে দেখা হোল তখন কেমন যেন স্থির বিশ্বাস হোল, তার জীবন আমার সঙ্গেই একসূত্রে গাঁথা। তাঁদের আসার পর কয়েক দিন মনে হোল এই চার বছরে তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি—নাটাশা যেন সেই ছোট্ট মেয়েটি রয়েছে যেমন তাকে দেখেছিলাম আগের বারের বিদায়বেলায়। কিন্তু পরে দেখি তার মধ্যে নিত্যই নতুন—সে নতুনের পরিচয় আমি পাইনি, যেন ইচ্ছে করেই সে পরিচয় আমার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে, যেন সে নিজেই নিজেকে আমার কাছে গোপন রেখে দিয়েছে—আর একথা জানার মধ্যেও কতনা আনন্দ।

পিটার্সবুর্গে এসে প্রথম প্রথম বৃদ্ধকে রগচটা এবং মনমরা দেখা গেল। তাঁর বড় দুঃসময় চলছে। কারণে অকারণে চটে ওঠেন, সব সময়েই ডুবে থাকেন নথিপত্তরের মধ্যে, আমাদের কথা ভাববার তাঁর সময় নেই। তাঁর স্ত্রীর অবস্থাও প্রায় তাই। পিটার্সবুর্গে তাঁর মন টিকছেনা, ফেলে আসা ঘরবাড়ীর কথা ভেবে তাঁর মন আরও খারাপ হয়ে যায়। তার ওপর নাটাশার বয়স হচ্ছে। সৎপাত্রের হাতে তাকে তুলে দেওয়ার একটা দুর্ভাবনা জেগেই রয়েছে। এসব কথা তখন তিনি আমাকে জানাতেন। কারণ দু'টো সুখ দুঃখের কথা নিরিবিলিতে বলার মত লোকের একান্তই অভাব।

তাঁদের আসার মাত্র কিছুদিন আগেই আমি আমার প্রথম উপন্যাস লেখা শেষ করেছি। এই উপন্যাস দিয়েই আমার সাহিত্য জীবনের সুরু। লেখায় তখনও হাত পাকেনি, কাজেই উপন্যাসখানি সম্বন্ধে কি করবো না করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। উপন্যাস লেখার কথা তাঁদের জানানোও হয়নি। আমার বেকার জীবন যাপন নিয়ে তাঁদের সঙ্গে বেশ কথা কাটাকাটিই হয়ে গেল।

কারণ আমি কোন চাকরীবাকরী করছিনা, তার চেষ্টা করারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। পিতার মত স্নেহে বৃদ্ধ এ নিয়ে আমাকে রীতিমত তিরস্কার করলেন। আমি কি করছি না করছি সে কথাও লজ্জায় বলতে পারিনা। কি করে তাঁদের সোজাসুজি বলি, চাকরী করা আমার ধাতে সইবে না, কেবল উপন্যাস লিখেই কাটিয়ে দিতে চাই। কাজেই তখনকার মত তাঁদের কাছে মিথ্যা কথাই বললাম। বললাম, চেষ্টা করেও চাকরী যোগাড় করতে পারিনি এবং চেষ্টা করতে করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। আমার কথার সত্যমিথ্যা নিয়ে ভাববার সময় নিকোলাই সার্গেইচের ছিলনা। মনে পড়ে একদিন নাটাশা দূর থেকে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনতে পেয়ে চুপি চুপি আমায় অন্তরালে নিয়ে গেল ডেকে, সজল নয়নে মিনতি জানাল, আমি যেন নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবি। বারবার প্রশ্ন করে সে জানতে চায়, আমি কি করি, কি করে আমার দিনে চলে। আমি কিন্তু তার কাছে কোনও কথা ভাঙিনা। আমাকে দিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়, লক্ষ্যহীন বেকার জীবন বেছে নিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে যেন ডেকে না আনি। যদিও আমি এমনকি তার কাছেও কিছুই ভাঙিনি তবু মনে হোল, পরবর্ত্তী জীবনে লেখার জন্যে সমালোচক ও জ্ঞানীগুণীদের কাছ থেকে যে প্রশংসাভরা অভিনন্দন পেয়েছি তার চেয়ে বেশী খুশি হতাম আমার সে দিনের কাজে, সেই আমার প্রথম উপন্যাস রচনায় নাটাশার কাছ থেকে সামান্যতম উৎসাহ পেলে। একদিন কিন্তু সেই উপন্যাস* ছাপার হরফে দেখা দিল। ছাপার হরফে দেখা দেবার আগেই সাহিত্যমহলে উপন্যাসখানি নিয়ে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। এটির পাণ্ডুলিপি পড়ে জনৈক বিখ্যাত সমালোচক অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু আমি, আমি যদি খুশি হয়ে থাকি কখনও, ত সে এই পাণ্ডুলিপিটি নিজে পড়বার এবং কাউকে পড়তে দেবার আগেই। আকাশছোঁয়া আশার স্বপ্নেভরা সেই দীর্ঘ রাতের পর রাত কেটেছে কল্পনাবিহারে, কেটেছে আমার সাধনার তীব্র আনন্দে, কেটেছে আমারই সৃষ্ট চরিত্রের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে। মনে হতো যেন এরা আমার একই পরিবারভুক্ত, যেন তারা একান্ত বাস্তব। তাদের প্রীতি আমায় চঞ্চল করেছে, তাদের দুঃখই আমার দুঃখ, তাদের আনন্দই আমার আনন্দ হয়ে দেখা দিয়েছে। অনেক সময় চোখের জল ফেলেছি আমারই গোবেচারী নায়কের অসহায় অবস্থা দেখে। আমার

* ডস্টয়ভস্কির প্রথম উপন্যাস 'পুওর পিপ্‌ল্‌' এর কথা বলা হয়েছে

সাহিত্যিক জীবনের এই সাফল্যে নিকোলাই দম্পতি যে কত খুশি হয়েছিলেন তা আমি বলে বোঝাতে পারবোনা। প্রথমটা অবিশ্যি তাঁরা রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এর চেঁয়ে বিস্ময়কর তাঁদের কাছে আর কি থাকতে পারে?

এ্যানা এ্যানড্রিয়েভ্‌না ত বিশ্বাসই করতে পারেননা, যে নতুন লেখকটিকে নিয়ে এত সোরগোল পড়ে গেছে সে আর কেউ নয়, তাঁদের অতি আদরের ভান্না—সেই-ই এই কাণ্ড করেছে জেনে তিনি আনন্দে আটখানা।

বৃদ্ধের মানসিক উদ্বেগ তখনো চলছিল, তিনি এই খবর শুনেই যেন বিশেষ বিচলিত হলেন। আমার চাকরীবাকরী সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতা এবং সাধারণভাবে ঔপন্যাসিকদের দুর্নীতিমূলক আচরণ নিয়ে তিনি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু আমার সাহিত্যরচনা নিয়ে যে সব খবর প্রকাশিত হতে লাগলো, কাগজে কাগজে যে সব সমালোচনা ও প্রশংসাপূর্ণ প্রবন্ধ বেরোতে থাকে, এমনকি তিনি নিজে যাঁদের বিশেষ শ্রদ্ধা খাতির করতেন তাঁরাই আমার সম্বন্ধে সপ্রশংস মতামত ব্যক্ত করতে লাগলেন, তাতে তিনি আমার সম্বন্ধে ধারণা বদলাতে যেন বাধ্য হলেন। তিনি দেখলেন, বেশ ভালো টাকাই হঠাৎ জুটেছে আমার কপালে, যখন শুনলেন বই লিখে আরো কত টাকা রোজগার করা যেতে পারে তখন যেন তাঁর আর কিছুমাত্র সন্দেহ রইলো না। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি যেন বিশেষ উৎসাহ সঞ্চয় করলেন, আমার আকস্মিক সৌভাগ্যে যেন তিনি ছোট ছেলের মতই আশায় আনন্দে দিশেহারা। সে আশার সীমা নেই, সে স্বপ্ন যেন কোথাও থেমে নেই। প্রতিদিন তিনি কল্পনা করেন আমার জীবনে অনাগত লগ্ন, সে লগ্ন সৌভাগ্যোদয়ে উজ্জ্বল, পাওয়ার পরম পরিতৃপ্তিতে ভরা। ক্রমে ক্রমে যেন তিনি বেশ সম্ভ্রমই দেখাতে লাগলেন আমাকে। কিন্তু তবু, আমি বেশ বুঝতে পারতাম, এই আশার উন্মাদনার মাঝেও তিনি সন্দিহান হয়ে ওঠেন, কেমন যেন সন্দেহবিহ্বল দেখতাম তাঁকে।

'সাহিত্যিক, কবি·· অবাক লাগে·· কবি করে আবার জগতে সাংসারিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে·· সে আবার কবে পেয়েছে উচ্চপদ আর সম্মান, কাগজে কালির আঁচড় টেনেই ত তারা খুশি·· তাদের ওপর কি ভরসা করা যায়!'

আমি বেশ বুঝতে পারি, সন্ধ্যা হলেই এই সব ভাবনা-চিন্তা যেন তাঁকে পেয়ে বসতো। বিকেলের আলো পড়ে এলেই বৃদ্ধ যেন সকল বিশ্বাস, সকল কল্পনা আর আশা হারিয়ে ফেলতেন। নাটাশা তা' জানত, জানতাম আমিও, আর এই

নিয়ে আমরা আড়ালে হাসাহাসিও করতাম। মনে আছে, আমি তাঁকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করতাম এই ব'লে যে শুধু লেখার গুণেই সুমাবোকভ্‌কে রাষ্ট্রের তরফ থেকে উচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে, ডারজাভিন পেয়েছেন মোহরভর্ত্তি নস্যিব কৌটো, সম্রাজ্ঞী নিজে গিয়ে লোমোনোসভ্‌কে জানিয়েছেন অকৃপণ সমাদর। আমি তাঁকে আরো বললাম পুশকিনের কথা, বললাম গোগলের কথা।

'আমি জানি, আমি সব জানি হে'—বলেন বৃদ্ধ। কিন্তু হয়ত সেই প্রথম তিনি এই সব কাহিনী শুনলেন। 'আচ্ছা বেশ, ভান্না, আমি ভারী খুশি হই তুমি পদ্য লেখো না ভেবে। পদ্য-টদ্য অতি বাজে জিনিষ। ঐ নিয়ে তুমি তর্ক করতে চেয়ো না কিন্তু, বুড়োর কথাটা বুঝে দেখো। পদ্য নিছক বাজে জিনিষ, অকারণ সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। পদ্য লিখবে স্কুলের ছোঁড়ারা—কবিতা লিখে আর কাব্য ক'রে ছোকরার দল উন্মাদ হয়। তা' বলে বলছিনা যে পুশকিন যা' তা' লোক ছিলেন, কিছুই লিখতে পারতেন না—একথা কেউ বলবে না। কিন্তু তবু ঐ কথার পিঠে কথা সাজিয়ে ছন্দের মালা গাঁথা বইত কিছু নয়। পদ্য অবিশ্যি আমার তেমন বেশী পড়া নেই। কিন্তু গদ্যের কথা আলাদা।...গদ্যের সাহায্যে অনেক কিছু শেখানো যায়, অনেক কথা বলা যায়, বলা যায় দেশ প্রেমের কথা, বলা যায় পাপপুণ্যের কথা। তাই না! হয়ত আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমার কথাটা। আমি যা' কিছু বলছি তা' বলছি শুধু তোমায় স্নেহ করি বলেই। আচ্ছা বেশ, ও হ্যাঁ, বেশ ত', পড়ো।' এই ব'লে তিনি শেষ করলেন। আমি ততক্ষণে বইটা নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছি—চা পর্ব্ব শেষ ক'রে গোল টেবিলের ধারে সকলে আমরা বসে। 'পড়োনা—আজ কি লিখলে! ওরা ত তোমায় নিয়ে রীতিমত হৈ হৈ সুরু ক'রে দিয়েছে দেখছি। বেশ ত পড়ো না শুনি।'

বইটা খুললাম, পড়বার তোড়জোড় করতে থাকি। মাত্র সেইদিনই উপন্যাসখানি এসেছে প্রকাশকের কাছ থেকে। আর সেই প্রথম কপি পেয়েই আমি তাঁদের কাছে পড়ে শোনাতে এসেছি।

অথচ আগে আমি তাঁদের পাণ্ডুলিপিটা পড়ে শোনাতে পারিনি, তখন এতই বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলাম। নাটাশা এতে খুব রেগে গেছে মনে হোল। তার অভিমানে লেগেছে—তাকে পড়াবার আগে দুনিয়াশুদ্ধ লোককে পড়িয়েছি বলে সে অভিমান করে, নালিশ করে, আমাকে তিরস্কারও করে।......কিন্তু

শেষ পর্য্যন্ত আমরা বসে গেছি টেবিলের ধারে। বৃদ্ধ যেন বিশেষভাবে তৈরী হ'য়ে নিলেন শোনার জন্যে। আমার লেখা বিচারের জন্যেই যেন তাঁর এই উদ্যোগ। এ্যানা এ্যান্ড্রিয়েভ্না ও বেশ গম্ভীর হ'য়ে বসলেন। তাঁরও যেন শোনার আগ্রহ প্রবল। তিনি বহুদিন ধ'রেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন তাঁর একান্ত আদরের নাটাশার ওপর আমার সীমাহীন অনুরাগ। নাটাশার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চোখ আমার তন্দ্রাতুর হ'য়ে আসে, কথা যেন আমার ফুরিয়ে আসে, এটা তাঁর নজর এড়িয়েছে কি? নাটাশাও যেন ক্রমশঃ আমার একান্ত কাছে এসে পড়ে। হ্যাঁ, সত্যই তাই, আজ সেই শুভদিন সমাগত, সেই পরম লগ্ন আজ এসেছে—এসেছে সাফল্যের বার্ত্তা নিয়ে, এসেছে আশার উন্মাদনা, এসেছে সুখস্বপ্নের মধুর পরশ নিয়ে। বৃদ্ধাও লক্ষ্য করেছেন যে তাঁর স্বামী ইদানীং আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং নাটাশাও আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টির মধ্যে কি যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে···তাতেই তিনি যেন আশঙ্কিত হয়ে উঠতেন। বৃদ্ধার মনে রয়েছে ঐ এক চিন্তা, কেননা আমি কাউণ্ট নই, আমি লর্ড নই, আমি প্রিন্স নই, এমনকি প্রিভিকাউন্সিলের সভ্যও নই। এ্যানা এ্যান্ড্রিয়েভ্নার প্রত্যাশা মাঝপথে থামতে চায় না।

তিনি আমার সম্বন্ধে হয়ত ভাবেন, 'ছেলেটাকে নিয়ে সকলে মিলে এত হৈ হৈ করে, কিন্তু কেন? লেখক, কবি...কিন্তু হাজার হোলেও লেখক কত বড়—লেখকের পরিচয় কি, প্রতিষ্ঠা কই?'

ছয়

গোটা উপন্যাসখানি একবারেই পড়ে শোনালাম তাঁদের। চা-পর্ব্ব শেষ করেই পড়া স্নুরু করি, পড়তে পড়তে বেলা গড়িয়ে দুপুর দুটো হয়ে গেল। প্রথম দিকটা বৃদ্ধ ভ্রূ কুঞ্চিত করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন খুব উচ্চাঙ্গের এমন কিছু যা তাঁর কল্পনাকে পরাস্ত করতে পারে কিন্তু সেটা খুব আদর্শবাদী এবং উন্নত উচ্চগ্রামের কিছু হওয়া চাই-ই। কিন্তু তার বদলে তাঁকে শোনালাম অতি সাধারণ অতি পরিচিত বিষয়বস্তু—যা' প্রতিদিন তাঁর আশেপাশে ঘটছে। তিনি নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন নায়ক হবে বিরাট বিশাল অনন্যসাধারণ পুরুষ, কিংবা অতুলনীয় মর্য্যাদাশীল কোন ঐতিহাসিক চরিত্র—তা' নয় সামান্য, অবহেলিত, লাঞ্ছিত কেরাণী, জামায় যার সবকটা বোতাম নেই আর তারই কাহিনী লেখা হয়েছে তেমনি অনাড়ম্বর অলঙ্কার-বর্জ্জিত ভাষায়। এ ভাষা প্রাত্যহিক পরিচয়ে পুরাতন। আশ্চর্য্য! এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌না জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তাকান স্বামীর মুখের দিকে, যেন এটা ঠিক তাঁর মনোমত হয়নি। তাঁর মুখে যেন এই কথাটাই লেখা রয়েছে, 'এই সব রোজকার বাজে জিনিষ ছাপিয়ে আর লোককে পড়িয়ে কি লাভ? এরই জন্য আবার লোকে টাকা দেয়!' নাটাশা কিন্তু এক মনে কৌতুহলের সঙ্গে হাঁ করে শুনছে, তার স্থির দৃষ্টি রয়েছে আমার ওপর, চোখের পলক পড়েছে না তার। আমার ঠোঁটের প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ যেন সে লক্ষ্য করছে। কিন্তু তবু তখনো আমার অর্দ্ধেকও পড়া শেষ হয়নি, দেখি তাঁদের তিনজনের চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে জল পড়ছে। এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌না যেন সমস্ত অন্তর দিয়ে আমার নায়কের দুঃখবিপর্য্যয়ে কান্নায় ভারাতুর। তার এই দুর্দ্দিনে যেন সামান্য সাহায্য করেও তাকে দুর্য্যোগের মেঘমুক্ত করার আকুতিতে তিনি কম্পমান। তাঁর অস্ফুট কথা ছাপিয়ে এই অনুভূতিই যেন অনুরণিত হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ এতক্ষণে সকল প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন। 'প্রথম থেকেই দেখছি তুমি কিছুতেই আর গাছের মাথায় উঠবে না; এই তো তোমার গল্প—সামান্য একটা গল্প, ছোট্ট গল্প। কিন্তু তবু তা মনকে দোলা দেয়……আশ্চর্য্য! কি

ঘটছে, কি ঘটবে যেন সবই তোমার জানা, তবু তা' ভোলা যায়না। শুধু একটি কথাই মনে জেগে থাকে—লাঞ্ছিত অবহেলিত দীনতম মানুষটিও সামান্য নয়, তুচ্ছ নয়, তার সঙ্গেও অনুভব করছি যেন নাড়ীর যোগ।' বলেন বৃদ্ধ গভীর আবেগে।

নাটাশা শোনে, কাঁদে, টেবিলের তলাতেই সে আমার হাত চেপে ধরে। পড়া শেষ হয়। সে উঠে পড়ে, চোখ মুখ তার রক্তাভ হ'য়ে উঠেছে, চোখ দুটি অশ্রুসজল। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ সে আমার হাত ধ'রে টানে, হাতের ওপর চুম্বনচিহ্ন এঁকে দিয়ে ত্রস্তপদে ঝড়ের মত বেরিয়ে যায়। বাপ-মা মুখ চাওয়া-চায়ি করেন।

'হুঁ, কি প্রচণ্ড উৎসাহ দেখেছো তোমার মেয়ের', বলেন বৃদ্ধ মেয়ের আচরণে অবাক হয়ে। 'ওটা এমন কিছুই নয়; ক্ষণিক একটা উত্তেজনা, প্রচণ্ড একটা অনুভূতি! পাগলী!' বিড বিড় করেন তিনি স্ত্রীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে। যেন নাটাশার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে তিনি সায় দেন, প্রশ্রয় দিতে চান আমাকেও।

এ্যানা এ্যান্ড্রিয়েভ্না এতক্ষণ উত্তেজিত এবং সহানুভূতিতে সিক্ত হলেও এখন তাঁকে দেখে যেন মনে হয়, তিনি বলতে চান মাসিডনের আলেকজাণ্ডারও ত নায়ক ছিলেন কিন্তু তা' ব'লে জিনিষপত্তর সব ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করতে হবে!*

বলতে বলতে নাটাশা ফিরে আসে। বেশ যেন খুসী আর আনন্দে টলমল। আমার কাছে এসে ছোট্ট একটি চিমটি কাটে। বৃদ্ধ আবার আমার উপন্যাসের কড়া সমালোচক সাজার চেষ্টা করেন কিন্তু আনন্দের ঝোঁকে তা' আর হয়ে ওঠে না।

'ওহে ভান্যা, ভারী ভালো লাগলো তোমার লেখা, সুন্দর, চমৎকার! ভারী তৃপ্তি পেলাম, বড় খুসী হলাম, এতটা আমি আশা করিনি। উচ্চাঙ্গের কিছু নয়, অদ্ভুত কিছু নয়, তাত' দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তোমার গল্প ভারী সাদাসিধে, সোজাসুজি। বুঝতে কিছু কষ্ট হয়না। আর এত চেনা জানা মনে হয়। তাইতেই ত ভালো লাগলো। যেন আমারই গল্প শুনলাম, তবে তোমার ভাষাটা আর একটু সংযত হওয়া উচিত ছিল। তারিফ করছি বটে, তবে ভাষাটা মেজে ঘষে দিলে ভালো হবে আরো। কিন্তু তা'ত আর এখন সম্ভব

* এটি গোগলের 'ইন্সপেক্টর জেনারেল' উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি

নয়, সে সময় পেরিয়ে গেছে, বই যে ছাপাই হয়ে গেছে, দ্বিতীয় সংস্করণ হলে অবশ্য আলাদা কথা। হ'তেও পারে। আমার মনে হয় আর একটা সংস্করণ হবেই। আবার টাকা পাবে, তাই না!'

'এই উপন্যাস লিখেই শুধু তুমি এত টাকা পেয়েছো আইভান পেট্রোভিচ্?' জিগ্যেস করলেন নাটাশার মা। 'তোমাকে দেখে আমার যেন কেমন বিশ্বাস হয় না। সত্যি বলতো, এর জন্যে টাকা দেয় আজকাল এমন লোক আছে কোথায়?'

'জানো ভান্না, এরও একটা ভবিষ্যৎ আছে, অবিশ্যি চাকরীর মত নয়। দেশের বড়লোকরাও ত এই বই পড়বে। তুমি বলছিলে না, গোগোল বছরে কত টাকা ক'রে যেন এইজন্যে পান, তারপর তাঁকে না বিদেশেও পাঠানো হয়েছে! যদি তোমার বেলাতেও তাই হয়! নাকি এখনো সময় আসে নি? আরো অনেক লিখতে হবে? বেশ ত, লিখে যাও, লিখে ফেলো তাড়াতাড়ি চটপট। একবার নাম ক'রে হাত গুটিয়ে বসে থেকো না। লেগে যাও আবার!' বৃদ্ধের কথা যেন আর থামতে চায় না। আর এমন জোরের সঙ্গে এত সহজভাবে কথাগুলি তিনি বলে চলেছিলেন যে আমি তাঁর কল্পনাকে বাধা দিতে পারি না। তিনি আবার জের টানেন, 'হয়ত তোমাকেও ওরা অমনি নস্যির কৌটো উপহার দেবে, তাই না? তোমাকে দেবে উৎসাহ— কে জানে তুমিই একদিন রাজদরবারে যোগ্য সম্মান পেতে পারো, তারও কি এখনো সময় আসে নি নাকি?' বলতে বলতে তিনি গলার স্বর নামিয়ে আনেন। চোখে তাঁর কল্পনার আলো।

'রাজদরবারে যাবে না আরও কিছু!' এবারে কথা বললেন এ্যানা এ্যানড্রিয়েভ্না বেশ বিরক্তভরে।

'আর মিনিট খানিকের মধ্যেই ত' আপনি আমাকে আকাশে ঠেলে তুলবেন।' বললাম আমি হাসতে হাসতে। বৃদ্ধও হেসে ফেলেন। তাঁর আনন্দ আর ধরে না যেন। 'জি হুজুর, আপনার কি খিদেতেই। আর কিছুই নেই?' হাসতে হাসতে বললে নাটাশা। ততক্ষণে সে আমাদের রাত্তিরের খাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। হাসতে হাসতে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে সে। বৃদ্ধ বিচলিত হয়ে' পড়েন।

'বেশ ত, বেশ, তাই হবে। যা মনে আসে তাই বলে ফেলি আমি, আকাশে ওঠো না ওঠো, এখন ত খেতে বসো। আর এই মেয়েটা—ভারী

চঞ্চল,' বললেন তিনি নাটাশার চোখে মুখে হাত বুলিয়ে, 'এত কথা বললাম তোমায় ভান্না, তোমায় এত ভালোবাসি ব'লে। তা' ব'লে তুমি এখন আর হেলাফেলার জিনিষ নও, তুমি রীতিমত নামকরা লোক, বিখ্যাত সাহিত্যিক।'

'আজকাল, বাবা, ওঁদের লোকে বলে কথাশিল্পী।

'সাহিত্যিক কথাটা বুঝি পুরোনো হয়ে গেছে? তা' হবে। সে যাক্। বেশ, কথাশিল্পীই হলো, তোমাকে কিন্তু আরও বড় হতে হবে। হয়ত তোমাকেও ওরা বিদেশে পাঠাতে পারবে, রাষ্ট্রের তরফ থেকে তোমায় দিয়ে পারে অর্থসাহায্য। নিজের চেষ্টায় তোমায় নিজের পথ নিজেই ক'রে নিতে হবে।'

'আরও কত বড়ো হবে বাবা?' ব'লে নাটাশা আমার হাতে আবার চিমটি কাটে। নাটাশার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বলেন নিকোলাই, 'এই মেয়েটা কেবলি আমার ভুল ধরে, হয়ত আমি বাড়িয়ে বলে ফেলি...ওটা আমার অভ্যাস...তাতে কি আসে যায়...ভান্না আমায় তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে... সত্যি বলছি · '

'তাক লাগিয়ে দিয়েছে!...বল কি বাবা!'

'না, ··হ্যাঁ,...এই মানে ··অথচ ভান্নাকে দেখে কেউ কি এ কথা বলবে! কবি-কবি ভাবই নেই ওর মধ্যে, উদাস দৃষ্টি নেই চোখে, মাথা ভরা গোছা গোছা চুলও নেই, যেমন ছিল ধরো গ্যেটের বা অন্যান্য আর সবাইয়ের। তা না থাক, তবু তোমাকে একটা অনুরোধ আমি করবো ভান্না। সৎপথে থেকে জীবনটাকে কাটিও।'

সময় আমাদের বেশ কাটছিলো। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা এবং যখনই অবকাশ পেতাম সব সময়ই কাটতো তাঁদের সঙ্গে। আমি বৃদ্ধকে খবরাখবর এনে দিতাম—সে খবর সাহিত্যজগতের, সাহিত্যিকের। কেন জানি না সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ আমাকে অবাক্ করতো। আমার লেখা সম্বন্ধে যেসব সমালোচনা বেরুতো তাও তিনি খুঁটিতে খুঁটিতে পড়তেন।

এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌নার সজাগ দৃষ্টি ছিল আমার আর নাটাশার ওপর, কিন্তু সব ব্যাপারই তাঁর নজরে পড়তো বলে মনে হয় না। আমাদের মধ্যে ছোট্ট একটি কথা হয়ে গেছে অনেক আগে, আর আমি শুনেছি নাটাশা তার মাথাটি দুলিয়ে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে ছোট্ট একটি উত্তর দিয়েছে—'হ্যাঁ', কিন্তু তাঁরা

দু

কি

ন'

তাব

জীব

হোতে

আমিও

নাটাশা

বয়স কম আ

প্রতিভা আছে

প্রচাব কবে। ম

তোমাদেব দু'জনেব

সেবা করো, এই ধবো

উন্নতি হয়, এইভাবেই যদি।

তোমাব জীবনসঙ্গিনী হবে। সে

ব্যাপাবটা ঐখানে চাপা পড়ে

অনেক কিছু সেপ্টেম্বর মাসের একদিন

মন আবও বেশী খাবাপ। পুবোনো বন্ধুব

আমার চেহাবা আব ভাবগতিক দেখে তাবা যেন

মাথাটা আমাব ঘুরছে। বুকেব মধ্যে কেমন যেন যন্ত্রণা।

যেতে পাবছি না। তার কারণ এ নয় যে জীবনে সাফল্য লাভ

নি, বা জীবনে ধনদৌলত জোটেনি

মধ্যে দশটি বছব পেছনে

কাছে গিয়ে বসেছি। কোন

বৃদ্ধের কাছে, তা বুঝতে প

এলো বলে। পরণের পোষা

দৃষ্টি কবির মত নয়। চোখে

সার্গেইচ্‌কে উল্লসিত করে তু

ঙ্গে

ন ?'

যখন

উদ্বেগ,

তাঁর

াম তখন

ব্যাপারে।

ারো মুষড়ে

সম্প্রতি মাস

ছে বৃদ্ধ তাঁকে

বলতেনও রোজই।

নড়িয়েও না। বাপের

যেতো। বৃদ্ধ কিন্তু এতে

শয়কে উপেক্ষা করে এ্যালোশা

-একথা জেনে প্রিন্স কি বলবেন সে

লোশার আসা-যাওয়া হয়ে উঠলো নিত্য-

বেশ আনন্দই পেতেন। সে সারা সন্ধ্যেটাই

, তার ফিরতে বেশ দেরী হোতো। শেষে তার বাবা

রলেন সব কিছু। ব্যাপারটা আরও জটিল হোয়ে উঠলো।

র্গেইচ্কে তিনি একখানি চিঠি লিখলেন, তার ছত্রে ছত্রে তীব্র

। ছেলেকে তিনি বারণ করেছিলেন সেখানে যেতে। আমি

াগেই এ ব্যাপারটা ঘটে গেছে।

সরল নিষ্পাপ এত আদরের

র! এর কি কোন প্রতিকার

নি? এর বেশী আমি কিছু

কটেছে শারীরিক ও মানসিক

ছুদিন যাওয়া হয় নি। আমি

নেক কারণ ছিল, কিন্তু তা

বিশ্বাস করতে পারতাম না। তারপর সেদিন সন্ধ্যাবেলা কিসের টানে যেন সেখানে গিয়ে হাজির হোয়েছি। আমাকে দেখেই বৃদ্ধ যেন হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার কি খুব অসুখ করেছে ভান্না ? অনেকদিন আর তুমি আস নি। আমার ওপর কি রাগ করেছো ? রোজই ভাবি তোমার ওখানে যাবো, কিন্তু গিয়ে উঠতে পারি নি'...বলেই তিনি যেন চিন্তায় ডুবে গেলেন।

'হ্যাঁ, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না কদিন থেকে'—বললাম আমি। 'কিন্তু এটা ভাল কথা নয়', বললেন তিনি, দীর্ঘ পাঁচ মিনিট চুপ করে থাকার পর। 'তোমাকে আগেই জানিয়েছি, তুমি ত আমার কথা শুনবে না।'

বৃদ্ধের মন ভাল ছিল না। আমি তাঁর মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকি। তাঁর মুখ অদ্ভুত গম্ভীর। তাঁর চোখে যেন একটা প্রশ্ন ভেসে আছে। তার উত্তর দেবার শক্তি তাঁর নেই। স্ত্রী তাকিয়ে আছেন স্বামীর দিকে। তিনি পাশ ফিরলে বৃদ্ধা আমার দিকে তাকালেন।

'নাটাশা কেমন আছে ? সে কি বাড়ীতে নেই ?' জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে।

'বাড়ীতেই তো রয়েছে,'—বললেন তিনি,—আমার প্রশ্নে কেমন যেন বিচলিত হয়ে, 'এখুনি আসবে সে। ওর যেন কি হয়েছে। তোমারও তো তিন হপ্তা ধরে দেখা নেই। মেয়ের মতিগতিও কিছু বুঝি না বাবা! কি যে ওর হোয়েছে তা ওই জানে!'—বলে তিনি ভয়চকিতভাবে তাকালেন স্বামীর মুখের দিকে। 'না, না, ওর কিছু হয় নি।' বললেন বৃদ্ধ, বেশ বিরক্তিভরে। 'ওর কিছুই হয় নি। ও বেশ আছে। বেশ ভালই আছে। বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমন পরিবর্ত্তন হোয়েই থাকে।'

'পরিবর্ত্তন না ছাই! এত খামখেয়ালীপনা আমি বাপের জন্মে দেখি নি।' বললেন এ্যানা, রীতিমত রেগে। বৃদ্ধ চুপ করে রইলেন। টেবিলের ওপর আঙ্গুলের ঠোকা মেরে তিনি এর উত্তর দিলেন।

মনে মনে ভাবলাম, এর আগেই কি এঁদের মধ্যে খুব একচোট হয়ে গেছে ?

'তারপর তোমার লেখার কাজ কেমন চলছে ? কাগজে তোমাকে নিয়ে আর লেখালেখি হোচ্ছে না ?' বললেন বৃদ্ধ পুরোনো সূত্র কুড়িয়ে নিয়ে।

এক কথায় উত্তর দিলাম—'হ্যাঁ।' তিনি আবার বললেন, হতাশভাবে হাত নেড়ে, 'এ লেখালেখিতে আর লাভ কি ?'

এমন সময় দরজা খোলার শব্দ হয়, ধীর পদক্ষেপে নাটাশা এগিয়ে আসে।

সাত

নাটাশা ঘরে ঢুকে টুপিটা খুলে রাখল পিয়ানোর ওপর। আমার কাছে এসে কোনো কথা না বলে হাত বাড়িয়ে দিল। ঠোঁটদুটো যেন একটু কেঁপে উঠল, যেন সে কিছু বলতে চায়, আমাকে জানাতে চায় অভ্যর্থনা কিন্তু কিছুই বলতে পারে না।

তিন হপ্তা আর আমাদের দেখা হয় নি। ভয়ে বিস্ময়ে তাকাই তার দিকে। এই কদিনেই যেন সে কত বদলে গেছে! তার পাণ্ডুর মুখ, ক্ষীণ কম্পিত ঠোঁট, ছল ছল চোখের দিকে তাকিয়ে আমি যেন আঁতকে উঠি। কি একটা যেন স্থির অনমনীয় দৃঢ়তা লেগে রয়েছে তার চোখে মুখে।

তাতেও কত সুন্দর দেখাতে লাগলো তাকে। সেদিনের মত লাবণ্যময়ী আর যেন তাকে কোনোদিন দেখি নি। এই কি সেই নাটাশা যে মাত্র বছর-খানেক আগে অপলকনেত্রে নিঃসাড়ে শুনেছে আমার উপন্যাস পড়া, আমাকে নিয়ে বাবার সঙ্গে হাস্যপরিহাস করেছে স্বচ্ছন্দে? এই কি সেই পুরাতন দিনের পরিচিত নাটাশা যে সেই ঘরে দাঁড়িয়েই ছোট্ট উত্তর দিয়েছিল আমার প্রশ্নের—'হ্যাঁ'। উত্তর দিয়েছিল ঘাড় নেড়ে লজ্জায় বক্তিম মুখে।

গীর্জার ঘণ্টা কানে আসে। নাটাশা ব্যস্ত হয়। এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভনা হঠাৎ এসে পড়েন সেখানে। বলেন, গীর্জায় যাচ্ছো তো নাটাশা, প্রার্থনার সময় হোয়েছে। যাও, আর দেরী কোরো না একটু বেড়ানোও হবে। সারাদিন এমনিভাবে বাড়ীতে বসে থাকা কি ভালো? দ্যাখো তো, মুখের দিকে একবার তাকিয়ে, কি হয়েছে।'

'থাক · আজ আর···আজ আর যাবো না ভাবছি।' বলে নাটাশা আস্তে আস্তে ধরা গলায়। প্রায় ফিস্-ফিস্ ক'রেই বলে, 'আজ শরীরটা·· যেন ভালো লাগছে না।'

'তা হোক্, তুমি ঘুরেই এসো নাটাশা। যাবো বলে বেরিয়েছো, একবারটি ঘুরেই এসো। শরীরটাও ভালো লাগবে'খন।' এ্যানা মেয়েকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, তবে বেশ ভয়ে ভয়ে।

বৃদ্ধও যোগ দেন, 'বেশ ত' যাও না, বেড়ানোর কাজও হবে তাতে, তোমার মা ঠিকই বলেছেন। বরং ভান্না সঙ্গে যেতে পারে।' তিনিও যেন অপ্রস্তুতভাবে তাকান মেয়ের দিকে।

মনে হোলো যেন নাটাশার মুখে ঈষৎ তিক্ত হাসির রেখা দেখা দিল। পিয়ানোর কাছে গিয়ে টুপিটা তুলে নিয়ে সে মাথায় দিল। তার হাত দুটি কাঁপছে। তার হাঁটাচলা দেখে যেন তার সম্বিৎ নেই মনে হয়। কি সে করবে কিছুই যেন তার জানা নেই। বাপ মা অনিমেষনেত্রে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। 'আচ্ছা ঘুরে আসি,' বললে সে এত আস্তে যে প্রায় শোনাই যায় না। 'হ্যাঁ, মা, লক্ষ্মীটি, একটু হাওয়া লাগিয়ে এসো। চেহারা কি হয়েছে দেখেছো! তুমি ছাড়া আর আমাদেব আদরের কি আছে মা!'

এই ব'লে মা দেরাজ থেকে একটি ক্রশ বের ক'রে নাটাশার গলায় পরিয়ে দিলেন।

'একদিন গেছে যখন রোজ রাত্তিরে ঘুমোবার আগে আমি প্রার্থনার স্তব তোকে শোনাতাম আর তুই তা' আবৃত্তি করতিস্। আজকের নাটাশা-মা আর যেন সে নেই।' ব'লে মা চোখ মুছলেন। নিঃশব্দে নাটাশা মায়েব হাত নিজের গালে ঠেকায়, চলতে সুরু করে। সঙ্গে সঙ্গেই পেছন ফিরে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ভারী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক ভেদ ক'রে।

'বাবা আমি,' ব'লে সে বৃদ্ধের পায়ে পড়ে হাঁপাতে থাকে।

নাটাশার এই অদ্ভুত আচরণে আমরা সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে যাই। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বাবার মুখ দিয়ে কথা সরে না। 'নাটাশা, লক্ষ্মী মা আমার, আমার বড় আদরেব সোনা মেয়ে, কি হোয়েছে বলো তো? কেন মন খারাপ করছো? দিনরাত মুখ লুকিয়ে মনমরা হোয়ে রয়েছো কেন? সবই আমার নজরে পড়ে মা। রাতে আমার ঘুম হয় না মা, তোমার ঘরের দরজায় কান পেতে থাকি। লক্ষ্মী মা আমার, তোমার কিসের দুঃখ, বলো না আমাদের। সব খুলে বলো, লক্ষ্মীটি! আমি বুড়ো মানুষ, আমরা ··'

বৃদ্ধের কথা শেষ হয় না। তাকে হাত ধ'রে উঠিয়ে আদর করেন, বুকে চেপে ধরেন। বাপের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নাটাশা।

'কিছুই হয় নি···ও কিছু না বাবা, এই তো···এই শরীরটা একটু খারাপ লাগছে,' টেনে টেনে বলে নাটাশা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে।

'ভগবান তোমায় শান্তি দিন মা, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করি মা, এই দুঃখ বেদনা তুমি জয় ক'রে ওঠো।'

'আমিও সেই প্রার্থনা করি তাঁর কাছে। আমিও আশীর্ব্বাদ করি তোমাকে।' চোখের জলে বললেন মা।

'বেশ আমি ঘুরে আসি তাহোলে', ফিস্-ফিস্ করে নাটাশা। দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় সে, আবার তাকায় তাঁদের দিকে। আরো কি যেন বলার চেষ্টা করে। কিন্তু বলতে পারে না। চোখের নিমেষে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। অমঙ্গলের আশঙ্কা নিয়ে আমি তার সঙ্গ নিই।

আট

নিঃশব্দে জোরে জোরে পা চালিয়ে চলে নাটাশা মাথা নীচু ক'রে। রাস্তা অতিক্রম ক'রে বাঁধের ধারে এসে সে হঠাৎ থেমে যায়। আমার হাত তুলে নেয় নিজের হাতে।

'নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে। উঃ!'—সন্তর্পণে কাতরায় নাটাশা।

ভয় পেয়ে বলি—'তাহোলে ফিরে চলো, নাটাশা।'

'না। না, ভান্না, তা হয় না। ফেরা চলে না। ফিরতে আমি চাই না। কোনদিনই যেন আমায় ফিরতে না হয়।' তার চোখে মুখে অজ্ঞাত অব্যক্ত বেদনার ছাপ।

কথাটা আমার বুকে বাজে। রাস্তায় আসতে আসতে এই কথাটাই তোলাপাড়া করছিলাম। কত কি যেন ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে, সে সমস্তই ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত নাটাশার এই কথাগুলি আমাকে আঘাত করে। বাঁধের আল ঘেঁসে আমরা নিঃশব্দে চলেছি। কোন কথাই জোগায় না মুখে। ভাবনা আর ফুরোয় না, চিন্তার যেন শেষ নেই। অনেকক্ষণ পরে নাটাশা বলে, 'আমারই দোষ, তাই না ভান্না?'

'না·· কিন্তু · কিন্তু এ আমার বিশ্বাস হয় না। এ হোতে পারে না'—বললাম আমি। কি বললাম, কেন বললাম জানি না।

'ঠিকই বলেছ তুমি ভান্না, ঠিক তাই! আমি ওঁদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছি, অনেক দূরে। জানি না, ওঁদেরই বা কি হবে, আর আমার ভাগ্যেই বা কি আছে।'

'তুমি কি ওর কাছেই চলেছো নাটাশা! সত্যি বলো?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি।' নাটাশার ছোট্ট উত্তর।

'কিন্তু তা হয় না।' বলি আমি বিরক্ত হোয়ে, 'তুমি কি বোঝ না, এ হোতে পারে না? লক্ষীটি নাটাশা, পাগলামি রাখো। ওঁদেরও অশান্তি দিচ্ছ, নিজেরও সর্ব্বনাশ ডেকে আনছো। কেন এমন অবুঝ হলে নাটাশা?'

'তা আমি জানি। এ ছাড়া আর উপায় কি? আর কোন পথ আমাব নেই।' তার গলায় চাপা কান্নার সুব।

'চলো, ফিরে যাই। কাজ নেই গিয়ে।' তাকে বোঝাবার চেষ্টা করি। যতই তাকে বোঝাই, ততই দেখি, বুঝিয়ে কোন ফল নেই। 'তুমি কি বোঝ না নাটাশা, তোমার বাবা এতে কত দুঃখ পাবেন? সে কথা কি একবাবও মনে হয় না তোমার? তুমি ত জানো। তার বাপ তোমাব বাবার শত্রু। জানো না কি, প্রিন্স তোমাব বাবাকে যা' নয় তাই বলে অপমান করেছেন, টাকা চুরির অপবাদ দিয়েছেন, চোব পর্য্যন্ত বলেছেন। তুমি তো জানো, কি নিয়ে তাঁরা আদালত পর্য্যন্ত দৌড়োদৌড়ি কবছেন...শুধু কি তাই, তুমি হয়তো জানো না, প্রিন্স তোমার বাবা-মাকে পর্য্যন্ত সন্দেহ কবেন। সেই কুৎসাব বোঝা মাথায় নিয়ে তোমার বাবাকে কি লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হোয়েছে। তাঁর কথাটা একবার ভেবে দেখো। তুমি তো সবই জানো নাটাশা। সব জেনেও তুমি তাঁদেব এত দুঃখ দেবে? এই বৃদ্ধ বয়সে তোমাব মুখ চেয়ে তাঁবা সকল দুঃখ ভুলে আছেন। আমাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে কেন? মনে রেখো, তোমাব ওপর যে বদনামেব বোঝা ওবা চাপিয়েছে তা তাঁর মনের মধ্যে তুষের আগুনেব মত জ্বলছে। আর এখন এ্যালোশার সঙ্গে তোমাব এই ঘনিষ্ঠতা সে শত্রুতাকে আবার জাগিয়ে দিয়েছে। প্রিন্স আবার অপমান কবেছেন তোমার বাবাকে। আব এখন তুমি যদি তোমাব এই ব্যবহারেব পব সকলেই প্রিন্সেব কথাই ঠিক বলবে। সমস্ত অপবাদ দেবে তোমাকে আর তোমাব বাবাকে। এর পর তাঁর কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছো? এ অপমান কেন তাঁর, কিসের জন্যে, কার জন্যে? তোমাব জন্যে, তাঁব একটি মাত্র সন্তান, তাঁব কত আদরের মেয়ের জন্যে! আব তোমাব মা? এরপর তিনি আব কতদিন বাঁচবেন? নাটাশা...নাটাশা, তোমার কি হোয়েছে বলো ত'। লক্ষ্মীটি ফিবে এসো...ফিরে এসো...'

তার মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ পবে একবাব সে আমাব দিকে তাকালো তিরস্কারেব চাহনি নিয়ে। তাব দুই ম্লান চোখে ক্ষুব্ধ বেদনাব ছাপ, কি সে বেদনা, মনে হয়, আমার এত কথা বলাব আগেই তার হৃদয়, তার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হোয়েছে। সবই আমি দেখলাম, তবু আমি নিজেকে সংযত কবতে পারি না, তবু বলতে হয়, 'তুমি না এখন যার কাছে

বলছিলে বেড়াতে বেরোবে না, প্রার্থনায় যাবে না! তখনও তুমি ইতস্তত: করছিলে?'

উত্তরে সে হাসলো, সে হাসি বেদনায় পাণ্ডুর। 'কেন আমি একথা জিগ্যেস করলাম, ভাবি আমি। সবই তো ঠিক হয়ে গেছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই তাকে জিগ্যেস করলাম, 'তুমি কি ওকে ভালোবাসতে পারবে?'

'তোমাকে আমি কি বলে বোঝাবো ভান্না? সে আমায় এখানে আসতে বলেছে, তাই আমি এসেছি।' বললে সে তেমনি হেসে।

'কিন্তু শোনো। এর ত' আরও সহজে মীমাংসা হোতে পারতো। তোমার বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার দরকার ছিল না। আমি তোমায় বলছি নাটাশা। আমি সব কিছুর ভার নিলাম—এই তোমাদের দেখা-সাক্ষাৎ যা কিছু। লক্ষ্মীটি তুমি ফিরে এসো। ভেবে ত্যাখো, ফিরে এসো, কথা শোনো। হয়তো একদিন এই ঝগড়া-ঝাঁটি মিটে যেতেও পাবে, তখন...'

'তুমি থামো ত' ভান্না'—আমার কথার মাঝখানে বাধা দেয় সে, আমার হাতের ওপর চাপ দিয়ে। অশ্রুসজল চোখে তার অপূর্ব্ব সে হাসি। 'দোহাই ভান্না, তুমি কি বলো ত'। নিজের কথা তুমি ভেবে দ্যাখো না। শুধু আমার সুখের কথাই ভাবলে। আমার অবহেলা তুমি এত মুখ বুঁজে সহ্য করতে পারো'—বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

'আমি জানি ভান্না, তুমি আমায় কত ভালোবাসো। কত ভালোবাসতে তুমি। তবু তুমি আমায় একবারটিও তিরস্কার করো নি, আর আমি···নাই বা বললাম সে কথা! তোমার মনে পড়ে ভান্না, আমরা দুটিতে কেমন ছিলাম। ওর সঙ্গে দেখা না হোলে ভাল ছিল। হ্যাঁ, সেই ভাল ছিল। আমার জীবন জুড়ে থাকতে তুমি···আমি তোমার যোগ্য নই...এই তিন হপ্তা তুমি আসো নি··· একবারটিও একথা আমার মনে হয় নি যে তুমি আমায় ঘৃণা করো। আমি জানি কেন তুমি আসো নি! তুমি থাকতে চাও নি আমাদের মধ্যে বাধা হয়ে। শোনো ভান্না, আমি বলছি তোমায় শোনো, অ্যালোশার ভালোবাসা আমায় পাগল করেছে, তবু তোমায় আমি ভলোবাসি বন্ধুর চেয়েও বেশী। আমি মনে মনে বুঝি তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। মনে মনে কামনা করেছি তোমাকে ··· তোমাকে দেখবার জন্যে অধীর প্রতীক্ষা নিয়ে আমি ছিলাম। তুমি কতো রোগা হোয়ে গেছো, চোখ বসে গেছে, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তোমার খুব

অসুখ, তাই না ভান্না। ত্যাখো আমি একবার সে কথা জিগ্যেসও করি নি। আচ্ছা কাগজওলারা এখন তোমার সম্বন্ধে কি বলছে ? তোমার নতুন উপন্যাসের কি হোলো ?'

'ও কথা থাক নাটাশা। আমার কথা, উপন্যাসের কথা, সে কথা যেতে দাও। সত্যি কথা বলো তো নাটাশা, সে কি চায় তুমি তার কাছে চলে যাও ?'

'না সে কেন, আমিই ত' চেয়েছিলাম। তারও ইচ্ছা তাই কিন্তু আমিও··· সব কথা শুনবে···ওরা ওর বিয়ের ঠিক করছে। বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব নেই সে মেয়ের। এ্যালোশার বাবাও জেদ ধরেছেন তাকে বিয়ে করতেই হবে। প্রিন্সকে তুমি জানো···এমন সুযোগ তিনি কি করে ছেড়ে দেবেন ?··· এত টাকা,·· এমন সম্বন্ধ · শোনা যায় মেয়েটি দেখতে শুনতেও বেশ চমৎকার·· তার ওপর লেখাপড়া জানে, সবদিক থেকেই ভালো। এ্যালোশা ইতিমধ্যেই তাকে দেখে মুগ্ধ হোয়ে পড়েছে। প্রিন্সের ইচ্ছে, বিয়েটা তাড়াতাড়ি হোয়ে যায়। তারপর তিনি নিজেও বিয়ে করবেন কিনা। তাই আমাদের ঘনিষ্ঠতা তাঁর চোখে বিষিয়ে উঠেছে। তাই আমার সম্বন্ধে তাঁর এত ভয়·· '

'কিন্তু প্রিন্স কি তোমাদের এই ভালোবাসার কথা জানেন ?' বিস্ময়ে বাধা দিয়ে বললাম আমি, 'তিনি এটা সন্দেহ করেন মাত্র, এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানেন না তাই।'

'তিনি জানেন, কিছুই তাঁর অজানা নেই।'

'কি করে, কে তাঁকে বললে ?'

'কিছুদিন আগে, এ্যালোশাই বলেছে তাঁকে সব কথা। আর এ খবর এ্যালোশা নিজেই আমাকে দিয়েছে।'

'বলো কী ! সে নিজেই সমস্ত বলেছে ! আর এই সময় !'

'তাকে মিছিমিছি দোষ দিও না ভান্না। অন্য লোকের মত তাকে বিচার করা চলে না। সে তোমার আমার মত নয়। শিশুর মতই সে সরল। তাকে ঠিকভাবে হয়তো মানুষ করা হয় নি। সে কি করে তা সে নিজেই জানে না। যে কোন সময় তার মতি পরিবর্ত্তন হোতে পারে। যে কোন জিনিষ, যে কোন লোক সে পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে তুলতে পারে। সে দোষ করলে তুমি তার ওপর রাগতে পারো না, দুঃখ পেতে পারো। তাই আমি যদি সারাক্ষণ তার

কাছে কাছে না থাকি তাহোলে হয়তো সে আমাকে ভুলে যাবে। সে ঠিক এই রকম।'

'কিন্তু নাটাশা, হয়তো তা সত্যি নয়। হয়তো তা শোনা কথা। এ রকম লোক তাহোলে বিয়ে করে কি করে?'

'আমি তোমায় বলছি, তার বাবা'র অন্য মতলব আছে।'

'তুমি কি করে জানলে সে এই মেয়েটি দেখতে শুনতে এত ভাল আর এ্যালোশা তার ওপর এত অনুরক্ত?'

'কেন, সে নিজেই ত' একথা বলেছে'.

'কি বললে! নিজেই বলেছে সে অন্য একটি মেয়েকে ভালোবাসে! আর তোমার কাছ থেকে সে এতখানি ত্যাগ আশা করে?'

'না, ভন্না, না, তুমি তাকে জানো না। তুমি ত' তার সঙ্গে বেশীদিন মেশো নি। তাকে বিচার করতে হোলে আগে তাকে চিনতে হবে। তার মত এমন অনুরক্ত উদার প্রাণ আর আমি দেখি নি। তুমি কি বলতে চাও, সে মিথ্যে কথা বললে ভালো করতো। আর অনুরাগের কথা যা বলছো, আমাকে এক হপ্তা না দেখলে অন্য কাউকে ভালোবেসে আমাকে ভুলে যাওয়া তার পক্ষে সত্যি একেবারেই অসম্ভব নয়। আমাকে দেখলে হয়তো আবার সে আমাকে নিয়েই ভুলে থাকবে। এখন আমি কি করি বলো ত'? তাকে নইলে আমার চলে না। ভেবে দেখেছো কি, কেন আমি বাবা-মাকে ছেড়ে তার কাছে যেতে চাই! লক্ষীটি, তুমি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা কোরো না। প্রতি মুহূর্ত্তই তাকে আমায় চোখে চোখে রাখতে হবে, তাই আমি ফিরে যেতে পারি না। আমি জানি এতে আমার ভালো নেই। অন্য সবাইকেও আমি দুঃখ দিচ্ছি অকারণ...তবু, তবু ভান্না' বলতে বলতে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। সর্ব্বাঙ্গ তার থর থর করে কেঁপে ওঠে। 'সে আমায় নাইবা ভালোবাসলো। তার হয়ে আমি তোমার কাছে কত ওকালতি করছি আর সে হয়তো এখন আর একটা মেয়ের সঙ্গে বসে আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছে...আর আমি তারই খোঁজে পথ বেয়ে চলেছি সব কিছু পিছনে ফেলে।' বুঝলাম, নাটাশা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। তীব্র উন্মাদ ঈর্ষ্যাই হয়তো তাকে এই পথে ঠেলে এনেছে। আমারও বুকে সেই ঈর্ষ্যার আগুন। সে আগুন ফেটে পড়ে। আমিও সংযম হারিয়ে ফেলি।

'নাটাশা, আমি ভেবে পাই না, এই যে সব কথা বললে, তারপরও তুমি তাকে কি করে ভালোবাসতে পারো ? তার ওপর তোমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই, তার ভালোবাসায় তোমার 'বিশ্বাস নেই। তবু তুমি তারই কাছে এত স্বচ্ছন্দে চলেছো ! এর মানে কি ? সে তোমার জীবন দুর্বিষহ করে দেবে, জীবনটা তোমার মাটি হোয়ে যাবে। আর তুমিও তাকে শাস্তি দিতে পারবে না। তুমি তাকে বড় বেশী ভালোবাসো নাটাশা, অকারণ বড় বেশী। এ ভালোবাসা আমি বুঝতে পারি না।'

'হ্যাঁ, আমি তাকে ভালোবেসে পাগল হোয়েছি। তোমায় আমি কোনদিন সে রকম ভালোবাসতে পারি নি। শোন ভান্না, আমি জানি সে আমায় শুধু দুঃখই দেবে। সে আমার কাছে অনেক প্রতিজ্ঞা করে গেছে, অনেক কথা দিয়ে গেছে। আমি তা বিশ্বাস করি না, কোন মূল্যই তার দিই না আমি। দিইও নি কোনদিন। তবু জানি সে মিথ্যে বলে না। তাকে আমি বাঁধতে চাই নি কোনও কিছু দিয়ে।'

মনে হোলো নাটাশা যেন বিকারের ঘোরে কথা বলছে, 'তার জন্যে আমি দুনিয়ার যে কোন জায়গায় যেতে পারি। সে আমায় ঘৃণা করে করুক, তাড়িয়ে দেয় দিক্, কিন্তু তুমি আমায় ফিরে যেতে বোলো না। আজ আমি তোমার সঙ্গে ফিরে গেলেও কাল ত' ফিরে আসতে পারি।'

'মেয়েটা কি বাপ-মার কথা ভুলেই গেল ?' ভাবলাম আমি। আবার তাকে জিগ্যেস করলাম, 'তাহোলে সে তোমায় বিয়ে করছে না কি বলো ?'

'সে কিন্তু আমায় কথা দিয়েছে। আমিই তার সব আর সেই জন্যেই সে আমায় ডেকে পাঠিয়েছে। কাল আমাদের বিয়ে হবে চুপি চুপি পাশের গাঁয়ে। কিন্তু কি জানো ভান্না, সে কি করতে চলেছে তা সে নিজেই বোঝে নি। বিয়ে কি ভাবে হয় তাও হয়তো সে জানে না। এই ত' আমার স্বামীরত্ন ! অদ্ভুত ! বিয়ে করে হয়তো সে সুখী হবে না। হয়তো তার সঙ্গে বনিবনা হবে না। আমার সব কিছু উজাড় করে দেবো তাকে, চাইবো না আমি কিছুই !'

'কিন্তু এ তোমার পাগলামী নাটাশা'—বললাম আমি। 'বেশ, তুমি কি সোজা তার কাছেই যাচ্ছো ?'

'না, সে আমাকে নিয়ে যেতে এখানে আসবে কথা দিয়েছে।...'বলে সে সতৃষ্ণ নয়নে বহুদূরে দৃষ্টি মেলে তাকায়, কিন্তু কাউকে দেখা যায় না। চটে

গিয়ে বলি, 'সে তো এখনও আসে নি। তুমিই ও' আগে এসেছো, দেখছি'
নাটাশা আহত হোয়ে যেন পিছিয়ে যায়। মুখের রেখা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

'হয়তো সে মোটেই আসবে না।'—বললে সে বিদ্রূপ করে। 'পরন্তু সে আমায় লিখেছিলো, আমি এখানে আসার কথা যদি তাকে না দিই তবে সে বাধ্য হোয়েই ও বিয়ের ব্যাপার মুলতুবী রাখবে। আর তার বাবা তাকে নিয়ে যাবেন সেই মেয়েটির কাছে। একথা সে লিখেছে কত সহজে কত স্বচ্ছন্দে যে কিছুতেই কিছু যায় আসে না···যদি সে সত্যিই তার কাছে গিয়ে থাকে ভান্না?'

কোন কথাই আমার মুখে এলো না। সে আমার হাত আরও শক্ত করে চেপে ধরলো। চোখ যেন তার দীপ্ত হোয়ে ওঠে।

'সে নিশ্চয়ই তার কাছে গেছে', বললে নাটাশা—এত আস্তে যে শোনাই যায় না। 'বোধ হয় ভেবেছে আমি আসবো না, তাই দিব্যি নিশ্চিন্তে তার কাছে গিয়ে বসে আছে। পরে আমায় বলবে যে সে ঠিক করেছে...তবে কেন, কার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি?'

'ঐ ঐ', সে এসেছে', চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, হঠাৎ বাঁধের ধারে অনেক দূরে তাকে দেখতে পেয়ে।

নাটাশা আঁৎকে চেঁচিয়ে ওঠে। অনিমেষনয়নে চেয়ে থাকি এ্যালোশার দূরাগত মূর্তির দিকে। আকস্মিকভাবে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে যায় নাটাশা। এ্যালোশাও এসে পড়ে দ্রুতগতিতে, মিনিটখানেকের মধ্যেই নাটাশাকে দেখা যায় তার বাহুবন্ধনে।

রাস্তায় তখন আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। তারা পরস্পরকে চুম্বন করে, আনন্দে উচ্ছ্বল হোয়ে ওঠে। নাটাশার মুখে হাসি, চোখে জল, যেন মনে হয় বহুদিন একটানা বিচ্ছেদের পর তাদের এই মধুর মিলন। নাটাশার শীর্ণ পাণ্ডুর গালে দ্রুত সঞ্চালিত রক্তের দীপ্ত আভা। যেন সে সব কিছু খুঁজে পেয়েছে ...এ্যালোশা আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো।

নয়

এর আগে বহুবার এ্যালোশাকে আমি দেখেছি, তবুও ওর দিকে চাইলাম কৌতূহলে। ওর চোখে চোখ রাখলাম, যেন ওর অভিব্যক্তির মাঝে আমি খুঁজে পাবো আমার বিস্ময়ের কারণ, বুঝবো কি ক'রে ও জয় ক'রেছে নাটাশার হৃদয়, কি ক'রে ও জাগিয়েছে তার মনে উন্মাদ এক প্রেম, যার মোহে সে ভুলেছে তার জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য, বিসর্জ্জন দিয়েছে সব, যা ছিল এর আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার কাছে পরম প্রিয়। এ্যালোশা এসে আমার হাত দু'টি চেপে ধরে গভীর আগ্রহে। ওর চোখের শান্ত সরল দৃষ্টি পৌঁছোয় গিয়ে আমার মর্ম্মমূলে।

মনে হয় ওর সম্বন্ধে আমার বিচারে হয়তো আমি ভুল ক'রবো যদি ওকে শুধু আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই দেখি। হাঁ, ওকে আমার মোটেই ভালো লাগে না। ব'লতে দুঃখ হয়—ওকে আমি কোনদিন গ্রাহ্যও করি নি এবং এ বিষয়ে হয়তো ওর পরিচিতের মধ্যে আমিই একা। ওর অনেক কিছুই আমি সইতে পারতাম না, এমনকি ওর সুন্দর চেহারা পর্য্যন্ত,—হয়তো তা অতি সুন্দর ব'লে। পরে বুঝি, আমার বিচারে পক্ষপাতিত্ব এসে প'ড়েছে। ওর গড়ন ঋজু, লম্বা ও সুঠাম। মুখখানা কিছুটা লম্বাটে এবং পাণ্ডুর। চুলগুলি সুন্দর, চোখ দু'টি নীল, আয়ত, কোমল ও স্বপ্নময়—মাঝে মাঝে চকচকিয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শিশুসুলভ হর্ষের দীপ্তিতে। ওর ছোট্ট নিখুঁত খোদাই-করা মুখের বঙ্কিম ঠোঁট দুটিতে সবসময়ই প্রায় গাম্ভীর্য্য লেগে থাকে এবং এই গাম্ভীর্য্যই এনে দেয় এক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত আকর্ষণ ওর হঠাৎ হাসির মধ্যে এবং সে হাসি এতই সরল ও অমলিন যে, তার জবাবে, যে ভাবেই কেউ থাকুক না কেন, অনুরূপ এক হাসি না হেসে থাকতে পারে না। বেশভূষায় ও অতি ফ্যাশানদুরস্ত নয়, তবে সবসময়ই পরিপাটী। দেখে মনে হয় এ পারিপাট্যের জন্যে ওকে কোন পরিশ্রমই করতে হয় না, এ যেন ওর সহজাত।

এটা ঠিক যে এ্যালোশার চরিত্রে অপ্রীতিকর কিছু আছে। কিছু বদভ্যাস আছে যা অভিজাত সমাজের মধ্যে দেখা যায় যেমন, চাপল্য,

আত্মপ্রসাদ এবং বিনয়ী ঔদ্ধত্য ! কিন্তু ও এত সাদাসিদে ও সরলপ্রাণ যে, নিজেই নিজের চরিত্রের এই ত্রুটির জন্তে আত্মধিক্কার দেয়, দুঃখ করে এবং এ নিয়ে বিদ্রূপও করে। মনে হয় ঠাট্টার ছলেও ও কোনদিন মিথ্যা ব'লতে পারে না, কিম্বা যদি বলেও তবে তার অসত্যতায় কোন সন্দেহ নিয়ে নয়। এমনকি ওর আত্মদম্ভও ভালো লাগে, হয়তো তা' খোলাখুলি ও অনাবৃত ব'লে। ওর মধ্যে কিছুই গোপন নেই। ও ভারী দুর্ব্বল, সরলবিশ্বাসী ও ক্ষীণচিত্তের,—মনের কোন দৃঢ়তাই নেই। ওকে প্রতারণা করা কিম্বা আঘাত দেওয়া শিশুকে প্রবঞ্চনা ও আঘাত করার মতই হীন ও নিষ্ঠুর। ওর বয়সের চেয়ে ও অতি সরল এবং বাস্তব জীবন সম্পর্কে লেশমাত্রও জ্ঞান নেই ওর,—আর, আমার বিশ্বাস, চল্লিশ বছরেও তা' ওর হবে না। বয়োবৃদ্ধি যেন ওদের মত মানুষের জন্তে নয়। মনে হয় ওকে না ভালোবেসে কেউ থাকতে পারে না, শিশুর মতই ও প্রিয়। নাটাশা ঠিকই ব'লেছে,—দুর্নিবার প্রভাবের বশে হয়তো ও কোন খারাপ কিছু ক'রে ব'সতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই যদি ওর ভুল বুঝতে পারে তবে অনুশোচনায় ম'রতেও ও পারে। মনেপ্রাণে নাটাশা চেয়েছিল ওকে বশ ক'রতে এমনকি ওর ওপর প্রভুত্ব বিস্তার ক'রতেও। নাটাশা পেয়েছে ভালোবাসার প্রথম সেই সুখস্বাদ, পেয়েছে তৃপ্তি ভালোবাসার মানুষকে আঘাত দেবার,—তাই হয়তো সে আজ নিজেকে উৎসর্গ করার জন্তে এত উন্মুখ। কিন্তু এ্যালোশারও চোখ অনুরাগে উজ্জ্বল, ও তার দিকে চেয়েছিল গভীর আবেশে। নাটাশা তাকায় আমার দিকে বিজয়িনীর মত। মুহূর্ত্তে সে ভুলে যায় সব,— ভুলে যায় তার বাপ-মা, ভুলে যায় তাঁদের কাছ থেকে 'আসি' ব'লে এই আসা, ভুলে যায় এ্যালোশার না আসায় তার সন্দেহ। সে যেন কত সুখী !

'ভান্না !'—সে বল্‌লে,—'আমি ওকে ভুল বুঝেছিলাম, আমি ওর যোগ্য নই। ভেবেছিলাম এ্যালোশা আসবে না ! আমার এই ভুল-বোঝা ভুলে যেও ভান্না ! এর আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রবো !' এই ব'লে সে তাকায় এ্যালোশার দিকে গভীর প্রেমস্নিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে।

এ্যালোশা হাসে, নাটাশার হাতে চুমু খায়, এবং তখনও তার হাত নিজের হাতে ধ'রে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে,—'আমাকেও দোষ দিও না। বহুদিন থেকেই আমি চেয়েছি তোমায় আমার ভাই ব'লে বরণ ক'রতে ! তোমার কথা

আমি নাটাশার মুখে এত শুনেছি! কিন্তু তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রতে পারি নি এতদিন। আজ সে সুযোগ এসেছে......আমায় ক্ষমা কর',—নীচু গলায় বলতে লজ্জায় যেন সে কিছু লাল হয়ে ওঠে, এবং এমন মিষ্টি হাসে যে, তার জবাবে আমি না হেসে পারি না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ্যালোশা,—'নাটাশা বলে সায় দিয়ে,—'ভান্না আমাদেরই দিকে, ও আমাদের ভাই, অনেক আগেই ও আমাদের ক্ষমা ক'রেছে, ওকে ছাড়া আমরা সুখী হোতে পারবো না। সে কথা আমি আগেই ব'লেছি...হায়! আমরা কি নিষ্ঠুর এ্যালোশা! কিন্তু আমরা তিনজনেই থাকবো একসঙ্গে ভান্না!' ব'লে চলে নাটাশা, আর কাঁপতে থাকে তার ঠোঁট দু'টি। 'ভান্না, লক্ষ্মীটি তুমি ফিরে যাও বাবা-মার কাছে। তাঁরা আমায় ক্ষমা ক'রবেন না, কিন্তু তোমার হৃদয় এতই নির্ম্মল যে, তুমি আমায় ক্ষমা ক'রেছো জানলে হয়তো তাঁরা কিছু শান্ত হবেন। তাঁদের সব ব'লো নিজের কথায়, নিজের অন্তর থেকে, যেমন ক'রে ব'লতে হয়। আমাকে বাঁচাও। নিজে যেমন বুঝেছো তেমনি করে তাঁদের বুঝিও। জানো ভান্না, এমনটি হয়তো আমি ক'রতে পারতাম না, তুমি যদি না আমার পাশে থাকতে! তুমিই আমায় মুক্তি দিলে। আমি নির্ভর ক'রলাম তোমার ওপর, কারণ জানি তুমি তাঁদের ঠিক বোঝাতে পারবে, আর তাতে তাঁদের পক্ষে অনেক সহজ হবে প্রথম ধাক্কাটা সামলে নেওয়া। হা ভগবান! আমার হ'য়ে তাঁদের ব'লো ভান্না,—জানি তারা আমায় কখনও ক্ষমা করবেন না, যদি করেন, ভগবান ক'রবেন না। কিন্তু তারা যদি আমায় অভিশাপ দেন তাহলে আমি সুখী হব, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাদের মঙ্গল কামনা ক'রবো। আমার মন পড়ে আছে তাঁদের কাছে। হায়! কেন আমরা সবাই সুখী হোতে পারি না! কেন, কেন!..ভগবান! তোমার কাছে কি অপরাধ আমি ক'রেছি!' নাটাশা হঠাৎ ভেঙে পড়ে কান্নায়,—যেন সে বুঝেছে তার অপরাধ! ভয়ে তার সর্ব্বশরীর কেঁপে ওঠে, দু'হাতে সে মুখ ঢাকে।

এ্যালোশা তাকে বাহুবন্ধনে টেনে নেয় কাছে, নিঃশব্দে। মুহূর্ত্ত কয়েক কাটে নিস্তব্ধতায়।

'তুমি কিনা চাইতে পারলে এই আত্মবিসর্জ্জন?' আমি ব'লে উঠি, এ্যালোশার দিকে ভৎর্সনার দৃষ্টিতে চেয়ে।

'আমায় দোষ দিও না,'—সে আবার বলে। 'আমি বলছি—এই যে দুঃখ হাজারই অসহ্য হোক, এ শুধু ক্ষণিকের। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। বুক বেঁধে আমাদের সব সইতে হবে। ও নিজেই আমাকে এ কথা ব'লেছে। তুমি তো জানো, এ সবের মূলে রয়েছে পারিবারিক মর্য্যাদা, সামান্য দু'টো তুচ্ছ মনোমালিন্য আর অকারণ মামলা!...কিন্তু (অনেকদিন থেকেই ভাবছি) এ সব মেটাতে হবে। আমরা আবার সবাই মিলবো, সবাই আবার সুখী হবো, আর আমাদের দেখে আমাদের গুরুজনরাও তাঁদের মনোমালিন্য ভুলবেন। কে জানে, আমাদের বিবাহই হবে তাঁদের পুনর্মিলনের প্রথম সোপান। আমার মনে হয় এমনটি হবেই। তুমি কি বল?'

'বিয়ের কথা তো ব'লছো, কিন্তু কবে তা' হবে?' প্রশ্ন করলাম নাটাশার দিকে চেয়ে।

'কাল, না হয় পরশু। খুব যদি দেরী হয়, পরশু নিশ্চয়ই। তবে নিজে অবশ্য এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, আর বলতে কি তেমন কিছু ব্যবস্থাও করি নি, ভেবেছিলাম আজ হয়ত নাটাশা আসবে না। তাছাড়া, বাবা আজ আমার ভাবী পত্নীকে দেখাবেন ব'লে ধরেছিলেন। (তুমি হয় তো জানো আমার আর একটা বিয়ের ঠিক হচ্ছে। নাটাশা ব'লেছে কি? আমি কিন্তু তাতে মত দিই নি) এইসব কারণে আমি কোন ব্যবস্থা ক'রতে পারি নি। তবে যাই হোক পরশু আমাদের বিয়ে হ'চ্ছে। অন্ততঃ তাই আমার মনে হয়, তাছাড়া আর কি হতে পারে। কাল আমরা বেরিয়ে প'ড়বো স্কোভের পথে। ওদিকে, খুব বেশী দূরে নয়, এক গ্রামে আমার এক স্কুলের বন্ধু আছে—ভারী ভালো মানুষ। তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওখানকার গ্রামে নাকি পুরুতঠাকুর আছেন। তবে ঠিক আছেন কি না জানি না। খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল, সময় পাই নি...তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। আসল ব্যাপার নিয়েই কথা। ওখানে না হয় পাশের গ্রামে পুরুত পাওয়া যাবে,—কি বল? আশেপাশে নিশ্চয়ই গ্রাম আছে। ভারী অন্যায় হয়ে গেছে সময় ক'রে চিঠি না লেখা। আমরা যাচ্ছি সে কথা জানানো উচিত ছিল। বন্ধু হয়ত এখন বাড়ীতে নাও থাকতে পারে। কিন্তু তাতেই বা এমন কি এসে যায়! মনের দৃঢ়তা থাকলে সবই ঠিক হ'য়ে যাবে,—নয় কি? ইতিমধ্যে কাল কিম্বা পরশু পর্য্যন্ত নাটাশা এখানে আমার সঙ্গে থাকবে। তার জন্যে আমি একটা ফ্ল্যাট

নিয়েছি—ফিরে এসে আমরা দু'জনে থাকবো সেখানে। বাবার সঙ্গে আর থাকতে পারি না—পারি কি? তুমি সেখানে আসবে। সুন্দর ক'রে বাড়ী সাজিয়েছি। আমার স্কুলের বন্ধুরাও সব আসবে। মধুর সন্ধ্যা কাটাবো...'

আমি অপ্রস্তুতের মত চাইলাম এ্যালোশার দিকে। নাটাশার দৃষ্টি আমার ওপর—যেন ব'লতে চায় এ্যালোশার প্রতি আমি যেন রূঢ় না হই। সে ওর কথা শুনছিল কেমন যেন একটা বিষাদের হাসি নিয়ে এবং সেই সঙ্গে মনে হচ্ছিল ওকে তারিফও ক'রছিল, যেমন লোকে আদর করে সুন্দর শিশুকে তার মিষ্টি ও অর্থহীন কথা শুনে। অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাইলাম নাটাশার দিকে। বিশ্রী অসহ্য লাগছিলো আমার।

'কিন্তু তোমার বাবা?' প্রশ্ন ক'রলাম আমি। 'ঠিক জানো তিনি তোমায় ক্ষমা ক'রবেন?

'নিশ্চয়ই ক'রবেন'—জবাব দিলে এ্যালোশা। 'তা ছাড়া তাঁর আর কি করবার আছে? প্রথমে অবশ্য তিনি অভিশাপ দিতে পারেন, এবং তা' দেবেনও। তিনি ওই ধরণেরই মানুষ, আর তেমনি আমার ওপর কড়া। এমনকি আমার বিরুদ্ধে কিছু করতেও পারেন, পিতৃত্বের অধিকারে...তবে সেটা এমন কিছু চিন্তার কথা নয়, সবচেয়ে তিনি আমায় বেশী ভালোবাসেন। রাগ করলেও পরে তিনি আমাদের ক্ষমা ক'রবেন। তারপর সব মিটে যাবে, সবাই আমরা সুখী হব, নাটাশার বাবাও।'

'আর যদি তিনি ক্ষমা না করেন, তাহলে? সে কথা একবার ভেবেছো?'

'নিশ্চয়ই করবেন, তবে হয়ত এখনই নয়। কিন্তু তাতেই বা কি? আমি তাঁকে দেখাবো যে আমারও ক্ষমতা আছে। এতদিন ত' শুধু আমায় তিরস্কার ক'রে এসেছেন ক্ষমতা নেই, গবেট ব'লে। এবার দেখাবো আমি সত্যিই গবেট কিনা। বিয়ে করা চারটিখানি কথা নয়। আমি তখন আর ছেলেমানুষ থাকবো না...মানে, আমি আর দশজনের মতই হবো...অর্থাৎ আর সব বিবাহিত লোকের মতন। নিজে খেটে সংসার চালাবো। এতকাল আমরা পরের ওপর বসে খেয়ে এসেছি কিন্তু তার চেয়ে নিজের রোজগারে আরও নাকি সুখ,—নাটাশা তাই বলে। ও আরও সব সুন্দর সুন্দর কথা বলে, যদি তুমি শুনতে! আমি নিজে সেসব কথা ভাবতেও পারতাম না—

সেভাবে আমি মানুষও হই নি, সে শিক্ষাও পাই নি। তবে এটা ঠিক যে, আমি তা নিজে জানি। আমি গবেট, কোন কিছুরই উপযুক্ত নই; কিন্তু তুমি জানো গত পরশু আমার মাথায় অদ্ভুত এক বুদ্ধি এসে গেছে। আজ তোমায় ব'লবো, যদিও এখনও ঠিক বলার সময় হয় নি, তবে নাটাশারও সেটা শোনা উচিত, আর তুমি আমায় উপদেশ দেবে। জানো, আমি গল্প লিখবো ব'লে ঠিক ক'রেছি, আর তোমার মত কাগজে পাঠাবো। সম্পাদকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে তো? তোমার ওপরই নির্ভর ক'রে আছি। গত রাত্তিরে একখানা উপন্যাসের চিন্তায় সারারাত ঘুমোই নি। পরীক্ষা ক'রছিলাম, হয় তো বেশ একটা ভালো জিনিষও বেরোতে পারে। স্ক্রাইবের মিলনান্ত লেখা থেকে ভাব নিয়েছি···পরে তোমায় কাহিনী ব'লবো। সবচেয়ে বড় কথা হোলো এ থেকে টাকা পাওয়া যাবে...তুমি যেমন পাও।'

আমি আর হাসি সম্বরণ ক'রতে পারলাম না।

'তুমি হাসছো!'—এ্যালোশা বল্‌লে আমার হাসিতে হেসে। 'কিন্তু দেখে নিও,'—ব'লতে লাগলো অবিশ্বাস্য সারল্যে,—'দেখতে যতটা গবেট আসলে আমি কিন্তু ততটা নই। খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে আমার, বুঝবে পরে। চেষ্টা কেন ক'রবো না? হয়ত কিছু একটা হবে...তবে তুমি ঠিকই বলেছো—বাস্তব জীবন সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। নাটাশাও তাই বলে, সবাই তাই বলে। আমি একটা অদ্ভুত লেখক হব। তুমি হাসো, খুব হাসো। এতে আমারই সংশোধন হবে। নাটাশার মুখ চেয়ে তোমার তা' করা উচিত, তুমি যে ওকে ভালোবাসো। সত্যি ব'লতে কি—আমি ওর যোগ্য নই। আমি সেটা বুঝি, আমার দুঃখও হয়, কিন্তু কেন জানি না ও আমায় এত ভালোবাসে। তবে এটুকু বুঝি যে ওর জন্যে আমি জীবনও দিতে পারি। আগে কোন কিছুতেই ভয় করি নি, কিন্তু আজ যেন ভয় হ'চ্ছে। কি আমরা করতে চ'লেছি? এও কি সম্ভব, কর্ত্তব্যে মানুষ তার বুদ্ধি বিবেচনা ও সাহস হারিয়ে ফেলবে? যে করেই হোক তুমি আমাদের সাহায্য করবে, তুমি যে আমাদের বন্ধু। আজ তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু আছো। আমি একা কি ক'রতে পারি! তোমার সাহায্য চাইছি ব'লে, মনে কিছু ক'রো না। তুমি মহৎ, আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমিও মানুষ হবো, যোগ্য হব তোমাদের।'

ব'লতে ব'লতে আবার সে আমার হাত চেপে ধ'রলো, তার সুন্দর চোখ দুটিতে ফুটে উঠলো ব্যগ্র ও অকপট অভিব্যক্তি। হাতখানা এগিয়ে দিল আমার দিকে সরল বিশ্বাসে, আমার বন্ধুত্বের আস্থা নিয়ে।

'নাটাশাও আমায় মানুষ ক'রে তুলবে,'—সে বলতে লাগলো। 'তবে আমার সম্বন্ধে খুব একটা খারাপ ধারণা ক'রো না। আমাদের জন্যে দুঃখও ক'রো না। সবকিছু সত্ত্বেও আমার অনেক আশা আছে, আর টাকাকড়ির বিষয়ে আমাদের তেমন চিন্তা নেই। যদি উপন্যাসে সফল না হই,—ব'লতে কি আজই সকালে আমার মনে হয়েছে উপন্যাস লেখা আমাব পক্ষে বাতুলতা, তবে তোমায় বললাম তোমাব মতামতের জন্যে,—যদি তাতে কিছু না করতে পারি, তবে গান শেখাতেও তো পারবো। জানতে না বোধ হয় আমি ভালো গান-বাজনা জানি? ওভাবে খেটে খেতে আমার লজ্জা নেই। রোজগারের নানান্ উপায় আমার মাথায় আছে। তাছাড়া আমার প্রসাধনের অনেক দামী দামী জিনিষ আছে। সেগুলো দিয়ে আর আমাদের কি হবে? বিক্রী ক'রে দেবো। তাই দিয়ে আমাদের বহুদিন চ'লে যাবে। আর যদি নেহাৎ অচলই হ'য়ে পড়ে তখন না হয় কোথাও চাকরী নেবো। বাবা খুব খুশি হবেন। তিনি চান আমি চাকরী করি, আর আমার দ্বারা তা' হয় না। কিন্তু আমার বিশ্বাস কিছু না কিছু একটা করতে পারবোই। তবে তিনি যখন দেখবেন বিয়ে হ'য়ে আমার ভালো হয়েছে, আমি ধীর-স্থির হয়েছি, চাকরী করছি, তখন তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন এবং ক্ষমাও ক'রবেন…'

'কিন্তু, এ্যালেক্সি পেট্রোভিচ্, ভেবে দেখেছো কি এখন থেকে নাটাশা আর তোমার বাবার মধ্যে কি একটা বিশ্রী সম্বন্ধ দাঁড়াবে? আজ সন্ধ্যায় ওর বাড়ীতেই বা কি হবে?' বল্লাম নাটাশাকে লক্ষ্য ক'রে। আমার কথায় নাটাশা ভীষণ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। আমি কি নিষ্ঠুর!

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ব'লেছো। সত্যিই বিশ্রী!' জবাব দিলে এ্যালোশা। 'আমি আগেই ভেবেছি একথা, কষ্টও হয়েছে। কিন্তু কি আমরা ক'রতে পারি? ঠিক ব'লেছো। যদি ওর বাবা-মা আমাদের ক্ষমা করেন! আমি তাঁদের কত ভালোবাসি—যদি তুমি জানতে! তাঁরা আমারই বাবা-মার মতন—আর এইভাবেই আমি তার প্রতিদান দিচ্ছি! হায়! কি অলক্ষুণে এই বিবাদ, এই মামলা! আজ তা' কত অপ্রীতিকর! আর কি নিয়ে

তাঁদের এই বিবাদ! প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেককে ভালোবাসি, তবুও কিনা বিবাদ করি! যদি কোনরকমে তাঁদের মিল হোত, তবে সব বিবাদের অবসান হোত! আমি তাঁদের অবস্থায় প'ড়লে তাই ক'রতাম...তোমার কথায় আমার ভয় হচ্ছে। নাটাশা, আমরা একটা ভয়ানক কিছু ক'রতে চ'লেছি, তুমি আর আমি! আগেই আমি তা' বলেছি...কিন্তু তুমি নিজেই জেদ ধরলে...তবে শোন আইভ্যান পেট্রোভিচ্, হয়তো এ থেকে একদিন মঙ্গলই হবে, তোমার কি তাই মনে হয় না? শেষে দু'তরফেই মিল হবে। আমরাই মিল করিয়ে দেবো! তাই হবে, কোন সন্দেহ নেই। আমাদের প্রেমের বিরুদ্ধে তাঁরা থাকতে পারেন না...তাঁরা আমাদের অভিশাপ দিন, তবু তাঁদের আমরা ভালোবাসবো, আর তাঁরাও আর বিরুদ্ধে থাকবেন না। তুমি জানোনা মাঝে মাঝে আমার বাবার মন কত নরম হয়। বাইরে থেকে দেখতে তিনি ভয়ঙ্কর কিন্তু সময় বিশেষে ভারী বিবেচনাশীল। আজই সকালে কত আদর ক'রেই না তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন। আর আমি কিনা আজই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছি। আমার ভারী কষ্ট হ'চ্ছে। শুধু এই কতকগুলো কুসংস্কার! শুধু উন্মত্ততা! কেন, একবার যদি তিনি ভালো চোখে দেখতেন নাটাশাকে, যদি ওর সঙ্গে আধঘণ্টাও কাটাতেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এ সব অনুমোদন করতেন।'

এ্যালোশা তাকালে নাটাশার দিকে স্নিগ্ধ আবেশে।

'হাজারবার আমি খুশী মনে ভেবেছি।' বকবক করতে লাগলো এ্যালোশা,—'নাটাশার সঙ্গে আলাপ হলেই বাবা কেমন ওকে পছন্দ ক'রবেন, কেমন ক'রে ও সবাইকে অবাক ক'রে দেবে। ওর মত মেয়ে ওঁরা কখনও দেখেছেন নাকি। বাবার বিশ্বাস ও নাকি কুচক্রী। আমার উচিত ওর মান বাঁচানো। আর আমি তা' বাঁচাবোই। হায় নাটাশা, সবাই তোমায় ভালবাসে, সবাই। ভালো না বেসে কেউ থাকতে পারে না। যদিও আমি তোমার ঠিক যোগ্য নই, তবু তুমি আমায় ভালোবাসবে, নাটাশা,—আর আমি...তুমিতো জানো আমায়! আমাদের সুখী হতে এর চেয়ে আর কি প্রয়োজন! না, আমি বলছি, আমি ব'লছি আজকের সন্ধ্যা নিশ্চয়ই আমাদের সুখ এনে দেবে, এনে দেবে শান্তি আর ঐক্য। আজকের সন্ধ্যা, স্বর্গীয় সন্ধ্যা। নয় কি, নাটাশা? কিন্তু ব্যাপার কি? তোমার কি হোল?'

মৃত্যুর মত পাণ্ডুর হ'য়ে গেছে নাটাশা। এ্যালোশা যতক্ষণ কথা ব'লছিল সারাক্ষণ সে চেয়েছিল তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে। কিন্তু ক্রমশঃই তার দৃষ্টি ক্ষীণ হ'য়ে এলো, আরও স্থির হ'য়ে এলো এবং তার মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। মনে হোল শেষের দিকে সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে এবং কোন কথাই তার কানে যায়নি। এ্যালোশার চীৎকারে সে যেন জেগে উঠলো। জ্ঞান ফিরে পেল। চারদিকে তাকালো এবং সহসা ছুটে এলো আমার দিকে। দ্রুতবেগে, যেন খুব ব্যস্ত, কি যেন লুকোতে চায় এ্যালোশার কাছ থেকে, এইভাবে তার জামার ভেতর থেকে একখানি চিঠি বার ক'রে আমাকে দিল। তার বাবা-মাকে লেখা চিঠি, গত রাত্রে লেখা। চিঠিখানা দেবার সময় আমার দিকে সে চাইল অপলকে; যেন সে কিছুতেই পারছেনা আমার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে। তার চাউনিতে ছিল হতাশা। জীবনে কখনও ভুলবোনা সেই ভীষণ দৃষ্টি। আমিও ভয়ে অভিভূত হ'য়ে প'ড়লাম। দেখলাম এতক্ষণে শুধু সে বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটার সবটুকু গুরুত্ব। কি যেন ব'লতে চেষ্টা ক'রলো, সুরুও ক'রলো, কিন্তু হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লো। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি তাকে ধ'রে ফেললাম। ভয়ে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল এ্যালোশা। নাটাশার রগের উপর সে হাত বুলোতে লাগলো। তার হাত ও ঠোঁটে চুমু খেলো। মিনিট দু'য়েকের মধ্যে নাটাশার জ্ঞান ফিরে এলো। এ্যালোশা যে গাড়ীতে এসেছিল সেটা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে ডাকলো। গাড়ীতে উঠে নাটাশা আমার হাত চেপে ধ'রলো আকুল আবেগে, তার উষ্ণ অশ্রুতে আমার আঙুল পুড়ে যেতে লাগলো। গাড়ী ছেড়ে দিল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বহুক্ষণ সেইদিকে চেয়ে। মুহূর্তে আমার সমস্ত সুখ ধূলিসাৎ হয়ে গেল, জীবন ছিঁড়ে গেল দু'টি টুকরোয়। তীব্রভাবে তা অনুভব করলাম···ধীরে ধীরে ফিরে গেলাম আমার পুরোনো বন্ধুদের কাছে। জানিনা কি তাদের বলবো, কেমন ক'রেইবা তাদের সামনে দাঁড়াবো। চিন্তা অবশ হয়ে আসছে, পা যেন ভেঙ্গে প'ড়ছে।

এই আমার সুখের কাহিনী, এইভাবেই আমার প্রেমের শেষ ও সমাধি। এবার আমার কাহিনী সুরু করছি যেখানে ছেড়ে এসেছিলাম সেখান থেকে।

দশ

স্মিথের মৃত্যুর পাঁচদিন পরে আমি তার আস্তানায় গিয়ে উঠলাম। সেদিন সারাক্ষণ মনটা ভরে ছিল একটা অসহনীয় বিষাদে। শীতের দিন, ধূসর মলিন—ভেজা তুষার প'ড়ছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি। কেবল বিকেলের দিকে একবার সূর্য্য উঁকি দিল। পথভ্রষ্ট একটি রশ্মি হয়তো কি কৌতূহলে আমার ঘরে এসে ক্ষণিক চোখ মেল্‌লো। আমি তখন অনুশোচনা ক'রছি এখানে আসার জন্যে। ঘরখানা প্রশস্ত হলেও ছাদটা ভারী নীচু, এত ঝুলে ভরা, এত স্যাঁৎসেঁতে এবং দু'একটি আসবাব থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত অস্বস্তিকরভাবে শূন্য। ভাবলাম যেটুকু স্বাস্থ্য প'ড়ে আছে সেটুকুও হারাবো এই ঘরে, এবং সত্যিই শেষে তাই হোলও।

সেদিন সারা সকাল ব্যস্ত ছিলাম কাগজপত্তর নিয়ে সাজানো গোছানোয়। পোর্টফোলিওর অভাবে সেগুলোকে ভর্ত্তি করলাম বালিশের একটা খোলে। দুমড়ে কুঁকড়ে সব মিশে একাকার হ'য়ে গেল। তারপর ব'সলাম লিখতে। তখনও সেই বড় উপন্যাসখানা লিখছিলাম। কিন্তু মন দিতে পারলাম না। মন ভরে ছিল অন্য চিন্তায়।

কলম ছুঁড়ে ফেলে জানালায় এসে ব'সলাম। অন্ধকার নেমে এলো, এবং মনটাও ক্রমশঃ দমে গেল। ঘিরে ধরলো নানান ব্যথাতুর চিন্তা। ভাবলাম, শেষে পিটার্সবুর্গেই মারা যাবো। বসন্ত তখন প্রায় এসে পড়েছে। 'হয়তো ভালো হোতাম' ভাবলাম,—'যদি এই অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে যেতে পারতাম দিনের আলোয়, মুক্ত প্রান্তরে, অবারিত বনানীর মাঝে।' কতদিন সেসব দেখিনি! বেশ মনে পড়ে, সেদিন ভেবেছিলাম—যদি কোন যাদুমন্ত্রে, যদি কোন ইন্দ্রজালিক প্রভাবে ভুলে যেতে পারতাম ফেলে-আসা অতীতের শেষ ক'টা বছর—সব ভুলে নতুন মনে, নতুন প্রেরণায় আবার যদি সুরু করতে পারতাম জীবন! তখনও স্বপ্ন দেখতাম জীবনের পুনরারম্ভের। 'তার চেয়ে যাই কোন উন্মাদ আশ্রমে,' ভাবলাম—গিয়ে স্মৃতিকে উল্টে পাল্টে নতুন ক'রে সাজিয়ে আবার সব সারিয়ে ফেলিগে। তখনও আমার মেটেনি জীবনতৃষা,

তখনও হারায়নি জীবনের ওপর আস্থা !...কিন্তু মনে আছে, শত দুঃখেও আমি সেদিন হেসেছিলাম। 'উন্মাদ আশ্রমের পর কি ক'রবো ? আবার উপন্যাস লিখবো ?'

এমনি এক নৈরাশ্যজনক চিন্তার গভীরে ডুবেছিলাম। সময় অতিবাহিত হ'য়ে যাচ্ছিলো। রাত্রি এসে প'ড়লো। সেদিন সন্ধ্যায় নাটাশার ওখানে যাবো ভেবেছিলাম। আগেরদিন সন্ধ্যায় তার কাছ থেকে একখানা চিঠি পাই,—অনেক মিনতি ক'রে লিখেছে যাবার জন্যে। উঠে পড়লাম, যাবো ব'লে তৈরী হতে। বাইরে তখন বৃষ্টি ও তুষার প'ড়ছিল, তবু ঘর ছেড়ে বেরোবার তীব্র একটা বাসনা দেখা দিল।

অন্ধকার যতই ঘনিয়ে আসছে আমার ঘরখানাও ততই প্রশস্ত হ'চ্ছে—যেন দেয়ালগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। মনে হোল প্রতি রাত্রে ঘরের প্রতিটি কোণে আমি স্মিথকে দেখতে পাবো। সে ব'সে থাকবে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে—যেমন চেয়েছিল কাফিখানায় এ্যাডাম ইভ্যানিচের দিকে। আর আজোরকা শুয়ে থাকবে তার পায়ের কাছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমার যেন কেমন একটা রোমাঞ্চের সঞ্চার হয়। সেকথা আজও ভুলিনি।

যাই হোক, হয় আমার স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা, না হয় এই নতুন বাসা সম্পর্কে এই নতুন অনুভূতি কিম্বা আমার সাম্প্রতিক বিমর্ষতা যে কারণেই হোক সন্ধ্যার দিকে ক্রমশঃই আমি এমন এক অবস্থার মধ্যে ডুবে যাই যা আজকাল প্রায়ই আমার অসুখের মধ্যে রাত্রিতে দেখা দেয় এবং তার আমি নাম দিয়েছি, রহস্য-রোমাঞ্চ। সে যেন কিসের একটা পীড়াদায়ক তীব্র ভীতির ভাব যা আমি বলে বোঝাতে পারি না, যা সকল বুদ্ধির অগোচরে এবং স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে। অথচ যে কোন মুহূর্ত্তেই তা' রূপ গ্রহণ করতে পারে, যেন সমস্ত যুক্তিতর্কের সিদ্ধান্তকে ব্যঙ্গ করে, দাঁড়াতে পারে আমার সামনে এসে অনস্বীকার্য্য সত্য হিসাবে, বিকট, ভয়াবহ ও নির্দ্দয়ের রূপ নিয়ে। যুক্তির যাবতীয় প্রতিবাদকে উপেক্ষা ক'রে সে ভীতি সাধারণতঃ এতই তীব্র হ'য়ে ওঠে যে তখন মনের অসাধারণ সুস্থতা থাকা সত্ত্বেও মন আমার হারিয়ে ফেলে প্রতিরোধের সকল ক্ষমতা।

মনে আছে, আমি তখন দরজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে টুপিটা নিতে যাচ্ছি ঠিক এমন সময় হঠাৎ মনে হোল যেন ঘুরে দাঁড়ালেই নির্ঘাৎ

স্নিগ্ধকে দেখতে পাবো : প্রথমে সে সন্তর্পণে দরজা খুলবে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের চারদিকে দেখবে, তারপর চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে আমার কাছে আসবে, আমার মুখোমুখী দাঁড়াবে, আমার ওপর তার নিষ্প্রভ চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রবে এবং সহসা আমার মুখের ওপর এক দীর্ঘ শব্দহীন হাসি হাসবে এবং সেই হাসিতে তার সর্ব্বশরীর কাঁপতে থাকবে বহুক্ষণ ধরে। এইসব কল্পনা হঠাৎ আমার মনে অদ্ভুত স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিল এবং সেই সঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাস হোল যে, এসব নিশ্চিত ঘটবে, ইতিমধ্যে ঘটছেও। আমি শুধু দেখতে পাচ্ছিনা দরজার দিকে পেছন ফিরে আছি বলে। মনে হোল সেই মুহূর্ত্তে দরজাটা যেন খুলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘুরে তাকালাম,—দরজাটা সত্যিই খুলছে,—আলগোছে, নিঃশব্দে,—ঠিক যেমনটি কল্পনা ক'রেছিলাম মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে। চেঁচিয়ে উঠলাম। অনেকক্ষণ কাউকে দেখতে পেলাম না, যেন দরজাটা আপনিই খুলে গেছে। তারপর হঠাৎ দরজার কাছে অদ্ভুত যেন কাকে দেখলাম। অন্ধকারে যতটা ঠাওর হোল তাতে বুঝলাম সে নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখছে। ভয়ে সারা শরীর আমার কেঁপে উঠলো। সভয়ে দেখলাম একটি ছোট মেয়ে। সে যদি স্বয়ং স্নিগ্ধও হোত তাহ'লেও হয়তো ততটা ভয় পেতাম না যতটা ভয় পেলাম এই অপরিচিত, অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত মেয়েটিকে এমন সময়, এমন এক মুহূর্ত্তে আমার ঘরে দেখে।

আগেই ব'লেছি দরজাটি এত নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে খুললো যে মনে হোল মেয়েটি ঢুকতে ভয় পাচ্ছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে আমার দিকে চেয়ে রইলো বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে। শেষটায় আস্তে আস্তে দু'পা এগিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলো, তখনও তার মুখে কথা নেই। আমি তাকে ভালো ক'রে দেখে নিলাম। বারো তেরো বছরের মেয়ে, খর্ব্বকায়, রোগা এবং এত পাণ্ডুর যে মনে হোল সদ্য কোন ভারী অসুখ থেকে উঠেছে। তবে এই পাণ্ডুরতায় পরিষ্কার ফুটে উঠেছে তার আয়ত, উজ্জ্বল ও কালো চোখ দু'টি। একখানা শতচ্ছিন্ন আলোয়ানে তার বুকটা ঢাকা, বাঁ হাতে আলোয়ানের প্রান্তদেশ ধ'রে আছে। বুকটা তখনও কাঁপছিলো সন্ধ্যার ঠাণ্ডায়। তার যাবতীয় পোষাককে এক কথায় বলা যায় জীর্ণ, ছেঁড়া, ন্যাকড়ার স্তূপ। ঘন কালো চুলে জট পাকানো, কোনদিন চিরুণী পড়েনি। ওইভাবে আমরা মিনিট দু'য়েক দাঁড়িয়ে রইলাম, পরস্পর চেয়ে।

'দাদু কোথায়?' শেষে সে প্রশ্ন ক'রলে অস্পষ্ট ধরা গলায়, যেন তার গলা কিম্বা বুকের কোন দোষ আছে।

তার প্রশ্নে আমার সব অজানা ভয় দূর হ'য়ে গেল। স্মিথের সম্বন্ধে এ অনুসন্ধানে, অপ্রত্যাশিতভাবে তার একটা সন্ধান পাওয়া গেল।

'তোমার দাদু? কিন্তু সে তো মারা গেছে!' হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অসতর্ক ক্ষিপ্রতার জন্যে অনুশোচনাও হোল। মিনিট-খানেকের জন্যে সে ওইভাবে দাঁড়িয়ে রইলো; তারপর কাঁপতে লাগলো তার সর্ব্বশরীর—এত ভীষণ সে কাঁপুনী যে, মনে হোল এখনই বুঝি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়বে। আমি তাকে ধরবার চেষ্টা ক'রলাম, পাছে প'ড়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভালো হ'য়ে উঠলো, এবং দেখলাম আমার সামনে তার আবেগকে সংযত ক'রতে অস্বাভাবিক চেষ্টা ক'রছে।

'আমায় মাপ কর, মাপ কর খুকি!' আমি ব'ললাম। 'হঠাৎ ব'লে ফেলেছি, —কে জানে হয়তো মিথ্যে...তুমি কা'কে খুঁজছো? যে বুড়ো এখানে থাকতো?'

'হ্যাঁ'—বহু কষ্টে মেয়েটি ব'ললে, আমার দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে।

'তার নাম স্মিথ,—তাই না?' জিজ্ঞাসা ক'রলাম।

'হ্যাঁ'—

'তাহোলে সে···হ্যাঁ, সে আর নেই·· দুঃখ ক'রোনা লক্ষ্মীটি! এখানে আসোনি কেন? কোত্থেকে এখন আসছো? কাল তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ মারা গেছ্‌লো·· তাহোলে তুমি তার নাতনী?'

আমার এই ক্ষিপ্র ও অসংলগ্ন প্রশ্নের কোন জবাবই দিলে না মেয়েটি। নিঃশব্দে ফিরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এতই বিস্মিত হ'য়ে পড়েছিলাম যে তাকে আটকাবার চেষ্টা ক'রলাম না কিম্বা আর কোন প্রশ্নও ক'রলাম না, দরজার কাছে ক্ষণিক থেমে অর্দ্ধেক ঘুরে সে আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলে: 'আজোরকাও মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, আজোরকাও মারা গেছে,' জবাব দিলাম। তার প্রশ্ন আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকলো। মনে হোল সে যেন নিশ্চিত বুঝেছিল আজোরকাও মরবে বৃদ্ধের সঙ্গে।

আমার কথা শুনে মেয়েটি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং যাবার সময় সযত্নে দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

মিনিটখানেক পরে আমি তার পেছনে ছুটলাম। নি৻
হোল তাকে যেতে দিয়েছি ব'লে। সে এত দ্রুত বেরিয়ে৻৲
মুখে বাইরের দরজা খোলার শব্দ পর্য্যন্ত পেলাম না।

'এখনও হয়তো সিঁড়ি দিয়ে নামেনি,' ভাবলাম এবং চুপ করে দ
রইলাম শোনবার জন্যে। কিন্তু সব নিস্তব্ধ, কোন পায়েব শব্দ শোনা গেল না।
শুধু একতলার একটা দরজা বন্ধ হওয়াব শব্দ পেলাম, তারপর সব নিশ্চুপ।

তাড়াতাড়ি নীচে নামলাম। সিঁড়িটা আমার ফ্ল্যাট থেকে ঘোরানোভাবে পাঁচতলা থেকে চারতলা অবধি গেছে, তারপর সোজা নেমে গেছে। নোংরা সিঁড়ি, কখনও আলো ঢোকেনা,—যেমন সচরাচর দেখা যায় ছোট ছোট ফ্ল্যাটে ভাড়া-দেওয়া প্রকাণ্ড বাড়ীতে। তখন সম্পূর্ণ অন্ধকার। হাঁতড়ে হাঁতড়ে চাবতলায় নেমে চুপ কবে দাঁড়ালাম এবং কেমন যেন মনে হোল কেউ সিঁড়িব এখানে লুকিয়ে রয়েছে। খুঁজতে লাগলাম আন্দাজে ঠাওর ক'রে। মেয়েটি ওখানেই ছিল, কোণের দিকে, দেয়ালেব দিকে মুখ ক'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো।

'শোন, কেন কাঁদছো?' সুরু ক'রলাম। 'আমি তোমায় দুঃখ দিয়েছি, সে জন্য আমারও কষ্ট হচ্ছে। মববার সময় তোমার দাদু তোমার কথা বলেছিলেন। তাঁব শেষ কথা তোমাব সম্বন্ধেই...খানকয়েক বই পেয়েছি, নিশ্চয়ই তোমার। তোমার নাম কি? কোথায় থাকো? তিনি সিক্সথ্ ষ্ট্রীটের কথা ব'লেছিলেন...'

কিন্তু আমাব কথা শেষ হোলনা। মেয়েটি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, যেন সে কোথায় থাকে জানতে পেরেছি বলে। তার শীর্ণ হাড়সর্ব্বস্ব ছোট্ট হাত দিয়ে আমাকে ঠেলে ছুটে নীচে নেমে গেল। আমি তাকে অনুসবণ করলা
তখনও নীচে তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ সে শব্দ থেমে
রাস্তায় বেরিয়ে তাকে আর দেখতে পেলাম না। ছুটতে ছুটতে ভ
কাছাকাছি পৌঁছে মনে হোল বৃথা চেষ্টা। সে চ'লে গেছে। ভাবল
সম্ভব কোথাও সে লুকিয়েছিল সিঁড়ি দিয়ে নামবার পথে।'

এগারো

কিন্তু ভজেনস্কির কর্দমাক্ত ভেজা ফুটপাথে পা দিয়েছি কি দিইনি এমন সময় এক পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। তিনি তাড়াতাড়ি মাথা নীচু ক'রে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলেন। অবাক হ'য়ে দেখলাম তিনি আর কেউ নন, সেই পুরনো এবং পরিচিত সার্গেইচ। এই সন্ধ্যায় এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দু'জনের দেখা হ'য়ে যাবে ভাবিনি।

শুনেছিলাম দিনতিনেক আগে বৃদ্ধের খুব অসুখ হয়েছিল, আর এখন রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা হোল এমন এক বাদ্‌লার দিনে। তাছাড়া সন্ধ্যার সময় বেরোনো তাঁর অভ্যাস নয় এবং নাটাশা চ'লে যাবার পর থেকে, অর্থাৎ গত দু'মাস হোল তিনি মোটেই ঘর থেকে বেরোননি। আমাকে দেখে তাঁর খুব আনন্দ হোল—যেমন মানুষের হয় মনের কথা বলার মত লোককে পেয়ে। আমার হাত দু'টি চেপে ধ'রলেন গভীর আগ্রহে এবং কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞাসা না ক'রেই টানতে টানতে নিয়ে চ'ললেন। কিসে যেন বিপর্য্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন, ব্যস্তসমস্ত ভাব। 'কোথায় যাচ্ছেন?' বিস্মিত হ'য়ে ভাবলাম। প্রশ্ন করা চলে না। কারণ, আজকাল তিনি অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্তের হ'য়ে প'ড়েছেন এবং অনেক সময় তুচ্ছ প্রশ্ন কিম্বা কথার মধ্যে অপ্রীতিকর ইঙ্গিত ও অপমানকর কিছু খুঁজে পান।

চুপি চুপি তাঁর দিকে চাইলাম। মুখে অসুস্থতার ছাপ, আজকাল যেন আরও রোগা হ'য়ে গেছেন। গালে এক হপ্তার দাড়ি গজিয়ে উঠেছে। চুলগুলো সম্পূর্ণ পেকে গেছে। ছেঁড়া টুপির নীচ থেকে ঝুলে প'ড়েছে অবিন্যস্তভাবে পুরনো ময়লা কোটের কলারের ওপর। আগেও লক্ষ্য ক'রেছি অনেক সময় তিনি যেন ভুলে যান যে, ঘরে তিনি একা আছেন এবং বিড়বিড় ক'রে হাত-মুখ নেড়ে নিজের মনে বকেন। তাঁকে দেখে আমার ভারী কষ্ট হয়।

'তারপর ভান্যা?' তিনি ব'ললেন—'কোথায় চ'লেছো? আমি বেরিয়েছি, বুঝতেই পারছো—কাজে। ভালো আছ তো?'

'আপনি ভালো আছেন তো?' জিজ্ঞাসা করলাম। 'এই তো সেদিন অসুখ ক'রেছিল, আর আজ বেরিয়েছেন!'

বৃদ্ধ যেন আমার কথা শুনতে পেলেন না এবং জবাবও দিলেন না।

'এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌না কেমন আছেন?'

'ভালো, ভালো...তবে ওই কোনরকমে। ভারী মনমরা হ'য়ে প'ড়েছে... তোমার কথা বলে, কেন তুমি যাও না। আজ আমাদের ওখানে যাবে? না—না? কি জানি হয়তো তোমায় আটকে তোমার কাজে বাধা দিচ্ছি।' হঠাৎ তিনি ব'ললেন সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে।

অভিমানী বৃদ্ধ এতই স্পর্শকাতর ও খিট্‌খিটে হ'য়ে প'ড়েছেন যে যদি আমি তাঁকে বলি তাঁদের ওখানে যাচ্ছিলাম না তাহোলে নির্ঘাৎ তিনি আঘাত পাবেন এবং নিরুৎসাহে আমায় ছেড়ে চ'লে যাবেন। তাই চট্‌ ক'রে বললাম যে এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌নার কাছেই তো যাচ্ছি, যদিও জানি অনেক দেরী হ'য়ে গেছে এবং হয়তো নাটাশার সঙ্গে দেখা করার একটুও সময় পাবো না।

'বেশ বেশ,'—বৃদ্ধ ব'ললেন, আমার জবাবে সম্পূর্ণ প্রশমিত হ'য়ে। ব'লেই হঠাৎ চুপ করে ভাবতে লাগলেন, কি যেন বলা হয় নি।

'হ্যাঁ, বেশ, বেশ', আবার ব'ললেন যন্ত্রের মত, পাঁচ মিনিট পরে, যেন দীর্ঘ এক স্বপ্নের পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে। হুঁ! জানো ভান্না, তুমি চিরকাল আমাদের কাছে ছেলের মত। ভগবান আমাদের ছেলে দেননি···কিন্তু তিনি তোমায় আমাদের দিয়েছেন। তাই আমি সর্ব্বদা ভাবি। আমার স্ত্রীও তাই ভাবে...হুঁ! তুমিও আমাদের ভালোবাসো, ভক্তি করো, ছেলের মত। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন ভান্না,—আমরা বুড়োবুড়ি মিলে তোমায় ভালোবাসি, আশীর্ব্বাদ করি...'

স্বর তাঁর কেঁপে উঠ্‌লো। মুহূর্ত্তের জন্যে থামলেন। 'হ্যাঁ,—তোমার কি অসুখ ক'রেছিল? কেন এতদিন আসোনি?'

স্মিথের কাহিনী তাঁকে সব ব'ললাম। জানালাম স্মিথের ব্যাপারটার জন্যে এতদিন যেতে পারিনি। তাছাড়া শরীরটাও ভালো ছিল না এবং ভ্যাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ডটাও (তাঁরা তখন সেখানেই থাকতেন) অনেকটা দূরে। প্রায় ব'লতে যাচ্ছিলাম যে এত সত্ত্বেও নাটাশার সঙ্গে দেখা করার মত সময় ঠিকই পাই কিন্তু হঠাৎ নিজেকে সংযত ক'রে নিলাম।

স্মিথের ঘটনায় বৃদ্ধ আগ্রহ প্রকাশ ক'রলেন। আমার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমার নতুন বাসা অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে এমনকি পুরনোটার চেয়েও জঘন্য শুনে তিনি রেগে উঠলেন। রীতিমত উত্তেজিত এবং অধৈর্য্য হ'য়ে প'ড়লেন। এমন সব মুহূর্তে এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌না ছাড়া তাঁকে কেউ শান্ত ক'রতে পারে না এবং তিনিও সবসময় পেরে ওঠেন না।

'হুঁ! এই তো তোমার সাহিত্য করার ফল ভান্না! সাহিত্য তোমায় অন্ধকূপে নিয়েগিয়ে তুললো, আর একদিন নিয়ে গিয়ে হাজির ক'রবে কবরে! আগেই ব'লেছিলাম আমি!···সেই ভদ্রলোক কি এখনও সমালোচনা লিখছেন?'

'না, সে মারা গেছে ক্ষয় রোগে। আপনাকে সে খবর দিয়েছিলাম মনে হ'চ্ছে।'

'মারা গেছে! হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি হবে! বৌ-ছেলেমেয়ের জন্যে কিছু রেখে গেছে? তুমি ব'লেছিলে তার বৌ আছে, তাই না?...কেন ওসব লোক বিয়ে করে?'

'না কিছুই রেখে যায় নি,' জবাব দিলাম।

'ঠিক যা ভেবেছি!' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, এত সহানুভূতি ও কাতরতা প্রকাশ ক'রে যেন এটি তাঁরই সংক্রান্ত কোন ঘটনা, যেন মৃত সমালোচক তাঁরই নিজের ভাই। 'কিচ্ছু না! কিছু যে রেখে যায় নি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। জানো ভান্না, আমি আগেই বুঝেছিলাম ওর পরিণতি এই-ই হবে, তুমি তখন ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠতে, মনে পড়ে? ও যে কিছু রেখে যেতে পারবে না এতো জানা কথা। হুঁ!···খ্যাতি কিছু লাভ করেছিল। ধরলাম না হয় সে খ্যাতি চিরস্থায়ী, কিন্তু তাই ব'লে তো আর অন্ন জুটবে না। তোমার সম্বন্ধেও আমার সবসময় এই চিন্তাই হয় ভান্না। তোমাকে প্রশংসা করি বটে তবুও আমার কেমন ভয় হয়। তাহোলে তোমার সেই সমালোচক বন্ধুটি মারা গেছে? হ্যাঁ, তাই তো হবে! এইভাবেই তো আমরা জীবন কাটাই···কি সুন্দর স্থান! ছাখো একবার!'

এই ব'লে বৃদ্ধ দ্রুত নিজের অজ্ঞাতসারে হাত তুলে দেখালেন কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তার দৃশ্য: সিক্ত কুয়াশায় মিট্‌ মিট্‌ ক'রছে ম্লান গ্যাসের আলো, সারি সারি নোংরা বাড়ী, ভেজা ফুটপাথে চক্‌চক্‌ ক'রছে পাথর, চলেছে মানুষ—হিমসিক্ত,

ব্যাথাতুর মানুষের দল। দেখালেন এই ছবি—পিটার্সবুর্গের আকাশের পটভূমিতে আঁকা—ঘন কৃষ্ণ ছবি, যেন মসিলিপ্ত।• ইতিমধ্যে আমরা পার্কের মধ্যে এসে প'ড়েছি সামনেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনুমেণ্ট, নীচে তার সারি সারি আলো, আর দূরে সেণ্ট-আইজ্যাকের প্রকাণ্ড মর্মর মূর্ত্তি —পরিম্লান আকাশের কোলে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'তুমি ব'লতে ভান্না, সে কত ভালো মানুষ ছিল,—সৎ, দয়ালু, লোকের দুঃখ বুঝতো। ত্থাখো, ওরা সবাই ওই রকম, তোমাদের ওই ভালো মানুষরা, দয়াময় মানুসরা! ওরা শুধু পারে কতকগুলো অনাথ ছেলে-মেয়ে রেখে যেতে! হুঁ!...আর আমার মনে হয় ওই ভাবে ম'রতে তার কোন দুঃখই হয়নি! কোন রকমে এখান থেকে স'রে পড়া। এমন কি সাইবেরিয়ায়...কি চাই খুকি?' হঠাৎ প্রশ্ন করেন বৃদ্ধ, ফুটপাথে একটি ছোট মেয়েকে ভিক্ষা ক'রতে দেখে।

মেয়েটি শীর্ণ, পাণ্ডুর, বয়েস সাত আট বছরের বেশী নয়। পরণে মলিন শতচ্ছিন্ন পোষাক, মোজাহীন ছোট ছোট পায়ে ছেঁড়া জুতো। নিজের কম্পমান দেহকে ঢাকবার চেষ্টা ক'রছে গায়ের সেই পুরনো ছোট্ট পোষাক টেনে টেনে। ফ্যাকাশে, রুগ্ন, শীর্ণ মুখখানা ফিরিয়ে আছে আমাদের দিকে। ভীরু, মূক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বোবার মত। কম্পমান ছোট হাতখানি এগিয়ে দিয়েছে আমাদের দিকে, প্রত্যাখ্যানের অসহায় ভীতির দৃষ্টিতে চেয়ে। বৃদ্ধ তাকে দেখে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন তার দিকে যে সে ভয় পেয়ে গেল। চমকে পেছিয়ে গেল।

'কি চাই? কি চাই, খুকি?' বৃদ্ধ ব'ললেন। 'তুমি ভিক্ষে ক'রছো? এই নাও কিছু...এই নাও।' এই ব'লে অতি ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে পকেট হাঁতড়ে দু'তিনটি মুদ্রা বার ক'রলেন। কিন্তু সেটা তাঁর কাছে খুব কম মনে হোল। ব্যাগ খুঁজে একখানা এক রুবলের নোট,—যা মোট তাঁর ব্যাগে ছিল, দিয়ে দিলেন ছোট্ট ভিখারিনীর হাতে। 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন খুকি!·· তিনি তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন!' এই ব'লে তিনি কম্পমান হাতে মেয়েটির মাথার ওপর বারকয়েক ক্রুশচিহ্ন আঁকার ভঙ্গী করলেন। কিন্তু হঠাৎ যেই নজরে প'ড়লো যে আমি দেখছি ওমনি ভ্রূকুটি ক'রে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন।

'এসব দৃশ্য আমি সইতে পারি না ভান্না,' বলতে লাগলেন, অনেকক্ষণ গগ ক'রে থাকার পর। 'নিষ্পাপ এই ছোট ছোট শিশুরা রাস্তায় শীতে কাঁপে... শুধু তাদের হতভাগা বাপ-মা'গুলোর জন্যে। তবে, মা'র নিজের দুঃখ না থাকলে সন্তানকে এমন দুঃখ দিতে পাবে না !···হয়তো তার ঘরে এমনি আরও অনেক অসহায় কাচ্চাবাচ্চা প'ড়ে আছে, আর এইটাই হয়তো বড় মেয়ে, সম্ভবতঃ নিজে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে আছে, আর···হুঁ ! ওবা তো আর রাজারাজড়ার সন্তান নয় ! পৃথিবীতে অমন অজস্র আছে ভান্না,...ওরা রাজা-জমিদারের সন্তান নয় ! হুঁ !' মুহূর্ত্তের জন্যে চুপ করেন, যেন আর কথা খুঁজে না পেয়ে।

'ছ্যাখো ভান্না, আমি এ্যানাকে ব'লেছিলাম,' আবার সুরু ক'রলেন একটু যেন ইতস্ততঃ ক'রে,—'মানে, আমি আর এ্যানা দু'জনে ঠিক ক'রেছিলাম একটা অনাথ শিশুকে মানুষ ক'রবো...কোন গরীব মেয়েকে, তাকে একেবারে নিয়ে নেবো,—বুঝলে আমার কথা ? নইলে একা একা দু'জনে আর টিঁকতে পারছি না ! কিন্তু এ্যানা এখন একটু বেঁকে ব'সেছে। তুমি একটু তাকে বুঝিয়ে ব'লো, মানে আমি ব'লেছি ব'লে নয়, তুমিই যেন নিজে থেকে ব'লছো এইভাবে বুঝিও, কেমন ? অনেকদিন থেকেই ভাবছি তোমাকে দিয়ে ওকে রাজী করাবো। বোঝোই তো আমার পক্ষে তাকে পীড়াপীড়ি করাটা সাজে না। কিন্তু এসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামিয়েই বা লাভ কি ! সন্তান দিয়ে আর আমার কি হবে ? আমি চাই না। তবে, চাই হয়তো একটু সান্ত্বনার জন্যে·· শিশুর কণ্ঠস্বর শুনতে পাবো ব'লে...তবে আসলে স্ত্রীর জন্যেই আমি চাইছি—একা একা আমার সঙ্গে থাকার চেয়ে বরং এতে একটু মনটা ভালো থাকবে। কিন্তু সবই মিথ্যে। বুঝেছো ভান্না, এভাবে হাঁটলে বাড়ী পৌঁছুতে অনেক সময় লেগে যাবে। চল একখানা গাড়ী করি। অনেকটা রাস্তা, এ্যানা হয়তো আমাদের পথ চেয়ে আছে।'

আমরা যখন পৌঁছলাম তখন সাড়ে সাতটা।

বারো

নিকোলাই দম্পতির মধ্যে গভীর ভালোবাসা আছে। সুদীর্ঘ সাহচর্য্যে তাঁদের প্রেম ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। তবুও নিকোলাই সার্গেইচ, আজ ব'লে নয়, অতীতেও আনন্দের সময় এ্যানার সঙ্গে কেমন যেন মন খুলে আনন্দ করেন নি এবং অনেক সময় মুখ গুমরেও থাকেন, বিশেষ ক'রে অপর লোকের সামনে। অনেক অভিমানী ও আবেগশীল মানুষের মধ্যে অদ্ভুত একটা ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাঁরা আত্মপ্রকাশ পছন্দ করেন না, এমনকি প্রিয়তমের কাছেও নিজেদের স্নেহ-কোমলতা প্রকাশ ক'রতে চান না—শুধু যে প্রকাশ্যে, লোকের সামনে তাই নয়, গোপনেও, আসলে গোপনে আরও যেন বেশী। কেবল কালেভদ্রে তাঁদের কোমলতা প্রকাশ পায় এবং তা' যত দীর্ঘ দিন সংযত থাকে ততই আবেগময় হ'য়ে দেখা দেয়। এইভাবেই যৌবনকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত নিকোলাই এ্যানার সঙ্গে কাটিয়ে আসছেন। এ্যানাকে তিনি অগাধ ভালোবাসেন, যদিও এ্যানা সাধারণ এক সুশীলা নারী ছাড়া আর কিছুই নন, এবং শুধু তাঁকে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই জানেন না। অনেক সময় নিকোলাই রীতিমত বিরক্ত হ'য়ে ওঠেন এ্যানার এই অবুঝ প্রেমের সারল্যে। কিন্তু নাটাশা চ'লে যাওয়ার পর থেকে তাঁরা আরও অনুরাগী হ'য়ে উঠেছেন, বুঝেছেন বিদগ্ধ অন্তরে—তাঁরা আজ বিশ্বসংসারে একা। নিকোলাই মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গুমরে থাকলেও দু'জনে তাঁরা দু'ঘণ্টার জন্যেও দু'জনকে ছেড়ে থাকতে পারেন না,—অস্বস্তি ও উদ্বেগে মন ভ'রে ওঠে। তাঁদের মধ্যে যেন একটা মৌন চুক্তি হ'য়ে গেছে—কেউ নাটাশার নাম ক'রবেন না, যেন তার অস্তিত্ব আর নেই। এ্যানা স্বামীর সামনে নাটাশার প্রসঙ্গ তুলতে ভয় পান এবং বহু কষ্টে চেপে থাকেন। অনেক আগেই মনে মনে তিনি নাটাশাকে ক্ষমা ক'রেছেন। কেমন করে যেন এটা একটা নিয়ম হ'য়ে গেছে যে, যখনই আমি আসবো তখনই আমি তাঁদের চির আদরের মেয়ে নাটাশার খবর নিয়ে আসবো।

অনেক দিন খবর না পেলে এ্যানা উতলা হ'য়ে পড়েন এবং আমি যখন খবর নিয়ে আসি তখন তিনি তার সামান্যতম খুঁটিনাটিতেও উৎসাহী হ'য়ে ওঠেন এবং খোঁজ নেন শঙ্কিত চিত্তে ব্যগ্র হ'য়ে। আমার কথায় তাঁর মন শান্ত হয়। একবার নাটাশার অসুখের সংবাদে তিনি উদ্বেগে অধীর হ'য়ে প'ড়েছিলেন এবং নিজে তার কাছে প্রায় যাচ্ছিলেন আর কি। অবশ্য এটা একটা চরম অবস্থা। প্রথম প্রথম তিনি আমার কাছেও মেয়েকে দেখতে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ ক'রতেন না এবং প্রায়ই আমাদের কথাবার্ত্তার পর যখন সব খবরাখবর আমার কাছ থেকে নেওয়া হ'য়ে যেতো তখন আমার সামনে তাঁর দুর্ব্বলতা ঢাকবার প্রয়োজন অনুভব ক'রে ব'লতেন—মেয়ের সম্বন্ধে তাঁর উদ্বেগ থাকলেও নাটাশা যে কাজ ক'রেছে তাতে তাকে কখনও ক্ষমা করা যায় না। কিন্তু এ সব তাঁর অন্তরের কথা নয়। অনেক সময় এ্যানা শোকে আকুল হ'য়ে চোখের জল ফেলেন, আদর ক'রে আমার সামনে নাটাশার নাম ধ'রে ডাকেন, নিকোলাইয়ের বিরুদ্ধে দারুণ অভিযোগ করেন, এবং তাঁরই সামনে আকারে ইঙ্গিতে তাঁকে গাল দেন, অবশ্য যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে—ভারী তো ঠুনকো মর্য্যাদা। কি নিষ্ঠুর মানুষ। কি এমন ক্ষমা না করার কাজ সে ক'রেছে। ক্ষমাহীন মানুষকে ভগবানও ক্ষমা করেন না। কিন্তু এর বেশী আর এ্যানা ব'লতে পারেন না তাঁর সামনে। নিকোলাই তৎক্ষণাৎ কেমন যেন বিমর্ষ হ'য়ে পড়েন এবং চুপচাপ ব'সে থাকেন গম্ভীর হ'য়ে, কিম্বা হয়তো হঠাৎ খাপছাড়াভাবে অন্য কথা পেড়ে বসেন, না হয় শেষটায় চ'লে যান নিজের ঘরে, আমাদের দু'জনকে একা ফেলে রেখে, আমার কাছে চোখের জলে বুকের জ্বালা জুড়োবার সুযোগ এ্যানাকে দিয়ে। এইভাবে, আমি এলেই তিনি ওমনি উঠে নিজের ঘরে চ'লে যান, অনেক সময় আমায় 'এসো, এসো' বলবার সময়টুকু পর্য্যন্ত নেন না, যাতে আমি তক্ষুনি এ্যানাকে নাটাশার সব খবর বলবার ফুরসৎ পাই। আজও নিকোলাই তাই ক'রলেন।

'একদম ভিজে গেছি'—ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই তিনি বললেন। 'আমি আমার ঘরে যাই। তুমি এখানে ব'সো ভান্না। এ্যালোশার বাসার ব্যাপারটা নিয়ে কি যেন সব হ'ল—ওর কাছে বল। এক্ষুনি আসছি।' এই ব'লে

...াই চ'লে গেলেন, এমনকি আমাদের দিকে একবারও না তাকিয়েই, যেন আমার সঙ্গে এ্যানার দেখা করিয়ে দিয়ে তিনি লজ্জা পেয়েছেন। এমন সব মুহূর্তে, বিশেষ ক'রে যখন ফিরে এসে আবার আমাদের সঙ্গে যোগ দেন তখন তিনি প্রায়ই গম্ভীর হ'য়ে থাকেন, কম কথা বলেন আমার সঙ্গে এবং এ্যানার সঙ্গে, এমনকি কথায় কথায় দোষও ধরেন, যেন নিজের কোমলতা ও বিচার বিবেচনার ওপর নিজেই রেগে উঠেছেন।

'দেখলে তো কেমন মানুষ!' এ্যানা ব'ললেন। এ্যানা সম্প্রতি আমার কাছে সব কথা খুলে বলেন, আমার ওপর অবিশ্বাসের ভাবটা তাঁর কেটেছে। 'আজকাল ওর ওমনি ধরণ-ধারণ হ'য়েছে। বেশ জানে, ওর সব চালাকী আমি ধ'রে ফেলেছি। আমার কাছে গোপন ক'রে লাভ কি? আমি কি পর? মেয়ের কাছেও ঠিক ওই হাল। ক্ষমা ওকে ক'রবে, হয়তো ক'রতেও চায়। ভগবান জানেন! রাত্তিরে আমি ওকে কাঁদতেও শুনেছি। কিন্তু বাইরে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ ক'রবে না। এমনই মানের বালাই ওকে পেয়ে বসেছে। ভান্না, বল না বাবা, কোথায় ও যাচ্ছিলো?'

'কে? নিকোলোই? তা তো জানি না। আমিই তো জিজ্ঞাসা ক'রছিলাম।'

'যখন ও বেরোলো আমি তো ভয়ে মরি। অসুখ শরীর তার ওপর এই বাদলার দিন, অবেলায় বেরোনো! ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোন জরুরী দরকার আছে, কিন্তু তুমি যা জানো তার চেয়ে কি আর এমন জরুরী থাকতে পারে। কি জানি বাপু আজকাল ওকে কোন কথা জিগ্যেস ক'রতে আমার ভয় হয়! বাপ আর মেয়ের জন্যে আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। ভাবলাম, কি জানি হয়তো মেয়ের কাছেই গেল। হয়তো তাকে ক্ষমা ক'রবে ঠিক ক'রেছে। কেন, আজকাল তো নাটাশার সব খবরই ও রাখে। আমি তা' টের পেয়েছি। তবে কেমন ক'রে যে ওর কাছে পৌঁছোয় তা' কিন্তু ভেবে পাই না। কাল তো ভয়ানক মনমরা হয়েছিল, আজকেও তাই। কিন্তু তুমিও কিছু ব'লছো না। বল না ভান্না, নাটাশার কি কিছু হয়েছে? আমি তোমার জন্যে কতই না মাথা খুঁড়ছি, তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছি। বল না, সেই হতচ্ছাড়াটা কি নাটাশাকে ছাড়বে?'

যা জানি এ্যানাকে তখনই সব ব'ললাম। তাঁর কাছে কিছুই কখনও গোপন করি না। ব'ললাম: দেখে শুনে মনে হ'চ্ছে নাটাশা আর এ্যালোশার মধ্যে শীগ্‌গিবই একটা বিরোধ ঘ'টবে এবং সেটা তাদের আগের ভুল বোঝাবুঝিব চেয়ে আরও সাংঘাতিক হ'য়ে দাঁড়াবে। কাল আমায় নাটাশা একখানা চিঠি দিয়েছে। অনেক ক'রে লিখেছে আজ রাত্তির ন'টার সময় তার সঙ্গে দেখা করতে, তাই আজ সন্ধ্যায় আপনাদের এখানে আর আসবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু নিকোলাই আমায় টেনে আনলেন। বললাম—ব্যাপারটা ঘোবালো হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ্যালোশার বাবা কোথায় যেন গিয়েছিলেন। দিন পনেরো হ'লো ফিরেছেন। তাঁর কাছে ওসব কিছুই চলবে না, এ্যালোশাকে তিনি রীতিমত ক'ড়কে দিয়েছেন। তবে, আসল কথা হ'লো, বাপের প্রস্তাবিত বিয়েতে এ্যালোশার নাকি তেমন অমত নেই এবং শোনা যায় সে নাকি সেই মেয়েটিকে ভালোওবাসে। এও ব'ললাম যে নাটাশার চিঠি দেখে মনে হ'লো খুব ব্যস্ত হয়েই লিখেছে। লিখেছে আজ রাত্তিরেই নাকি সবকিছু ঠিক হবে, জানি না কি ঠিক হবে। ভারী অদ্ভুত ঠেক্‌ছে—কাল চিঠি লিখেছে, আর আজ রাত্তিরে দেখা ক'রতে বলছে, তাও আবার রাত্তির ন'টায়। অতএব আমায় যেতেই হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

'যাও, যে করেই হোক যাও লক্ষ্মীটি'—ব্যাকুল হ'য়ে এ্যানা আমায় তাগিদ দিলেন। 'উনি এলে এক কাপ চা খেয়েই চ'লে যাও……ওই দেখ এখনও ছাই কেট্‌লিটা আনলো না। ম্যাট্রিওনা! কেট্‌লী আনতে এত দেরী হচ্ছে কেন। ওর নড়তে চড়তেই ছ'মাস।…চা খেয়ে কোন ছুতো ক'রে সরে পড়ো। কিন্তু মনে থাকে যেন কাল এসে আমায় সব কথা বলা চাই। সকাল সকালই চ'লে এসো। হায় ভগবান! এরই মধ্যে অমঙ্গল কিছু ঘটলো কিনা কে জানে! নিকোলাই সব জানে, আমার মন ব'লছে। ম্যাট্রিওনার কাছ থেকে আমি সব খবরই পাই। ও আবার শোনে আগাশাব মুখে, আগাশা হলো প্রিন্সের বাড়ীর ঝি মারিয়া ভ্যাসিলেভ্‌নার পালিত মেয়ে……তুমি তো সব জানো। উনি আজ রেগে টং। এটা সেটা ব'লতে যাই আর চেঁচিয়ে ওঠে। তারপর একটু যেন নরম হলো, ব'ললে—টাকাকড়ির টানাটানি। যেন টাকাকড়ির জন্যেই চেঁচামেচি!

...র অবস্থা তো জানো। দুপুরে খেয়ে দেয়ে ঘুমোতে গেল। দরজার ফুটো দিয়ে ওকে দেখলুম। (দরজায় যে ফুটো আছে তা ও জানে না) দেখলুম ঠাকুরের সামনে প্রার্থনা ক'রছে। দেখে তো আমার পা যেন ভেঙে এলো। একটুও ঘুমোলো না, চা-ও খেলো না—টুপিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। বেলা তখন পাঁচটা। জিগ্যেস ক'রতে ভয় পেলুম, হয়তো চেঁচিয়ে-মেচিয়ে উঠতো। ম্যাট্রি‌ওনার সঙ্গেই আজকাল বেশী রাগারাগি করে, আমার সঙ্গে কখনো-সখনো। যেই চেঁচামেচি সুরু করে আর ওম্‌নি আমার পা যেন অবশ হ'য়ে আসে, বুক ধড়ফড়িয়ে ওঠে। বুঝি—ওসব ওর পাগলামী, তবুও ভয় হয়। ও বেরিয়ে যাবার পর ঠাকুরের কাছে কত মাথা খুঁড়লুম,—ঠাকুর! ওকে সুবুদ্ধি দাও!...হ্যাঁ নাটাশার চিঠিটা কই, দেখি।'

চিঠিটা দিলাম। আমি জানি হাজারই এ্যানা গালাগালি দিন এ্যালোশাকে, মনে মনে কিন্তু তিনি আশা পোষণ করেন যে শেষটায় সে নাটাশাকে বিয়ে ক'রবে এবং তার বাবা প্রিন্সও তাতে মত দেবেন। এমনকি আমার কাছেও এ আশা প্রকাশ করেন, আবার অনেক সময় রাগ ক'রে এর জন্যে অনুতাপও করেন। তবে নিকোলাইয়ের সামনে কিন্তু কিছুতেই প্রকাশ কর'তে সাহস পান না। জানেন, এর জন্যে তাঁকে সন্দেহ করেন নিকোলাই এবং একাধিকবার তিরস্কারও করেছেন আকারে ইঙ্গিতে। এ বিয়ের সম্ভাবনা যে আছে এ কথা যদি নিকোলাই টের পেতেন তবে আমার বিশ্বাস তিনি অভিশাপ দিয়ে চিরকালের জন্য নাট্যশাকে তাঁর হৃদয় থেকে মুছে ফেলতেন।

আমরা সবাই তাই ভাবি। দেহের প্রতিটি তন্ত্রী নিকোলাইয়ের উন্মুখ হ'য়ে থাকে তাঁর মেয়ের জন্যে। তিনি তাকে ক্ষমা করতে পারেন শুধু একটি সর্ত্তে—এ্যালোশার সব স্মৃতি মুছে ফেলতে হবে নাটাশাকে। একথা তিনি না ব'ললেও বোঝা যায় এবং তাঁকে এক নজর দেখলেই আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

'এ্যাক্কেবারে বোকা, মেরুদণ্ডহীন, নিষ্ঠুর ছোকরা,—আমি আগেই ব'লেছিলাম'—এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌না আবার সুরু ক'রলেন। 'মানুষ ক'রতে জানে না, তাই অমন চঞ্চলমতি হয়েছে। নাটাশার অত ভালোবাসা পেয়েও

কিনা তাকে ত্যাগ ক'রছে! মেয়েটার তাহলে কি হবে? আর বলি, বাপের পছন্দসই সেই মেয়েটার মধ্যে কি এমন খুঁজে পেয়েছে!'

'শুনেছি, নতুন যে মেয়েটাকে ও ভালোবাসে সে নাকি সুন্দরী। নাটাশাও তাই বলে,' ব'ললাম।

'তুমি তাই বিশ্বাস কর!'—বিরক্তিতে এ্যানা ব'লে উঠলেন। 'আহা! কি আমার সুন্দরী! তোমরা, লেখকরা, শাড়ীপরা হলেই ভাবো সুন্দরী। তবে নাটাশা যে তাকে সুন্দরী বলেছে সেটা ওর উদারতা। ও ভেবেই পায় না কি ক'রে এ্যালোশাকে আয়ত্তে আনবে। এ্যালোশার সব কিছুই ও ক্ষমা করে। নিজে সব সহ্য করে। এর মধ্যে কতবারই না এ্যালোশা ওকে ঠকিয়েছে! নিষ্ঠুর বদমায়েস! আমার ভারী ভয় হয় ভান্যা! ওরা সব মদগর্ব্বে উন্মাদ। উনি যদি একটু নীচু হতেন, মেয়েটাকে ক্ষমা ক'রে ঘরে আনতেন! আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারতুম। আহা! খুব রোগা হ'য়ে গেছে—না?'

'হ্যাঁ, রোগা হ'য়ে গেছে'—

'ইস্। কি যে বিপদই না চলেছে আমার। কাল সারা রাত, আজ সারা দিন শুধু কেঁদেছি·· কিন্তু···ব'লবো সব পরে। কতবার ওকে আড়েচাড়ে বলেছি, ক্ষমা করতে। মুখ ফুটে বলতে সাহস হয় না। সর্ব্বদা বুক কাঁপে, ভাবি—হয়তো রেগেমেগে চিরজীবনের মত অভিশাপ দেবে। কিন্তু দিতে শুনি নি...সেইটাই তো আমার ভয়—কখন না অভিশাপ দিয়ে বসে। দিলে কি হবে? বাপ অভিশাপ দিলে ভগবানও দেবেন। রোজ তাই ভয়ে কাঁপি। আর ভান্যা, তোমার কিন্তু লজ্জা হওয়া উচিত। এই সংসারে মানুষ হয়েছো —ছেলের মত—তুমি কিনা ব'লতে পারলে সে মেয়েটা সুন্দরী! তোমার চেয়ে মারিয়া ভাসিলেভ্না বেশী জানে! কাজটা হয়তো ভালো করি নি তবু একদিন ও যখন সারা সকাল বাইরে ছিল মারিয়াকে কফির নেমন্তন্ন করেছিলাম। সে আমায় ভেতরের কথা সব ব'ললে। প্রিন্সের সঙ্গে কাউণ্টেসের একটা বিশ্রী সম্বন্ধ আছে। কাউণ্টেস নাকি তাকে বিয়ে না করা'র জন্যে প্রিন্সকে গাল দেয়, আর প্রিন্স কেবলই বিয়ের ব্যাপারটা পেছিয়ে দেয়। এই সুন্দরী কাউণ্টেসের স্বামী যখন বেঁচে ছিলেন তখন থেকেই তার সম্বন্ধে নানান্ কথা শোনা যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর সে বিদেশে যায়। গিয়ে ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান,

... জাতের রাজা জমিদারের সঙ্গে মেলামেশা করে—সেখানেই সে প্রিন্সকে পাকড়াও করে। এদিকে সৎমেয়ে অর্থাৎ তার প্রথম স্বামীর, সেই মস্ত-ব্যবসায়ীর মেয়ে বড় হয়। কাউণ্টেসের হাতে যা টাকা ছিল সব খরচ হয়ে যায়। কিন্তু সৎমেয়ের নামে তার স্বামী যে কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে খাটিয়ে যান তা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। শোনা যায় মেয়েটার নামে নাকি তিরিশ লক্ষ টাকা আছে। প্রিন্স সে টাকার গন্ধ পেয়েছেন, তাই এ্যালোশার সঙ্গে তার বিয়ে দেবার জন্যে এতো আগ্রহ। (ভাবী ধুরন্ধর মানুষ! কোন সুযোগ হারান না!) ওদের কেমন আত্মীয়, হোমড়া-চোমড়া মানুষ, তিনিও মত দিয়েছেন। তিরিশ লক্ষ টাকার বরাত—কম কথা নয়! কাউণ্টেসের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে বলেন। সেইমত প্রিন্স তাঁর মনের কথা খুলে বলেন কাউণ্টেসকে। কাউণ্টেস কিন্তু ঘোর বিরোধী। শুনতে পাই সে নাকি ভারী খামখেয়ালী, উগ্রচণ্ডা, ঝগড়াটে মেয়েমানুষ! লোকে বলে—ওকে নাকি সমাজে নেবে না। বিদেশে হয়তো সব কিছু চলে, কিন্তু এটা দেশ! প্রস্তাব শুনে প্রিন্সকে সে বলে—"এ্যালোশার সঙ্গে আমার সৎমেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেয়ে তুমিই বরং আমায় বিয়ে কর"। মেয়েটাও সৎমার কথায় ওঠে বসে, খুব শান্ত প্রকৃতির। তাই দেখে প্রিন্স কাউণ্টেসকে প্রবোধ দিয়ে বলেন—"ছাখো তোমার সব টাকা খরচ হ'য়ে গেছে—আর দেনাও কখনও শোধ করতে পারবে না। কিন্তু তোমার ঐ শান্ত মেয়ে, আর আমার এই গবেট ছেলে দু'জনের বিয়ে হলেই তোমার আর টাকার ভাবনা কি? আমরা ওদের অভিভাবক হ'য়ে আমাদের খপ্পরে ওদের রাখবো। ব্যস্, প্রচুর টাকা এসে যাবে তোমার হাতে। আমায় বিয়ে করে তোমার লাভ কি?" কি সেয়ানা মানুষ! ছ'মাস আগেও কাউণ্টেসের মত ছিল না। তখন থেকেই তারা দু'জন ওয়ারশয় আছে। এখন শুনতে পাই মত দিয়েছে। মোটামুটি এই আমি শুনেছি। আগাগোড়া মারিয়া ভ্যাসিলেভ্না আমায় সব ব'ল্লে। সে ভালো জায়গা থেকেই শুনেছে। এখন বেশ বুঝতে পারছো—সুন্দরী-টুন্দরী কিচ্ছু নয়—আসল কথা হ'ল টাকা—লক্ষ লক্ষ টাকা!'

এ্যানা এ্যানড্রিয়েভ্নার কাহিনী গভীর রেখাপাত ক'রল আমার মনে। এ্যালোশার কাছে যা শুনেছিলাম হুবহু মিলে গেল তার সঙ্গে। সে যখন বলে তখন জোর দিয়ে ব'লেছিল—টাকার জন্যে সে কখনই বিয়ে করবে না।

কিন্তু শেষে ক্যাটারিনা ফিয়োডোরোভ্‌নার রূপে আকৃষ্ট হয়। এ্যালোশার মুখে এও শুনেছি—তার বাবাই এ বিয়ের পেছনে আছেন, অথচ লোকে ব'ললে তিনি অস্বীকার করেন, পাছে কাজ হাসিল হওয়ার আগেই কাউণ্টেস চটে যান। আগেই বলেছি, এ্যালোশা তার বাবার খুব ভক্ত, তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, দেবতার মত তাঁকে বিশ্বাস করে।

'মেয়েটা কিন্তু কাউণ্ট পরিবারের নয়—ওই যে যাকে তুমি বল সুন্দরী!' রাগতভাবে এ্যানা ব'ললেন, এ্যালোশার ভাবী প্রণয়িনীকে প্রশংসা করেছি ব'লে। 'তার চেয়ে নাটাশা ওর যোগ্য পাত্রী। সে হ'ল শুঁড়ির মেয়ে আর নাটাশা বনেদী বংশের। তোমায় ব'লতে ভুলে গেছি—কাল বুড়ো সিন্দুক খুলেছিল। ওই যে সেই লোহার সিন্দুকটা। আমার সামনে গম্ভীর হ'য়ে ব'সে সারা সন্ধ্যে-ভোর আমাদের পরিবারের পুরনো সব নথিপত্তর খোঁজা-খুঁজি ক'রলে! আমি তখন মোজা বুনছিলাম,—ভয়ে তাকাইনি ওর দিকে। যখন দেখলে আমি কোন কথা বলছি না তখন উঠে গিয়ে নিজেই বললে, সারা সন্ধ্যে কাটালে আমাদের বংশগৌরবের কথা বলে। জানো, অত্যাচারী আইভ্যানের সময়েও এরা খুব সম্ভ্রান্ত ছিল? আর আমার পিতৃকুল—শুমিলভ্‌রা, জার এ্যালেক্সি মিহালোভিচের কালেও প্রসিদ্ধ ছিল। এসব প্রমাণ করার মত আমাদের দলিলপত্তর আছে, তাছাড়া কারামজিনের ইতিহাসেও পাবে। তাহলে বোঝো ভায়া, বংশমর্য্যাদায় ওদের চেয়ে আমরা কম নই। বুড়ো যেই এসব কথা ব'ললে, আমি ওম্‌নি ওর মনের কথা টের পেয়ে গেলাম। পরিষ্কার বুঝলাম—নাটাশাকে যে ওরা হেনস্তা করে, বুড়ো সেটা সইতে পারে না। অর্থেই শুধু ওরা আমাদের উঁচুতে। ওই জোচ্চোর প্রিন্সটা! টাকার জন্যে ও সব কিছু করতে পারে! অতি নির্দ্দয়, চশমখোর লোক। শুনি নাকি ওয়ারশয় যখন ছিল গোপনে জেসুইটদের দলে ভেড়ে—সত্যি?'

'বাজে কথা', ব'ললাম, যদিও এই গুজবের প্রাবল্যে আমিও কম বিস্মিত হইনি।

যাই হোক, এ্যানার মুখে তাঁর স্বামীর নথিপত্তর খোঁজার কাহিনীর মধ্যে একটা নতুনত্ব পেলাম। ইতিপূর্ব্বে নিকোলাইকে কখনও বংশ নিয়ে গর্ব্ব ক'রতে শুনিনি।

[illegible]রা সব পাজি, নিষ্ঠুর', এ্যানা ব'লতে লাগলেন। 'বল, নাটাশার কথা বল, ও কি খুব কান্নাকাটি ক'রছে? আঃ, তোমার আবার ওর কাছে যাওয়ার সময় হ'ল! (ম্যাট্রিওনা! কি কুঁড়ে মেয়েমানুষ বাপু!) ওরা কি ওকে অপমান ক'রেছে? বল না, ভান্না?'

কি তাঁকে ব'লবো? ব্যাচারী চোখের জলে ভাসছেন। জিজ্ঞাসা ক'রলাম, 'একটু আগেই যে নতুন বিপদের কথা ব'লতে যাচ্ছিলেন সেটা কি?'

'কি আবার! বিপদ যেন আমাদের কম! দুঃখের পাত্র যেন আমাদের পূর্ণ হয়নি! মনে আছে ভান্না? হয়তো মনে নেই,—আমার একটা সোনার ছোট্ট লকেট ছিল—একটা স্মৃতিচিহ্ন, তার ভেতর নাটাশার ছোটবেলার একটা ছবি ছিল, তখন ও আট বছরের। পথচলা শিল্পীকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলাম, তুমি দেখছি ভুলে গেছো! লোকটা বেশ ভালো শিল্পী, নাটাশাকে একেবারে উর্ব্বশীর মত ক'রে এঁকেছিল। তখন ওর চুল ছিল কি! এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল! মসলিনের ফ্রক পরিয়ে এঁকেছিল। ভেতর থেকে রূপ যেন ফেটে বেরুচ্ছে! দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। শিল্পীকে অনেক ক'রে ব'ললাম— ওর দু'টো ডানা লাগিয়ে দাও, কিন্তু কিছুতেই রাজী হ'ল না। যাক্ সে কথা। এই সব ব্যাপাবেব পর থেকে ছবিটা খুলে স্থতো বেঁধে ক্রুশের সঙ্গে আমার গলায় ঝুলিয়ে রাখতাম। ভয় হোত পাছে বুড়ো দেখে ফেলে। জানো তো বুড়ো তখন কি ব'লেছিল? বলেছিল—নাটাশার সব জিনিষ বাড়ী থেকে সরিয়ে ফেলতে কিম্বা পুড়িয়ে ফেলতে, যাতে কিছুতেই আর ওর কথা না মনে পড়ে। কিন্তু ছবিটা আমার চাই-ই। কখনও তা দেখে কাঁদি, কখনও বা একা একা তাতে চুমু খাই, যেন নাটাশাকেই খাচ্ছি, আলা আমার অনেক [illegible] ক'বে ডাকি, রোজ রাত্তিরে তার ওপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকি। নির্জ্জনে কথা কই, কত কি জিজ্ঞাসা করি, জবাব দেয় ভেবে আবারও জিজ্ঞাসা করি। ভান্না, সে কথা ব'লতে আমার বুক যেন ফেটে যাচ্ছে! বেশ ছিলাম সেটা নিয়ে, বুড়োরও নজরে পড়েনি। কিন্তু কাল সকালে সেটা হারালো। দেখি আল্‌গা হ'য়ে স্থতোটা ঝুলছে। নিশ্চয়ই ক্ষয়ে ক্ষয়ে কেটে প'ড়ে গেছে, ভয়ে মরি। তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলাম, কোথাও পাওয়া গেল না। হারিয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় প'ড়লো? ভাবলাম নিশ্চয়ই বিছানায় প'ড়েছে, হাঁটকে দেখলাম। কোথাও মিললো না। যদি বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে হয়তো

কেউ কুড়িয়ে নিয়েছে। কিন্তু উনি কিম্বা ম্যাট্রিওনা ছাড়া কে আর নেবে? তবে ম্যাট্রিওনা হতেই পারে না, সে আমায় মনে প্রাণে ভালোবাসে। (ম্যাট্রিওনা! কেট্‌লীটা কি আনবে?) ভাবলাম—ও যদি পেয়ে থাকে, তাহলে? কত কাঁদলাম, কেঁদে কেঁদে চোখের জল আর বন্ধ হয় না। নিকোলাই একটু নরম হল আমার দুঃখে, মনে হল ও যেন জানে আমি কেন কাঁদছি। কিন্তু কোথায় তা ও কি ক'রে ব'লবে? লকেটটা কুড়িয়ে পেয়ে কি জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছে? রাগের মাথায় ও তা' পারে। ফেলে দিয়ে হয়তো এখন দুঃখ ক'রছে ফেলে দিয়েছে ব'লে। তবে ম্যাট্রিওনাকে নিয়ে জানালার আসেপাশে খুঁজেছি, পাইনি। সারারাত কেঁদেছি। সে রাতেই প্রথম নাটাশার ওপর ক্রশ চিহ্ন আঁকতে পারিনি কি অলক্ষণ! দু'দিন এক নাগাড়ে কেঁদেছি। কত ভেবেছি তোমার কথা, ভান্না। তুমি আসবে, তোমার কাছে কেঁদে জ্বালা জুড়োবো...'এই ব'লে এ্যানা আবার কাঁদতে লাগলেন।

'হ্যাঁ, তোমায় ব'লতে ভুলে গেছি',—হঠাৎ তিনি আবার ব'ললেন, যেন কথাটা মনে পড়ায় খুশি হয়েছেন, 'ওর কাছে কি কোন অনাথ মেয়ের কথা শুনেছো?'

'হ্যাঁ। উনি ব'লছিলেন বটে। আপনারা দু'জনে নাকি একটা অনাথ মেয়েকে মানুষ ক'রবেন ঠিক ক'রেছেন। কথাটা কি সত্যি?'

'আমি নই, আমি ওসব ভাবিওনি। অনাথ মেয়ে আমার চাই না। সে শুধু আমাদের দুর্ভাগ্যের কথাই মনে করিয়ে দেবে। নাটাশা ছাড়া আমি আর কাউকে চাই না। সে আমার একমাত্র সন্তান, আর একমাত্রই থাকবে। কিন্তু ওর এই মেয়ে পালনের কথা চিন্তা করার মধ্যে কি আছে মনে হয়? তোমার কি মনে হয়, ভান্না? একি শুধু আমার চোখের জল দেখে সান্ত্বনা দিতে, কিম্বা নিজের মন থেকে নাটাশাকে মুছে ফেলে আর একটি মেয়েকে স্নেহের বাঁধনে বাঁধতে? আসবার সময় আমার সম্বন্ধে কি ও ব'ললে? ওকে দেখে কি মনে হল—খুব বিমর্ষ, না রাগরাগ ভাব? চুপ্! ওই ও এসে পড়েছে! পরে, পরে আমায় বোলো......কাল আসতে ভুলো না।'

তেরো

বৃদ্ধ এসে হাজির হলেন। আমাদের দিকে চাইলেন কৌতূহলে। তারপর যেন কিসের একটা লজ্জায় ভুরুটা কুঁচকোলেন, এগিয়ে গেলেন টেবিলের কাছে।

'কেটলী কই ?' প্রশ্ন করলেন। 'এখনও সে কেটলীটা আনতে পারলো না ?

'আস্‌ছে, আস্‌ছে। এই যে এসে পড়েছে!' ব্যস্ত হ'য়ে ব'ললেন এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌না।

নিকোলাই সার্গেইচ্‌কে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট্রিওনা কেট্‌লী নিয়ে এসে উপস্থিত হল, যেন সে তার জন্যেই অপেক্ষা ক'রছিল। ম্যাট্রিওনা বহুদিনের পুরোনো ঝি, যেমন কাজে-কর্মে মন, তেমনি বিশ্বাসী। তবে এত একগুঁয়ে ও ঝগড়াটে যে, পৃথিবীতে তার জুড়ি মেলাই ভার। নিকোলাইকে খুব ভয় করে তাই তাঁর সামনে রসনা সংযত ক'রে রাখে। কিন্তু এ্যানার সঙ্গে প্রতি পদে তার ঝগড়া লেগেই আছে। প্রকাশ্যে তাঁর ওপর ও প্রভুত্ব ক'রতে চায়, তবে সেই সঙ্গে তাঁকে ও নাটাশাকে আন্তরিক ভালোওবাসে। আমি জানি ম্যাট্রিওনাকে, আজ থেকে নয়, সেই পুরনো আমল থেকে, ইচ্‌মেনেভ্‌কা থেকে।

'হুঁ..... কি অন্যায়! একটা লোক ভিজে এলো আর এখনো পর্য্যন্ত তাকে চা দেওয়া হল না!' বিড় বিড় ক'রে বৃদ্ধ বকতে লাগলেন।

তৎক্ষণাৎ এ্যানা আমাকে ইসারা ক'রলেন। এইসব রহস্যময় ইঙ্গিত নিকোলাই সহ্য ক'রতে পারেন না। তখন তিনি আমাদের দিকে না চাইবার ভান ক'রলেও তাঁর মুখ দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এ্যানা এইমাত্র আমায় ইসারা ক'রছেন এবং তিনি তা' সম্পূর্ণ দেখেছেন।

'মামলার তদ্বির ক'রতে গিয়েছিলাম, ভান্যা', হঠাৎ তিনি সুরু ক'রলেন, 'কি জঘন্য ব্যাপার! বলিনি তোমায়? মামলা আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আমার কোন প্রমাণ নেই। যেসব কাগজপত্তর থাকা উচিত ছিল তার একখানাও নেই। আমার তরফে কিছুই প্রমাণ করবার উপায় নেই, হুঁ!...'

প্রিন্সের সঙ্গে তাঁর মামলার কথা তিনি ব'লছিলেন। তখনও মামলা চলছে,

তবে তাঁর প্রতিকূলে। আমি চুপ ক'রেছিলাম, কি এর জবাব দেবো ভেবে না পেয়ে আমার দিকে সন্দিগ্ধভাবে তিনি চাইলেন।

'যাক্! যত শীগগীর চুকে যায় ততই ভালো!' হঠাৎ ব'লে উঠলেন, যেন আমাদের নীরবতায় চ'টে গিয়ে। 'ওরা আমায় দোষী প্রতিপন্ন ক'রতে পারবে না, ক'রলেও টাকা দিয়ে শোধ ক'রে দেবো। আমি জানি আমি নির্দ্দোষ, করুক ওরা যা খুশি। তবে মামলা একদিন শেষ হবে, বিচারও একটা হবে, কিন্তু আমি হব সর্ব্বস্বান্ত...সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চ'লে যাবো সাইবেরিয়ায়।'

'সর্ব্বনাশ! যাবার জায়গা বটে! আর অতদূরেই বা কেন?' এ্যানা না ব'লে থাকতে পারলেন না।

'আর এখানেই বা আমরা কিসের কাছে আছি?' প্রশ্ন করলেন নিকোলাই গম্ভীরভাবে যেন এ্যানার প্রতিবাদে মনে মনে আনন্দিত হয়ে।

'কেন, মানুষের কাছে...তবু যা হোক,' এ্যানা ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন, এবং আমার দিকে চাইলেন বিপদে প'ড়ে।

'কেমন মানুষ?' চেঁচিয়ে উঠলেন নিকোলাই আমাদের দু'জনের দিকে চেয়ে। 'কেমন মানুষ? চোর, বদমায়েস, জোচ্চোর? কোথাও এদের অভাব নেই। দুঃখ ক'রো না সাইবেরিয়াতেও এদের পাবে। তবে, তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে না চাও তাহলে এখানে থাকতে পারো, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমায় আমি নিয়ে যেতে চাই না।'

'কি ব'লছো তুমি! তুমি ছাড়া কার কাছে থাকবো? তুমি ছাড়া পৃথিবীতে কে আমার......' ব'লতে ব'লতে এ্যানার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো। ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, যেন আমার সাহায্য ও সমর্থন ভিক্ষা ক'রে। বৃদ্ধ চ'টে গেছেন। হয়তো এই তুচ্ছ ব্যাপারে তুমুল কিছু ক'রে ব'সবেন। তাঁর প্রতিবাদ করা অসম্ভব।

'যাকৃগে, শুনুন,' এ্যানাকে আমি ব'ললাম,—'সাইবেরিয়াকে যতটা খারাপ ভাবছেন ঠিক ততটা নয়। ভগবান না করুন, মামলায় হার হ'য়ে যদি ইচ্‌মেনেভ্‌কার সম্পত্তি বিক্রী করতেই হয় তাহলে নিকোলাইয়ের প্রস্তাব অতি উত্তম। সাইবেরিয়ায় হয়তো আপনি একটা ভালো চাকরী পেতে পারেন আর তারপর...'

'এইতো ভান্না, তুমি যাহোক খানিকটা বুদ্ধিমানের মত কথা ব'লছো। আমিও ঠিক এই ভেবেছিলাম। সব ছেড়েছুড়ে চ'লে যাবো।'

'কিন্তু, আমি এটা আশা করিনি,' এ্যানা চেঁচিয়ে উঠলেন হাত দুটো ছুঁড়ে, 'আর তুমিও ভান্না! তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি...তুমি চিরকালই আমাদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পেয়ে এসেছো, আর আজ...'

'হাঃ—হাঃ—হাঃ! কি তবে আশা করেছিলে? ভেবে দেখছো, কি নিয়ে বাঁচবো আমরা! সব গেল, অর্থ গেল, শেষ কপর্দ্দকে এসে দাঁড়িয়েছি। তুমি হয়তো চাও, আমি গিয়ে প্রিন্সের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাই না?'

প্রিন্সের নাম শুনে ভয়ে এ্যানা কাঁপতে লাগলেন। তাঁর হাতের চামচে পেয়ালার মধ্যে ঠুন্ ঠুন্ ক'রে বেজে উঠলো।

'হ্যাঁ, তবে এবার আসল কথা বলি,' বৃদ্ধ সুরু ক'রলেন, এ্যানাকে ব্যথা দেবার প্রবল আনন্দে। 'তুমি কি বলো ভান্না? প্রিন্সের কাছে আমার যাওয়া উচিত নয়? কেন সাইবেরিয়ায় যাবো? তার চেয়ে বরং চুল আঁচড়ে, ভালো জামাকাপড় প'বে, কাল সাজগোজ ক'রবো। এ্যানা আমায় নতুন সার্ট এনে দেবে (নতুন না হলে অতবড় লোকের সঙ্গে দেখা করা যায়!) দস্তানা কিনে দেবে, যেটি দরকার, আর আমি যাবো হুজুরের সঙ্গে দেখা ক'রতে। গিয়ে ব'লবো—"হুজুর, পরম দয়ালু, গরীবের মা বাপ। আমায় ক্ষমা করুন, দয়া করুন! এক টুক্‌রো রুটি দিন! আমার স্ত্রী আছে, সন্তান আছে!......" এই ঠিক, কি বল এ্যানা? এই তুমি চেয়েছিলে, তাই না?'

'না, না, আমি কিচ্ছু চাইনি! কিছু না ভেবেই ব'লেছিলাম। মাপ কর, যদি কিছু বলে থাকি। দোহাই, শুধু তুমি চেঁচিও না,' ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এ্যানা ব'লতে লাগলেন।

বেশ বুঝলাম এ্যানার ভয় ও চোখের জল দেখে নিকোলাইয়ের মনে সব গোলমাল হ'য়ে গেল, ব্যথায় কেঁদে উঠলো তাঁর মন। নিঃসন্দেহে বলতে পারি এ্যানার চেয়ে নিকোলাইয়ের ব্যথা অনেক বেশী, তবে তিনি নিজেকে সংযত ক'রতে পারছিলেন না। এমনিই হয় ভালো মানুষদের, যাঁরা দুর্ব্বল স্নায়ুর। তাঁরা হাজার মমতা সত্ত্বেও মানুষের সঙ্গে রূঢ় আচরণ ক'রে চ'লেন যতক্ষণ না নিজেদের বেদনা ও রূঢ়তার মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে পান এবং যে কোন মূল্যেই হোক চেষ্টা করেন আত্মপ্রকাশের, তা' সে অপর কাউকে ব্যথা দিয়েই হোক—কোন নির্দ্দোষ মানুষকে, বিশেষ করে আপন নিকটতম ও প্রিয়তমকে। অনেক নারীর মধ্যে দেখা যায় নিজেকে দুঃখী ও ব্যথাতুর মনে করার একটা

প্রবল বাসনা, যদিও দুঃখ বা বেদনার কোন কারণই নেই তাঁর। এ বিষয়ে নারীর মত বহু পুরুষও আছেন, যাঁরা সত্যিই পুরুষ, দুর্ব্বল নন মোটেই এবং যাঁদের মধ্যে নারীসুলভ কোন কিছু নেই ব'ললেই চলে। বৃদ্ধ নিকোলাইয়ের তীব্র একটা নেশা আছে কলহের, যদিও তিনি সেই কলহ থেকে নিজে ব্যথা পান বেশী।

মনে পড়ে, তখন আমিও ভাবলাম: এ্যানা যা সন্দেহ করেন তেমন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কি নিকোলাই এর আগে কোনদিন বেরোন নি? কে জানে ভগবানের কৃপায় তাঁর হয়তো মনটা নরম হয় এবং সত্যিই তিনি যাবার চেষ্টা করেন নাটাশার কাছে। কিন্তু পথে মনের পরিবর্ত্তন হওয়ায় কিম্বা আর কোন কারণে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। সুতরাং বাড়ী ফিরে আসেন, মনে মনে ক্রুদ্ধ ও অপমানিত হ'য়ে, নাটাশাকে দেখতে পাওয়ার কামনায় ও কোমলতায় লজ্জিত হ'য়ে। ফিরে এসে লোক খোঁজেন যার ওপর নিজের এই দুর্ব্বলতাজনিত রাগের ঝাল ঝাড়তে পারবেন এবং খুঁজে খুঁজে তারই ওপর ফেটে পড়েন যাকে সন্দেহ হয় নিজের মত, সমঅনুভূতিশীল ব'লে। হয়তো তিনি যখন মেয়েকে ক্ষমা ক'রবেন ব'লে ঠিক করেন তখন মনে মনে এ্যানার আনন্দের ছবিও আঁকেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন তা' ভেস্তে যায় তখন তা' থেকে এ্যানাই সবচেয়ে কষ্ট পান বেশী।

কিন্তু এ্যানার সেই নিরাশ ও শোকাবহ অবস্থা নিকোলাইয়ের অন্তর স্পর্শ ক'রলো। মনে হোল নিজের ক্রোধের জন্যে তিনি লজ্জিত এবং মিনিটখানেকের জন্যে নিজেকে সামলে নিলেন। সবাই আমরা নীরব। আমি তাঁর দিকে চাইবার চেষ্টা করলাম না। কিন্তু সে শান্তি বেশীক্ষণ টিকলো না। যে করেই হোক নিকোলাইকে আত্মপ্রকাশ ক'রতেই হবে, রাগ দেখিয়েই হোক, বা অভিশাপ দিয়েই হোক।

'ছাখো ভান্যা,' তিনি হঠাৎ ব'ললেন,—'আমি দুঃখিত। এতদিন আমি কিছু ব'লতে চাইনি, কিন্তু আজ সময় এসেছে, আজ আমায় সব ব'লতেই হবে খোলসা ক'রে ..খুশি হ'য়েছি—তুমি এসেছো। আড়ালে নয়, তোমার সামনেই আমি ব'লতে চাই' যাতে সবাই শুনতে পায়। শুনুক তারা যে এইসব বাজে কান্না, হাহুতাশ আর দুঃখ আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। প্রাণ হয়তোআমার ফেটে যাচ্ছে, তবু প্রাণ থেকে যাকে ছিঁড়ে ফেলেছি তাকে আর প্রাণে স্থান দেবো না।

হ্যাঁ! যা ব'লেছি, তাই আমি ক'রবো। ছ'মাস আগের ঘটনাটার কথা ব'লছি—বুঝেছো ভান্না? এত পরিষ্কার খোলাখুলিভাবে বলছি যাতে আমার কথায় আর সংশয় না থাকে,'—এই ব'লে জ্বলন্ত চক্ষুতে আমার দিকে তাকালেন, এ্যানার ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিকে এড়িয়ে। 'আবার ব'লছি—এ সব ন্যাকামী, আমার দ্বারা এ চ'লবে না।..রেগে একেবারে আগুন হ'য়ে উঠি যখন দেখি ওরা সবাই আমায় ভাবে আমি দুর্ব্বল, শোককাতুরে, যেন আমি একটা বোকা জঘন্য ওরা ভাবে আমি শোকে পাগল হ'য়ে যাবো...বোকা কোথাকার। আমি ঝেড়ে ফেলেছি, মুছে ফেলেছি পুরনো সব স্মৃতি। তার কথা একটুও মনে পড়ে না। না। না। না।·' ব'লতে ব'লতে নিকোলাই চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে টেবিলে এমন আঘাত ক'রলেন যে কাপ-ডিসগুলো ঝন্ ঝন্ ক'রে বেজে উঠ্‌লো।

ছিঃ, কি ক'রছেন। এ্যানার ওপর কি আপনার এতটুকুও দয়ামায়া নেই। দেখুন তো ওঁর কি হাল হয়েছে।' আমি ব'ললাম নিজেকে আর সম্বরণ ক'রতে না পেরে এবং তাঁর দিকে প্রায় রাগতভাবে চেয়ে। কিন্তু এতে শুধু আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়াই হোল।

'না', দয়া আমার নেই।' কাঁপতে কাঁপতে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। 'না, নেই। থাকবেই বা কেন। আমার জন্যে কে ভাবে। আমারই বাড়ীতে ব'সে গোপনে ওরা আমারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। যে মেয়ে অভিশাপের যোগ্য, যে কোন শাস্তি পাবার যোগ্য তারই পক্ষ নিয়ে ওরা কিনা আমায় অপদস্থ করার চেষ্টা করে। '

'ওগো, দোহাই তোমার, নাটাশাকে কিছু ব'লো না। যা খুশি কর, ওকে শুধু অভিশাপ দিও না।' ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন এ্যানা।

'হ্যাঁ, ওকে আমি অভিশাপ দেবো,' বৃদ্ধ আগের চেয়ে দ্বিগুণ চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কেন দেবো না? ওরা আমায় অপদস্থ ক'রেই ক্ষান্ত হয়নি, ওরা চায় আমি গিয়ে সেই হতভাগী মেয়েটার হয়ে ক্ষমা চেয়ে আসি। হ্যাঁ, তাই ওরা চায়। আমি কি বুঝি না? তার জন্যে রাত নেই দিন নেই, শুধু চোখের জল, হাহুতাশ, আর আকারে ইঙ্গিতে সে কথা ব'লে ব'লে এইভাবে আমাকে পুড়িয়ে মারা। ওরা চায় কিনা আমায় সান্ত্বনা দিতে।...দ্যাখো ভান্না, দ্যাখো,'...ব'লতে ব'লতে তিনি কম্পিতহস্তে ব্যস্তভাবে পাশ পকেট

থেকে কাগজপত্তর বার ক'রতে লাগলেন—'এই যে আমাদের মামলার দলিল-পত্তর। প্রমাণ হয়েছে আমি চোর, ধাপ্পাবাজ, দয়াময় জমিদার প্রভুকে ঠকিয়েছি! অপমান, লাঞ্ছনার চূড়ান্ত হয়েছে, সবই ওর জন্যে! এই যে দ্যাখো, দ্যাখো!...'

এই ব'লে নিকোলাই তাঁর কোটের পাশ পকেট থেকে নানান্ কাগজপত্তর টেনে টেনে বার ক'রে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন এবং তার মধ্যে কি যেন একটা আমায় দেখাবেন ব'লে ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যা খুঁজছিলেন, তা' পেলেন না। অধীর হ'য়ে হাতে যা ওঠে পকেট থেকে সব টেনে বার ক'রলেন এবং হঠাৎ তার মধ্যে থেকে কি যেন একটা ভারী জিনিষ ঠুক্ ক'রে টেবিলের ওপর প'ড়লো। সঙ্গে সঙ্গে এ্যানা চেঁচিয়ে উঠলেন। দেখা গেল, হারানো সেই লকেটটা।

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস ক'রতে পারছিলাম না কিছুতেই। বৃদ্ধের মাথায় রক্ত চ'ড়ে ব'সেছে, মুখখানা তাঁর অস্বাভাবিক লাল। তিনি চমকে উঠলেন। এ্যানা দাঁড়িয়ে আছেন করজোড়ে বৃদ্ধের দিকে বিনীত দৃষ্টিতে চেয়ে। মুখখানা তাঁর আশা ও আনন্দে উজ্জ্বল। অপমানে ও লজ্জায় বৃদ্ধ আমাদের সামনে লাল হ'য়ে উঠলেন।...হ্যাঁ, এ্যানার একটুও ভুল হয় নি। এখন তিনি বেশ বুঝতে পারছেন কি ক'রে লকেটটা হারিয়েছিল।

এ্যানা বুঝলেন বুড়োই ওটা কুড়িয়ে রেখেছিল। দেখে আনন্দে অধীর হ'য়ে লুকিয়ে রেখেছিল গোপনে, সবার চোখের আড়ালে। নির্জ্জনে ব'সে ব'সে ওটা দেখে মেয়েকে আদর করতো। হয়তো আমার মতই ওর সঙ্গে কথা কইতো, রাত্তিরে ব্যথায় গুমরে উঠে চুমু খেতো, অভিশাপের বদলে ক্ষমা আর আশীর্ব্বাদ করতো ওকে—যাকে ও লোকের সামনে দেয় গালমন্দ, যার সঙ্গে ও দেখা ক'রতে পারে না।

'ওগো। তবে তুমি এখনও ওকে ভালবাসো!' এ্যানা ব'লে উঠলেন আত্ম-সম্বরণ ক'রতে না পেরে। ব'ললেন ক্রুদ্ধ নিকোলায়েরই সামনে, যিনি এই একটু আগেই নাটাশাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

যেই এ কথা নিকোলাইয়ের কানে যাওয়া ওম্নি তাঁর চোখ দু'টো জ্ব'লে উঠলো উন্মত্ত রোষে। লকেটটা ছিনিয়ে নিয়ে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে পাগলের মত তার ওপর লাথি মারতে সুরু ক'রলেন। 'অভিশাপ দিচ্ছি তোকে,

অভিশাপ দিচ্ছি চিরকালের মত!' হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—'চিরকালের মত! চিরকালের মত!'

'ভগবান! ভগবান!' এ্যানা কেঁদে উঠলেন। 'ওগো কর কি? ও যে আমার নাটাশা! ও যে তারই ছবি!...পা দিচ্ছো। লাথি মারছো! নিষ্ঠুর! পাষাণ! গর্ব্বান্ধ!'

স্ত্রীর কান্নায় উন্মত্ত বৃদ্ধ যেন কিছুক্ষণ নিবৃত্ত হলেন, বিস্মিত হলেন নিজের আচরণে। সহসা মেঝে থেকে লকেটটা কুড়িয়ে নিয়েই ছুটে গেলেন দরজার দিকে। কিন্তু দু'পা না যেতেই প'ড়ে গেলেন, হাঁটু গেড়ে। সামনের সোফার ওপর হাত দু'টি রেখে অসহায়ভাবে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন। তারপর কাঁদতে লাগলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শিশুর মত, নারীর মত। নিরুদ্ধ কান্না ঠেলে উঠতে লাগলো তাঁর বুক চিরে। একটু আগেই যে ছিল ভয়াবহ, মুহূর্ত্তে সে যেন শিশুর চেয়েও দুর্ব্বল। এখন আর তাঁর অভিশাপ দেবার ক্ষমতাটুকুও নেই। আমাদের সামনে নেই এতটুকু লজ্জা। হঠাৎ স্নেহের বন্যায় অজস্র চুমু খেতে সুরু ক'রলেন লকেটের ছবিটাকে। মনে হোল যেন মেয়ের প্রতি তাঁর এতদিনকার পুঞ্জীভূত নিরুদ্ধ স্নেহ-করুণা দুর্ণিবার বেগে বিদীর্ণ হোল একসঙ্গে, বিদীর্ণ হোল তাঁর সমস্ত সত্ত্বাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে।

'ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ওকে।' মিনতি ক'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এ্যানা ব'ললেন, নিকোলাইয়ের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে। 'ওগো! ওকে আবার ফিরিয়ে আনো ঘরে। তোমার এই দয়ার জন্যে ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রবেন!......'

'না, না। কিছুতেই না!' নিকোলাই চেঁচিয়ে উঠলেন অস্পষ্ট রুদ্ধ স্বরে, 'কখনও না! কখনও না!'

চোদ্দো

নাটাশার কাছে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। দশটা বাজে। সেমিওনোভ ব্রিজের ধারে ফন্‌টান্‌কাতে তারা তখন রয়েছে নোংরা ঘিঞ্জী বাড়ীটার পাঁচতলার এক অংশে। বাড়ী ছেড়ে আসার পর এ্যালোশা আর সে প্রথম ওঠে একটি চমৎকার ফ্ল্যাটে। আগেকার বাড়ীটি ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাদের ফ্ল্যাটটি ছিল চার তলায়—ছোট-খাট, ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে। কিন্তু এ্যালোশার টাকাকড়ি দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এলো। গানের মাষ্টারী করা আর তার হয়ে ওঠেনি। এখান ওখান থেকে টাকা ধার করে দেনায় জড়িয়ে পড়লো। ফ্ল্যাটটি সাজাতে গোছাতে আর নাটাশাকে নিত্য-নতুন উপহার দেওয়াতে তার কার্পণ্য ছিল না। নাটাশা এই বাজে খরচার জন্যে তাকে বকাবকি করতো। রেগে গিয়ে তুমুল কাণ্ড করে বসতো। এ্যালোশা কিন্তু তার ভাবপ্রবণ স্বভাব মতই স্বপ্নাতুর হয়ে ভাবতো কবে কি জিনিষ উপহার দেবে নাটাশাকে এবং নাটাশা তা গ্রহণ করবে কেমনভাবে। এসব কথা প্রবল উৎসাহে সে আমাকে শোনাতো। কিন্তু তারপর ভর্ৎসনায় ও চোখের জলে এমন মুষড়ে পড়তো যে দেখে যে কোনো লোকেরই মায়া হয়। শেষে এমনই হলো যে এই উপহার দেওয়ার ব্যাপারটা ঝগড়াঝাঁটি, বকাবকি ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তাছাড়া এ্যালোশা অনেক বাজে পয়সা খরচা করতো নাটাশাকে না ব'লেই। বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে বেশ বদ-খেয়ালীও হয়ে উঠেছিলো। বারবনিতার গৃহে যাতায়াতও বাদ যায়নি অথচ সে নাটাশাকে ভালোবাসতো মন প্রাণ দিয়ে। আর এই ভালবাসা তার কাছে রীতিমতো দুশ্চিন্তারও কারণ হয়ে উঠেছিলো। প্রায়ই সে আমার কাছে আসতো বিষণ্ণ বিমর্ষ হয়ে। এসে বলতো সে, নাকি নাটাশার কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নয়। সে নাকি রুক্ষ মেজাজের এবং অশান্ত প্রকৃতির, সে নাকি নাটাশার দুঃখ-সুখ বোঝে না, নাটাশার যোগ্য নয়। হয়ত তার কথা অনেকটা ঠিক। এদের দুজনের মধ্যে কোনখানে কোথাও মিল নেই। এ্যালোশার স্বভাবটা নিতান্তই ছেলেমানুষের মতন। আর ছেলেমানুষের মতই নাটাশা

তাকে দেখতো। নিজের বদখেয়ালের জন্যে সে নিজেই অনুতাপের অশ্রু বিসর্জ্জন করেছে আর আমাকে অনুনয়-বিনয় করে বারণ করতো, আমি যেন এসব কথা নাটাশার কাছে বলে না ফেলি। আর এরকম অকপট স্বীকৃতির পর ভয়ে ভাবনায় সে যখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে নাটাশার কাছে গিয়ে হাজির হোত, তখন নাটাশা কিন্তু তার দিকে একবার দৃষ্টি মেলেই সব ধরে ফেলতো। আমাকে জোর করে সঙ্গে নেওয়া তার চাইই, কারণ সে বলতো, যেসব ব্যাপার ঘটে গেছে তারপর সে নাটাশার দিকে ভাল করে তাকাতে ভয় পায়, আমিই কেবল সে ভয় ভেঙ্গে দিতে পারি। নাটাশা ঈর্ষ্যায় ফেটে পড়তো, অথচ জানি না কি করে নির্ব্বিবাদে সে এ্যালোশার এইসব উপদ্রব সহ্য করে যেতো। ব্যাপারটা দাঁড়াতো এই রকম—আমার সঙ্গে গিয়ে এ্যালোশা অসহায়ের মত তাকাতো নাটাশার দিকে, ভয়ে ভয়ে বলতো দু'একটি কথা। সঙ্গে সঙ্গেই নাটাশা বুঝে নিত সে কিছু একটা অন্যায় করেছে, কিন্তু এই বুঝে ফেলার কোনো ভাব প্রকাশ না করে ও বিষয়ে কোনো কথাই সে তুলতো না, বরং আরও বেশী আদর করতো এ্যালোশাকে। আর সে আদরের মধ্যে অভিনয় ছিল না। তার স্বভাবের মধ্যে ছিল অপূর্ব্ব ক্ষমাসুন্দর মাধুর্য্য। এ্যালোশাকে এইভাবে ক্ষমা করার মধ্যে সে মহিমা খুঁজে পেতো। ফলে এ্যালোশাও নিজেকে সংযত রাখতে পারতো না। নাটাশার কোন কথা জিগ্যেস না করা সত্ত্বেও সে সমস্ত কথাই বলে ফেলতো। বলে যেন সে বুকের বোঝা হাল্কা করতো। এই ক্ষমার মাধুর্য্যের স্পর্শে সে প্রগল্‌ভ হয়ে উঠতো। কখনও কখনও আনন্দে আর আবেগে চেঁচিয়ে উঠতো আর জড়িয়ে ধরে নাটাশাকে আদর করতো। সঙ্গে সঙ্গেই যেন সে সম্বিৎ ফিরে পেতো। পেয়ে ঠিক শিশুর মত সহজ সরল ভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনাতো বারবনিতার গৃহের। দেখতে দেখতে হাসিতে ফেটে পড়তো সে, নাটাশার প্রশংসায় সে তখন পঞ্চমুখ, নাটাশার গুণ যেন সে বলে শেষ করতে পারে না। এমনিভাবে মজায় আর আনন্দে সন্ধ্যেটা কেটে যেতো। টাকাকড়ি যখন সবই ফুরিয়ে এলো তখন সুরু করলো ঘরের জিনিষপত্তর বিক্রী করে দিতে। নাটাশারই জেদে সে উঠে এলো ফনট্যান্‌কাতে সস্তা ভাড়ার ছোট্ট ফ্ল্যাটে। নাটাশা তার পোষাক-আষাক বিক্রী করে দিলে। কাজের চেষ্টা দেখতে লাগলো। এ্যালোশা মুষড়ে পড়লো। [illegible] নিজেকে, ঘৃণা [illegible] নিজেকে তার অবস্থাপন্নতার জন্যে কিন্তু

অবস্থা ফেরাবার কোন চেষ্টাই সে করে না। তখন তার শেষ কপর্দকও ফুরিয়ে গেছে। কাজ খোঁজা ছাড়া নাটাশার আর কোনো গতি নেই। আর সে কাজের দক্ষিণাই বা কি!

তারা যখন প্রথমে একসঙ্গে বাসা বাঁধলো, তখন এ্যালোশা ও তার বাবার মধ্যে প্রচণ্ড মনোমালিন্য দেখা দিল। প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কির মতলব ছিল কাউন্টেসের সতীনের মেয়ে ক্যাটারিনা ফিয়োডোরোভ্‌নার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেওয়া—তবে তা শুধু ছিল অভিসন্ধি মাত্র। তাহলেও এটা বহুদিনের সঞ্চিত আশা। এ্যালোশাকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে মেয়েটির কাছে হাজির হয়েছিলেন, তার মন জয় করার জন্যে এ্যালোশাকে অনেক তপিয়েছেন, অনেক যুক্তিতর্কে এমনকি ভয় দেখিয়েও এ্যালোশাকে তিনি রাজী করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কাউন্টেসের জন্যেই তাঁর এই মতলব ফেঁসে গেল। তারপর থেকে নাটাশার সঙ্গে ছেলের এইসব যোগাযোগের ব্যাপার তিনি দেখেও দেখেননি। ভেবে-ছিলেন সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। এ্যালোশার চঞ্চল মতিগতি তিনি জানতেন, তাই আশা করেছিলেন নাটাশার সঙ্গে তার এই প্রেমপর্ব্ব মাত্র দুদিনেরই ব্যাপার। নাটাশার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেওয়ার বিষয়েও তিনি ইদানীং আর মাথা ঘামাতেন না। তারা দুটিতেও এ নিয়ে আর তোলাপাড়া করতো না। ভেবে রেখেছিল এ্যালোশার বাবার সঙ্গে একটা বনিবনা হয়ে গেলেই অথবা অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হলেই বিয়েটা হয়ে যাবে।' নাটাশা এ নিয়ে কোন আলোচনা করতে রাজী নয়। এ্যালোশা আমায় বলেছিল যে সমস্ত ব্যাপারটাতে তার বাবা নাকি খুব খুশীই হয়েছেন। খুশী হয়েছেন তিনি নিকোলাই পরিবারের এই অপমানে। লোক-দেখানো একটা ভাব তিনি বজায় রেখে চলতেন, যেন ছেলের ওপর তিনি বিশেষ বিরক্ত। ছেলের সামান্য মাসহারার টাকাও অনেক কমিয়ে দিলেন। এবং একেবারেই বন্ধ করে দেবার ভয় দেখালেন। কাউন্টেস তখন বিশেষ কাজে পোল্যাণ্ডে। প্রিন্স তাঁর খোঁজে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। তখনও কিন্তু ছেলের বিয়ের মতলব তাঁর মাথায় ঘুরছে। বিয়ে দেবার পক্ষে এ্যালোশার বয়স অল্প, তাহলেও মেয়েটির ঐশ্বর্য্যের অভাব নেই, কাজেই এমন একটা সুযোগ ছেড়ে দেওয়া চলে না। প্রিন্স এতদিনে একটা সুরাহা করতে পেরেছেন। কাণাঘুসোয় শোনা গেল, বিয়েটা শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হয়েছে। যখনকার কথা বলছি তখন প্রিন্স সবেমাত্র পিটার্সবুর্গ

থেকে ফিরে এসেছিলেন। ছেলের সঙ্গে দেখা করলেন রীতিমত স্নেহপাগল ভাব নিয়ে কিন্তু নাটাশার সঙ্গে ছেলের যোগাযোগ তখনও রয়েছে দেখে তিনি বিস্মিত এবং বিরক্ত হলেন। তাঁর মনে কেমন যেন সন্দেহ জাগে, জাগে ভয়। খুব রুক্ষভাবে ছেলেকে শাসালেন নাটাশার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার জন্তে। কিন্তু তার চেয়েও ভাল উপায় পেলেন, সোজাসুজি এ্যালোশাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন কাউণ্টেসের কাছে। তাঁর সতীনের মেয়ের বয়স খুবই কম, বালিকা বললেই চলে, কিন্তু মেয়েটি দেখতে শুনতে বেশ, সুশ্রী, চালাক-চতুর, চটপটে, সুন্দর। মেয়েটির মন-প্রাণও বড় ভাল। প্রিন্স হিসেব করে দেখলেন ছ'মাস কেটে গেছে তাতে কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত, অন্ততঃপক্ষে নাটাশার মধ্যে আর কোন নতুনত্বের আকর্ষণ থাকা সম্ভব নয়। আর ছ'মাস আগে এ্যালোশা তাকে যে চোখে দেখতো সে দৃষ্টিরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। তাঁর এই হিসেবে কিছুটা সত্য ছিল...এ্যালোশা অবশ্যই মজেছিল। আরও বলা চলে প্রিন্সের স্নেহ তার ওপরে কিছু অস্বাভাবিক হয়ে উঠলো (যদিও তখন তিনি তাকে হাতখরচা দেওয়া একরকম বন্ধই রেখেছেন)। এ্যালোশা বোঝে. বাপের মতলব নড়চড় হবার নয়। তাতে অবশ্য সে কিছুটা মুষড়ে পড়ে—কিন্তু তাও ঠিক ততটা নয় যতটা হতো ক্যাটারিনাকে প্রতিদিন দেখতে না পেলে। আমি জানি পাঁচদিন যাবৎ সে নাটাশার ধারেই ঘেঁসেনি। নিকোলাই পরিবারের কাছ থেকে হয়ে নাটাশার কাছে যাওয়ার পথে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম নাটাশা আমায় কি কথা বলার জন্য ডেকেছে সেই কথা তোলাপাড়া করে। অনেক দূর থেকে দেখলাম তার জানালার ধারে আলো রয়েছে। বহুদিন থেকেই এই ব্যবস্থা হয়েছে। কোন জরুরী বিশেষ দরকারে আমাকে ডাকতে হলে সে জানালার ধারে বাতি জ্বেলে রাখবে। তাহলে আমি সেখান দিয়ে যাবার সময় (প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায়ই আমি সেখান দিয়ে যেতাম) জানালার আলো দেখে অনুমান করে নিতে পারবো, সেখানে আমার উপস্থিতি একান্ত দরকার। ইদানীং সে প্রায়ই বাতিটি জানালার ধারে বসিয়ে রাখতো...

পনেরো

গিয়ে দেখলাম ঘরে নাটাশা একা পায়চারী করছে। হাতদুটি তার বক্ষ-সংলগ্ন, গভীর চিন্তায় সে নিমগ্ন। কেটলীটা পড়ে আছে টেবিলের ওপর, খুব সম্ভব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ আগে থেকেই আমার জন্যে চায়ের জল তৈরী হয়েছিল। ছোট্ট হেসে সে হাতখানি বাড়িয়ে দিল আমার দিকে কোন কথা না বলে। তার ম্লান মুখে বেদনার ছাপ। তার হাসিতে স্নিগ্ধ সহিষ্ণুতার রেশ। তার স্বচ্ছ নীল চোখ দুটি যেন বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, চুল জট-পাকানো, তাই মুখের আকৃতি কেমন যেন শীর্ণ ঠেকলো।

আমার হাতে হাত রেখে বললে সে, 'আমি ভাবছিলাম, তুমি হয়ত আসবে না। তোমার খোঁজে মাভ্‌রাকে পাঠাবো ভাবছিলাম। ভয় হচ্ছিল হয়ত তোমার সে অসুখটা আবার দেখা দিল।'

'না, আমি ভালই আছি। একটু আটকে পড়েছিলাম। কেন তা বলছি। কিন্তু নাটাশা, তোমার কি ব্যাপার বলতো, কি হয়েছে তোমার?'

'হবে আবার কি!' বললে সে বিস্মিতভাবে, 'ও কথা কেন?'

'কেন তুমিই লিখেছিলে…কাল তুমি আমায় আসতে লিখেছিলে না? জানিয়েছিলে এই নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে আমি যেন না আসি। তুমি তো এ রকম বড় একটা বলো না?'

'ও, হ্যাঁ। আমি আশা করেছিলাম কাল সে আসবে।'

'সেকি! সে কি এখনও আসেনি!'

'না! আমি ঠিক করেছিলাম, সে যদি না আসে তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নেবো,' বললে সে কিছুক্ষণ থেমে।

'এই সন্ধ্যেবেলা তুমি তার প্রতীক্ষায় ছিলে নাকি?'

'না। আজ সন্ধ্যেয় সে সেখানে আছে।'

'তোমার কি মনে হয় নাটাশা, সে আর ফিরবে না?

'ফিরে সে আসবেই,' বললে সে আমার দিকে অদ্ভুত আগ্রহভরা দৃষ্টি মেলে। আমার আকস্মিক প্রশ্নটা তার ভাল লাগেনি।

অনেকক্ষণ আমরা চুপচাপ, ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকি। সহাস্যে সে আবার সুরু করলে, 'অনেকক্ষণ ধরে তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছি ভায়া। জানো এতক্ষণ কি করছিলাম। পায়চারী করতে করতে কবিতা আবৃত্তি করছিলাম। তোমার মনে পড়ে সেই কবিতাটি? সেই আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়তাম:

তুষারের ঝড় থেমে গেছে প্রিয়, আলো ঝিকিমিকি খেলা,
আকাশের বুকে রাতের অযুত ম্লান নয়নের মেলা।
তারপর—

নূপুরের সুরে শুনি প্রিয় আমি
তোমার প্রেমের সাড়া,
দূর হতে আসি' কবে মোর বুকে
রচিবে শয়ান কারা ?
তুমি ছাড়া মোর যে জীবন সে যে
জীবন তো নয় হায় !
ভোরের গোলাপী আলো খেলে যায়
তুষার-সিক্ত শার্শির গায়,
টেবিলে কেট্‌লী ধূমায়িত রাখি
আঁধার গেহে আলো মেলে আঁখি,
জাজিমে সজ্জা পেতে রাখি মোর
আসিবে গো কবে হায় !

কী চমৎকার। কি সুন্দর ছন্দ বল তো' ভায়া! কি অদ্ভুত জীবন্ত ছবি! যেন ক্যানভাসে ছবি আঁকা হয়েছে। তুমি এর চারপাশে যা খুশি এঁকে যেতে পারো। সব যেন আমার চোখে ভাসছে। তারপর আর একটি ছবি:

সহসা নূপুরে একি বাজে শুনি
একি বিষাদের সুর;
কোথা প্রিয় তুমি? লহ বুকে তুলি'
দাও চুমু সুমধুর।

তোমার বিরহে অসহ বেদনা
জীবনের সব তিক্ত
আঁখি জল শুধু বৃথা ব'য়ে যায়
অঙ্গন মোর রিক্ত।
দখিনা পবন বাতায়নে কাঁদে
প্রাঙ্গন তরু-হীন
একাকী পলাশ হয়তো বা জাগে
শুষ্ক সে আজ ক্ষীণ।
জাস্মিনের ফুল ম্লান হ'য়ে গেছে
তুষারে শার্শি ক্ষুণ্ণ
বিরহিনী আমি একা ঘুরে মরি
নির্জ্জন গেহ শূন্য।
কেহ নাহি মোর ভালবাসিবার
কেহ নাই, কেহ নাই
কেঁদে মরি একা, কান্নার সাথী
কোথা পাই, কোথা পাই?

কী বিচিত্র মাধুর্য্য আর স্নিগ্ধতা এর মধ্যে! কত স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, কত স্মৃতির বেদনা রমণীয় হয়ে ওঠে। কত সত্য! কত সুন্দর!'—সে থেমে যায়, যেন তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে আর তা সামলে নেবার জন্যে সে থেমে যায়। মুহূর্ত্তকাল পরেই সে আবার সুরু করে, 'ভান্না'। বলে সে আবার থামে, যেন ভুলে গেছে কি সে বলতে চেয়েছিল। যেন হঠাৎ আবেগের মুখে কিছু না ভেবেই সে বলতে সুরু করেছিল।

ততক্ষণে আমরা ঘরের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়েছি। ঘরে মাটির দেবমূর্ত্তির সামনে একটা বাতি জ্বলছে। কিছুকাল থেকে নাটাশার মধ্যে কেমন যেন ধর্ম্ম-ভাব দেখা যাচ্ছে। এ কথা তাকে বলাটা সে শুনতে চায় না। 'কাল কি ছুটি?' বললাম আমি, 'বাতি জালিয়ে রেখেছো যে!'

'না···সে যাক্ ভান্না, বোসো। তুমি বোধ হয় খুব ক্লান্ত! চা খাবে? তোমার নিশ্চয়ই চা খাওয়া হয়নি এখনও?'

'তার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়ো না নাটাশা। চা আমি খেয়ে এসেছি।'

'কোথা থেকে ফিরছো ?'

'ওঁদের কাছ থেকে।'

'ওঁদের কাছ থেকে ? বেশ সময় পাও ত' ? নিজে গিয়েছিলে না ওঁরা ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?'

প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে সে। আবেগে তার মুখ আরও ম্লান হয়ে ওঠে। সবিস্তারে তাকে বললাম তার বাবার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাতের কথা, তার মায়ের সঙ্গে আমার কথাবার্তা, বললাম লকেট নিয়ে যে দৃশ্য ঘটেছিল তা'ও। বললাম তাকে সব কথাই, সমস্ত অনুভূতি দিয়ে। কোনো কথাই তার কাছে লুকোইনি। ব্যগ্রভাবে সে সব শুনলো, শুনলো প্রতিটি কথা যা' আমি তাকে বললাম। তার দু'ই চোখ ভরে অশ্রু ঝলমল করে ওঠে। লকেটের কথায় সে সবচেয়ে বেশী আঘাত পেল।

'থাক্, থাক্, ভান্যা,' আমার বলার মাঝেই সে বারবার বাধা দিয়ে চলে। 'আরও খুলে বলো আমাকে সব কথা, সব কথা খুলে বলো। তুমি যেন সব কথা আমায় বলছো না…'

বারবার বললাম তাকে সে কথা, তার বিরামবিহীন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়ে।

'তোমার কি সত্যিই মনে হয় তিনি আমাকে দেখতে আসবেন ?'

'তা' বলতে পারি না নাটাশা। আমি নিজেই ঠিক জানি না। তবে তোমার জন্যে যে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন এবং তোমাকে আগের মতই ভালবাসেন তা' অতি স্পষ্ট। তবে তিনি আসবেন কিনা…'

'লকেটটাতে তিনি বারবার চুমু খেলেন বললেন না ?' আমার কথার মাঝখানে নাটাশা বাধা দেয়, 'লকেটটা জড়িয়ে ধরে তিনি কিছু বললেন না ?'

'তা' ঠিক ভালো করে শুনতে পাই নি। অস্পষ্ট অসংলগ্ন কথা—তোমার নাম করে।'

'আমার নাম করে ?'

'হ্যাঁ।'

নাটাশা নীরবে কাঁদে।

'তিনি যদি সব জানতেন !' ব'লে নাটাশা ক্ষণেক থামে। আবার বলে, 'তা

ত' হবেই। এ্যালোশার বাবার সম্বন্ধে অনেক কথাই তাঁর কানে যাচ্ছে নিশ্চয়ই।
ভয়ে ভয়ে বললাম আমি, চলো না নাটাশা, ওঁদের কাছে ঘুরে আসবে।'

'কবে? কখন?' বললে সে আরও বিষণ্ণ স্বরে চেয়ার ছেড়ে প্রায় উঠে দাঁড়িয়ে।

সে ভেবেছিল আমি তাকে তখনই যেতে বলছি। আমার কাঁধে হাত রেখে বিমর্ষমুখে ম্লান হেসে সে বললে, 'তা' হয় না ভান্যা। তুমি ভান্যা কেবল এই কথাই বলো...ওকথা না তোলাই ভাল।'

হতাশভাবে জবাব দিলাম, 'এই মর্মান্তিক বিচ্ছেদের কি শেষ নেই? এতই তোমার কিসের অভিমান যে তুমি এগিয়ে যেতে পারো না? তোমাকে এ কাজ করতেই হবে। তোমাকেই যেতে হবে এগিয়ে। হয়ত' তোমার বাবা অপেক্ষা করে আছেন তোমার জন্যে, তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করার জন্যে...তিনি—তোমার বাবা। তুমি তাঁকে আঘাত দিয়েছো। তাঁর অভিমানের কথাটা ভেবে দেখো ত'। আর সেটা কত স্বাভাবিক! তুমি যাও। তিনি তোমায় ক্ষমা করবেনই।'

'অসম্ভব। এ নিয়ে ভান্যা তুমি আমাকে বকাবকি করো না। দিন-রাত এই কথাই আমার মনে ঘুরছে, এখনও আমি এই কথাই ভাবছি, বারবার ও কথা তুলে লাভ কি? তুমি নিজেও জানো এ হোতে পারে না।'

'দেখতে দোষ কি!'

'দোহাই ভান্যা, অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেয়ো না। চেষ্টা করতে গিয়ে ফল উল্টোই হবে, হয়ত তিক্ততা আরও বেড়ে যাবে। যা হোয়ে গেছে তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। বাবা যদি ক্ষমা করেনও তবু তিনি আজ আমায় চিনতে পারবেন না। তিনি ভালোবাসতেন ছোট্ট মেয়ে নাটাশাকে, সাবালিকা শিশু ছাড়া তিনি আমায় আর কিছু ব'লে ভাবতে পারবেন না। আমার ছেলেমানুষী, সহজ সরলতা তিনি ভালোবেসেছেন। সেই সাত বছরের মেয়ে নাটাশার মতই তিনি বরাবর আমার মাথায় হাত দিয়ে আদর করেছেন, যেদিন চলে এলাম সেদিনও তিনি প্রতিদিনের মত রাত্তিরে শোবার আগে আমার কাছে এসে আশীষ দিয়ে গেছেন। আমি চলে আসার মাসখানেক আগে তিনি আমার জন্যে কানের দুটি দুল কিনে রেখেছিলেন চুপি চুপি (কিন্তু আমি সেটা জেনে ফেলেছিলাম)—

বাবা গদগদ হ'য়ে ভাবছিলেন আমি কত খুশি হবো এই উপহার পেয়ে কিন্তু যখন টের পেলেন এ খবর অনেক আগেই সবাই জেনে গেছে তখন চটে অস্থির, বিশেষ করে আমার ওপর। এই ত চলে আসার তিন দিন আগের কথা বলছি। আমাকে মনমরা দেখে যেন তিনি ভেঙে পড়েন, আর করলেন কি জানো—তুমি হয়ত বিশ্বাসই করবে না—থিয়েটারের টিকিট কেটে আনলেন আমার মন ভালো হবে বলে! সত্যিই তাই, এতেই আমার মন ঠিক হ'য়ে যাবে, ভেবেছিলেন তিনি। আমি বড় হয়েছি, সেই কচি খুকীটি আর নেই, এটা তাঁর একদিনও মনে হয়নি। তাই বলছি, আজ আমি ফিরে গেলেও বাবা আমায় খুঁজে পাবেন না। ক্ষমা যদিই বা করেন, দেখবেন নাটাশা আর সে নাটাশা নেই। আমি আজ আর খুকীটি নই! সেই অতীত দিনের সুখশান্তি ভেবে হয়তো হাহুতাশ করবেন। অতীত নিয়েই ত ভুলে থাকতে চান কিনা আর অতীত দিনের স্মৃতি সত্যি ভারী চমৎকার, না ভান্না!' বললে নাটাশা আবেগে অধীর কণ্ঠে।

'তোমার সব কথাই ঠিক, নাটাশা,' বললাম আমি, 'আবার নতুন ক'রে তোমায় খুঁজে পেতে, নতুন ক'রে ভালোবাসতে চেষ্টা করতে হবে তাঁকে। কিন্তু তা' তিনি পারবেন। তাই না?'

'তুমি ঠিক বুঝবে না ভান্না! বাবার স্নেহের মধ্যে রয়েছে একচোখো ভাব। এ্যালোশার সঙ্গে এই মেলামেশা, এই ঘনিষ্ঠতা তাঁর অগোচরেই গড়ে উঠেছে আর তাতেই তিনি সবচেয়ে বেশী দুঃখ পেয়েছেন। তিনি যে দেখেও দেখতে পান নি আর এটা এমনভাবে তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে তাতেই তিনি আরো অস্বস্তি বোধ করেছেন। আমিও ত' গোড়াতে কিছু জানাই নি। পরেই বা আর মনের কথা কি করে বলি। বরং মনের কথা মনেই চেপে গেলাম। আর এই যে তাঁর কাছে এই সব কিছু গোপন করা এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা, এর চেয়ে বেশী দুঃখের আর তাঁর কাছে কি হোতে পারে! আর এই যে এক কথায় চলে এলাম—এরপর, যদি আগের স্নেহেই কাছে টেনে নেন তাহোলেও কি ভাঙা মন জোড়া লাগবে! কদিন না যেতে যেতেই আবার সুরু হবে ভুল বোঝাবুঝি আর আশাভঙ্গের পালা। তিনি কি, মনে কর, এক কথাতেই ক্ষমা করবেন, যদি আমি স্বীকারও করি—তাঁকে কতখানি আঘাত দিয়েছি তা আমি মর্মে মর্মে বুঝি, বুঝি

কতখানি খারাপ ব্যবহার তাঁর সঙ্গে আমি করেছি। এ্যালোশাকে ভাল-বেসে যে দুঃখ আমি পেলাম তা যদি তিনি বুঝতে না চান তবে সে দুঃখই বা আমি রাখবো কোথায়! তা আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু তাতেই কি কাজ হবে? তিনি হয়ত অভিশাপ দেবেন এ্যালোশাকে, অনুতাপ করবেন এ্যালোশার ওপর আমার এই ভালোবাসায়। তিনি হয়ত চাইবেন সেই পুরনো দিনকে ফিরিয়ে আনতে, আমাদের জীবন থেকে গত ছ'টি মাসকে মুছে ফেলতে। কিন্তু আমি কাউকে অভিশাপ দেবো না, আমার কোন অভিযোগ নেই, কোন অনুতাপ নেই। এ কারও ইচ্ছাকৃত নয়—ঘটনাচক্রেই ঘটেছে...না, ভান্যা, তা' হয় না, এখনও সময় হয় নি।'

'সময় হবে কবে?'...

'তা' জানি না শুধু জানি, এই দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়েই আসবে ভবিষ্যতের শান্তি। তার দাম দিতে হবে বৈকি! দুঃখের মূল্যেই ত' তার মূল্য...ভাবো তো ভান্যা, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কত দুঃখ জমাট হয়ে আছে।'

তার দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে আমি চুপ করে রইলাম।

'অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন, এ্যালোশা, না ভান্যা?' বললে সে নিজের ভুলে হাসতে হাসতে।

'দেখছি তোমার হাসি নাটাশা। এ হাসি তুমি কোথায় পেলে? আগে তো' এমন হাসি তোমার ছিল না।'

'কেন? হাসিতে আবার নতুন কি দেখলে?'

'সেই পুরনো দিনের নাটাশার সেই শিশুর মত হাসি, তাও আছে... কিন্তু তুমি যখন হাসো, তখন যেন মনে হয় তোমার এ হাসি বুক চিরে বেরিয়ে আসছে। শরীরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছো নাটাশা, কত রোগা হয়ে গেছো, চুলে জট পড়েছে...আর পরনে এই কি পোষাক! এ পোষাক তুমি বাড়ীতে কোন দিন পরেছো?'

'তুমি দেখছি এখনও আমায় সেই রকম ভালবাসো,' বললে সে স্নেহ-ভরা দৃষ্টিতে, 'আর তোমারই বা কি ছিরি হোয়েছে? এখন কি করছো? দিনকাল কেমন যাচ্ছে তোমার?'

'যথা পূর্ব্বং তথা পরং। উপন্যাস এখনও লিখি, কিন্তু ততটা সহজ নয়। লিখতে ভাল লাগে না, উৎসাহ ফুরিয়ে গেছে। এই আলস্যেমি

কাটিয়ে উঠতে পারলে হয়ত কিছু হতো। গল্প প্রায়ই মনের মধ্যে ছকে ধরি, কিন্তু লিখতে আর ভাল লাগে না। অথচ দ্যাখো, সেটি ঠিক সময়ে পত্রিকায় পাঠাবার জন্য তৈরী থাকা চাই। উপন্যাস লেখা বন্ধ করে দিয়ে ছোট গল্প লেখায় হাত দেবো তা'ও ভেবেছি, বেশ হাল্কা গোছের মনের মতন ছোট গল্প যার মধ্যে দুঃখ-বিষাদের লেশমাত্র থাকবে না। লেশমাত্রও না…'

'তোমাকে খুব খাটতে হয়, বড় খাটো তুমি ভান্না! তারপর প্রিন্সের খবর কি?'

'সে মারা গেছে।'

'মারা গেছে! তোমার পেছন পেছন ঘোরে না সে? তোমায় সত্যি বলছি ভান্না, তোমার কোনো অসুখ করেছে—সব সময় তুমি স্বপ্নে ডুবে থাকো। সেই ঘর নেবে যখন থেকে বলেছো, তখন থেকে আমি এটা তোমার মধ্যে লক্ষ্য করেছি। ঘরখানা ভাল?'

'হ্যাঁ, তা' মন্দ কি। জানো, কাল এক ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে… আচ্ছা থাক্, পরে এক সময় তোমায় বলবো'খন।'

সে গভীর চিন্তায় যেন ডুবে গেছে। আমার কথা তার কানে পৌঁছয় না।

'আমি ভেবে পাই না, কি করে তাঁদের তখন ছেড়ে আসতে পারলাম। তখন জ্বরে সর্ব্বাঙ্গ আমার পুড়ে যাচ্ছে,' অনেকক্ষণ পরে বললে সে আমার দিকে এমন এক চাহনি মেলে যাতে মনে হোলো, এ কথার কোনো উত্তর সে চায় না। তখন কোন কথাই যদি তাকে বলতাম তবে তা' তার কানে যেতো না।

'জানো ভান্না, বিশেষ একটা দরকারেই তোমায় আসতে বলেছিলাম,' বললে নাটাশা অস্ফুটস্বরে।

'সে দরকারটা কি?'

'ওর কাছ থেকে আমি চলে যাবো।'

'ছাড়াছাড়ি এর মধ্যেই হোয়ে গেছে না হোতে চলেছে?'

'এ জীবনে আর আমার কাজ নেই। তোমায় ডেকেছি, সব বলবো বলে। সমস্ত কথা যা আমার মনে জমে আছে, বলবো তা'ও যা এতদিন তোমায় বলিনি।'

এইভাবেই নাটাশা কথা আরম্ভ করতো, যখন তার গোপনীয় কিছু বলার থাকতো। আর প্রায়ই দেখা যেতো, এ সমস্ত গোপন কথাই অনেক আগেই তার কাছ থেকে আমার জানা হোয়ে গেছে।

'থাক নাটাশা, ও কথা আমি তোমার কাছ থেকেই এর আগে বহুবার শুনেছি। তোমাদের মধ্যে বনিবনা হয়ত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তোমাদের এই ঘনিষ্ঠতা—এও ত' এক বিস্ময়! তোমাদের দু'জনের মধ্যে কোনখানে কোথাও মিল নেই। কিন্তু তুমি এটা সহ্য করতে পারবে?'

'আগে যা বলেছি তা' শুধু ভেবেছি ভান্যা, কিন্তু এখন আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি। ওকে আমি ভালোবেসেছি সর্ব্বস্ব দিয়ে, তবু মনে হয় আমিই ওর সবচেয়ে বড় শত্রু। ওর ভবিষ্যৎ নষ্ট হোয়ে যাবে আমার সংস্পর্শে। ওকে আমি মুক্তি দিতে চাই। বিয়ে ও আমায় করতে পারবে না। ওর বাপের বিরুদ্ধে যাবার মত মনের জোর ওর কোথায়! তাই আমিও আর ওকে বেঁধে রাখতে চাই না। তাই ওকে জোর করে যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ওরা করছে সে মেয়ের প্রেমে ওকে পড়তে দেখে আমি ভারি খুশি হয়েছি। এর জন্যেই তার পক্ষে এ বিচ্ছেদ খুবই সহজ হবে। আর আমারও তা' করা উচিত। এটা আমার কর্ত্তব্য...ভালোও যদি তাকে বেসে থাকি তবে তার জন্যে সব কিছু ত্যাগ করাই উচিত। ভালোবাসার অগ্নিপরীক্ষা এইখানেই। তাই না ভান্যা?'

'কিন্তু তুমি তাকে এ ব্যাপারে জোর করতে পারো না, তা জানো।'

'আমি তো জোর করতে চাই না। এই মুহূর্ত্তে সে যদি এসে হাজির হয় তাহোলেও না। কিন্তু আমায় এমন কিছু করতে হবে যাতে তার পক্ষে আমায় ছেড়ে যাওয়া অত্যন্ত সহজ হয়ে ওঠে। এই চিন্তাই আমার কাছে প্রবল হোয়ে উঠেছে ভান্যা। তুমি আমায় সাহায্য কর। তুমি আমায় উপায় বলে দাও।'

'উপায় একটাই আছে। তাকে আর ভালোবেসো না। সে পর্ব্ব মিটিয়ে দাও একেবারে। আর কাউকে ভালোবাসার চেষ্টা কর। জানি না তাতেও শান্তি পাবে কিনা। তুমি তো' ওকে চেনো। এই পাঁচদিন আর মোটে তোমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎই নেই। ধরো, যদি সে তোমাকে একেবারেই ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে। তুমিও তাকে ছেড়ে চলে যাবে লিখে জানাও তাকে। শুনলেই সে ছুটে চলে আসবে।'

'ওকে তুমি দেখতে পারো না কেন বলতো ভান্যা?'

'আমি ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি, তুমি। তুমিই তার শত্রু, সামনে এবং আড়ালে। ওর সম্বন্ধে কোনো কথাই তুমি সহজভাবে বলতে পারো না। ওর নিন্দে করে, ওকে অপমান করে তুমি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাও, এ আমি বারবার দেখেছি ! হ্যাঁ, এর একবর্ণও মিথ্যে নয়।'

'আর তুমিও একথা কতবার বলেছো ভেবে দেখো ত'। সে যাক, নাটাশা ও কথা ছাড়ান্ দাও।'

'আমি অন্য একটা বাসা দেখে উঠে যেতে চাই,' বললে সে আবার ক্ষণেক নিস্তব্ধতার পর, 'রাগ করলে ভান্যা !'

'না, রাগ কিসের, সে কিন্তু সেখানেও গিয়ে উঠবে আর আমি তোমায় বলছি আমি রাগ করতে যাবো কেন ?'

'আর একজনের নতুন ভালোবাসা, গভীর ভালোবাসা হয়ত তাকে টেনে রাখতে পারবে। যদি সে আমার কাছে ফিরে আসেও তবে সে হয়ত ক্ষণেকের জন্য, তোমার কি তাই মনে হয় না ?'

'তা জানি না, নাটাশা। তার সমস্ত ব্যাপারই এত খাপছাড়া, এত এলোমেলো। সেই মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে চায়, আবার তোমাকেও ভালোবাসতে চায়। যে ভাবেই হোক, দুটোই সে একই সঙ্গে বজায় রাখতে পারে।'

'যদি নিশ্চয় করে জানতে পারতাম এ্যালোশা তাকে ভালোবাসে, তাহোলে, আমিও সব ঠিক করে ফেলতে পারতাম...ভান্যা ! আমার কাছে কোনো কথা গোপন করো না ! এমন কোনো কথা কি তুমি জানো, যা তুমি আমায় বলতে চাও না ?' এই বলে অস্বস্তিকর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'আমি কিছুই জানি না, লক্ষীটি। সত্যি বলছি, কিছুই আমি জানি না। তোমার কাছে আমি তো' কোনদিন কিছুই লুকোই নি। তবে আমার যা মনে হয় তা বলতে পারি। কাউন্টেসের সতীনের মেয়ের সঙ্গে তার এই যে একটা ভালো বাসাবাসি আমরা মনে করছি, খুব সম্ভব ততটা নয়। এটা মায়া নয়, ক্ষণিক মোহ...'

'সত্যি, তোমার তাই মনে হয়, ভান্যা ? যদি সেটা সঠিক জানতাম ! যদি

একবার এখনি তার সঙ্গে দেখা হোতো, শুধু চোখের দেখা! তার মুখ দেখেই আমি সব বুঝে নিতে পারতাম! কিন্তু সে তো' আসছে না! সে কি আসবে না!'

'সত্যি তুমি তার আশার পথ চেয়ে বসে আছো, নাটাশা?'

'না, সে তার কাছেই গেছে। আমি জানি। তার খোঁজে আমি লোকও পাঠিয়েছি। মেয়েটিকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে...আচ্ছা ভান্যা, কি সব যা' তা' বলছি, না? কিন্তু মেয়েটিকে দেখতে পাওয়া কি সত্যই অসম্ভব, কোথাও কোনো জায়গায় কি তাকে দেখা যায় না? কি, বলো না।'

সে যেন আমার উত্তরটা শোনার জন্যে ব্যগ্র হয়ে রইলো।

'দেখা, তা হোতে পারে। দেখা করা, সে আর এমন বেশী কথা কি।'

'শুধু দেখলেই চলবে। তাহোলেই আমি সব ঠিক করে নিতে পারবো। জানো, আমার যেন মাথার ঠিক নেই। এই ঘরের মধ্যে পায়চারী করে বেড়াই, এই এখানে একা একা, সব সময়ই একা। ভাবনার যেন শেষ নেই। ভাবনা চিন্তা পাক খাচ্ছে যেন ঝড়ের মতন! কি ভীষণ! একটা কথা আমার মনে হয়। মেয়েটির সম্বন্ধে একবার খোঁজ খবর নেওয়া যায় না? জানো ত' কাউন্টেস তোমার উপন্যাসের ভীষণ ভক্ত (এ কথা তুমি অবশ্য আমায় বলেছিলে)। তুমি তো' সন্ধ্যের দিকে মাঝে মাঝে প্রিন্স আর-এর ওখানে যাও না? মেয়েটি মাঝে মাঝে ওখানে আসে, একদিন গিয়ে আলাপ করো না। হয়ত এ্যালোশাও তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারে। তাহোলে তুমি তার সম্বন্ধে সব কথা আমায় জানাতে পারবে।'

'আচ্ছা সেকথা পরে হবে নাটাশা। এখন বল তো' লক্ষীটি, তোমার কি সত্যিই মনে হয় এই বিচ্ছেদ সহ্য করার মত মনের জোর তোমার আছে? নিজের দিকটা ভেবে বলো। তোমার মন এখন স্থির নয়।'

'আমি...আমায়...মনের জোর...আমায় পেতেই হবে।' বললে সে, প্রায় শোনাই যায় না। 'তার জন্যে আমি সব পারি। আমার সমস্ত জীবন তারই জন্যে। কিন্তু জানো ভান্যা, এটা আমি সইতে পারি না। এই যে সে তার কাছে থাকে আমায় ভুলে। সে তার পাশেই বসে আছে হাসি ঠাট্টা, গল্পগুজব করছে, যেমন সে করতো এখানে বসে, মনে পড়ে তোমার? সেই মেয়েটির চোখে চোখ রেখে সে কথা বলছে, এই ভাবেই সে চেয়ে থাকে কিনা।

—আর তার একবার মনেও হয় না যে আমি এখানে আছি···তোমার সঙ্গে।'
বলতে বলতে কথার মাঝখানেই সে থেমে যায়, হতাশভাবে তাকিয়ে থাকে
আমার দিকে।

'কেন নাটাশা, এইমাত্র তুমি বলছিলে না ··'

'এইখানেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক, ভালোয় ভালোয়,' আমার কথার
মাঝখানেই বাধা দেয় সে, চোখ দুটো তার ঝলসে ওঠে, 'আমি এতে খুব খুশিই
হবো···কিন্তু তা' কি হবে ভান্না, সে কি আমায় ভুলতে পারবে? এ যে কি
মর্মান্তিক বেদনা! আমি নিজেকেই নিজে বুঝে উঠতে পারি না। ভাবা যায়
বটে এক কথা, কিন্তু সেটা করা এক কথা নয়। আমার কি হবে।'

'চুপ চুপ, নাটাশা, শান্ত হও, ধৈর্য্য ধরো।'

'আজ পাঁচদিন হোলো। প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহূর্ত্ত...ঘুমিয়ে তাকেই স্বপ্নে
দেখি, শুধু তাকে! তাই বলছি ভান্না, চলো, সেখানেই চলে যাই। তুমি আমায়
নিয়ে চলো!'

'চুপ করো ত', নাটাশা!'

'হ্যাঁ, যেতেই হবে সেখানে! তোমার জন্যেই আমি অপেক্ষা করে আছি!
তিনদিন ধরে আমি শুধু এই কথাই ভাবছি। এই কথাই আমি চিঠিতে
তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম...আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে তোমাকে।
কিছুতেই তুমি না বলতে পারবে না...তোমার প্রতীক্ষায় আমি রয়েছি...এই
তিন দিন ধরে...আজ সন্ধ্যেবেলা সেখানে একটা পার্টি আছে সে সেখানেই
আছে···চলো না যাই সেখানে!'

যেন সে বিকারের ঘোরে ভুল বকে চলেছে। আনাগোনার পথে কিসের
যেন গোলমাল। মাভ্রা যেন কার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে।

'শোন, নাটাশা, কে ওখানে?' জিগ্যেস করলাম আমি।

সে একথা শুনলো বিচিত্র এক হাসি হেসে, সে হাসি অবিশ্বাসে ভরা।
পরক্ষণেই হঠাৎ যেন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'আরে! কে ওখানে?' বললে সে প্রায় অস্ফুটস্বরে।

সে আমায় থামাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু সেই পথ দিয়ে গেলাম মাভ্রার
কাছে। যা' ভেবেছি! এই যে এ্যালোশা। সে মাভ্রার কাছ থেকে কিছু
জানতে চাইছিলো। মাভ্রা তাকে সে কথা বলতে রাজী হয় নি।

'কোথা থেকে ফিরছো ?' জিজ্ঞাসা করে মাভ্রা বেশ ভারিক্কী চালে, 'কোথায় ছিলে তুমি ? বেশ, তা যাও ভেতরে, যাও। কি জবাব দেবে শুনি !'

'আমি কি কাউকে তোয়াক্কা করি নাকি ! এই ত' আমি ভেতরে চললাম।' বললে এ্যালোশা, কিছুটা দমে গিয়ে যেন।

'বেশ যাও না ভেতরে ! কোথাকাব জরদগব গোঁ !'

'এই ছাখ, আমি ভেতরে যাচ্ছি। ওঃ হো, তুমিও এখানে রয়েছো দেখছি।' বললে সে হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে, 'বেশ ভালই হোলো, তুমিও এখানে রয়েছো ! ও হ্যাঁ, আমি এসে গেছি। দেখছো ত'...কি আর করি ?'

'বেশ ত' ভেতরে যাও না,' বললাম আমি, 'ভয় কিসের ?'

'ভয় ! কিছু না, কিছু না, মাইরি বলছি তোমাকে, এই দিব্যি করে বলছি, আমার কোনো দোষ নেই। আমারই দোষ, ভাবছো তুমি, না ? বেশ এখনি বুঝতে পারবে। এখনি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। নাটাশা, ভেতরে আসবো ?' চেঁচিয়ে বললে সে বেশ একটা লোক-দেখানো সাহস সঞ্চয় করে বন্ধ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। ভেতর থেকে কোনো উত্তর এলো না।

'ব্যাপার কি ?' প্রশ্ন করে সে অপ্রস্তুতভাবে।

'কিছু না। এই ত' এইমাত্র সে ওখানে ছিল। আর কি...,' জবাব দিলাম আমি। এ্যালোশা সন্তর্পণে দরজা ঠেলে ভয়ে ভয়ে ঘরের ভেতরটা চোখ বুলিয়ে নিল। ঘরে কেউ নেই।

হঠাৎ তাকে সে দেখতে পায় ঘরের কোণে জানালার ধারে। সে দাঁড়িয়ে আছে যেন নিজেকে আড়াল করে, পাথরের মূর্তির মতন। সে দৃশ্য মনে পড়লে আমি এখনও হাসি চেপে রাখতে পারি না। এ্যালোশা ধীর ক্লান্ত পা টেনে টেনে তার কাছে গিয়ে হাজির হয়।

'ব্যাপার কি নাটাশা ? তারপর আছো কেমন তুমি ?' বললে সে বেশ ভয়ে ভয়ে তার দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

'কিছু না, ভালোই' জবাব দেয় নাটাশা স্বপ্নাবিষ্টের মতন, যেন দোষটা তারই। 'তুমি...একটু চা খাবে তুমি ?'

অভিভূত হ'য়ে বলে চলে এ্যালোশা, 'নাটাশা, শোনো তুমি হয়তো ভেবে রেখেছো, সব দোষ আমারই। কিন্তু তা' নয়, এ ভুল, সব ভুল। এখনই সে ভুল তোমার ভেঙে যাবে, সে ভুল এখনই আমি ভেঙে দোবো।'

'কেন? কিসের জন্য?' ফিস্‌ফিস্‌ করে নাটাশা, 'না, না, তার দরকার নেই···এসো, হাতে হাত দাও, ব্যস্‌···সব মিটে গেল···যেমন ছিল আগের মতন ··' ব'লে সে বেরিয়ে আসে ঘরের কোণ থেকে। চোখেমুখে তার অপূর্ব্ব দীপ্তি। এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে যেন এ্যালোশার দিকে চাইতে সে ভয় পায়।

'তাই বলো!' বললে সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে, 'দোষ যদি আমারই হোত, তবে এ সবের পর আমি কি ওর দিকে তাকাতে পারতাম! ছাখো তো, এই ছাখো, আমার দিকে ফিবে তাকিয়ে সে বলে, 'ও মনে মনে ঠিক দিয়েছে, দোষ আমাবই। সবই আমার বরাত! দুঃসময় চলেছে আমার! সবই ওলোটপালোট হ'য়ে যাচ্ছে! পাঁচ দিন আমি ছিলাম না এখানে আর এরই মধ্যে কানাকানি হ'য়ে গেল যে আমি সেই মেয়েটার কাছে কাছে আছি—আরো কত কী! সে যাক্‌, ও ত আমায় ক্ষমা করেছে আগেই! ঐ যে বললে না, হাতে হাত দাও, ব্যস্‌, সব মিটে গেল। নাটাশা, লক্ষ্মীটি, কথা শোনো, বুঝে ছাখো, আমার কি দোষ! আমার একটুও দোষ নেই। ঠিক উল্টো, মোটেই দোষ নেই, কিছু দোষ নেই!'

'কিন্তু......কিন্তু, তোমার ত' এখন সেখানে থাকার কথা......তোমার নেমন্তন্ন হয়নি ওখানে......তবে তুমি চলে এলে যে! ক'টা বেজেছে বলো তো?'

'সাড়ে দশটা! গিয়েছিলাম ত' সেখানে····· শরীর ভালো নেই, এই ব'লে চলে এলাম—আর, আব এই প্রথম, পাঁচ দিন পরে এই প্রথম ছাড়া পেলাম। পাঁচ দিন পরে এই প্রথম সব বাঁধন ছিঁড়ে তোমার কাছে পালিয়ে আসতে পেরেছি, নাটাশা। হয়তো, আরও আগেই আসতে পারতাম কিন্তু ইচ্ছে করেই আসিনি। কেন জানো? বলছি তোমায় সব কথা, সব খুলে বলছি সেইজন্যই ত ছুটে এলাম, এলাম সব কথা বলতে! কিন্তু এবারে এ ব্যাপারে আমার কোনই দোষ নেই, কোনও দোষ নেই, কিছু দোষ নেই!'

মুখ তুলে নাটাশা তাকালো তার দিকে·· যে চোখে চোখ পড়ল তার মধ্যে সত্যের দীপ্তি, তার মুখ আনন্দে বিশ্বাসে উজ্জ্বল, তার কথা অবিশ্বাস করা চলে না। ভাবলাম, তারা আনন্দের আবেগে উৎফুল্ল হ'য়ে ছুটে যাবে পরস্পরের বাহুবন্ধনে, যেমন তারা বহুবার করেছে এর আগে প্রতিবার ভুল বোঝাবুঝির

পালা শেষ ক'রে। কিন্তু নাটাশা যেন আনন্দে বিহ্বল। ধীরে ধীরে তার মাথা ঢুলে আসে বুকের ওপর আর...সে আবেগে কেঁদে ফেলে......তারপর এ্যালোশাও আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। হাঁটু গেড়ে বসে এ্যালোশা নাটাশার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে। তার হাতে চুম্বনচিহ্ন এঁকে দেয়। সে যেন তখন উন্মত্ত। আমি ইজি-চেয়ারটা ঠেলে দিলাম নাটাশার দিকে। সে তাতে এলিয়ে পড়ল। তার পা দুটি তখন প্রবলভাবে কাঁপছে, সে তখন প্রায় পতনোন্মুখ।

ষোলো

মুহূর্ত্তকাল পরেই আমরা সবাই হাসতে লেগে গেছি যেন পাগলের মতন।

'দাঁড়াও বুঝিয়ে বলছি, সব বুঝিয়ে দিচ্ছি!' চেঁচিয়ে ওঠে এ্যালোশা, আমাদের হাসি ছাপিয়ে তার কথা ধ্বনিত হয়ে ওঠে। 'তোমরা ভাবছো ব্যাপারটা ঠিক আগের মতই...কোন একটা বাজে কথা নিয়ে হাজির হয়েছি...তা' নয়, ভারি মজার একট কথা বলার আছে, কিন্তু তোমরা থামবে কি?'

সে তার কাহিনী বলার জন্যে ভয়ানক ব্যস্ত। তার মুখ দেখে মনে হোলো, বিশেষ জরুরী খবর আছে। এমন একটা খবর সে চেপে রেখেছে বলে কি সে তার ভারিক্কীভাব। সেই সমীহ ভাব দেখে নাটাশা হেসে ফেললো। আমিও হাসি চেপে রাখতে পারি না। এতে সে আমাদের ওপর যতই খেপে যায় আমরা ততই আরও হেসে উঠি। মাভ্‌রা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিশেষ রাগতভাবে তাকায় আমার দিকে। ভাবখানা যেন সে ভীষণ বিরক্ত হয়েছে, এ্যালোশা নাটাশার কাছ থেকে কোন রকম ধমক খেলো না ব'লে। এই পাঁচদিন ধরে সে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গেই এটা আশা করে আসছে। তার বদলে দেখলো কিনা আমরা সবাই খুশিতে টলমল।

শেষকালে নাটাশা বুঝতে পারে আমাদের হাসিতে এ্যালোশা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তাই সে হাসি থামিয়ে বলে, 'কই, কি বলতে চাইছিলে বলো না?

'বেশ, কেট্‌লিটা গরম করবো তাহোলে?' প্রশ্ন করে মাভ্‌রা, কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে।

'দূর হ' তুই মাভরা, দূর হ'!' বললে এ্যালোশা প্রবলভাবে তার দিকে হাত নেড়ে। যেন সে তাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। 'সব কথা তোমাদের বলবো, যা ঘটেছে, যা ঘটছে, আর যা ঘটবে। আমি সব জানি কিনা। আমি

জানি তোমরা জানতে চাও পাঁচদিন আমি ছিলাম কোথায়—আরে সেই কথাই ত' আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তোমরা হেসেই ত' সব মাটি করে দিলে। আচ্ছা, এই প্রথমে ধরো, এই এতক্ষণ তোমাকে আমি ঠকিয়ে এসেছি নাটাশা, তোমাকে সমানে ঠকিয়ে এসেছি এতকাল, আর সেইটেই আসল কথা।'

'ঠকিয়ে এসেছো?'

'হ্যাঁ, এই একমাস ধরে ঠকিয়ে এসেছি। বাবা ফিরে আসার আগেই সেটা শুরু হয়েছে। এখন সব কথা খুলে বলার সময় হোয়েছে। মাসখানেক আগের কথা বলছি, বাবা তখনও ফিরে আসেন নি, আমি তাঁর কাছ থেকে একখানা জরুরী চিঠি পেলাম, সে কথা তোমাদের কাউকেই বলিনি দেখেছো। সেই চিঠিতে তিনি সোজাসুজি জানিয়েছিলেন—আর সত্যি বলছি এত জবরদস্তভাবে জানিয়েছিলেন যে আমি নিজেই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম—তিনি জানিয়েছিলেন আমার বিয়ের ব্যাপারটা সব পাকাপাকি হয়ে গেছে, আর আমার বাগদত্তাটি এক কথায় নিখুঁত চমৎকার, অবশ্য আমি তাব যোগ্য নই কোনো দিক দিয়েই, তবু তাকে বিয়ে করতেই হবে। কাজেই আমি যেন আমার মস্তিষ্ক থেকে এই সব আজেবাজে চিন্তা দূর করি—বোঝাই যায়, আজেবাজে চিন্তা বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন। আর, সেই চিঠিখানি আমি তোমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে বেখেছিলাম।'

'কে বললে!' নাটশা বাধা দেয় 'দেখ একবার, কি আজেবাজেই না বকছে! আসলে কিন্তু সে ও কথা সব কবে আমাদের বলেছে। আমার বেশ মনে পড়ে, কি রকম গদগদ আর বিনীতভাবে আমার পাশে এসে নাছোড়বান্দা হয়ে চিঠির সমস্ত কথাই এলোমেলো ভাবে বলেছিল, যেন দোষটা সম্পূর্ণ ওরই।'

'হোতেই পারে না। আমার বেশ মনে আছে, আসল কথাটাই তোমায় বলা হয় নি। হয়তো তোমরা দুজনেই কিছু কিছু আন্দাজ করে নিয়েছিলে, কিন্তু সে তোমরাই জানো। আমি তোমাদের কিছুই বলিনি। আমি এটা গোপন রেখেছিলাম, আর তাইতেই যেন ভয়ে ভয়ে হাঁপিয়ে ওঠার যোগাড়।'

'আমার যেন মনে হয় এ্যালোশা, তুমি প্রায়ই একটু আধটু থেকে থেকে আমায় বলেছো; শুধু বলা নয়, আমার পরামর্শও চেয়েছো অনবরত, যেন ঘটনাটি নিছক কল্পনা।' বললাম আমি নাটাশার দিকে তাকিয়ে।

'সবই বলেছো মশাই সবই বলেছো! রাখো, আর ভনিতা করো না।' বলে সে ঠোনা মারে, 'বাবুর যেন সব কথাই চাপা থাকে, ঢের হয়েছে! উনি আবার রাখবেন সব কথা চেপে। আরে, একথা মাভ্‌রাও জানে। তাই না রে, মাভ্‌রা?'

'তা না জানবোই বা কেন?' চট্‌পট্ জবাব দেয় মাভ্‌রা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, 'তা বলি বাপু, তুমি আর কোন্ কথাটা বলতে বাকি রেখেছো? তিনদিন যেতে না যেতেই ত' পেট খালি করে বলে ফেললে! তুমি একটা ছোট ছেলেকেও ঠকাতে পারতে না।'

'আরও কিছু! তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে গা জলে যায়। গায়ের ঝালে এ কথা তুমি বলছো নাটাশা। আর এই মাভ্‌রা, ওটা কিছু বোঝে না। আমার বেশ মনে আছে, আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। তোর মনে পড়ে মাভ্‌রা?'

'তাই ত,' মাথার ঠিক কি ছাই এখনই আছে!'

'না না, তা বলিনি গো, তা বলিনি। মনে আছে তোমার, হাতে তখন পয়সাকড়ি কিছু ছিল না, শেষকালে রূপোর সিগারেট-কেসটাই বাঁধা দিতে হোলো। আরে মাভ্‌রা, রাগের চোটে সব যে ভুলেই মেরে দিচ্ছিস দেখছি। নাটাশাই তোর পরকালটা ঝরঝরে করে দিলে। আচ্ছা বেশ, ধরা গেল; তখনি আমি তোমাদের সব কথা একটু একটু করে বলেছি, (আমার যেন এখন তাই মনে হচ্ছে,) কিন্তু তোমরা ত' চিঠির ভাষা কিছু জানতে না। আরে, চিঠির মধ্যে ওইটাই ত' আসল বস্তু, নয় কি! তাইতেই ত' বলছি।'

'ভাষাটা কি তবে শুনি?' প্রশ্ন করে নাটাশা।

'বেশ, শোনো তবে, তুমি এমনভাবে প্রশ্ন করছো যেন বেশ মজা দেখছো। দোহাই এ নিয়ে ঠাট্টা করো না। এমন একটা ভাষায় চিঠিটা লেখা যা আমাকে দমিয়ে দিয়েছিল, বাবা ত' ওভাবে কোনদিন আমার সঙ্গে কথাই বলেন নি। যেন লিসবনে ভূমিকম্প হোলেও তিনি ততটা বিচলিত হবেন না যতটা হবেন তাঁর ইচ্ছাপূরণ না হলে; ভাবখানা এই রকম।'

'বেশ বেশ, তারপর? একথা আগে চেপে যেতে চেয়েছিলে কেন?'

'তাও শুনবে! কেন, এই তোমরা ভয় পাবে বলে। নিজেই সব ঠিকঠাক করবো ভেবেছিলাম, তারপর, জানো সেই চিঠির পর বাবা

যখন সশরীরে এসে হাজির হলেন তখন থেকেই আমার ঝামেলা সুরু হলো। আমি তৈরী হোয়েই ছিলাম তাকে সোজাসুজি খোলাখুলি খুব কড়া জবাব দিয়ে দোবো, কিন্তু তা পারলাম না। তিনি কি কম চালাক। তিনি স্রেফ ও কথাই তুললেন না। বরং এমন ভাব দেখালেন যেন সমস্ত ব্যাপারটাই ঠিকঠাক হয়ে গেছে, যেন আমাদের বাপ-ব্যাটার মধ্যে আর কোনো ভুল বোঝা-বুঝি বা মতান্তরের অবকাশই নেই। কি অদ্ভুত বিশ্বাস দেখেছো। অথচ আমার ওপর কি স্নেহ আর কি মধুর ব্যবহার! আমার ত' তাক লেগে গেল। বাবা কি সেয়ানা দেখেছো, আইভান পেট্রোভিচ্ তুমি তা' জানতেই না। তিনি সব দেখেছেন, সব বোঝেন, একবার তাঁর দিকে তাকালেই বুঝবে, কত সহজে তিনি তোমার মনের কথা ধরে ফেলেন, যেন সেটা তাঁর নিজেরই মনের কথা। নাটাশা অবশ্য চায় না, আমি তার প্রশংসা করি। রাগ করো না, নাটাশা। সে যাক্…ওঃ হো, ভাল কথা! প্রথমে হোলো কি জানো, তিনি আমাকে টাকাকড়ি কিছুই দেন না, এখন অবশ্য দেন। কালকেও কিছু দিয়েছেন। জানো নাটাশা আর আমাদের দুঃখ নেই। জানো, এই ছ'মাস ধরে আমায় যে পকেটখরচাটা তিনি দেননি, আমায় শাস্তি দেবেন ব'লে, তা সব কাল দিয়ে দিয়েছেন। এই ছাখো না, কত টাকা! আমি অবশ্য এখনও গুনি নি। এই মাভ্রা, দেখেছিস কত টাকা! আর আমাদের জিনিষপত্তর বাঁধা দিতে হবে না, বুঝলি!' পকেট থেকে এক গোছা নোট বার করে সে। পনেরো শো' রুব্ল্, রাখলো টেবিলের ওপর। আনন্দে বিস্ময়ে মাভ্রা তাকায় এ্যালোশার দিকে। নীরব চোখের ভাষায় নাটাশা তাকে আরও মুখর করে তোলে।

'তারপর, ভাবতে লাগলাম কি করবো', একটানা বলে চলে এ্যালোশা, 'তাঁকে বাধাই বা দিই কি করে। ব্যবহার যদি তিনি খারাপ করতেন তাহোলেও বা কথা ছিল। তাহোলে সোজা বলে দিতে পারতাম ওতে আমার মত নেই, তাছাড়া আমি এখন বড় হোয়েছি, সাবালক হোয়েছি, ব্যস্, সব মিটে যেতো। সত্যি, আমি নিস্তার পেতাম। কিন্তু তা ত' হোলো না, তাঁকে বলিই বা কি? আমার দোষ ধরো না যেন। তোমার যেন রাগ হচ্ছে মনে হয় নাটাশা। কি হোলো, তোমরা মুখ চাওয়াচায়ি করছো যে! ভাবছো বোধ হয় লোকটা খুব খপ্পরে পড়েছে যা হোক্,

বেরিয়ে আসবার যো কি। কিন্তু তা' নয়। আমারও মনের জোর আছে; তোমরা যা ভাবো তার চেয়ে বেশীই আছে। তার প্রমাণ? এই ভাখো না, এই অবস্থায় পড়ে আমার তখনই কি রকম মনে হোলো, এটা আমার কর্ত্তব্য। সমস্ত কথাই বাবাকে খুলে বলা উচিত। তাই বল্লামও, বল্লাম সব কথাই, আর তিনিও দিব্যি শুনলেন।'

'বল্লে? কি কি বল্লে?' শশব্যস্তভাবে জিগ্যেস করে নাটাশা।

'কেন স্রেফ্ বলে দিলাম আমার আর পাত্রীতে কাজ নেই, একজন ত' রয়েছেই—এই যে তুমি। ঠিক এ কথাটা সোজা বলি নি, তবে তাঁকে এই কথাটা শোনবার জন্যে তৈরী করে রেখে এসেছি, কাল বলে দিলেই হোলো আর কি! মনে মনে ঠিক দিয়ে ফেলেছি, এই গোড়াতেই ধরো, তাঁকে বল্লাম নিছক টাকার জন্যে বিয়ে করার চেয়ে আর লজ্জার কিছু হোতে পারে না। আর নিজেদের খুব বড়লোক হোমড়া-চোমড়া ভাবার চেয়ে বোকামি আর নেই (বেশ অম্লানবদনেই বলি তাঁকে ঠিক যেন ভাইয়ের মতন)। তারপর তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম এই সাধারণের মতন হোয়েই আমার গর্ব্ব। আমি অসাধারণ হতে চাই না কিছুতেই। সত্যি বলতে কি, সব মনের কথাই বলে ফেললাম···বেশ জোরের সঙ্গে, যুক্তির সঙ্গে। তাতে নিজেই আমি অবাক হয়ে গেছি। তাঁর দিক দিয়েই তাঁকে সব বুঝিয়ে দিলাম···তাঁকে স্পষ্টই বললাম, 'প্রিন্স' বলে আমরা পরিচয় দেবো কেন? সেটা ত' একটা জন্মগত ব্যাপার। সেটা ছাড়া আমাদের আর 'প্রিন্স'-ভাবটা আছে কোথায়! আমাদের সে ধন-দৌলতই বা কোথায়, সেইটাই ত' বিচারের মাপকাঠি। এখনকার দিনে সবচেয়ে বড় 'প্রিন্স' হোলেন রথচাইল্ড। তারপব দ্বিতীয় কথা হোলো, সত্যকার সমাজে বহুদিনই আর আমাদের প্রতিষ্ঠা নেই। হ্যাঁ ছিলেন বটে, পুরনো দিনের শেষ চিহ্ন আঙ্কল সেমিয়ন্ ভাল্কোভস্কি, তাঁকে মস্কোয় চিনতো অনেকে বটে, তাও চিনতো তাঁকে বহু টাকাপয়সা, জমিজমা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন ব'লে। বাপের সম্পত্তি যদি না পেতেন ত' তার নাতিদের এতদিন লাঙল কাঁধে বেরিয়ে পড়তে হোতো। এই ত' প্রিন্সের হাল। মনের মধ্যে যত কথা পাক খাচ্ছিল, সব একটানা বলে গেলাম। আমার কোন কথার এমনকি উত্তর পর্য্যন্ত তিনি দিলেন না। কেবল শুধু বল্লেন,

কাউণ্ট নায়নস্কির ওখানে যাওয়া আসা বন্ধ করাটা আমার ভাল কাজ হয়নি মোটেই। আরও বললেন আমার 'ধর্ম্ম মা' প্রিন্সেস কে'র যেন মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করি। তাঁর সুনজরে থাকলে আমার প্রতিষ্ঠা পেতে কোথাও বাধা হবে না, ভবিষ্যৎও হবে উজ্জ্বল, এমনি আরও কত কি তিনি বললেন। পাকে প্রকারে বুঝিয়ে দিলেন, বুঝলে নাটাশা, এই তোমার সঙ্গে থাকার পর থেকে আর সকলের সম্পর্ক আমি ত্যাগ করেছি। আর তুমিই আমায় বশ করে ফেলেছো। এত কথার মধ্যে তিমি কিন্তু তোমার নাম মুখেও আনেন নি। আসলে কি জানো, তোমার কথা তিনি এড়িয়ে যান।'

'হোয়েছে, হোয়েছে, শেষ কথাটা কি তাহোলে? তিনি কি ঠিক করলেন। সেইট্টাই ত' সার কথা। এত বক্‌বক্‌ করতেও পারে এ্যালোশা।'

'কে জানে? তার মতলব আমি কি করে বলবো? আমি আবার বক্‌বক্‌ করলাম কখন? যা বলছি, ঠিকই বলছি। তিনি ঠিক করেন নি কিছুই, কেবল মুচকি হেসে আমার কথা শুনে গেলেন। তাঁর হাসি দেখে মনে হোলো, যেন তিনি আমায় করুণা করছেন। আমি বুঝি এটা আমার পক্ষে অপমানকর, তাহলে ওতে আমার কিছু আসে যায় না। তিনি আমায় বললেন, 'তা যেন হোলো, চলো না কাউণ্ট নায়নস্কির ওখানে যাওয়া যাক্ তুমি যেন আবার ওখানে গিয়ে কিছু বলো না। আমি যেন তোমার কথা বুঝি, কিন্তু সবাই ত' বুঝবে না। আমার মনে হয় তিনি নিজে একা একা সব জায়গায় তেমন আর আমল পান না। লোকেও কেন জানি না ওঁর ওপর বীতশ্রদ্ধ। অনেকেই ওঁকে পছন্দ করে না। কাউণ্ট প্রথমটা আমাকে সম্বর্দ্ধনা জানালেন, এমনভাবে, যেন মনে হোলো আমি যে তাঁর কাছেই মানুষ হোয়েছি এটা তিনি ভুলে গেছেন। পরে অবশ্য সে কথা তুললেনও আবার। আমার অকৃতজ্ঞতার জন্যে বেশ একটু অসন্তুষ্ট হোয়েছেন বোঝা গেল। এ অকৃতজ্ঞটা যে কি তা আমি বুঝি না। তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছি ভাল লাগে না ব'লে। বাবাকে যেন তিনি বেশ খাতির-যত্ন করলেন না। আর সেটা এমনই যে আমি ভেবে পাই না তার পরও কেন তিনি সেখানে যান। আমার ভারী বিশ্রী লাগলো। বাবা যেন চোখ কান বুঁজে হজম করে গেলেন। বুঝি যে এ সব শুধু আমার

জন্যে। কিন্তু আমি ত' কিছুই চাই না। ভেবেছিলাম একথা বাবাকে বলবো পরে, কিন্তু চেপে গেলাম। আর সত্যিই ত' তাতে লাভই বা কি ? তাঁর ধারণা আমি পাল্টাতে পারবো না, খামকা হয়ত' তিনি চটে যাবেন। সময়টা যেন তাঁর ভাল যাচ্ছে না। আমি ভাবলাম কি, একটু বুদ্ধি করে ওঁদের বশে আনতে হবে—যাতে কাউন্ট আমাকে খাতির-টাতির করেন—কি বলো ? এতে ফলও পেলাম, একদিনেই যেন সব পাল্টে গেল।'

'শোনো, এ্যালোশা, এ সব আজেবাজে বকে লাভ নেই!' অধীরভাবে বললে নাটাশা, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলবে, তা নয়, কাউন্ট নায়নস্কিব ওখানে খাতির যত্নের গল্প নিয়ে পড়লে। তোমার কাউন্টের খবরে দরকার নেই।'

'দরকার নেই ? শোনো একবার, আইভান পেট্রোভিচ, নাটাশার কথা শোনো। এ খবরে ওর নাকি দরকার নেই। আরে, এইটাই ত', সবচেয়ে দরকারী খবর! এ সব ত' তোমারই প্রসঙ্গ, আগে সব বলে নিই, তারপর বুঝবে সব।'

'কিন্তু তুমি কি বলছো, চুপ করবে কিনা ?'

এ্যালোশার 'বোকা বোকা' ভাব নাটাশা কোনদিনই সইতে পারে না। অনেক সময় এমন হোয়েছে আমি হয়তো কিছুমাত্র ভূমিকা না করেই এ্যালোশাকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে সে বিশ্রী বোকার মত কাজ করেছে। নাটাশা সেই কথা শুনে কোন কথা না বলে কটাক্ষ হেনে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। এটা যেন তাকে সবচেয়ে বেশী দাগা দিত। এ্যালোশার কোনো রকম অপমানই সে সইতে পারে না। বরং এটা আরও বেশী করে তার বুকে বাজে যখন এ্যালোশার বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় তার মনে ভেসে ওঠে। কিন্তু তার এই মানসিক অবস্থার বিন্দুবিসর্গও টের পেতে সে দিত না, পাছে এ্যালোশার অভিমানে লাগে। এ্যালোশাও এটা খুব বেশী বুঝতো আর সব সময়ই জানতো নাটাশা মনে মনে কি তোলাপাড়া করে। নাটাশা তা দেখতো আর দুঃখও বোধ করতো, তাই জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই সে তাকে আদর আর তোয়াজ করতে লেগে যেতো।

'যত সব বাজে কথা, তোমার যেন মাথায় আর কোনো চিন্তা নেই এ্যালোশা। কিন্তু তুমি ত' মোটেই এ রকম নও', বললে সে।

'আচ্ছা বেশ গো বেশ, তাই। এখন শোনো, যা' বলছি। কাউন্টের ওখানে খাতিরের বহর দেখে বাবা, বুঝলে কিনা, আমার ওপর রীতিমত খাপ্পা হয়ে উঠলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, দেখি না কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়?. তখন আমরা, প্রিন্সেসের ওখানে চলেছি গাড়ীতে। তার অনেক আগেই আমি শুনেছি, তিনি বার্দ্ধক্যে পঙ্গু হয়েছিলেন, তার ওপর কানেও শুনতেন কম। আর ভারী কুকুর পছন্দ করতেন, আর পুষেছেনও একপাল কুকুর। তা' হোলেও, দেখলাম সমাজে তাঁর বেশ নামডাক্ আছে, এমনকি কাউন্ট নায়নস্কি অব্ধি তাঁকে বেশ সুনজরে দেখেন। আমি এক মতলব ঠাওরালাম। বল ত' সেটা কি? এই কুকুর জাতটা সব সময়ই আমাকে আপন ভাবে। সত্যি বলছি এটা আমি দেখেছি। আমার মধ্যে কি যে আকর্ষণ আছে অথবা আমি জীবজন্তু ভালোবাসি বলে হয়তো। সে যাক্, আকর্ষণের কথা যে বলছিলাম না, তোমাকে নাটাশা বলা হয় নি, সেদিন মৃত আত্মাদের ডাকা হোয়েছিল। গিয়েছিলাম সেদিন এক তান্ত্রিকের কা'ছে। ভারি মজার ব্যাপার, জানো, আইভান পেট্রোভিচ্। বড় তাজ্জব লাগলো। ডাকলাম জুলিয়াস সিজারের প্রেতাত্মাকে।'

'এঁ্যা, বল কি! কেন, তাঁর সঙ্গে আবার কি দরকার?' চেঁচিয়ে উঠলো নাটাশা হাসিতে ফেটে পড়ে।

'কেন···তাতে হোয়েছি কি...এতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হোয়েছে·· জুলিয়াস সিজারকেই ত' ডেকেছি, ডাকবো নাই বা কেন? আর এতে তাঁরই বা কি আসে যায়? এই দ্যাখো, নাটাশা আবার হাসছে!'

'না, না, এতে হাসবার আছেই বা কি? আর এতে তাঁরই কি আসে যায়···দোহাই তোমার। তারপর, জুলিয়াস সিজার কি বললেন?'

'কই কিছু না ত'। আমি শুধু পেন্সিলটা ধরলাম আর পেন্সিলটা কাগজের ওপর আপনা হোতেই খস্ খস্ করে লিখে গেল। ওরা বললে জুলিয়াস সিজারই লিখেছেন। ধ্যেৎ। আমার ত' বিশ্বাস হয় না।'

'তা বলি তিনি কি লিখলেন?'

'হ্যাঁ, লিখলেন যা' হোক একটা কিছু। তা হাসি থামাবে না!'

'বেশ, তবে প্রিন্সেসের গল্প বলো।'

'আচ্ছা, কি জানতে চাও বলো। আমরা ত' গিয়ে পৌঁছলাম প্রিন্সেসের

বাড়ীতে। অমনি সুরু করে দিলাম মিমির সঙ্গে ভাব জমাতে। মিমি হোলো একটা বুড়ো, জ্বালাতনে, নাছোড়বান্দা কুকুর। বড় কামড়াতে এগোয়। তাকে নিয়ে প্রিন্সেসের আদিখ্যেতার আর সীমা নেই, যেন চোখের মণি। বোধ হয় ওরা দুজনে সমবয়সী বলে। যাকৃগে, আমি মিমিকে খাবার-দাবার দিয়ে ভাব জমাতে সুরু করলাম। আর দশ মিনিটের মধ্যেই সে আমার কাছ থেকে 'হ্যাণ্ডসেক' করা শিখে ফেললো। অথচ, এর আগে ওঁরা এই জিনিষটাকে ওকে শেখাতেই পারেন নি। প্রিন্সেস ত' আনন্দে আটখানা। আহ্লাদে কেঁদে ফেলেন আর কি। '......মিমি! মিম্মি! ও মা গো! দেখেছো মিমি 'হ্যাণ্ডসেক' করছে', বললেন তিনি। এমন সময় কে একজন সেখানে এসে হাজির। আবার বললেন তিনি, 'ছাখো, ছাখো, মিমি আমার 'হ্যাণ্ডসেক' করছে, আমার 'ভিক্কে-পুত্তুর' শিখিয়েছে গো' বলতে বলতে কাউণ্ট নায়নস্কি এসে হাজির হোলেন। বুড়ী আবার সেই কথা বললেন গদগদ হয়ে। ব'লে, স্নেহসজল চক্ষে তাকালেন আমার দিকে। বেশ চমৎকার মহিলা, তাঁকে দেখে কেমন যেন করুণা হোলো। তোয়াজ করে তাঁকে দু'চার কথা বললাম। ষাট বছর আগে যখন তিনি বিয়ের কনে সেজে শ্বশুরবাড়ীতে এসেছিলেন, তাঁর তখনকার সেই ছবি আঁকা রয়েছে দেখলাম ছোট্ট একটি কৌটোর ঢাকনীতে। কৌটোটা হাতে নিয়ে বললাম 'ভারী চমৎকার ছবি ত', কি অপরূপ সুন্দরী।' যেন আমি কিছুই জানি না। এতে তিনি গলে গেলেন। একথা সেকথা বলে চললেন। জিগ্যেস করলেন আমার যত কথা, কি পড়ি, কি করি, কোথায় কোথায় যাই না যাই, আমার চুলের গোছা কত সুন্দর, এমনি আরও কত কি! আমি তাঁকে হাসিয়ে ছাড়লাম, তাজ্জব গল্প বললাম, এই সব তাঁর খুব প্রিয়। আমায় আদর করলেন। প্রতিদিন তাঁর কাছে যাবার জন্যে বললেন। কাউণ্টও এতে সায় দিলেন, বেশ যেন খুশি মনে হোলো তাঁকে। ফেরবার সময় বাবাকেও দেখলাম বেশ খুশী খুশী ভাব। হঠাৎ বেশ আদর করে চুপি চুপি অদ্ভুতভাবে গোপনে বললেন ভবিষ্যতের কথা, এ সব সম্পর্ক সংশ্রব, বিয়ে-থা, টাকা-পয়সার কথা। আমি তার একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। তখনি ত' তিনি আমায় টাকাটা দিলেন। এই ত' কালকের কথা। কাল আবার আমি যাচ্ছি প্রিন্সেসের কাছে। তোমার কাছ থেকে বাবা আমাকে দূরে সরিয়ে রাখেন, এতে তুমি কিছু মনে করো না যেন, ক্যাটারিনার অগাধ

টাকা বাবার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। সেই টাকাটার ওপরই ত' তাঁর নজর কিনা, তোমার ত' আর এ সব নেই। আর এ সব ত' তিনি আমার জন্তেই চান। সব না বুঝেই তিনি তোমার ওপর অবিচার করেছেন। নইলে কোন্ বাপে ছেলেকে সুখী দেখতে না চান। এটা তাঁর দোষ নয়। টাকাতেই সুখ, এইটাই ত' তিনি চিরকাল বুঝে এসেছেন কিনা। ওদের স্বভাবই ঐ, আর আমাদের এই ভাবেই বিচার করতে হবে। তাহোলে দেখা যাবে যে, দোষটা ততটা ওঁর নয়। আমি, নাটাশা, তোমার কাছে ছুটে এসেছি এই কথা বলতে। আমি জানি, বাবার ওপর তুমি কেমন যেন বীতশ্রদ্ধ। এর জন্ম তোমায় দোষও দিতে পারি না......'

'অর্থাৎ, যা ঘটেছে, তার সারমর্ম হোলো যে প্রিন্সেসের ওখানে তোমার বেশ খাতির-যত্ন হচ্ছে। এই ত' তোমার বুদ্ধির পরিণাম?' জিগ্যেস করে নাটাশা।

'যাঃ, কে বলে! কি বলতে চাও তুমি? এই ত' সবে সুরু...তোমাকে শুধু প্রিন্সেসের কথাই বললাম, কেন, তা বুঝলে কিছু। বলি, তাঁর সাহায্যেই ত' বাবাকে পটাতে হবে। আমার আসল কথাই ত' সুরু হয়নি এখনও।'

'বেশ, বলো, শোনা যাক।'

'আজ সকালে এক ব্যাপার হোয়েছে, ভারি মজার ব্যাপার। সেইটা কেবল অনবরত আমার মনে পড়ছে,' বলে চলে এ্যালোশা, 'তুমি ত জান, আমার বিয়ের ব্যাপারটা সম্বন্ধে বাবা এবং কাউণ্টেস্ যদিও মনে মনে একটা ঠিক দিয়ে রেখেছেন। তবু এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে এখনও কাউকে জানান হয়নি। কাজেই যে কোন সময়েই এটা ভেঙ্গে যেতে পারে। এটা একমাত্র কাউণ্ট নায়নস্কির নজরেই পড়েছে, কিন্তু তিনি খুব চাপা লোক। আরো তাজ্জব কি জান, এই দু'হপ্তা ক্যাটারিনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতেই হয়েছে, কিন্তু এখনও অবধি আমি তাকে একটি কথাও বলিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, এই ধর বিয়ে বা...... ভালোবাসা সম্বন্ধে। তাছাড়া প্রিন্সেস কে'র সম্মতি নিয়ে ত সুরু করতে হবে। তিনি যা বলবেন তাইতো হবে। তাঁর যে অভিজাত মহলে খুব যোগাযোগ আছে কিনা!...আমাকেও ত' ওঁরা সমাজের ওপরের তলায় ঠেলে দিতে চান কিনা। ক্যাটারিনার সৎমাব একান্ত ইচ্ছে তাই। আসল ব্যাপার হোল তিনি তাঁর কীর্তিকলাপের জন্তে প্রিন্সেসের কাছে মোটেই পাত্তা পাবেন না।

আর প্রিন্সেস যদি তাঁকে আমল না দেন তবে ত আর কেউই দেবে না। কাজেই ক্যাটারিনার সঙ্গে আমার বিয়েটা হোলে তাঁর পক্ষে খুব সুবিধে হয়। সে যাক্ গত বছরে আমি ত' ক্যাটারিনা ফিয়োডোরোভ্নাকে দেখেছি, তখন ত' আমি বলতে গেলে নাবালক। তখন এসব ব্যাপার তলিয়ে বুঝিইনি, আর তাই তাকে তেমনভাবে নজরে পড়ে নি...'

'পড়বে কি করে? তখন ত আমার ওপরই তোমার সমস্ত মন পড়ে ছিল', তার কথার মাঝখানে বললে নাটাশা, 'সেইজন্যেই ত' তখন তার মধ্যে কিছু পাওনি। আর এখন...'

'মাইরি বলছি নাটাশা!' রাগতস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে এ্যালোশা, 'তুমি ভুল বুঝেছ, তুমি আমায় অপমান করছো...আমি তোমাব কথার জবাব দিতে চাই না। আগে সব কথা শোন, তারপর...আহা তুমি যদি ক্যাটারিনাকে জানতে! জানতে যদি কত কোমল, কত নিষ্পাপ সে মেয়েটা! জানতে পারবে সবই। শুধু বলে নিই কথাটা। হপ্তা দুই আগের কথা, বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন ক্যাটারিনাদের ওখানে। ওরা তখন সবে এখানে এসেছে। আমি তাকে বেশ ভাল ভাবে দেখতে লাগলাম। দেখলাম সেও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভারী কৌতুহল হ'ল, ইচ্ছে হ'ল, তার সম্বন্ধে সকল কথা জেনে নিই। তার সম্বন্ধে কোন কথা অবশ্য আমি এখানে বলছি না, তার প্রশংসাও করতে চাই না। তবে একটা কথা বলবো। সে তার সমাজের আর সবাই-এর থেকে আলাদা। তার পাশে আমি যেন সত্যই নাবালক, যেন তার ছোট ভাই-এর মত, অথচ তার বয়স মাত্র সতেরো। আর একটা ব্যাপার কি জান তার কেমন যেন মনমরা-মনমরা ভাব, যেন সে কি একটা গোপন রেখেছে। বেশী কথাবার্ত্তাও সে বলে না। বাড়ীতে সব সময়েই এমন চুপচাপ থাকে, যেন মনে হয় কথা বলতে সে ভয় পায়...কি যেন ওর চিন্তা সব সময়ে। আমাব বাবাকেও যেন খুব সে ভয় করে। সৎমাকেও যেন সে বিশেষ পছন্দ করে না—এটাও আমি লক্ষ্য করলাম। কাউণ্টেস অবিশ্যি বলে বেড়ান যে সতীনের মেয়ে হ'লেও সে তাঁকে বড় ভালোবাসে। এই বলার পেছনেও তার মতলব আছে। কিন্তু এ সবই মিথ্যে। ক্যাটারিনা বিনা প্রতিবাদে তাঁর সব কথাই শুনে চলে। চারদিন আগে সব দেখে শুনে আমি ঠিক করলাম মতলবটা পূরণ করতে হবে, আর আজ এই সন্ধ্যেবেলা তা পেরেছি। আমার মতলব

ছিল ক্যাটারিনাকে সব বলা, সমস্ত কিছুই খুলে বলা, ব'লে তাকে আমাদের দলে এনে এইসব ব্যাপার বন্ধ করা...'

'বলো কি! তাকে বলবে, খুলে বলবে কি তাকে?' বললে নাটাশা অস্বস্তির সঙ্গে।

'সব, সব কথাই,' জবাব দিলে এ্যালোশা, 'সবই ভগবানের ইচ্ছে। তিনিই ত' জাগিয়ে দিলেন এই চিন্তা আমার মনের মধ্যে। চারদিন আগের কথা, আমি ঠিক করলাম, তোমাদের দুজনের কাছ থেকেই দূরে সরে থেকে একটা মীমাংসা করে ফেলবো। তোমার কাছে থাকলে সারাক্ষণ কেমন দোনামোনা ভাবই আমায় পেয়ে বসতো। তোমার কথা শুনলে আমি কিছুই ঠিক করতে পারতাম না। তার চেয়ে আমি একা থেকে বেশ সাহস সঞ্চয় করেছি, আর বলতে কি সমাধানেও পৌঁছে গেছি। সব ঠিক্‌ঠাক্ করেই তোমার কাছে আসবো ভেবেছিলাম, আর এসেছিও তাই।'

'কি ঠিক করলে? কি হোলো? বলো না চট্‌পট্।'

'বিশেষ কিছু না। সোজা তার কাছে গেলাম বহাল তবিয়তে আর বেশ সাহস নিয়ে। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে নিই। ঠিক এর আগেই একটা ব্যাপার ঘটেছিলো, তাতে আমার যেন কেমন খট্‌কা লাগে। আমরা বেরিয়ে পড়ার আগে বাবা একখানি চিঠি পেলেন। আমি তখন তাঁর পড়ার ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আমি দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে। বাবা আমাকে দেখতে পান নি। চিঠিটা পড়ে তিনি কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনেই কি সব বিড়বিড় করলেন। তারপন অচৈতন্যের মতন ঘরে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ চিঠিখানি হাতে নিয়ে উন্মাদের মত হাসিতে ফেটে পড়লেন। যেতে আমার সাহস হচ্ছিল না, তাই খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবা যেন কিছু একটাতে খুব খুশি হয়েছেন। ভারী খুশি। আমার সঙ্গে কথা বললেন কেমন অদ্ভুত একটা ভাব নিয়ে। পরক্ষণেই, কথার মাঝখানে হঠাৎ আমায় বললেন তৈরী হোয়ে নিতে। অথচ তখন মোটেই আমাদের বেরুবার কথা নয়। আজকে ত' ওখানে আর কেউ ছিল না, ছিলাম আমরা দুজন শুধু, আর তুমি ভুল বুঝেছ নাটাশা, ওখানে কোনো পার্টি আজ ছিল না, তুমি ভুল শুনেছো।'

'সে যাক্। যা কাজের কথা তাই বলো ত' এ্যালোশা, দোহাই তোমার। কি ভাবে ক্যাটারিনাকে বললে তাই বলো না।'

'ভাগ্যিস্ ঘণ্টা দুই তার সঙ্গে একা ছিলুম। তাকে স্রেফ্ বললুম যদিও ওরা সবাই আমাদের বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, কিন্তু এ বিয়ে হোতে পারে না বললুম, তাকে আমি বিশেষ স্নেহ করি আর সেই আমায় নিষ্কৃতি দিতে পারে। তারপর তাকে সব বললাম ভেবে ত্যাখো সে আমাদের সম্বন্ধে কিছুই জানতো না। এই তোমার—আমার সম্বন্ধে নাটাশা। এতে সে কতখানি বিচলিত হোয়ে পড়লো তা যদি তুমি জানতে। প্রথমটা সে বেশ অবাক হয়ে গেল, সে ফ্যাকাশে মেরে গেল। আমাদের দুজনের সব কথাই তাকে বললাম। বললাম, কি ভাবে আমারই জন্যে তুমি ঘর ছেড়ে এসেছো, আমরা কেমন দুজনে সুখে কাটিয়েছি। এখন আমরা কি রকম বিপর্য্যস্ত বোধ করছি। সবেতেই আমরা ভয় পাই। আর আমরা তার কাছে আবেদন জানাচ্ছি (তোমার হোয়েও আমি বললাম নাটাশা), যেন সে আমাদের তরফ থেকে তার সৎ-মাকে জানিয়ে দেয় সোজাসুজি যে, সে আমাকে বিয়ে করবে না। এই আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ, এ ছাড়া আর কারুর কাছে কিছু আমাদের আশা করবার নেই। সে সব শুনলো, কতখানি আগ্রহ আর কি সে সহানুভূতি। মনে পড়ে তখনকার তার সেই চোখের দীপ্তি! নীল আয়ত সেই চোখ, তার সমস্ত অন্তর যেন রয়েছে সেখানে। তাকে সন্দেহ করি নি বলে সে জানালো আমায় ধন্যবাদ আর দিল ভরসা, যে, তার সাধ্যে যতটুকু কুলোয় সে তা করবে। তারপর জানতে চাইলো তোমার কথা। জানতে চাইলো, চিনতে চাইলো তোমাকে। আমাকে দিয়ে তোমাকে বলে দিয়েছে, সে তোমাকে ভালোবাসে ঠিক বোনের মত। তার বড় ইচ্ছে তুমিও তাকে ভালোবাসো বোনের মত। তোমার এখানে এই পাঁচ দিন আসিনি শুনেই সে আমায় পীড়াপীড়ি করতে লাগলো তখুনি তোমার এখানে আসার জন্যে।'

নাটাশা অভিভূত হয়ে পড়ে।

'এ্যালোশা! এ্যালোশা!' বললে সে তার দিকে ভৎসনামাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে। 'বেশ, ক্যাটারিনার কথা আমায় বলো না। তোমায় যখন বিদায় জানালো সে, তখন কি তাকে বেশ হাসিখুশি দেখলে ?'

'হ্যাঁ, এমন একটা ভাল কাজ সে করতে পেরেছে বলে সে ভারী খুশি, কিন্তু সে কেঁদে ফেললে। আমাকেও সে ভালোবাসে কিনা, নাটাশা! সে স্বীকার করলো, ইদানীং সে আমাকে ভালবাসতে সুরু করেছিল। আর কেউ তার নজরে পড়েনি। তার ভালোবাসা পড়েছে আমার ওপর। চারিদিকেই সে দেখেছে ছল-চাতুরী, ভনিতা-ভাঁওতা। তাই তার চোখে আমি একজন বিশ্বাসী আর খাঁটি লোক। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বেশ তবে তাই হোক এ্যালেক্সি পেট্রোভিচ্। আর আমি আশা করি...সে আর বলতে পারে না, কান্নায় ভেঙে পড়ে, কথা শেষ না করেই সে চলে গেল। আমাদের মধ্যে ঠিক হোলো যে কাল সে তার সৎ-মাকে বলবে তার অনিচ্ছার কথা। আর আমি কালকেই বলব বাবাকে সব কথা। এসব কথা আগেই বাবাকে বলিনি বলে সে অনুযোগ করলো। মেয়েটির মনটা বড় ভাল। আমার বাবাকেও সে বিশেষ সুনজরে দেখে না। সে বলে বাবা নাকি এক-নম্বরের ধুরন্ধর আর কেবল টাকা—টাকা বাই। বাবার হয়ে ওকালতি করতে গেলাম, সে বিশ্বাস করলে না। বাবাকে যদি কাল বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করতে না পারি (আর তার বদ্ধ ধারণা আমি পারবো না) তাহলে আমি যেন প্রিন্সেস কে'কে ধরে করে আমাদের মতে মত দেওয়ানোর চেষ্টা করি। তাহলে আর কেউ বাধা দিতে সাহস পাবে না। আমাদের ভবিষ্যতের সম্বন্ধ হবে ভাই-বোনের মত। নাটাশা তুমি যদি জানতে তার কাহিনী, জানতে যদি সে কত অসুখী। কতখানি বীতশ্রদ্ধ সে এই সংসার আর তার সৎমায়ের সঙ্গে বাঁধা এই জীবনের ওপর। এসব কথা সে অবশ্য আমায় স্পষ্ট করে বলে নি, যেন সে আমার কাছেও ভয় পায়, কিন্তু আমি তার কথা থেকেই সব আন্দাজ করে নিলাম। তোমাকে পেয়ে সে কত খুশী হবে। একবার তোমার সঙ্গে তার দেখা হলে। আর কি মধুর স্বভাব তার। তোমরা দুটীতে ঠিক যেন বোনের মতন, স্নেহের বাঁধন তোমাদের। সেই কথাই ত' এতক্ষণ ভাবছি। আর সত্যিই আমি চাই তোমাদের দুজনকে এক জায়গায় এনে হাজির করতে। তুমি ভুল বুঝো না, নাটাশা! আমি চাই তার কথা তোমায় বলতে আর তোমাব কথা তাকে বলতে। তুমি জানো নাটাশা আমি তোমার মত আর কাউকে ভালবাসি না, তার চেয়েও তোমাকে বেশী ভালবাসি, তুমিই ত' আমার সব।'

নাটাশা তাকায় তার দিকে স্নেহ-কাতর দৃষ্টি মেলে। সে চাহনিতে

যেন বিষাদের রেশ। মুখে তার কথা নেই। এ্যালোশার কথাগুলির মধ্যে ছিল কত আদর, কত কাছে ডাকা তবু তার মধ্যে কি যেন অব্যক্ত অসহনীয় বেদনা।

বলে চলে এ্যালোশা, 'দেখলাম, কাট্যা কত সুন্দর ছিল সে। বহু আগে অন্ততঃ হপ্তা দুই আগে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা গেছি তাদের ওখানে, তুমি ত' জানো। বাড়ী ফেরার পথে ভেবেছি তোমাদের দু'জনেরই কথা, মনে মনে তুলনা করেছি তোমাদের দু'জনকে।'

'তুলনায় কাকে বেশী ভাল লাগলো?' বললে নাটাশা মুখ টিপে হেসে।

'কখনও তুমি আর কখনও সে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তোমারই সব সময়েই জিৎ। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হয় যেন নিজের ওপর বিশ্বাস বেড়ে যায়। যাক, কালই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে!'

'কিন্তু তার জন্যে তোমার দুঃখ হচ্ছে না? সে তোমায় ভালবাসে তুমি জানো। তুমিই ত' বললে যে এটা তুমি নিজেই টের পেয়েছো।'

'হ্যাঁ, দুঃখ আমার হয় বৈকি নাটাশা! আমরা তিনজনই পরস্পরকে ভালবাসি, আর তাই...'

'আর তাই, ছাড়াছাড়ি!' নাটাশা বললে ধীর শান্তভাবে, যেন সে বললে আপন মনে। এ্যালোশা তার দিকে তাকিয়ে থাকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে।

কিন্তু আমাদের কথাবার্ত্তায় বাধা পড়লো অপ্রত্যাশিতভাবে। রান্নাঘরে কিসের যেন গোলমাল, যেন কেউ এসেছে। মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই মাভ্‌রা দরজা খুলে ভেতরে আসে। ঘাড় নেড়ে ডাকে এ্যালোশাকে। আমরা সবাই তাকাই তার দিকে।

'কে যেন ডাকছে তোমাকে। বেরিয়ে ছাখো না।' বললে সে রহস্যভরা কণ্ঠে।

'আমাকে, এমন সময়, কে আবার ডাকতে এলো?' বললে এ্যালোশা হতচকিতভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে। 'বেশ আমি আসছি!' রান্নাঘরে দাঁড়িয়েছিল তাদেরই বাড়ীর চাকর, এসেছে তার বাবারই কাছ থেকে। মনে হলো প্রিন্স যেন বাড়ী ফেরার পথে নাটাশার বাড়ীর সামনে গাড়ী থামিয়ে, ভেতরে জানতে পাঠিয়েছেন এ্যালোশা সেখানে আছে কিনা, এই কথা বলে সেই লোকটি সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেল।

'অবাক করলে। এমন ত' কখনও হয়নি,' বললে এ্যালোশা রীতিমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে। 'এর মানে কি ?'

নাটাশা তার দিকে তাকালো অস্বস্তি নিয়ে। হঠাৎ মাভ্‌রা আবার দরজা খুলে এসে দাঁড়ালো।

'এই যে প্রিন্স, নিজেই এসেছেন !' বললে ফিসফিস করে, বলেই সে সরে পড়লো।

নাটাশা ম্লান হয়ে গেল। উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে, সহসা তার চোখ দুটি ঝলসে উঠলো। টেবিলে ভর দিয়ে সে দাঁড়ালো, দরজার দিকে তাকালো প্রবল আবেগকে দমন করে, সেই দরজা দিয়ে অবাঞ্ছিত আগন্তুক প্রবেশ করবেন।

'নাটাশা, ভয় পেয়ো না। এই ত' আমি তোমার পাশে রয়েছি। তোমার অপমান আমি সহ্য করবো না,' ফিসফিস করে এ্যালোশা, অপ্রস্তুত হয়ে কিন্তু অভিভূত হয়ে নয়। দরজা খুললো, প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি স্বয়ং এসে হাজির দোর-গোড়ায়।

সাতেরো

তিনি আমাদের সকলকেই এক ঝলক দেখে নিলেন। তাঁর এ দৃষ্টি থেকে বোঝা শক্ত তিনি কোন্ বেশে এসেছেন—বন্ধুভাবে না শত্রুরূপে। তাঁর চেহারার খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত দিচ্ছি। সেদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁকে দেখে কেমন যেন অবাক লাগলো।

আগেও দেখেছি তাঁকে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস, তার বেশী নয়। বেশ সুন্দর সুপুরুষ চেহারা! অবস্থা গতিকে সে চেহারার বেশ পরিবর্তন হয়। কিন্তু সে পরিবর্তন হয় আকস্মিকভাবে আর তেমনি দ্রুত, তেমনি পরিপূর্ণ ভাবে। অতি প্রাণখোলা অভিব্যক্তি থেকে তিনি ফিরে আসতে পারেন অত্যন্ত বিরক্তিকর প্রকাশভঙ্গীতে যেন যন্ত্রচালিতবৎ! মুখ চোখ সমস্ত কিছুই তাঁকে সৌন্দর্য্য দিয়েছে কিন্তু তবু তাঁর মুখ দেখে তাঁকে যেন কেমন ভাল লাগে না। তার কারণ বোধ হয় তাঁর অভিব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্ত নয়, সেটা কৃত্রিম, ইচ্ছাকৃত তাই মনে হয় তাঁর আসল রূপ বোঝবার জো নেই। আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলে সন্দেহ জাগে, যেন তিনি এই অভিব্যক্তির মুখোসের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন যত কিছু ছল, চাতুরী আর আত্মম্ভরী ভাব। বয়সের তুলনায় তাঁকে অনেক কম বয়সীই মনে হয়। চুলে তাঁর অল্প অল্প পাক ধরেছে। বেশভূষার মধ্যে পরিচ্ছন্ন আভিজাত্য আর অল্প বয়েসী ছোকরা সেজে থাকার প্রচ্ছন্ন চেষ্টা। কিন্তু এতে তাঁকে দেখায় ভাল, দেখায় যেন ঠিক এ্যালোশার বড় ভাই-এর মতন। যেভাবেই হোক, এমন সাবালক ছেলের বাপ বলে কেউ তাঁকে ধরতেই পারবে না।

সোজা তিনি নাটাশার কাছে গিয়ে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'এমন অসময়ে আর এমন করে এখানে আসা খুবই অদ্ভুত আর অভদ্রোচিত। কিন্তু আমার বিশ্বাস এটা তোমরা স্বীকার করবে আমার ব্যবহারের এই পাগলামী সম্বন্ধে আমি কিন্তু বেশ সজাগ। তা ছাড়া আমি জানি, কাদের কাছে আমি এসেছি! আমি জানি তোমার বুদ্ধি আছে, স্নেহ আছে। দশটি মিনিট সময় তুমি আমায় দাও, তাহলেই

তুমি আমার সমস্ত কথা বুঝতে পারবে। আমার আসাটাকেও সমর্থন করবে।'

কথাগুলি তিনি বললেন বিনীতভাবে কিন্তু বেশ জোরের সঙ্গে।

'আপনি বসুন,' বললে নাটাশা। তখনও তার ভয়চকিত হতভম্বভাব কাটেনি। তিনি নমস্কার জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

ছেলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললেন তিনি 'প্রথমে ওকেই ক'টা কথা বলে নিই। আমার জন্যে অপেক্ষা না করে কিম্বা আমাকে না জানিয়ে তুই চলে আসার পরেই, বুঝলি' এ্যালোশা, কাউন্টেসের কাছে খবর এসে পৌঁছলো, ক্যাটারিনা ফিয়োডোরোভ্নার খুব অসুখ। কাউন্টেস্ তখনি তাঁর কাছে ছোটেন আর কি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাটারিনা নিজেই হঠাৎ এসে হাজির। কেমন যেন রুক্ষ-সুক্ষ, তেমনি উত্তেজিত। ঝড়েব মত ঘরে ঢুকেই সে বলে বসলো সে তোকে বিয়ে করতে পারে না। আরও বললো সে আশ্রমে চলে যাচ্ছে আর তুই নাকি তার সাহায্য চেয়েছিস, তুই নাকি ওকে বলেছিস্ নাটাল্যা নিকোলেভ্নাকে তোর ভালবাসার এই কথা। হঠাৎ এমন সময়ে ওর এই মতি পবিবর্ত্তনের মূলে যে তোরই পীড়াপীড়ি আছে এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। সে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে। আর আমি যে কতখানি মর্ম্মাহত আর অবাক হয়েছি তা বুঝতেই পারিস। এইমাত্র এখান দিয়ে গাড়ীতে যাবার সময় নজরে পড়লো তোমার জানালার ধারে এই আলো' তিনি বলে চললেন এবার নাটাশাকে লক্ষ্য করে, 'অনেক দিন ধরে যে কথাটা তোলাপাডা করেছি, সেইটাই আজ এমনভাবে পেয়ে বসলো যে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। সোজা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চলে এলাম। কি উদ্দেশ্যে? এখনি বলছি, কিন্তু তার আগে তোমায় একটা কথা বলে রাখি, আমার এই কথাবার্ত্তার আকস্মিকতায় তুমি অবাক হয়ো না। সবই বড় আকস্মিক কিনা......'

'আমি আশা করি, আপনি যা বলবেন তা বুঝতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না,' জবাব দিলে নাটাশা ঢোক গিলে।

প্রিন্স একবার তার সর্ব্বাঙ্গে তাকিয়ে ভাল করে দেখে নিলেন। যেন তিনি মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই চটপট তাকে চিনে ও বুঝে নিতে চান। 'তোমার বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে,' বলে চলেন তিনি, 'তাই আমি সাহস করে

এখানে আসতে পেরেছি। কার কাছে এসে হাজির হয়েছি সে বিষয়ে আমার পুরোপুরি হুঁস আছে। তোমাকে আমি জানি বহুদিন থেকে, যদিও এক সময়ে তোমার সঙ্গে ব্যবহার আমি ভাল করি নি, অবিচারই করেছি। শোনো। তুমি জানো আমার আর তোমার বাবার মধ্যে বহুদিন ধরে মনোমালিন্য চলছে। আমার যে দোষ নেই এমন কথা আমি বলি না। হয়ত আজ পর্য্যন্ত যতটা খারাপ ব্যবহার করেছি বলে আমার ধারণা তার চেয়ে ব্যবহারটা আরও খারাপই হয়েছে। কিন্তু তাহলেও সেটা আমার ভুল হয়েছে, আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলাম, সেকথা আমি বেশ বুঝি। ভালর চেয়ে খারাপকেই সন্দেহ করা আমার স্বভাব। এটা একটা বিশ্রী স্বভাব, মনের সঙ্কীর্ণতার পরিচয়। কিন্তু নিজের দোষ চেপে যাওয়ার স্বভাবও আমার নয়। আমার বিরুদ্ধে যা কিছু লোকে বলতো সেদিন সবই আমি বিশ্বাস করেছি। আর যেদিন তুমি বাপ-মাকে ছেড়ে চলে এলে সেদিন এ্যালোশার জন্যে আমার বড় ভয় হয়েছিল। কিন্তু তখন তোমায় আমি চিনতাম না। তার পর থেকে খোঁজপত্তর করে একে একে যা কিছু শুনেছি তাতে আমি বিশেষ ভরসা পেয়েছি। তোমার ওপর আমি নজর রেখেছি, তোমাকে বুঝতে চেয়েছি আর আজ স্থির জেনেছি আমার সমস্ত সন্দেহই ভিত্তিহীন। জানতে পারলাম তোমাদের সংসারের সঙ্গে তোমার কোনো যোগাযোগ নেই। আরও জানি তোমার বাবা আমার ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়ার ঘোর বিরোধী! আর এ্যালোশার ওপর তোমার এতখানি আধিপত্য এতখানি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তুমি এই বিয়েতে তাকে বাধ্য করো নি—এতেই তোমার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তবু আমি অকপটে স্বীকার করছি, তখন আমার ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্ভাবনাকে বাধা দেবার জন্যে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। আমি বুঝি তোমায় এই কথাগুলো বড় কাটা কাটা বলা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার দিক থেকে এই সোজাসুজি কথাবার্ত্তাই এখন সবচেয়ে বেশী দরকার। আমার সবকথা শোনার পর তুমি নিজেই একথা মানবে। তুমি যখন বাড়ী ছেড়ে চলে এলে তখন আমি পিটার্সবুর্গ ছেড়ে আসি, কিন্তু এ্যালোশার জন্যে তখন আর আমার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। আমার আস্থা ছিল তোমার মহৎ মর্য্যাদাবোধের ওপর। আমি বুঝেছিলাম সাংসারিক এই মন কষাকষি কেটে না গেলে এ বিয়েতে তোমার নিজেরই মত হবে না। আর তুমি এ্যালোশা ও আমার মধ্যে

মনোমালিন্য চাও না—কেননা তোমার সঙ্গে এ্যালোশার বিয়ে আমি তখন ক্ষমা করতে পারতাম না। 'বিয়ের জন্যে প্রিন্সকে পাকড়াও করে আমাদের সংসারের সঙ্গে সংযুক্ত হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছো এ কথা লোকে বলুক এও তুমি চাইতে না! বরং তুমি আমাদের ওপর একটা তাচ্ছিল্যের ভাবই দেখাতে, আর হয়ত অপেক্ষা করতে সেই মুহূর্ত্তের জন্যে যখন আমি এসে তোমায় সাধ্যসাধনা করবো আমার ছেলেকে বিয়ে করবার জন্যে। কিন্তু তবু ছাখো আমি তোমার ভাল চাই নি। এর জন্যে আমি ওকালতি করতে চাই না, তেমনি কিছু ঢাকতেও চাই না।' তোমার না আছে অর্থ, না আছে প্রতিষ্ঠা। সম্পত্তি আমার যথেষ্ট আছে, কিন্তু আরও চাই। আমাদের বংশমর্য্যাদা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসছে, তাই আমাদের চাই টাকা আর চাই ভাল যোগাযোগ। সে যোগাযোগ কাউণ্টেস ফিয়োডোরোভ্নার সতীন্-ঝির নেই, কিন্তু তার ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই। আমাদের দেরী হলে অন্য সম্বন্ধ এসে তাকে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে যেতে কতক্ষণ। এ সুযোগ ছেড়ে দেওয়া যায় না, তাই এ্যালোশার বয়েস অল্প মেনেও আমি সেখানে তার বিয়ের ব্যবস্থার ঠিক করলাম। দেখে যেও আমি কিন্তু কিছু লুকোচ্ছি না। যে বাপ শুধু সামাজিক সংস্কার আর অর্থের মোহে পড়ে তার ছেলেকে অসৎ কাজে ঠেলে দেয় তার মুখ থেকে এই স্বীকৃতি শুনলে তার প্রতি ঘৃণা জন্মানো খুবই স্বাভাবিক। কেননা এমন কোমল স্বভাব মেয়ে যে তার জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করলো তাকে ছেড়ে চলে যাওয়া এবং তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। কিন্তু আমি নিজেকে কোনরকমেই সমর্থন করছি না। এ বিয়েতে আমার সম্মতির আর এক কারণ যে সে মেয়েটিকে ভাল না বেসে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। সে দেখতে সুশ্রী সুন্দরী, লেখাপড়া-জানা, চমৎকার আলাপ ব্যবহার, তেমনি বুদ্ধি, যদিও অনেক দিক দিয়ে, সে কখনও শিশুর মত। এ্যালোশাও মেরুদণ্ডহীন, বিচার বিবেচনাহীন, অপরিণামদর্শী, বাইশ বছরের নাবালক। তবে ওরই মধ্যে একটি গুণ তার আছে, মনটা ওর খুব সাদা, অন্য সব দোষের সঙ্গে এটি আরও মারাত্মক। বেশ কিছুকাল থেকে লক্ষ্য করছি তার ওপর আমার জোর যেন বেশ কমে আসছে। বয়েসের অস্থির চঞ্চলতা ওকে পেয়ে বসছে, অনেক অবশ্য-কর্ত্তব্য ওকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। আমি বোধ হয় ওকে বড় বেশী ভালবাসি। আবার এও বুঝি ওকে চালিয়ে নিয়ে বেরাবার পক্ষে আমি একা যথেষ্ট নই! তাই

সবসময়ে ওর মাথার ওপর একজন শক্ত সজ্জন লোক চাই। বড় পোষমানা ওর স্বভাব, বড় দুর্ব্বল চিত্ত, আদেশ করতে পারে না, আদেশ পালন করতে পারে। এমনিই কাটবে ওর সারা জীবন। কাজেই বুঝতে পারো আমি কত খুশী হয়েছিলাম যখন ক্যাটারিনা ফিয়োডোরোভ্‌নার মধ্যে খুঁজে পেলাম সেই মনের মত মেয়েকে যে আমার পুত্র-বধূ হওয়ার উপযুক্ত। সে আনন্দ রইলো না। সে তখন আর একজনের অবিচলিত মোহে বিভ্রান্ত—সে তুমি। মাসখানেক পরে, আমার পিটার্সবুর্গে ফেরার পর থেকেই ওর ওপর আমি নজর রেখেছি আর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি ওর মধ্যে কেমন যেন ভালোর দিকে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন। ওর ছেলেমানুষী আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতা মোটেই বদলায় নি। কিন্তু সত্যই ভাল ও মহৎ জিনিষের ওপর ওর আগ্রহ দেখা দিয়েছে। আর ওর এই উন্নতি ও পরিবর্ত্তন—সে সবের পেছনেই রয়েছো তুমি। তুমি ওকে নতুন করে গড়ে তুলেছো। বলতে কি, এটা আমার অনেকবার মনে হয়েছে, ওকে সুখ শান্তি দিতে পার একমাত্র তুমি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একথা মন থেকে মুছে ফেলেছি, ও চিন্তা আমার ভাল লাগে না। যেভাবেই হোক ওকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি। তার আয়োজনও করেছি, ভেবেছিলাম এতেই আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। এই ঘণ্টাখানেক আগেও মনে হয়েছে জয় আমার সুনিশ্চিত। কিন্তু কাউণ্টেসের ওখানে যা ঘটে গেছে তা আমার সমস্ত মতলব ভেস্তে দিয়েছে। সবচেয়ে যা আমার অবাক করে দিয়েছে তা হ'ল এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। আমায় অবাক করেছে তোমার ওপর এ্যালোশার আসক্তির এই অচঞ্চল নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। আমি আবার বলছি তুমি ওকে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ করে গড়ে তুলেছো। আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশী পরিবর্ত্তন তার হয়ে গেছে। আজ নিজের চোখে দেখলাম তার বুদ্ধির পরিচয়, যা আমি কল্পনাও করতে পারি না। আর দেখলাম গভীর দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম অনুভূতি। অস্বস্তিকর অবস্থা বুঝে তার থেকে মুক্তি পাবার নিশ্চিত উপায় সে খুঁজে নিয়েছে। মানুষের হৃদয়ানুভূতির সূক্ষ্মতন্ত্রীকে সে স্পর্শ করেছে, জাগিয়ে দিয়েছে—সে অনুভূতি ক্ষমা করার শক্তি, মন্দের বদলে ভাল ফিরিয়ে দেবার শক্তি। আঘাত যাকে দিতে গেল হার মানলো তার কাছে তারই সাহায্য ও সহানুভূতি চাইলো করুণভাবে। যে মেয়েটি তাকে ভালবাসতো আগে থেকেই তার নারীত্বের

মর্য্যাদাবোধকে জাগিয়ে তুললো, তাকেই সোজাসুজি তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী জানিয়ে দিয়ে। আর সেইসঙ্গে জাগালো তার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি সহানুভূতি, জাগালো ক্ষমা, সঞ্চয় করে নিলো নিজের জন্যে তারই ভগ্নীসুলভ প্রীতি ও স্নেহের প্রতিশ্রুতি। তার মধ্যে এই যে অসন্তোষ আর ঘৃণা না জাগিয়ে এই যে তাকে বোঝানো এটা অনেক সময় অতি বড় বুদ্ধিমান ও চতুর লোকের সাধ্যের বাইরে। এ পারে শুধু নিষ্পাপ নিষ্কলুষ মন সৎ পরামর্শ-পরিচালিত হয়ে। আমি জানি সে এই যে যা করেছে এতে তোমার কোন হাত ছিল না—না কথায়, না ইঙ্গিতে। তুমি হয়ত সবেমাত্র সেসব কথা শুনেছো ওর মুখ থেকে। তাই না?'

'হ্যাঁ, বুঝতে আপনার ভুল হয়নি।' ব'লে সায় দিল নাটাশা। তার মুখ রক্তিমাভ হ'য়ে ওঠে। আয়ত চোখ দুটি বিচিত্র প্রেরণার আলোয় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কির বক্তৃতার কাজ যেন সুরু হ'য়েছে মনে হলো। 'এই পাঁচ দিন আমি দেখিনি এ্যালোশাকে', বললে সে, 'এ সমস্ত কিছুই ও আপনমনে তোলাপাড়া করেছে, নিজের খুশীমত সব করেছে।'

'ঠিক তাই,' বললেন প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি, কিন্তু এ সবই হয়েছে তোমারই প্রভাবে। এই কথা আমিও মনে মনে তোলাপাড়া করেছি, বাড়ী ফেরার পথেও এই কথাই ভাবছিলাম, হঠাৎ যেন মনে একটা কিনারা করতে পেরেছি মনে হ'লো। কাউন্টেসের সতীন-ঝি-এর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেছে, তা' আর জোড়া লাগবে না। আর জোড়া লাগানো সম্ভব হ'লেও এটা ঘটে উঠতো না। ধরো, যদি আমি বলি, আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে, তুমিই একমাত্র ওকে সুখী করতে পারো, তুমিই ওর একমাত্র সহায়-আশ্রয়, আর তুমিই ওর ভবিষ্যৎ সুখের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলেছো! তোমার কাছ থেকে কোনো কথাই গোপন করিনি, আর এখনও কোনো কথাই গোপন করছি না। সত্যি বলতে কি, আমি বেশ বুঝেছি এ্যালোশাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া চলে না, কারণ তোমাকে ছাড়া ওর চলবে না। একথা স্বীকার না ক'রে উপায় কী? গত একটি মাস ধ'রে যেন এইটাই আমার মনে হয়েছে, আর সবে এখন বুঝছি এই মীমাংসাই ঠিক। অবিশ্যি এই দুপুর রাত্তিরে বিরক্ত করতে না এসে কাল এসে এইসব কথা বললেও চলত। কিন্তু আমার তাড়াহুড়ো দেখেই বুঝতে

পারো হয়ত, এ ব্যাপারে আমার আগ্রহ আর আন্তরিকতা কতখানি! এ বয়সে কোনো বিষয় ভালো করে চিন্তা না করে কোন মীমাংসায় পৌছুতে আমি পারি না। তাই এখানে আসার আগে সবদিক ভেবেই সব ঠিক ক'রে এসেছি। তবে আমার মনে হয় কিছুদিন না গেলে আমার আন্তরিকতা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারবে না।···কিন্তু সে যাক্। এখানে কেন এসেছি বুঝিয়ে বলতে হবে কি? এসেছি তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্য পালন করতে, এসেছি পরিপূর্ণ বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা নিয়ে, আমার ছেলেকে বিয়ে ক'রে তাকে সুখী করো, এই আমার কামনা। ভুলেও ভেবো না, আমি এসেছি উত্তেজিত বাপের মতন, শেষকালে যাকে বাধ্য হতে হলো সন্তানকে ক্ষমা ক'রে তার সুখ সমৃদ্ধিতে সম্মতি দিতে। না! না! মোটেই তা' নয়! একথা যদি মনে করো তবে আমার ওপর করবে অবিচার। একথাও ভেবো না যে এতে আমি তোমার মত পাবার আশা করি, আমার ছেলের জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখবরণ তুমি করেছো তা'তে এটা আশা করার আমার মুখ নেই! সত্যিই নেই! আমিই প্রথম চেঁচিয়ে বলব, ও তোমার যোগ্য নয়। আর ও নিজেও স্বীকার করবে একথা। (এই বলে তিনি সমীহভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ ভারিক্কীভাবে বললেন) আজ আমি এসেছি একান্ত আত্মীয়ভাবেই। হয়ত আমি এখানে অশোভন আজ, তবু আমি আশা করবো......!' নাটাশার দিকে তাকিয়ে উত্তরের জন্যে তিনি অপেক্ষা করে রইলেন। আমি সারাক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে। তিনি সেটা লক্ষ্য করেছেন।

কথাগুলি তিনি বললেন দিব্যি নির্ব্বিকারভাবে, মাঝে মাঝে যেমন বক্তৃতার ছটা তেমনি সবকিছু বুঝিয়ে বলার ঘটা। যে আবেগ তাঁকে সেই প্রথম আসার পক্ষে সেই অনুপযুক্ত সময়ে তাঁকে নিয়ে এসেছিল—তার সঙ্গে তাঁর এই বলার ভঙ্গী ও সুরের যেন মিল ছিল না। তাঁর মুখ চোখের হাবভাব অনেকাংশেই পূর্ব্বপরিকল্পিত আর এই দীর্ঘ বক্তৃতার কোনো কোনো জায়গায় মনে হল তিনি যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত আচরণের ভান করছেন। মিষ্টি মধুর আলাপের আড়ালে যেন তিনি মনের কোনো একটি অসংযত ভাবকে ঢাকতে চেয়েছেন। এসব কথা আমার কিন্তু মনে হয়েছিল অনেক পরে। তখন কিন্তু তা হয় নি। শেষের কথাগুলি তিনি এত দরদ দিয়ে এতখানি

আবেগের সঙ্গে বললেন, নাটাশার প্রতি এমনভাবে সত্যকার মমতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল যাতে আমরা অভিভূত না হয়ে পারি নি। তাঁর চোখের কোনায় অশ্রুবিন্দুটি পর্য্যন্ত টলমল করে ওঠে। নাটাশা বিচলিত হয়। হার মানে সে তাঁর কাছে। যন্ত্রচালিতের মত সে উঠে গিয়ে পাশে দাঁড়ায়, প্রিন্স সস্নেহে তার মাথায় হাত বোলাতে থাকেন। এ্যালোশার আনন্দ আর ধরে না।

'কেমন, তোমায় বলি নি নাটাশা?' বললে সে, তুমি বিশ্বাসই করতে চাও নি! তুমি মানতেই চাও নি বাবা এত ভাল'মানুষ। দেখলে ত, দেখলে নিজের চোখেই······!'

সে ছুটে গেল বাবার কাছে আনন্দের আবেগে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। প্রিন্সও তাকে আদর করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এ দৃশ্য শেষ করলেন, যেন তিনি মনের এই আবেগ প্রকাশে বিশেষ লজ্জিত।

'বেশ,' বললেন তিনি টুপিটা তুলে নিয়ে, আজ উঠি তাহলে, দশ মিনিট বলে ত' একঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম।' বলে তিনি প্রাণখোলা হাসি হাসলেন।

'এখন তবে চলি যত শীঘ্র পারি তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা করার অধীর আগ্রহ নিয়ে উঠলাম। মাঝে মাঝে আসবো, তুমি বিরক্ত হবে না ত, !'

'না, না, কি যে বলেন!' জবাব দেয় নাটাশা, 'যখনি সময় পাবেন... আমিও তাড়াতাড়ি করতে চাই...আপনার স্নেহ পেতে চাই...' বললে সে অপ্রস্তুত হয়ে।

'কত লক্ষ্মী মেয়ে তুমি!' বলেন প্রিন্স তার কথায় মুচকি হেসে, 'যেমন নম্র তেমনি বিনয়ী তুমি। তোমার এ আন্তরিকতার যোগ্য প্রতিদান সংসারে নেই। তোমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেতে আমার অনেক দিন সময় লাগবে।'

'না ও কথা বলবেন না···ওতে আমি লজ্জা পাই।' বললে নাটাশা ফিসফিস করে শশব্যস্ত হয়ে। তখন যেন সে হাসিখুশীতে উদ্বেল!

'তাই হবে', কথা শেষ করার আয়োজন করেন প্রিন্স, 'গুটিকতক দরকারী কথা সেরে নিই। তুমি ভাবতে পারবে না আমি কত অস্বস্তিতে আছি। কাল পরশু আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। আজ সন্ধ্যেবেলাই একটা

জরুরী চিঠি পেয়েছি; বিশেষ কাজে আমায় বাইরে যেতে হবে। কালই পিটার্সবুর্গ ছেড়ে যাচ্ছি। কাল-পরশু আসতে পারবো না বলে আজ রাত-দুপুরে এসেছি—একথা ভেবো না যেন। তুমি অবশ্য তা মনে করবে না জানি, কিন্তু আমার যেমন সন্দেহ করা স্বভাব। আর সন্দিগ্ধ মন থেকেই ত' যত গোলমালের সৃষ্টি...আজ হল গিয়ে মঙ্গলবার। বুধ-বেস্পতি-শুক্কুর আমি থাকছি না এখানে। শনিবারে নিশ্চয়ই ফিরতে পারবো আশা করছি। সেইদিনই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। সেদিন সারা সন্ধ্যেটাই গল্প-গুজব করতে পারবো ত' ?'

'তা আর বলতে!' বললে নাটাশা, 'শনিবার সন্ধ্যের দিকে আপনার অপেক্ষায় থাকবো। নিশ্চয়ই আসবেন কিন্তু!'

'আঃ, বাঁচালে তুমি! তোমাকে আরো কাছে থেকে আরো ভালো করে চিনতে পারবো! কিন্তু··· চলি এখন।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'ক্ষমা করবেন, কথাবার্তায় এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। কয়েক-বারই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। একবার আলাপ পরিচয়ও হয়েছে। যাবার আগে আপনাকে একটা কথা না বলে পারছি না। আপনার সঙ্গে আবার পুরোনো আলাপ ঘনিষ্ঠ হলে খুশী হবো...'

'দেখা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আলাপ পরিচয় হয়েছে বলে মনে পড়ছে না।' বললাম আমি।

'কেন ? গেল বছরে প্রিন্স এম—এর ওখানে।'

'মাপ করবেন, একবারে ভুলে গেছি। কিন্তু এবার আর ভুল হবে না। আজ সন্ধ্যেবেলার কথা আমি কোনদিন ভুলবো না!'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমারও তাই! অনেক দিন ধরেই আমি জানি, আপনি নাটাল্যা নিকোলেভ্‌না ও আমার ছেলের প্রকৃত পরম বন্ধু। আশা করি তোমরা তিনজনে আমাকেও বন্ধু করে নেবে। তাই নয় কি!' বললেন তিনি নাটাশাকে লক্ষ্য করে।

'হ্যাঁ, উনি আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনিও আমাদের দলে রইলেন,' নাটাশা সাগ্রহে উত্তর দেয়।

বেচারী নাটাশা! প্রিন্স যে আমাকে উপেক্ষা করেন নি এতে সে আনন্দে আত্মহারা। কি ভালই সে আমার বাসে!

'আপনার বহু ভক্তের সঙ্গে আমার আলাপ আছে,' প্রিন্স বলে চললেন, 'বিশেষ করে আপনার গুণগ্রাহীদের মধ্যে দু'জনকে খুব ভালভাবে জানি— একজন হলেন আমার অতি প্রিয়বান্ধবী কাউন্টেস্ আর একজন হলো তাঁর সতীনের মেয়ে ক্যাটারিনা ফিয়োডোরোভ্না। আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে তাঁরা কত খুশী হতেন। আশা করি তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ আপনি আমায় দেবেন।'

'আপনি বড় মন রাখা কথা বলছেন, আজকাল ত খুব কম লোকই......'

'কিন্তু আপনার ঠিকানা দিন। কোথায় থাকেন আপনি? আমি বরং নিজেই...'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনি যখন বলছেন, এ ত' আনন্দের কথা। আমি থাকি —রাস্তায় ক্লুগেন বিল্ডিং-এ।'

'ক্লুগেন বিল্ডিং-এ!' বলেন তিনি যেন আচমকা বিস্মিত হয়ে, 'কি বললেন! ওখানে কি...অনেক দিন ধরে আছেন?'

'না, বেশী দিন নয়,' বললাম আমি সতর্কভাবে একবার তাঁর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে, 'আমি থাকি ৪৪ নম্বরে।'

'৪৪ নম্বরে? আপনি থাকেন কি একা?'

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ একা।'

'ওঃ-হো, বাড়ীটা চিনি বলে মনে হচ্ছে কিনা তাই জিগ্যেস করলাম। তা বেশ......আমি নিশ্চয়ই আসবো দেখা হবে আপনার সঙ্গে আবার! অনেক কথা বলার রইলো আপনার সঙ্গে। আপনার কাছ থেকে আমি অনেক কিছুই আশা করি। আপনি আমার অনেক উপকার করতে পারেন। দেখছেন গোড়াতেই আমি আপনার কাছে উপকার চেয়ে বসলাম। আচ্ছা আজ আসি তাহলে!'

তিনি যথারীতি আদব-কায়দা বজায় রেখে বিদায় নিলেন, এ্যালোশাকে তাঁর পেছন পেছন যাওয়ার কোন ইঙ্গিত না জানিয়েই। আমরা তিনজনেই বিস্ময়াহতভাবে বসে রইলাম। অদ্ভুত ও আকস্মিকভাবে সবকিছু ঘটে গেল। মনে হল যেন এক মুহূর্তে সবকিছু বদলে গেছে, যেন নতুন অজ্ঞাত কিছুর সূত্রপাত হল। এ্যালোশার মুখে কোন কথা নেই। বসে আছে সে নাটাশার পাশে। আলগোছে সে চুমু খেলো নাটাশার হাতে। মাঝে মাঝে সে উঁকি মারছে নাটাশার দিকে, নাটাশা কি বলে তাই যেন শোনার জন্তে।'

'লক্ষীটি এ্যালোশা, গিয়ে একবার ক্যাটারিনার সঙ্গে কালকে দেখা করে এসো,' বললে নাটাশা অনেকক্ষণ পরে।

'আমিও সেই কথাই ভাবছি। বেশ, যাওয়া যাবে।'

'কিন্তু তার পক্ষে তোমার সঙ্গে দেখা করা হয়ত খুবই দুঃখের হবে। কিন্তু কি করবে বলো?'

'তা আর আমি জানি না, লক্ষীটি! সে কথাও আমি ভেবেছি। আচ্ছা দেখবো...পরে ঠিক করা যাবে। আচ্ছা, নাটাশা, এখন সবই আমাদের কাছে বদলে গেছে, তাই না?' বললে এ্যালোশা।

নাটাশা হাসে, তার দিকে তাকায় করুণ কোমল চাহনি মেলে।

'আর লজ্জার কি আছে! উনি ত' তোমার এখানে সব কিছু দেখে গেলেন, কিন্তু একটি কথাও নেই...'

'কি দেখে গেলেন?'

'কেন, এই তোমার চলা ফেরা...সমস্ত কিছুই,' বললে এ্যালোশা লজ্জায় রাঙা হয়ে।

'সব বাজে কথা এ্যালোশা। উনি আবার বলবেনটা কি?'

'আহা, সেই কথাই ত' বলছি। ওঁরও ত' দ্বিধা রয়েছে কিনা। কিন্তু তোমায় কি রকম প্রশংসা করলেন দেখেছো! আমি তোমায় আগেই বলিনি...আমি তোমায় বলেইছিলাম, দেখলে ত' সবকিছু বোঝার, সমস্ত কিছু অনুভব করার শক্তি ওঁর আছে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলেন যেন আমি শিশু! ওঁরা সকলেই আমাকে ওই রকম ভাবেন। আমারও মনে হয় হয়ত তা' সত্যি।'

'সত্যিই তুমি শিশু, কিন্তু তোমার দেখবার ক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। তুমি বড় ভালো এ্যালোশা!'

'বাবা বললেন এই ভালমানুষীই আমার ক্ষতি করবে! কিন্তু তা কি করে হয়? আমি ত' বুঝতে পারি না। তবু আমি বলছি নাটাশা আমার একবার এখুনি তাড়াতাড়ি ওঁর কাছে যাওয়া উচিত, কি বলো? ভোরের আলো বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমার কাছে ফিরে আসবো।'

'বেশ যাও! তুমি ঠিকই ভেবেছো, কালকে যত তাড়াতাড়ি পার ফিরে এসো। দেখো আবার পাঁচদিন উধাও হয়ে থেকো না যেন?' দুষ্টুমি করে বললে নাটাশা আদরের চাহনি মেলে।

আমরা তখন সকলেই অব্যক্ত আনন্দে নিস্তব্ধ।

যেতে যেতে এ্যালোশা চেঁচিয়ে উঠলো, 'তুমি আসছো না আমার সঙ্গে ভান্যা ?'

'না, ও আরও খানিকক্ষণ থাকবে। তোমাকে, ভান্যা, আরও কয়েকটি কথা আমার বলার আছে। মনে থাকে যেন এ্যালোশা কাল খুব ভোরে।'

'থাকবে গো, থাকবে, আসি তাহলে, চলিয়ে মাভ্রা!'

মাভ্রা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো। প্রিন্সের সমস্ত কথাই সে শুনেছে, শুনেছে সে আড়াল থেকে, কিন্তু বোঝে নি অনেক কিছুই! প্রশ্ন করার জন্তে সে বিশেষ উৎসুক, আন্দাজ করতে তেমনি পটু। কিন্তু সে ইতি-মধ্যেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছে, এমনকি খানিকটা গর্ব্বিতও। সেও বুঝেছে অনেক কিছুর পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে! রইলাম আমরা একা। নাটাশা আমার হাত তুলে নিল তার হাতে অনেকক্ষণ রইলো চুপ করে, যেন কিছু বলার জন্তে খুঁজছে।

'বড় ক্লান্ত লাগছে' বললে সে শেষকালে, ক্ষীণকণ্ঠে, 'শোনো, কাল ওঁদের কাছে যাচ্ছো ত ?'

'নিশ্চয়ই!'

'মাকে বলো, কিন্তু বাবার কাছে কিছু ভেঙো না।'

'যে কোনো কারণেই হোক আমি ত' তোমার কথা তাঁর কাছে কখনও পাড়ি না।'

'বেশ। তুমি না বললেও অবশ্য তিনি জেনে নেবেন। লক্ষ্য করো ত' তিনি কি বলেন, কিভাবে তিনি এ সমস্ত গ্রহণ করেন। ভাল কথা ভান্যা, এ বিয়েতে তিনি কি আমায় অভিশাপ দেবেন ? না, অসম্ভব।'

'এ্যালোশাকেই সব দিক ঠিকঠাক করতে হবে,' বললাম তাড়াতাড়িতে, 'ওঁদের বুঝিয়ে একটু শান্ত করতে হবে, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'বলো কি! তা হয় কি করে! তা কি হবে!' কেঁদে উঠলো নাটাশা আর্ত্তস্বরে।

'সে কথা তুমি ভেবো না নাটাশা, সব ঠিক হয়ে যাবে। লক্ষণ দেখে সবই ত' ভাল মনে হচ্ছে।'

নাটাশা তাকায় আমার দিকে অসহায়ের মতন।

'আচ্ছা ভান্যা, প্রিন্সের সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়!'

'তিনি যা বললেন সেটা যদি অন্তর থেকে বলে থাকেন তবে আমার ত মনে হয় তিনি সত্যিই খুব মহৎ লোক।'

'কি বললে, অন্তর দিয়ে বলে থাকেন! তার মানে। তিনি কি লোকদেখানো বলেছেন এই বলতে চাও।'

'হতেও পারে' বললাম আমি। তবে কি নাটাশার মনে কোনো সন্দেহ জেগেছে, ভাবলাম আমি। বিচিত্র বটে!'

'তুমি যেন কি রকম ভাবে...তাকিয়েছিলে ওঁর দিকে...'

'হ্যাঁ, আমার যেন কেমন অদ্ভুত লাগছিলো ওঁকে।'

'আমারও তাই। তিনি অনর্গল কথাই বললেন...বড় ক্লান্ত লাগছে ভান্যা। এখন তাহলে বাড়ী যাবে। কাল তাহলে ওঁদের ওখান থেকে হয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো এসো। আচ্ছা আর একটা কথা ওঁকে যে বললাম, ওঁর স্নেহ পেতে চাই সেটা বলাটা কি উচিত হয় নি?'

'কেন অন্যায় কি হলো?'

'কেমন যেন বোকার মত? এ কথা ওঁকে বললাম এই বোঝাবার জন্যে যে এতকাল ওঁকে আমার ভাল লাগে।'

'বেশ তো, এ তো, বেশ সোজাসুজি সত্যি কথা বলা হলো। তখন তোমায় এত সুন্দর দেখাচ্ছিলো! আভিজাত্যের মোহে তিনি যদি এ কথাটা না বুঝে থাকেন তবে তাঁকে মূর্খই বলবো!'

'তুমি যেন ওঁর ওপর রেগে গেছ মনে হয় ভান্যা। কিন্তু আমার কি সন্দেহ দেখেছো। দোহাই হেসো না। তোমার কাছে আমার কোনো কথাই ত' অজানা নেই, সে তুমি বেশ জানো। লক্ষ্মীটি ভান্যা, আবার যদি দুঃখ পাই, আবার যদি অশান্তি আসে তুমি থাকবে এইখানে আমার পাশটিতে, তা আমি জানি। হয়ত তুমিই শুধু থাকবে! তুমি যে উপকার আমার করেছো তা আমি শোধ করতে পারবো না! তুমি কিছু মনে করো না!'

বাড়ী ফিরে এলাম। জামা-কাপড় ছেড়ে সোজা শয্যা নিলাম। অন্ধকূপের মত অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে আমার ঘর। মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে অফুরন্ত আর অদ্ভুত চিন্তা ও অনুভূতি। ঘুম আসতে বহু দেরী হলো।

আঠারো

পরদিন সকাল দশটায় আমি যখন তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বেরোচ্ছি ভ্যাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ডে নিকোলাইয়ের ওখানে যাবার জন্মে এবং সেখানে থেকে নাটাশার ওখানে, তখন হঠাৎ দরজার কাছে দেখা হ'য়ে গেল গত দিনের আগন্তুক, স্মিথের নাতনীর সঙ্গে। আমার সঙ্গে দেখা করতেই সে আসছিলো। জানি না কেন, তবে মনে পড়ে অদ্ভুত খুশি হয়েছিলাম তাকে দেখে। গত সন্ধ্যায় ভালো করে দেখার সময় পাই নি এবং এখন দিনের আলোয় সে আমায় এমন বিস্মিত করে দিল যেমন আর কখনও হই নি। আর সত্যিই আকারে-প্রকারে এমন অদ্ভুত ও মৌলিক জীবের দর্শন মেলা দুষ্কর। ঝক্‌ঝকে অস্বাভাবিক কালো দুটি চোখে, ঘন অবিন্যস্ত কালো চুলে এবং মৌন, নিশ্চল, প্রহেলিকাময় দৃষ্টিতে এই ক্ষুদ্র জীবটি, হয়তো নিশ্চয়ই পথের যে কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। বিশেষ করে ওর চোখের ভাষা যেন আরও বিস্ময়কর। তাতে আছে বুদ্ধির দীপ্তি, সেই সঙ্গে আছে একটা সন্ধানী অবিশ্বাস, এমন কি সন্দেহও। ওর পুরোনো মলিন ফ্রকটি দিনের আলোয় আরও জীর্ণ দেখাচ্ছে। ওকে দেখে মনে হোল ও যেন ভুগছে কোন পুরাতন ক্ষয় রোগে যা ওকে ধীরে ধীরে নির্দয়ভাবে গ্রাস করছে। ওর পাণ্ডুর কৃশ মুখখানি অস্বাভাবিক পীতাভ। তবুও দারিদ্র্য ও অসুস্থতার শত কুৎসিকতা সত্বেও ও বেশ সুন্দরী। ভুরু দুটি টানা টানা, সরু সরু, একটু যেন নীচু, আর নীচু বলেই বোধ হয় বেশী সুন্দর দেখায়। ঠোঁট দুটি নিখুঁত গড়নের, অদ্ভুত এক আত্মাভিমানের বলিষ্ঠ রেখায় রেখায়িত, তবে ফ্যাকাশে ও বর্ণহীন।

'এই যে! আবার এসেছো!' ব'ললাম,—'ভেবেছিলাম তুমি আসবে। ভেতরে এসো!'

ভেতরে এলো, ঠিক আগেকার মতই ধীরে ধীরে চারদিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে। ঘরখানা ভালো করে দেখতে লাগলো। এই ঘরেই ওর দাদামশায় থাকতো। দেখলো নতুন ভাড়াটে এসে এর কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

'নাতনীটি যেন দাদামশায়েরই আর এক সংস্করণ', ভাবলাম। 'এও। তবে পাগল নাকি ?'

তখনও ও নির্ব্বাক। আমিও প্রতীক্ষায় রইলাম।

'বইগুলোর জন্যে !' শেষটায় ফিস্‌ফিস্ করে বললে, চোখ দুটো নামিয়ে।

'ও হ্যাঁ তোমার বইগুলো ; এই যে রয়েছে, নিয়ে যাও ! তোমার জন্যেই ওগুলো রেখেছিলাম।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ও আমার দিকে চেয়ে রইল। মুখে অদ্ভুত একটা বিকৃতি ফুটে উঠলো, যেন এখনই অবিশ্বাসের হাসি হাসবে। কিন্তু হাসির প্রচেষ্টা সরে গিয়ে সেখানে দেখা দিল কঠিন ও প্রহেলিকাময় অভিব্যক্তি।

'দাদু কি আপনার কাছে আমার কথা কিছু বলেছিলেন ?' ও প্রশ্ন করলে, গভীর স্নেহে আমার আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে দেখতে।

'না, তিনি তোমার কথা কিছু বলেন নি, তবে......'

'তবে জানলেন কিসে যে আমি আসবো ? কে আপনাকে বলেছিল ?' চট্ করে জিজ্ঞাসা করলে আমার কথায় বাধা দিয়ে।

'ভেবেছিলাম তোমার দাদু কখনই একা থাকতেন না, এমন নির্ব্বান্ধব ভাবে, অমন বুড়ো মানুষ। ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই কেউ তাঁর দেখাশোনা করতো···এই যে তোমার বই, নিয়ে যাও। একি তোমার পড়ার বই ?'

'না।'

'তবে ওগুলো দিয়ে কি করবে ?'

'দাদু আমায় পড়াতেন যখন তাঁকে দেখতে আসতাম'...

'কেন তবে আসা বন্ধ করছিলে ?'

'শেষের দিকে......আমি আসতাম না। অসুখ করেছিল', বললে, যেন নিজেকে সমর্থন করে।

'তোমার কি থাকবার জায়গা আছে, বাবা-মা আছেন ?'

সহসা ভ্রূকুটি করে আমার দিকে ও চাইলো, অনেকটা যেন ভয় পেয়ে। তারপর দৃষ্টি নামিয়ে, নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে আলগোছে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়েই,—ঠিক যেমন করেছিল আগের দিন। বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে রইলাম, কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে ও স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

'দাদু কিসে মারা গেল ?' হঠাৎ ও জিজ্ঞাসা করলে আমার দিকে একটু ঘুরে, বেরিয়ে যাবার পথে দরজার দিকে মুখ করে, যেমনটি আগের দিন করেছিল আজোরকার কথা জিজ্ঞাসা করার সময়।

ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি সবকথা বলতে লাগলাম। ও চুপ করে শুনতে লাগলো কৌতূহলে, মাথা নীচু করে আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে। এও ওকে জানালাম—মরবার সময় বৃদ্ধ সিক্সথ্ স্ট্রীটের উল্লেখ করেছিল।

'ভেবেছিলাম', বললাম,—'হয়তো তাঁর কোন প্রিয়জন ওখানে থাকে, আর সেই কারণেই আশা করেছিলাম কেউ না কেউ তাঁর খোঁজে আসবে। শেষ মুহূর্তে তোমার কথা যখন মনে হয়েছিল তখন নিশ্চয়ই তিনি তোমায় খুব ভালোবাসতেন।'

'না', খুব অস্পষ্টস্বরে ও বললে, অনেকটা যেন বেহুঁসের মত। 'তিনি আমায় ভালোবাসতেন না।'

অদ্ভুত বিচলিত মনে হোল ওকে। বৃদ্ধের কাহিনী বলতে বলতে ঝুঁকে পড়ে ওর মুখের দিকে চাইলাম। দেখলাম, অনেক চেষ্টা করছে আবেগকে সংযত করতে, যেন ওর অভিমানী মন চায় না যে আমি তা দেখি। ধীরে ধীরে ও ফ্যাকাশে হয়ে পড়লো এবং নীচের ঠোঁট কামড়াতে লাগলো। কিন্তু সবচেয়ে বেশী যা আমার বিস্ময়ের উদ্রেক করলো তা হোল ওর হৃৎপিণ্ডের অদ্ভুত স্পন্দন। ক্রমশঃ তা এত জোরে জোরে হোতে লাগলো যে দু' তিন পা দূর থেকে শোনা যায়, ধমনীর স্ফীতি রোগে যেমন হয়! ভাবলাম কালকের মত হয়তো হঠাৎ কান্নায় ফেটে পড়বে। কিন্তু নিজেকে ও সামলে নিল।

'কোথায় সেই ভারা ?'

'কোন্ ভারা ?'

'যে ভারার নীচে দাদু মারা গিয়েছিলেন।'

'আমি তোমায় দেখাবো……যখন আমরা বেরোবো। কিন্তু বল, ওরা তোমায় কি বলে ডাকে ?'

'প্রয়োজন নেই……'

'প্রয়োজন নেই—কিসের ?'

'থাক্ সে……তাতে কিছু যায় আসে না……ওরা আমায় কিছু বলে

ডাকে না', ঝপ ক'রে বলে ফেললো কথাটা, যেন রেগে, তারপর উপক্রম করলো যাবার। আমি তাকে আটকালাম।

'দাঁড়াও এক মিনিট। কি অদ্ভুত মেয়ে তুমি! আমি তোমায় শুধু সাহায্য ক'রতে চেয়েছিলাম। কাল যখন কোনায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিলে ভারী কষ্ট হোল। আমি তা সইতে পারি না। তাছাড়া, তোমার দাদু আমার কোলেই মারা গেছেন, আর তোমার কথা ভেবেই যে তিনি সিস্মথ্ ষ্ট্রীটের উল্লেখ ক'রেছিলেন তাতে আর সন্দেহ নেই। তাহলে ব'লতে গেলে তিনি তোমায় একরকম আমার হাতেই সঁপে গেছেন। আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখি···ওই যে, ওই বইগুলো তোমার জন্যেই রেখেছি, কিন্তু তুমি এমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াও, যেন আমায় তোমার খুব ভয়। তুমি নিশ্চয়ই খুব গরীব আর অনাথ, হয়তো অপর লোকের সঙ্গে থাকো—তাই না?'

অনেক চেষ্টা ক'রলাম ওর সঙ্গে ভাব করবার, জানি না কিসে ও আমায় এত আকৃষ্ট ক'রেছিল।...ওর প্রতি আমার করুণা ছাড়াও যেন আর কিছু একটা ভাব ছিল। সেটা যে কি—সমস্ত ব্যাপারটার রহস্যময়তা, না স্মিথ আমার মনে যে রেখাপাত ক'রে গেছে তাই, না আমারই মনের অদ্ভুত পরিস্থিতি ব'লতে পারি না; তবে কি যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণে আমায় টানতো ওর প্রতি। যাই হোক আমার কথা ওর অন্তর স্পর্শ ক'রলো। আমার দিকে ও তাকালো অদ্ভুত দৃষ্টিতে, তবে এখন আর তা' কঠিন নয়, কোমল ও সুবিবেচিত। তারপর আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিল, যেন কি চিন্তা ক'রছে।

'এলেনা'—অপ্রত্যাশিতভাবে ও ব'ল্‌লে, খুব নীচু গলায়।

'তোমার নাম তবে এলেনা?'

'হ্যাঁ'···

'আচ্ছা, আবার আসবে আমার কাছে?'

'না, পারি না···জানি না···আসবো.' ফিস্‌ফিস্ ক'রে ব'লে উঠলো যেন ভাবতে ভাবতে, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কোথায় যেন একটা ঘড়ি বেজে উঠ্‌লো।

ও চ'মকে উঠলো। চোখে এক অনির্ব্বচনীয় ব্যথাতুর দৃষ্টি নিয়ে অস্পষ্ট

ধরা গলায় বললে—'ক'টা বাজলো ?'

'নিশ্চয়ই সাড়ে দশটা।'

ভয়ে ও আর্ত্তনাদ ক'রে চলে যাবার উপক্রম ক'রলো। কিন্তু আবারও আমি ওকে পথে আটকালাম।

'এভাবে তোমায় আমি যেতে দেবো না,' বললাম। 'কিসের জন্যে ভয় পাচ্ছো ? দেরী হয়ে গেছে তোমার ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। লুকিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। আমায় যেতে দিন। ও আমায় মারবে,' চেঁচিয়ে উঠলো আমার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে।

'শোন, ছুটে পালিও না। তুমি তো ভাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ডে যাচ্ছো, আমিও যাচ্ছি—থার্টিন্‌থ্ স্ট্রীটে। আমারও দেরী হ'য়ে গেছে। আমি গাড়ী ক'রে যাবো। তুমি আমার সঙ্গে আসবে ? তোমায় নিয়ে যাবো। হাঁটার চেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে পারবে'...

'না, না তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার না, পার না'—চেঁচিয়ে উঠলো আরও আতঙ্কিত হ'য়ে। ওর আস্তানায় আমার যাওয়ার সম্ভাবনার চিন্তায় মুখে ওর রীতিমত ভীতি দেখা দিল।

'কিন্তু ব'লছি তো আমি যাবো থার্টিন্‌থ্ স্ট্রীটে নিজের কাজে। তোমার বাসায় যাচ্ছি না ! তোমায় আমি অনুসরণও ক'রবো না। গাড়ী ক'রে গেলে আমরা তাড়াতাড়ি পৌঁছোবো ! এসো !

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে আমরা নীচে নেমে এলাম প্রথম যেটা নজরে প'ড়লো সেই গাড়ীখানাই ডাকলাম—জীর্ণ একখানা গাড়ী। এলেনার যে খুব তাড়া তা' বুঝলাম, কারণ আমার সঙ্গে গাড়ীতে উঠতে ও রাজী হলো। তবে সবচেয়ে নিরাশার কথা—আমি ওকে প্রশ্ন ক'রতে সাহস পেলাম না। যেই জিজ্ঞাসা ক'রেছি—বাসায় ওর কাকে এত ভয়, ওমনি হাত ছুঁড়ে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে আর কি ! 'রহস্যটা কি ?'—মনে মনে ভাবলাম।

গাড়ীতে ব'সে থাকতে ওর ভারী অসুবিধা হচ্ছিল। এক একবার ঝাঁকি লাগে আর টাল সামলাতে আমার কোট চেপে ধরে বাঁ হাতে—ময়লা ফাটা-ফাটা ছোট্ট হাত। আর একহাতে বইগুলো ধ'রে আছে চেপে। ওগুলো ওর কাছে মহামূল্যবান। টাল সামলাবার সময় ওর পা আমার

নজরে প'ড়লো। বিপুল বিস্ময়ে দেখি পায়ে কোন মোজা নেই, শুধু এক-জোড়া ছেঁড়া জুতো। ভেবেছিলাম কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো না, কিন্তু আর আত্মসম্বরণ ক'রতে পারলাম না।

'বাদলার দিনে ঠাণ্ডায় মোজা ছাড়া কি ক'রে বেরোও ?' প্রশ্ন ক'রলাম। 'তোমার কি মোজা নেই ?'

'না'—সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো।

'বল কি ! নিশ্চয়ই কারও কাছে থাকো—বেরোবার সময় তার কাছ থেকে একজোড়া মোজা ধার নিতে পার না-?'

'খালি পায়েই আমার ভালো লাগে...'

'কিন্তু, অসুখ ক'রবে যে। মারা যাবে যে !'

'মরণই আমার ভাল।'

স্পষ্ট বুঝলাম আমার প্রশ্নে ও রেগে উঠেছে, জবাব দিতে চায় না।

'এই যে ভাখো ! এখানে তোমার দাদু মারা গিয়েছিলেন।' ব'ললাম, যে বাড়ীর নীচে বৃদ্ধ মারা গিয়েছিল সেটা দেখিয়ে।

গভীর একাগ্রতায় ও চেয়ে রইলো সেই দিকে। তারপর হঠাৎ ঘুরে অনুনয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে আমায় ব'ললে : 'দোহাই আপনার, আমার সঙ্গে যাবেন না। তবে আমি আসবো, আবার আসবো ! সুযোগ পেলেই আসবো।

'বেশ। ব'লেইছি তো তোমার সঙ্গে আমি যাব না। কিন্তু কিসের এত ভয় তোমার ? নিশ্চয়ই কিছু কষ্ট আছে। তোমায় দেখে আমার ভারী দুঃখ হয়।'

'কাউকে আমার ভয় নেই,' জবাব দিলে ও, একটু যেন বিরক্তির সুরে।

'কিন্তু এইতো ব'ল্লে—"ও আমায় মারবে"।'

'মারুক !' জবাব দিলে। চোখ দু'টো ওর জ'লে উঠলো। 'মারুক ও, মারুক ও !' বারবার ব'লতে লাগলো তীব্রভাবে। ওপরের ঠোঁটটা কেঁপে উঠলো ঘৃণায় উঁচিয়ে।

শেষটায় আমরা পৌঁছে গেলাম ভ্যাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ডে। সিক্সথ ষ্ট্রীটের মোড়ে ও গাড়ী থামিয়ে লাফিয়ে প'ড়লো, চারদিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে।

'আপনি যান ! আমি আসবো, আসবো আমি,' বারবার ও বল্লে,

দারুণ অস্বস্তিতে, মিনতি ক'রে—যাতে আমি না যাই ওর সঙ্গে। 'চলে যান, তাড়াতাড়ি যান, তাড়াতাড়ি!'

গাড়ী আমার ছেড়ে দিল। কিন্তু বাঁধের ধার দিয়ে কয়েক গজ গিয়েই গাড়ী বিদায় ক'রে দিলাম, সিম্বথ্ ষ্ট্রীটে ফিরে গিয়ে রাস্তা ধ'রে জোরে ছুটতে লাগলাম। ওকে দেখতে পেলাম; তখনও বেশী দূর যায় নি, যদিও হাঁটছিল খুব তাড়াতাড়ি. আর অনবরত চাইছিল আশেপাশে। এমন কি বার দু'য়েক থামলো ভালো ক'রে দেখবার জন্যে—আমি ওর পেছু নিয়েছি কি না। কিন্তু আমি কাছের একটা দরজার আড়ালে লুকিয়ে প'ড়লাম, ও আমায় দেখতে পেল না। এগিয়ে চ'ললো। আমিও অনুসরণ করলাম, রাস্তার অপর পার দিয়ে।

কৌতূহল আমার চরমে পৌঁছেছে। তবে ওর বাসায় ঢোকার ইচ্ছা না থাকলেও মনে মনে ঠিক করলাম ও কোথায় থাকে সেটা দেখে নেবো প্রয়োজনের সময় যাতে অপ্রস্তুত না হয়ে পড়ি। একটা অদ্ভুত পীড়াদায়ক অনুভূতি আমায় পেয়ে বসলো,—কাফিখানায় আজোরকার মৃত্যুর সময় ওর দাদু আমার মধ্যে যে অনুভূতির সঞ্চার করেছিল তার সঙ্গে এর কোন প্রভেদ নেই।

উনিশ

অনেকটা পথ আমরা হাঁটলাম,—লিটল্ এ্যাভেনিউয়ের কাছাকাছি। ও প্রায় ছুটছিলো। শেষে একটা ছোট্ট দোকানে ঢুকলো। আমি দাঁড়ালাম অপেক্ষায়। 'নিশ্চয়ই ওই দোকানে ও থাকে না'—ভাবলাম।

বাস্তবিকই মিনিটখানেক পরে ও বেরুলো—তবে বইগুলো ছাড়া। বইয়েব বদলে হাতে ওর একটা মাটির পাত্র। কিছুদূর এগিয়ে একটা সাধারণ গোছের বাড়ীর দরজায় ঢুকলো। পুরোনো পাথরের বাড়ী, দোতলা, ম্যাড়মেড়ে হ'লদে রঙের, তেমন বড় নয়। একতলার তিনটে জানলার মধ্যে একটায় দেখলাম ছোট্ট একটা লাল রঙের কফিন রয়েছে—ওখানে যে কফিন তৈরীর মিস্ত্রী থাকে তারই চিহ্ন হিসাবে। ওপরতলার জানলাগুলো অত্যন্ত স্বল্পপরিসর, সম্পূর্ণ চতুষ্কোন এবং ময়লা সবুজ রঙের ভাঙা শার্সি আঁটা—তার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক ঝলক গোলাপী সুতীর পর্দা। রাস্তা পার হয়ে বাড়ীটার কাছে গেলাম। দরজার গায়ে লোহার প্লেটের ওপর দেখলাম লেখা রয়েছে—"মাদাম বুবনভ্"।

কিন্তু লেখার পাঠোদ্ধার ক'রেছি কি করি নি হঠাৎ কানে এলো মাদাম বুবনভের উঠোন থেকে মেয়েকণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, আর তার পরপরই তারস্বরে তিরস্কার। গেটের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। ভেতরে কাঠের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে এক স্থূলকায় স্ত্রীলোক, পরনের পোষাক দেখে মনে হয় ঝি, মাথায় রুমাল আর একখানা সবুজ শাল। তার মুখখানা অত্যধিক লাল্চে। কুদি কুদি ফুলো ফুলো রক্তরাঙা চোখ দু'টি ক্রোধে জলন্ত। তাকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় সে পানোন্মত্তা, যদিও তখন সকালবেলা। ব্যাচারা এলেনার ওপর সে চেঁচাচ্ছিলো। মাটির পাত্র হাতে এলেনা দাঁড়িয়ে তার সামনে, পাথরের মত। অপর একজন অসম্বৃতা স্ত্রীলোক মুখে প্রসাধনের রঙ মাখা, সেই লালমুখো স্ত্রীলোকটির পেছন থেকে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে।

একটু পরে নীচের তলার দরজা খুলে আর একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক এ'সে

দাঁড়ালো সিঁড়ির মুখে হয়তো চেঁচামেচিতে আকৃষ্ট হ'য়ে। স্ত্রীলোকটি শিষ্ট ও সুশ্রী এবং পরনে গরীবানী পোষাক। এক তলার অপর বাসিন্দারা—জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধ, আর একটি মেয়ে, আধ-খোলা দরজা দিয়ে চেয়ে দেখছে। একজন লম্বা-চওড়া, মোটাসোটা চাষী শ্রেণীর লোক, হয়তো বাড়ীর দরোয়ান, উঠোনের মাঝখানে হাতে একটা ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রগড় দেখছে।

'হতচ্ছাড়ী পাজী ছুঁড়ি!' চেঁচিয়ে উঠলো স্ত্রীলোকটি, এক নিঃশ্বাসে ভৎর্সনা ভাণ্ডার নিঃশেষ ক'রে, দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন-বিহীন, তবে একটু যেন হাঁপাতে হাঁপাতে। 'এই করেই আমার যত্ন-আত্তির প্রতিদান দিচ্ছিস্, ডাইনী কোথাকার! আনাজ আনতে পাঠিয়েছিলুম, আর ওম্‌নি পালানো! তখনই আমার মন ব'লেছিল, ও পালাবে। আর তাই কিনা ক'রলে! এইতো কাল রাত্তিরে এর জন্ম ওর চুলের মুঠি ধ'রে টেনেছিলুম, আবার আজই কিনা পালালে! বলি কোন চুলোয় যাস্ ছিনালী ক'রতে? কার কাছে যাস্, পোড়ারমুখী? বল্, বল্ হতচ্ছাড়ী, নইলে গলা টিপে মারবো!'

এই ব'লে ক্রুদ্ধা স্ত্রীলোকটি ছুটে গেল ব্যাচারী এলেনার দিকে। কিন্তু নীচের তলার সেই স্ত্রীলোকটি সিঁড়ির মুখে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে হঠাৎ নিজেকে সংযত ক'রে ফেললে। তাকে সম্বোধন ক'রে আরও চেঁচিয়ে ব'লতে লাগলো, হাত নেড়ে, যেন তাকে আহ্বান ক'রছে এই হতচ্ছাড়ীর নিদারুণ অপরাধ দেখবার জন্যে।

'ওর মা এই কাঁটা রেখে গেছে। জানই তো সংসারে ওর কেউ ছিল না। তোমরা ওকে আশ্রয় দিয়েছিলে, কিন্তু তোমরা গরীব, তোমাদেরই খাওয়া জোটে না। তাই ভাবলুম ধর্ম্মের খাতিরে ওই অনাথ মেয়েটাকে আমার নেওয়া উচিত। নিলুমও তাই, কিন্তু শুনলে বিশ্বাস ক'রবে না এই দু'মাস হোল ও রয়েছে, ব'লবো কি আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হাড়মাস খেয়ে তবে ছেড়েছে, ডাইনী শয়তানী কোথাকার! মার ধর মুখে রা কাড়ে না। মুখে যেন দিনরাত জল দিয়ে আছে—এমটি মুখটেপা মেয়ে! যা রাগ হয় ওই মুখবোজা দেখলে! বলি ভেবেছিস্ কি গতরখাকী, মুখপুড়ী? আমি নইলে যে তোকে রাস্তায় না খেয়ে ম'রতে হতো। তোর উচিত আমার পা-ধোয়া জল খাওয়া—আমার জন্যেই বেঁচে আছিস্ হতচ্ছাড়ী!'

'কেন তুমি এত মাথা গরম ক'রছো, এ্যানা ট্রিফোনোভ্‌না? ও আবার

কিসে তোমায় জ্বালালে ?' বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলে অপর স্ত্রীলোকটি, যাকে উদ্দেশ ক'রে কুপিতা ঞ্যান্না ট্রিকোনোভ্না কথা কইছিল।

'আর বলো না, বলো না সে কথা। কেউ আমার অবাধ্য হয় তা' আমি সইতে পারি না! ভালো হোক মন্দ হোক নিজে যা ব'লবো তাই হবে আমি সেই ধরণেরই মানুষ! আজ সকালে ও আমায় জ্বালিয়ে মেরেছে দোকানে পাঠিয়েছিলুম আনাজ আনতে, আর তিন ঘণ্টা বাদে এই এলো। কোথায় ও গিয়েছিল ? বলি কি এমন দরদের মানুষ জুটলো ? যেন আমি ওর কেউ নই। কেন আমি ওর হতভাগী মা'টার চোদ্দ রুবেল দেনা মাপ করি নি, নিজের খরচে তার কবরের ব্যবস্থা করি নি, ওই ডাইনী মেয়েটাকে ঠাঁই দিই নি ? তোমরা তো সব জানো। এত করেও কি ওর ওপর আমার অধিকার হয় নি ? ওর তো জুতো হ'য়ে থাকা উচিত, তা নয় আমার অবাধ্য হওয়া! আমি ওর ভালো ক'রতেই চেয়েছিলুম। ওই পেত্নী মেয়েকে মসলিনের ফ্রক কিনে দিলুম, জুতো কিনে দিলুম, ময়ূরের মত ক'রে সাজালুম—যেন পরব! কিন্তু ব'ললে বিশ্বাস ক'রবে না, দু'দিন না যেতেই জামা ছিঁড়ে ন্যাকড়া ক'রে ছাড়লে! ওই ওর স্বভাব, এমনিই ও করে। ভাবছো কি—ইচ্ছে ক'রে ও ছিঁড়েছে, মিথ্যে ব'লবো না, লোককে দেখাতে যে ওকে আমি ছেঁড়া পরিয়ে রাখি, ভালো কিছু দিই না। তবে এর ফল আমি ওকে দিয়েছিলুম—উত্তম মধ্যম প্রহার! তারপর আবার ডাক্তার ডাকতে হ'য়েছিল—তাঁর ভিজিটও জোগাতে হ'য়েছিল। তোর মত একটা নগণ্য মেয়েকে গলা টিপে মারলে পাপ কিরে! শাস্তি দেবার জন্যে দিলুম মেঝে ঘ'সতে আর গতরখাকী কিনা ঘসছে তো ঘসছেই। দেখে ভারী রাগ হ'ল। ভাবলুম এবার ও আমার কাছে থেকে পালাবে। যেই ভাবা ঠিক তাই,—ঘুরে দেখি ভেগেছে, কালকে। এর জন্যে কি মারটাই না মারলুম—হাতে আমার ব্যথা ধ'রে গেছে জুতো মোজা সব খুলে নিলুম, ভাবলুম—খালি পায়ে হয়তো বেরোবে না। কিন্তু কোথায় কি ? তবু ছুঁড়ি ভাগ্‌লে গা! বলি গেছলি, কোথা ? বল্‌! কার কাছে আমার নামে লাগাচ্ছিলি, বিছুটির বীজ ? কার সঙ্গে গালগল্প হচ্ছিল ? বল্—বুনো, বিদেশী ভূত! বল্!'

ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে সে ছুটে গেল এলেনার দিকে। এলেনা তখন দাঁড়িয়ে ভয়ে পাথর হ'য়ে। ছুটে গিয়ে সে তার চুলের মুঠি ধ'রে টেনে ফেলে দিলে মাটিতে। আনাজ-ভরা মাটির পাত্রটা ছিট্‌কে প'ড়ে ভেঙে গেল। এতে

পানোন্মত্তা কুপিতা সেই স্ত্রীলোকটির রাগ আরও বেড়ে গেল। এলেনাকে সে মারতে লাগলো মুখে মাথায়। এলেনা কিন্তু নির্ব্বাক, অবিচল। কোন শব্দ, কোন কান্না, কোন অভিযোগ বেরোলো না তার মুখ দিয়ে, অত মার খেয়েও।

আমি ছুটে গেলাম উঠোনে, রাগে প্রায় আত্মহারা হ'য়ে। সোজা গেলাম সেই পানোন্মত্তা স্ত্রীলোকটির কাছে।

'কি ক'রছো তুমি? কোন্ সাহসে ওই গরীব অনাথ মেয়েটার সঙ্গে অমন ক'রছো?' প্রতিবাদ ক'রলাম, ক্রুদ্ধা স্ত্রীলোকটির হাত চেপে ধ'রে।

'এর মানে? কে তুমি?' সশব্দে সে ফুঁসিয়ে উঠলো, এলেনাকে ছেড়ে, হাত দু'টো কোমরে রেখে। 'আমার বাড়ীতে তোমার দরকার কি?'

'দরকার তোমায় জানানো—তুমি নিষ্ঠুর মেয়েমানুষ,' ব'ললাম। 'কোন্ সাহসে ওই গরীব মেয়েটার ওপর তম্বি ক'রছো? ও তোমার নয়। শুনলাম ও পালিত, দুঃখী অনাথ মেয়ে।'

'আ ভগবান!' চেঁচিয়ে উঠ্‌লো সে। 'কিন্তু তুমি কে, নাক গলাতে এসেছো? ওর সঙ্গে বুঝি এসেছো? আমি সোজা পুলিশের খোদ কর্ত্তার কাছে যাচ্ছি। এ্যান্ড্রি টিমোফিচ্ নিজে আমায় ভালোবাসেন। তাহলে তোমার কাছেই ও যায়? কে তুমি? অন্যের বাড়ীতে গোলমাল করতে এসেছো? পুলিশ!'

এই ব'লে সে তীরবেগে ছুটে এলো আমার দিকে ঘুঁষি উঁচিয়ে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শোনা গেল এক তীব্র, অমানুষিক আর্ত্তনাদ। চেয়ে দেখলাম। এলেনা দাঁড়িয়েছিল অচৈতন্যের মত,—হঠাৎ অস্বাভাবিক আর্ত্তনাদ ক'রে সশব্দে পড়ে গেল মেঝের ওপর। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রতে লাগলো। মুখটা কুঁচিয়ে উঠ্‌লো। মৃগীতে সে আক্রান্ত হয়েছে। অসম্বৃতা মহিলাটি ও একতলার স্ত্রীলোকটি দু'জনে তাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

'হতচ্ছাড়ী ছুঁড়িটা দম আটকেই ম'রবে!' কুপিতা স্ত্রীলোকটি ব'লে উঠ্‌লো। 'এই নিয়ে এমাসে ও তিনবার ফিট্ হ'ল!···দূর হয়ে যাও, জোচ্চোর কোথাকার!'

এই ব'লে আবার সে আমার দিকে তেড়ে এলো। 'দারোয়ান! দাঁড়িয়ে আছিস্ যে বড়? তোকে মাইনে দেওয়া হয় না?'

'ভাগো, ভাগো এখান থেকে! গাঁট্টা খাবে?' নির্ব্বিকারভাবে দারোয়ান

ব'ললে, যেন ব'লতে হয় তাই। 'দু'জনের বেশী তিন জন হ'লেই ভীড়-ভাট্টা হয়। চটপট কেটে পড় দিকিনি!'

তা' ছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। বেরিয়ে এলাম গেটের কাছে। বুঝলাম আমার প্রতিবাদে কোন ফল হোল না। কিন্তু রাগ তখন আমার চ'ড়ে গেছে। সামনের ফুটপথে দাঁড়িয়ে গেটের ভেতর চেয়ে রইলাম। আমার বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি ওপরে উঠে গেল, দারোয়ানও তার কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে স'রে প'ড়লো। কিছুক্ষণ পরে যে স্ত্রীলোকটি এলেনাকে তুলে নিয়ে যেতে সাহায্য ক'রেছিল সে নেমে এলো একতলায় তার ঘরে যাবার জন্যে। আমায় দেখে সে থমকে দাঁড়ালো এবং কৌতূহলে চেয়ে রইল আমার দিকে। তার শান্ত ও ভালোমানুষের মত মুখ দেখে ভরসা পেলাম আবার ভেতরে ঢুকে তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

'দেখুন, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো' বললাম তাকে, 'আচ্ছা ওই মেয়েটি কে, আর ওই ভয়ঙ্কর স্ত্রীলোকটিই বা ওর সঙ্গে কি করে? ভাববেন না যেন নিছক কৌতূহলের জন্যেই আমি জানতে চাইছি। মেয়েটিকে আমি দেখেছি, আর বিশেষ কোন কারণে আমি ওর বিষয়ে আমি খুব আগ্রহী।'

'ওর ওপর যদি আপনার দরদ থাকে, ওকে আপনার বাড়ী নিয়ে যান, কিম্বা অন্য কোথাও। এখানে রেখে আর ওকে নষ্ট হতে দেবেন না,' এক তলার স্ত্রীলোকটি ব'ললে যেন অনেকটা অনিচ্ছায়, আমার কাছ থেকে স'রে যাবার উপক্রম ক'রে।

'কিন্তু আপনি যদি না বলেন, কি আমি ক'রতে পারি? বললাম তো ওর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। আচ্ছা, উনি বোধ হয় মাদাম বুব্‌নভ্‌—বাড়ীওয়ালী, তাই না।

'হ্যাঁ।'

'ওর খপ্‌পরে মেয়েটি কি ক'রে প'ড়লো? ওর মা কি এখানে মারা গেছলো?'

'তা' আমি বলতে পারি না। তা দিয়ে আমার কি?'

আবার সে যেন চ'লে যেতে চায়।

'দয়া ক'রে একটু উপকার করুন। ব'ললাম তো ওর ব্যাপারে আমার

খুব আগ্রহ আছে। হয়তো আমি কিছু ক'রতেও পারি। মেয়েটি কে? ওর মা কে ছিল? জানেন?'

'ভিন্ দেশের মানুষ ছিল ব'লে মনে হয়। আমাদের সঙ্গে নীচেই থাকতো। রুগ্ন ছিল। মারা গেছলো ক্ষয় রোগে।'

'নীচে থাকতো যখন, তখন নিশ্চয়ই খুব দুঃস্থ ছিল?'

'উঃ! দুঃখের চরম! তার জন্তে আমার ভারী কষ্ট হ'ত। কোন রকমে আমাদের দিন চলতো। পাঁচ মাস আমাদের সঙ্গে ছিল, ছ'রুবেল ধার ক'রেছিল। আমরাই তাকে কবর দিই। আমার স্বামী কফিন তৈরী ক'রে দিয়েছিল।'

'তবে ওই স্ত্রীলোকটি ব'ললে যে সে কবর দিয়েছে?'

'আহা! উনিই যেন দিয়েছে!'

'তার নাম ছিল কি?'

'তা আমি মুখে আনতে পারি না। ভারী খটমট নাম। মনে হয় জার্মান!'

'স্মিথ্?'

'না, তা' ঠিক নয়। যাক্ শেষটায় এ্যানা ট্রিফোনাভ্না মেয়েটার ভার নিলে, ব'ল্লে ওকে ও মানুষ করবে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ঠিক হ'ল না...'

'মনে হয় অন্ত কোন উদ্দেশ্যে ওকে নিয়েছে, নয় কি?'

'ওর মত মেয়েমানুষ সৎ কর্ম্ম করে না।' জবাব দিল স্ত্রীলোকটি, যেন কিছু ভেবে, ব'লবে কি না ব'লবে ইতঃস্তত ক'রে। 'তা দিয়ে আমাদের দরকার কি? আমরা বাইরের লোক।'

'ঢের হয়েছে চুপ কর,' কে যেন ব'লে উঠ্লো আমাদের পেছন থেকে, শুনতে পেলাম।

লোকটি আধা-বয়সী। পরনে পোষাক দেখে মনে হ'ল মিস্ত্রী, স্ত্রীলোকটির স্বামী।

'দেখুন, আপনার সঙ্গে কথা বলার গরজ পড়েনি আমার বো'য়ের। ওটা আমাদের ব্যাপার নয়,' ব'ললে সে আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে। 'তুমি ভেতরে যাও। আচ্ছা, আপনি আসুন। আমরা কফিন তৈরীর ব্যবসা করি।

এ বিষয়ে যদি কোনদিন কোন দরকার পড়ে, খুশি হব···এ ছাড়া অন্য ব্যাপারে আমাদের কিছু বলবার নেই··'

আমি বেরিয়ে এলাম, চিন্তিত ও অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে। কিছুই করতে পারলাম না। তবে বুঝলাম এভাবে ছেড়ে আসা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর। বিশেষ ক'রে কফিন মিস্ত্রীর স্ত্রীর মুখে যেটুকু শুনলাম তাতে আমার ঘৃণা হ'ল। মনে হল—এখানে নিশ্চয়ই কিছু গলদ আছে।

ফিরে আসছি মাথা নীচু ক'রে ভাবতে ভাবতে, হঠাৎ কে যেন চড়াগলায় আমার নাম ধ'রে ডাকলে। চোখ তুলে চাইলাম। দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক মাতাল মদের ঝোঁকে ট'লছে। সাজগোজের পরিপাটি মন্দ নয়, যদিও গায়ে তার ময়লা ওভারকোট আর মাথায় এক তেলচিটে টুপি। মুখখানা ভারী পরিচিত। আর কাছে গিয়ে ভালো ক'রে দেখলাম। আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে সে হেসে উঠ্‌লো ব্যঙ্গ করে।

'কি হে, চিনতে পারছো না আমায়?'

কুড়ি

'আরে! ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ যে!' চেঁচিয়ে উঠলাম, হঠাৎ ওকে চিনতে পেরে। ও আমার স্কুলের পুরোনো সহপাঠী। গ্রামের স্কুলে একসঙ্গে আমরা পড়তাম। 'হ্যাঁ, একেই বলে দর্শন!'

'তা দর্শন বটে! ছ'টি বছর দেখা হয় নি। হয় নি ব'ললে ভুল হয়, দেখা দু'জনের হ'য়েছে তবে আমার ওপর হুজুরের কৃপাদৃষ্টি পড়ে নি। এখন তো আর তুমি যে সে নও, কেষ্ট-বিষ্টু, মানে সাহিত্যের আর কি-হেঁ! হেঁ!...' বলতে বলতে আবার সে হেসে উঠলো বিদ্রূপ ক'রে।

'থাক্ বন্ধু ওসব বাজে কথা ছাড়!' বাধা দিয়ে বললাম। 'কেষ্ট-বিষ্টুরা আমার মত নয়, তা সে সাহিত্যেরই হোক। তাছাড়া, বেশ মনে আছে, এর আগে তোমার সঙ্গে তো বাপু দু'বার আমার রাস্তায় দেখা হয়েছিল। কিন্তু তুমি আমায় এড়িয়ে গেছ্‌লে। আর আমিই বা কেন যেচে তার সঙ্গে দেখা করবো যে আমায় এড়িয়ে যেতে চায়। আমার কি মনে হয় জান? তুমি যদি মাতাল অবস্থায় না থাকতে আজও তুমি আমায় ডাকতে না। সত্যি কি না বল? যাক, আছো কেমন? খুব, খুব খুশি হয়েছি আজ তোমায় দেখে, ম্যাস্‌লোবোয়েভ্।'

'সত্যি? তোমায় আমি বিব্রত করছি না তো আমার...এই অস্বাভাবিক অবস্থায়? তবে সে প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। সেটা তেমন কিছু বড় কথা নয়। তোমার কথা আমার সব সময়ই মনে হয় ভান্না, কি আমুদেই না ছিলে তুমি। মনে আছে একবার তুমি মার খেয়েছিলে আমার জন্যে? অত মার খেয়েও আমার নাম তুমি ফাঁস কর নি। আর আমি কি না কৃতজ্ঞতার বদলে তোমায় ঠাট্টা করেছিলাম এক হপ্তা ভোর। তুমি সত্যিই ভালো মানুষ। ভারী আনন্দ হল তোমায় দেখে! কতকাল যে নিঃসঙ্গ! এক একা হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি—"দিবস হতে নিশি, আঁধার হতে আলো।" তবে পুরনো দিনের স্মৃতি কিন্তু ভুলি নি। ভোলা সহজও নয়। যাক, আজকাল কি করছো?'

'আমি ? আমিও একা একা হাঁপিয়ে উঠছি।'

ও তাকালো আমার দিকে দীর্ঘ দৃষ্টিতে, স্বপ্ন পানোন্মত্ত মানুষের গভীর অনুভূতি নিয়ে। তবে যে কোন সময়েই ও রীতিমত সৎস্বভাবের মানুষ।

'না ভায়া, তোমার অবস্থা আমার মত নয়'—শেষটায় ও বললে বিষাদের সুরে। 'আমি পড়েছি ভায়া, জানো, আমি পড়েছি, পড়েছি···এসো না কিছুক্ষণ গল্প করি। তাড়া আছে তোমার ?'

'হ্যাঁ, তাড়া আছে। সত্যি বলতে কি কোন একটা ব্যাপারে বড় বিব্রত হয়ে আছি। বলছি কি করা যায়। তুমি থাকো কোথায় ?'

'আমি বলছি। তবে সেটা তেমন ভালো হবে না। ব'লবো, কি ভালো হয় ?'

'কী ?'

'ওই যে, দেখছো ?' এই বলে কয়েক গজ দূরে ও আমায় একটা সাইনবোর্ড দেখালে। 'ওটা একটা কাফিখানা। হোটেল গোছের, তবে জায়গাটি ভালো। চমৎকার স্থান, আর ওখানকার ভড্কা—তার আর তুলনা হয় না! খাস কিয়েফের আমদানী, গোটা পথ হেঁটে এসেছে। আমি চেখে দেখছি, বহুবার চেখেছি, জানি ; ওরা আমায় বাজে মাল দিতে সাহস করে না। জানে—আমি ফিলিপ ফিলিপ্পিচ্। আমি ফিলিপ ফিলিপ্পিচ্, জানো ? কিহে, মুখ ব্যাঁকাচ্ছো যে বড় ? না, না, শোন বলি। এখন সোয়া এগারোটা, এই মাত্তর দেখলাম। ঠিক বারোটা বাজতে পঁচিশে তোমায় ছাড়বো। আর সেই ফাঁকে, ভরা পাত্তর মাল টানা যাবে। পুরনো বন্ধুর জন্যে কুড়ি মিনিট—এমন কি! কি বল ?'

'সত্যি যদি কুড়ি মিনিট হয়, আপত্তি নেই। কারণ, আমি খুব ব্যস্ত···'

'আর এও একটা লাভ। বলছি তোমায়। বলতে কি দু'টি কথা : তোমায় তো বন্ধু খুব খোসমেজাজে দেখাচ্ছে না...কিসে যেন কেমন নিভে গেছো, ঠিক বলি নি ?'

'হ্যাঁ—'

'ঠিক ধরেছি বন্ধু। আমি যে ফিজিয়নমি প'ড়বো ঠিক করেছি, ওটা একটা কাজও বটে। যাক্, এসো, একটু গজালি করা যাক। কুড়ি মিনিটের মধ্যে প্রথমেই এক পাত্তর রঙ্দার চালাবো, তারপর ধেনো, ধেনোর পরেই টানবো কড়ামাল, তারপর চলবে সেরামাল, তারপর যা প্রাণ চায়। জান তো দোস্ত, আমি মাল

টানি! কোনো কর্ম্মের নই—ছুটির দিন প্রার্থনার আগে ছাড়া সব সময়ই বুঁদ হয়ে থাকি। তুমি যেমন আছো ভাই তেমনিই থাকো। তবে, মাল যদি টানতে মনটা দরাজ হতো। যাক্ এসো! গল্প-সল্প করা যাক—তারপর আবার দশ বছরের মত ছাড়াছাড়ি। আমি তোমার যোগ্য বন্ধু নই, ভায়া!'

'থাক আর অতো বকো না, এসো। তোমায় কুড়ি মিনিট সময় দিচ্ছি, তারপর আমায় যেতে হবে।'

কাফিখানায় যেতে দু'বাঁক কাঠের সিঁড়ি ভাঙতে হয়—রাস্তা থেকে দোতলা অবধি। সিঁড়িতে হঠাৎ দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমাদের। মদে তারা চুড় হয়ে আছে। আমাদের দেখে তারা টলতে টলতে পাশে স'রে গেল।

তাদের একজন অল্প বয়সী, তরুণ গোছের, মুখের ভাবে অতি নির্ব্বুদ্ধিতার ছাপ। ঈষৎ গোঁপের রেখা দেখা দিয়েছে, দাড়ি নেই। পোষাক-পরিচ্ছদে ফুলবাবুটি, কিন্তু দেখতে হাস্যকর ফোতো কাপ্তেন, যেন অপরের পোষাক পরে এসেছে। আঙুলে গোটাকয়েক আংটি—দামী গোছের দেখতে, টাই বাঁধার পিনটী মূল্যবান, চুলগুলো আঁচড়ানো চূড়ার মত উঁচু ক'রে—আর এইটিই বিশেষ করে ভারী অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। সে খুব হাসছিল। তার সঙ্গীটি স্থূলকায়। আঁটোসাঁটো গড়নের, টেকো, বছর পঞ্চাশেক বয়সের। মুখখানা মাতালের মত ফুলোফুলো, ব্রণ আর মেছেতার দাগওলা, নাকটা বোতামের মত। পোষাকের ততটা পরিপাটি না থাকলেও তারও টাই বাঁধার পিনটি খুব বড়, আর চোখে চশমা। মুখে বিদ্বেষ ও লাম্পট্যের আভাস। হীন, হিংস্র ও সন্দিগ্ধ ছোট ছোট চোখ দু'টি মেদের প্রাচুর্য্যের মাঝে তলিয়ে গেছে, মনে হয় দু'টি ফুটো দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। ওদের দেখে মনে হল দু'জনেই ম্যাস্লোবোয়েভ্‌কে চেনে। কিন্তু মোটা লোকটি আমাদের দেখে বিরক্তিতে ক্ষণিক মুখ বিকৃত করলো, তবে অল্প বয়েসী ছোকরাটি অনুগত মাধুর্য্যের হাসিতে থিতিয়ে পড়লো। এমন কি সে তার টুপিটাও তুললে। তার মাথায় টুপি ছিল।

'মাপ কর, ফিলিপ ফিলিপ্পিচ্,'—বিড়্‌বিড়্ করে সে বললে তার দিকে মিষ্টি করে চেয়ে।

'ব্যাপার কি?'

'মাপ কর বন্ধু—আমি...' (সে তার কলারে টোকা দিলে) 'ভেতরে মিত্রোশ্‌কা রয়েছে। ও ব্যাটা পাষণ্ড।'

'বলি হল কি ?'

সেই রকমই তো মনে হচ্ছে·· কেন, গেল হপ্তায় ও' (এই বলে সে তার সঙ্গীর দিকে মাথা নাড়লে) 'কোথায় যেন এক আড্ডায় গিয়েছিল। ব্যস্ প্রেম-নাকের জলে চোখের জলে—ব্যাটা মিত্রোশ্‌কার জন্যে···হিঃ !'

সঙ্গীটি বিরক্তি সহকারে কনুই দিয়ে তাকে গুঁতো মারলো।

'ফিলিপ্পিচ্, আসবে আমাদের সঙ্গে ? এসো না আধ ডজন সাবাড় করি। পাবো তোমায় ?'

'না বন্ধু, এখন নয়,' জবাব দিলে ম্যাস্‌লোবোয়েভ্—'কাজ আছে।'

'হিঃ ! আমারও একটু কাজ আছে···তোমার বিষয়ে...'আবার তার সঙ্গী কনুইয়ের ঠেলা দিলে।

'পরে হবে ! পরে !'

স্পষ্ট বুঝলাম ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ ওদের এড়িয়ে যেতে চায়। যাই হোক আমরা ভেতরে ঢুকলাম। বাইরের ঘরখানার একদিক বরাবর লম্বা পরিস্কার কাউন্টার, তার ওপর নানা খাদ্যদ্রব্য, বিভিন্ন রঙের মদের পাত্র। ঘরে ঢুকেই ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ আমায় এক কোনে নিয়ে গিয়ে ব'ল্‌লে :

'ওই যে ছোকরাটি দেখলে, ও হলো সিজোব্রিহোভ্, নামজাদা শস্যব্যাপারীর ছেলে। বাপ মরে যেতে পাঁচ লক্ষ রুবেল্ পেয়েছে, দিব্বি প্রেম্‌সে আছে। প্যারিসে গেছ্‌লো, সেখানে দু'হাতে টাকা উড়িয়েছে। হয়তো সবই উড়োতো কিন্তু খুড়ো মারা যেতে আসতে হোল আর এক হরফ ঐশ্বর্য্যের জন্যে। তাই প্যারিস থেকে ফিরে এলো। আর এক বছর না যেতেই ওকে টুপি ঘুরিয়ে ভিক্ষে ক'রতে হবে। বোকার একটা ডিম। যতসব সেরা সেরা হোটেল, রেস্তোরাঁ আর কাফিখানায় ঘুরে বেড়ায়। অভিনেত্রীদের সঙ্গে মেশে। অশ্ববাহিনীতে যোগ দেবার চেষ্টা ক'রছে—কমিশনের জন্যে হালে দরখাস্ত করেছে। আর একজন যে বয়স্থ লোক দেখলে ও হল আরহিপভ্। সেও একরকম ব্যবসায়ী গোছের কিম্বা এজেন্ট। গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টরও কি যেন সব করে। ও একটা পশু, বদমায়েস, আর এখন কিনা খুব বন্ধু হয়েছে সিজোব্রি-হোভের। যেমন বিশ্বাসঘাতক তেমনি জোচ্চোর, দুবার দেউলে হয়েছে। হীন, লম্পট, ইতর—পারে না হেন অকাজ নেই। জানি একবার একটা

ফৌজদারী কেসে জড়িয়ে প'ড়েছিল—কি ক'রে যেন ছাড়া পেয়েছে। ওকে এখানে দেখে এক বিষয়ে আমি খুশি হয়েছি। ওকে খুঁজেছিলাম...এখন অবিশ্যি সিজোব্রিহোভের ঘাড় ভাঙছে। নানান অদ্ভুত গোপন আড্ডার সন্ধান ও জানে, তাইতো ওকে ছোকরাদের এত দরকার। বহুদিন থেকেই ওর ওপর আমার একটা রাগ আছে। মিত্রোশ্কারও ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। ওই যে দেখছো বেপরোয়া লোকটি, ভবঘুরের মত মুখখানা, আঁটাপেটা কোর্ত্তা গায়ে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে—ওই হল মিত্রোশ্কা। ঘোড়ার ব্যবসা আছে ওর, এখানকার অশ্ববাহিনীর সব সৈন্যের সঙ্গেই ওর পরিচয় আছে। বলবো কি এইসান্ ও ধূর্ত্ত, পাজী—তোমার চোখের সামনে জাল নোট তৈরী করে তোমার কাছেই কিনা বেমালুম চালিয়ে দেবে। ও কোর্ত্তা গায়ে দেয়—ভেলভেটের হলেও দেখায় চাষাভুষোর মত। (তবে আমার মনে হয় ওকে বেশ মানায়) কিন্তু ওকে সুন্দর ড্রেসকোট পরাও, কিম্বা ওই ধরনের কোনো পোষাক—পরিয়ে নিয়ে যাও কোন ইংলিশ ক্লাবে, গিয়ে সম্ভ্রান্ত জমিদার—কাউণ্ট বারাবানভ ব'লে পরিচয় করিয়ে দাও—দেখবে ঠিক ও ঘণ্টা দু'য়েকের মত নিজেকে কাউণ্ট ব'লে চালিয়ে দেবে। তাস খেলবে, সকলের সঙ্গে আলাপ ক'রবে কাউণ্টের মত, কেউ ওকে সন্দেহ ক'রতে পারবে না। সবাইকেই ধাপ্পা দেবে, কিন্তু শেষ রক্ষে ক'রতে পারে না। হ্যাঁ, যা ব'লছিলাম,—ওই মোটা লোকটার ওপর মিত্রোশ্কার ভারী রাগ আছে, কারণ এখন ওর বড় টানাটানি যাচ্ছে। আগে সিজোব্রিহোভের সঙ্গে ওর খুব দহরম্-মহরম্ ছিল, কিন্তু ওকে ঠকিয়ে সর্ব্বস্বান্ত করার আগেই মোটাটা সিজোব্রিহোভ্কে ভাঙ্গিয়ে নিয়েছে মিত্রোশ্কার কাছ থেকে। এখন যদি ওদের কাফিখানায় দেখা হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। আমিও কিছু কিছু জানি, ব্যাপারটা আন্দাজও করেছি, নইলে জানবো কিসে যে কোন একটা কুমতলবে ওরা এখানে ঘোরাঘুরি ক'রছে—মিত্রোশ্কা কিংবা ওরা কেউ আমায় তো তা' বলেনি। আর্হিপভের সঙ্গে মিত্রোশ্কার ঝগড়াটা আমি কাজে লাগাতে চাই, তার কারণ আছে, আর ব'লতে কি সেই উদ্দেশ্যেই আমি এখানে এসেছি। মিত্রোশ্কা যেন না দেখতে পায়, ওর দিকে তুমি চেয়ে থেকো না। তবে বাইরে গেলে ও নিশ্চয়ই নিজে আমার কাছে এসে যা যা জানতে চাই সবকিছু ব'লবে···থাক্ সে কথা, এসো ভান্যা

আমরা অন্য ঘরে যাই। এই যে স্টেপান!' ব'ললে সে কাফিখানার বয়কে সম্বোধন ক'রে। 'কি চাই বুঝেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর'।

'বেশ নিয়ে এসো! ঠিক এনো কিন্তু? ব'সো ভান্না। আমার দিকে অমন ক'রে চেয়ে আছো কেন বলতো? অবাক হ'য়ে যাচ্ছো? বিস্ময়ের কিছু নেই। মানুষের জীবনে সব কিছুই সম্ভব, এমন কি যা সে কোনদিন কল্পনাও করেনি···বিশেষ করে তখনকার দিনে যখন···যখন আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়া মুখস্থ ক'রতাম। তবে, ভান্না, একটা জিনিষ কিন্তু খাঁটি: যদিও ম্যাস্লোবোয়েভ্ স'রে গেছে সত্য পথ থেকে তবুও তার অন্তর কিন্তু আজও অপরিবর্ত্তিত, পরিবর্ত্তন হয়েছে শুধু অবস্থার। ময়লায় ডুবে থাকলেও আমি আর কারও চেয়ে বেশী নোংরা নই বন্ধু। ভাবলাম ডাক্তার হবো, প'ড়লাম রাশিয়ান সাহিত্যের শিক্ষক হবার জন্যে, লিখলাম গগোলের ওপর প্রবন্ধ, ভাবলাম সোনার খনিতে যাবো, ইচ্ছে হল বিয়ে করবার। মানুষ চায় জীবনের মধুসঙ্গী,—সে রাজীও হল যদিও আমি এত নিঃস্ব যে এমন কিছু নেই যা দিয়ে একটা বেড়ালকেও আকৃষ্ট করতে পারি। বিয়ের জন্যে একজোড়া ভালো জুতো ধার করতে যাচ্ছিলাম, আমারটা আঠারো মাস হল ছিঁড়ে রয়েছে, বিয়ে কিন্তু আমার হলো না। সে এক মাষ্টারকে বিয়ে ক'রলে, আমি চাকরী নিলাম কেরানীর এক হিসাবের গদিতে, কোন বড় ব্যাপারীর গদি নয়, অতি সাধারণ একটা গদি। কিন্তু তারপর সুরের হ'ল পরিবর্ত্তন, গড়িয়ে গেল বছরের পর বছর। আর আজ চাকরী না করলেও দিন কাটাবার মত কামাই আমি করি। নির্দ্দয়ের মত ঘুষ নিই, তবুও সত্যের খাতিরে আমি অবিচল। চোরকে বলি চুরি ক'রতে গৃহস্থকে বলি জেগে থাকতে। আমার নিজের কতক-গুলো নীতি আছে। আমি জানি—একার কোন কর্ম্ম নয়, তবু নিজের কাজ ঠিক ক'রে যাই। আমার কাজ প্রধানতঃ গোপন ধরণের, বুঝেছো কিনা?'

'তবে কি তুমি ডিটেক্টিভ?'

'না, ঠিক ডিটেক্‌টিভ নই, তবে কাজ নিই কিছুটা পেশাদার হিসাবে, কিছুটা নিজের জন্যেও। এইভাবে আর কি: আমি মদ খাই, তবে মাতাল হই না, জানি আমার সামনে কি আছে। সময় চলে যায়, কয়লা ধুয়ে আর

সাদা হয় না। তবে একটা কথা আমি ব'লবো ভায়া, আজ যদি আমার ভেতরের মানুষটার সাড়া না পেতাম তবে তোমার কাছে আজও আমি আসতাম না। তুমি ঠিক ব'লেছো, আগে তোমায় আমি দেখেছি, বহুবার ইচ্ছেও হয়েছে কথা বলার কিন্তু সাহস করিনি, সরে গেছি। আমি তোমার যোগ্য নই। তুমি ঠিকই ধ'রেছো ভায়া—আজ মাতাল ছিলাম ব'লেই তোমার সঙ্গে কথা কইলাম। যাক্, ওসব নোংরা কথা শেষ ক'রে দাও। তোমার বিষয় বল। আমি পড়েছি বন্ধু। ভালো করে পড়েছি! তোমার প্রথম সৃষ্টির কথা ব'লছি। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে আমিও ভালো হ'য়ে গেছি, প্রায় একজন সম্মানিত মানুষ হ'য়ে গেছি। কিন্তু না, ভেবে দেখলাম—খারাপ, নিন্দনীয় মানুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর তাই হয়েছি…'

আরও অনেক কথাই ও ব'ললে। অনেক, অনেক মদ খেলো। মদের ঝোঁকে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয়ে প'ড়লো, চোখে তার জল দেখা দিল। চিরকালই ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ চমৎকার মানুষ, তবে ধূর্ত্ত, আর যেন অকাল-পক্ক। ছোটবেলা থেকেই ও বেশ চালাক-চতুর নিপুণ, ও কৌশলী। তবে মনটা ওর সত্যিই ভালো। কিন্তু আজ ও মনুষত্বহীন। এমন অনেক মানুষই আছে। প্রায়ই এদের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে, কিন্তু সব কিছুই যেন এদের মধ্যে বিশৃঙ্খল। আর সবচেয়ে বড় কথা—অনেক ক্ষেত্রে এরা দুর্ব্বলতার দরুন নিজেদের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে, আর শুধু উচ্ছন্নেই যায় না, আগেভাগে টেরও পায় যে ধ্বংসের পথে চ'লেছে। ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ যেমন ডুবে যাচ্ছে মদের মধ্যে।

'আর একটা কথা, বন্ধু,' সে ব'লে চ'ললো। 'আমি শুনেছি প্রথম দিকে তোমার খ্যাতির খুব একটা সারা প'ড়ে গেছলো। পরে তোমার সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা প'ড়েছি। (সত্যিই প'ড়েছি,—তুমি হয়তো ভাবছো আমি কখনও কিছু পড়ি না) তারপর তোমায় আমি দেখেছি নোংরা বুট পায়ে, জলকাদায় চামড়ার কোন পট্টি নেই জুতোয়, মাথায় ছেঁড়া টুপি,—দেখেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছি। আজকাল বুঝি সাংবাদিক হতে চ'লেছো, তাই না?'

'হ্যাঁ'—

'পেশাদার সাহিত্যিকদের দলে ভিড়েছো বুঝি?'

'হ্যাঁ, ওই রকমই—'

'তা যদি হয়, শোন বলি বন্ধু: মদ ধর। এই ত্যাখো আমি মদ খাই, —খেয়ে টান হ'য়ে শুয়ে পড়ি শোফায় (স্প্রিং লাগানো চমৎকার একটা একটা শোফা আছে আমার)—শুয়ে নিজেকে ভাবি হোমার, কিংবা দান্তে কিংবা কোন ফেডারিক বারবারোসা—যা খুশি তাই কল্পনা করি নিজেকে। কিন্তু তুমি তো বন্ধু পার না। কারণ, প্রথমতঃ তুমি হতে চাও তোমারই মত, মৌলিক, আর দ্বিতীয়তঃ রঙীন কল্পনা তোমাদের নিষিদ্ধ—তোমরা যে পেশাদার সাহিত্যিক। আমার আছে কল্পনা, তোমার বাস্তববোধ, আচ্ছা, খুলে বলতো ভায়ের মত (যদি না বল দুঃখ পাবো—রাগারাগি হ'য়ে যাবে দশ বছরের মত)—তোমার টাকার দরকার হয় না? আমার প্রচুর আছে। আঃ, মুখ বেঁকিও না! আমাব কাছ থেকে কিছু নাও, নিয়ে ধারধোর শোধ ক'রে ঝাড়া-ঝাপ্‌টা হও। তারপর এক বছরের মত রেস্তো নিয়ে গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে যাও নিজের সাধনায়, একখানা বিরাট বই লিখে ফেল—কি বল?'

'শোন ম্যাস্‌লোবোয়েভ্! ভায়ের মত তুমি যা ব'ললে তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু এখন কিছু ব'লতে পারছি না, কারণ—সে এক দীর্ঘ কাহিনী। ব্যাপার আছে, তবে কথা দিচ্ছি পরে তোমায় সব ব'লবো, ভায়ের মত। তোমার প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ। কথা দিচ্ছি ঠিক তোমার সঙ্গে দেখা ক'রবো, প্রায়ই তোমার কাছে আসবো। তবে যা ব'লতে চাই শোন: তুমি যখন সব খুলে ব'ললে, ঠিক ক'রেছি তোমার পরামর্শ নেবো, বিশেষ ক'রে এ সব বিষয়ে তুমি একজন পাকা লোক।'

আমি তাকে স্মিথের কাহিনী সব ব'ললাম, তার নাত্‌নীর কথা, কাফি-খানার ঘটনা থেকে সুরু ক'রে। কিন্তু ভারী আশ্চর্য্য—ব'লতে বলতে ওর চোখ দেখে মনে হলো ও যেন এ কাহিনীর কিছু কিছু জানে। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'না, ঠিক জানি না'—ও বললে, 'তবে স্মিথের বিষয়ে কিছুটা শুনেছি—কাফিখানায় এক বুড়োর মরার ব্যাপার। কিন্তু মাদাম বুবনভ সম্বন্ধে কিছু-কিঞ্চিৎ জানি বটে। এইতো মাস দু'য়েক আগে ওই মেয়েলোকটির কাছ

থেকে কিছু টাকা মেরেছি—শ'খানেক রুব্‌ল্। ভেবেছিলুম আরও শ'পাঁচেক মারবো। ভারী নোংরা মেয়েমানুষ! নানান অকথ্য ব্যবসা করে বেড়ায়। তাতে কিছু নয়, তবে অনেক সময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। ভেবো না আমি কিছু একটা ডন জুইন্‌স্লোট্। তবে কথা কি এ থেকে কিছু সুবিধে করতে পারি, আর এই আধ ঘণ্টা আগে সিভোত্রিহোভকে যখন দেখলুম আনন্দ হোল। সিভোত্রিহোভ্‌কে এখানে এনেছে ওই ব্যাটা মোটাটা। মোটার ব্যবসা আমি জানি, ব্যাপারও বুঝেছি·· আচ্ছা, ওকে একবার দেখে নেবো! মেয়েটির কথা শুনে ভালোই হোল,—আর একটা সন্ধান পেয়ে গেলুম। নানান ধরণের গোপন কাজ আমি হাতে নিই, বহুৎ অদ্ভুত অদ্ভুত লোকের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। এইতো বেশী দিন নয়, এক প্রিন্সের ছোট-খাটো একটা ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান করলুম। কেউ ভাবতেই পারবে না প্রিন্সের ওসব হোতে পারে! শুনবে আর একটা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ঘটনা? এসো না বন্ধু একদিন—এইসান্ কড়া কড়া কাহিনীর খোরাক দেবো যে লিখলে লোকে স্রেফ্ বোমকে যাবে···'

'আচ্ছা, সে প্রিন্সের নাম কি?' জিজ্ঞাসা ক'রলাম, মনে একটা কিসের পূর্ব্বাভাষ নিয়ে।

'বলি জানতে চাইছ কেন হে? আচ্ছা বলছি—ভাল্‌কোভস্কি—'

'পিটর?'

'হ্যাঁ। তুমি তাকে চেনো?'

'চিনি, তবে ভালো ক'রে নয়। তোমার কাছে এসে ভদ্রলোক সম্বন্ধে ভালো ক'রে শুনবো'—ব'ললাম, উঠে প'ড়ে। 'তুমি আমার কৌতূহল বাড়ালে।'

'এসো বন্ধু, যত খুশি এসো। মজার মজার গল্প শোনাব, তবে সীমা রেখে, বুঝেছো কিনা? নইলে বাহাদুরী আর মান-ইজ্জৎ যায়, ব্যবসার মহলে, তার মানে—সবেতেই।'

'বেশ, ইজ্জৎ বজায় রেখেই হবে।'

আমি খুব চঞ্চল হ'য়ে প'ড়েছিলাম। ও তা' লক্ষ্য ক'রেছে।

'আচ্ছা, আমি যে ঘটনা ব'ললাম, কি মনে হয় তোমার? ভেবেছো কিছু?'

'তোমার কাহিনী? দাঁড়াও, দু'মিনিট। পয়সাটা দিই।'

পয়সা দিতে ও চলে গেল কাউণ্টারে। সেখানে, যেন হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল এইভাবে গিয়ে দাঁড়ালো সেই কোর্ত্তাগায়ে যুবকটির পাশে, যাকে ও অনাড়ম্বরভাবে মিত্রোশ্‌কা নামে অভিহিত ক'রেছে। আমার মনে হোল ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ আমার কাছে যতটা ব'ললে তার চেয়ে ভালো ক'রে ওকে চেনে। যাই হোক, পরিষ্কার বোঝা গেল এটা ওদের প্রথম দর্শন নয়।

মিত্রোশ্‌কার চেহারায় মৌলিকত্ব আছে। আস্তিনবিহীন কোর্ত্তায় আর লাল সার্টে, ধারালো অথচ সুশ্রী গড়নে, তারুণ্যের আভাষে, কালচে মুখাবয়বে, সাহসদীপ্ত চকচকে চোখ দু'টোয় ও কৌতুহলের সৃষ্টি করে। ওর হাবভাবে বেশ একটা নিরুদ্বেগ বেপরোয়া ভাব, অথচ তখন মনে হচ্ছিল নিজেকে ও সংযত ক'রছে, চেষ্টা করছে ফুটিয়ে তুলতে ব্যবসায়ী-সুলভ স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য।

'শোন ভায়া,' ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ ব'ললে, আমার কাছে ফিরে এসে,—'আজ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রো, হয়তো কিছু ব'লতে পারবো। বুঝতেই পারো, একা আমি কোন কর্ম্মের নই। আগে ছিলাম, আজকাল মাতাল হ'য়ে অচল হ'য়ে প'ড়েছি। তবে পূর্ব্বের সব যোগাযোগ বজায় রেখেছি, কিছু হয়তো বার ক'রতে পারবো। চালাক লোকের গন্ধে গন্ধে বেড়াই,—এই ক'রেই চালিয়ে আসছি। যখন সুস্থ থাকি, মানে আর কি যখন মদ খাই না, নিজেও কিছু কিছু করি, বন্ধুদের সাহায্যও নিই···বিশেষ ক'রে তদন্তের ব্যাপারে...তবে তা এখানেও নয় ওখানেও নয়, যাক্‌—এই আমার ঠিকানা, সেস্‌টিলাভোচ্‌নি ষ্ট্রীটে। তবে বন্ধু, এখন আমি অনেক দূর নেমে গেছি। আর এক বোতল গিল্‌বো, তারপর বাড়ী। গিয়ে কিছুক্ষণ সটান গড়াগড়ি। যদি আসো, অ্যালেক্‌জান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌নার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। সময় থাকলে কবিতা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

'আর সেটা নিয়েও,'—

'বেশ, সেটাও হবে'—

'আসবো হয়তো। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই...'

একুশ

এ্যানা এ্যান্‌দ্রিয়েভ্‌না বহুক্ষণ আমার অপেক্ষায় ছিলেন। গতকাল নাটাশার চিঠি সম্বন্ধে যা ব'লেছিলাম তাতে তাঁর উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। আজ তাই খুব সকালে আমায় আশা ক'রেছিলেন, দেরী হলেও অন্ততঃ দশটার মধ্যে। কিন্তু তা' না ক'রে বেলা দুটোর সময় সময় যখন গিয়ে হাজির হলাম তখন ব্যাচারীর উদ্বেগ চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি চেয়েছিলেন আমি এলে আমায় বলবেন তাঁর নতুন আশার কথা যা কাল তাঁর মনে উদ্রেক হয়েছে, ব'লবেন নিকোলাইয়ের কথা, যিনি সেদিন থেকে মনোবেদনায় ভুগছেন, বিমর্ষ হ'য়ে রয়েছেন, অথচ তাঁর প্রতি যেন বিশেষ নরম হ'য়ে পড়েছেন। কিন্তু আমি যখন গেলাম মোটেই তিনি উৎসাহ প্রকাশ করলেন না, একটিও কথা কইলেন না, আগ্রহের কোন লক্ষণই দেখালেন না,—যেন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা ক'রবেন কেন আমি এসেছি, কেনই বা রোজ রোজ আসি। বেশ বুঝলাম দেরী ক'রে আসায় তিনি খুব রেগেছেন। কিন্তু আমারও তাড়া ছিল, তাই আর বিলম্ব না ক'রে গত রাত্রে নাটাশার ওখানে যা যা ঘটেছিল সবই তাঁকে ব'ললাম। যেই তিনি শুনলেন প্রিন্স নিজে কাল নাটাশার কাছে এসেছিলেন এবং খুব ভালো ব্যবহার ক'রে গেছেন ওম্‌নি মুহূর্তে উবে গেল তাঁর উদাসীনতার ভাণ। ব'লে বোঝাতে পারি না সে কি তাঁর আনন্দ। মনে হ'ল আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে প'ড়লেন। চোখের জল ফেললেন, ঠাকুরের কাছে নতজানু হ'য়ে ক্রশ চিহ্ন আঁকলেন, আমায় জড়িয়ে ধরলেন। তখনই ছুটে গিয়ে নিকোলাইকে তাঁর সুখের সংবাদ দেন আর কি!

'এতদিনে ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছে! এই সব অপমান আর লাঞ্ছনায় ওঁর আর মনস্তাপের শেষ নেই! তাই তো অসুখে প'ড়েছেন! যেই শুনবেন নাটাশার সঙ্গে সব মিটমাট হ'য়ে গেছে ওম্‌নি উনি সব ভুলে যাবেন।'

অনেক ক'রে এ্যানাকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রলাম। পঁচিশ বছর ঘর ক'রলেও

তিনি তাঁর স্বামীকে চেনেন না। অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়লেন আমাকে নিয়ে তখনই নাটাশার ওখানে যাবার জন্যে। বুঝিয়ে ব'ললাম এতে যে শুধু নিকোলাইই চ'টে যাবেন তাই নয়, আমরা গেলে হয়তো সমস্ত ব্যাপারটা পণ্ড হ'য়ে যাবে। যাই হোক বহু কষ্টে তাঁকে বোঝানো গেল কিন্তু তিনি আরও আধ ঘণ্টা আটকে রাখলেন বক্‌বক্ ক'রে।

'কার কাছে এখানে প'ড়ে থাকবো?' বললেন—'একা বসে থাকবো চার দেয়ালের মাঝে মনে এতখানি আনন্দ নিয়ে?'

শেষটায় তাঁর কাছ থেকে ছাড়া পেলাম এই ব'লে যে নাটাশা নিশ্চয়ই আমার পথ চেয়ে ব'সে আছে। যাবার সময় তিনি বারকয়েক ক্রশ আঁকলেন রাস্তায় যাতে আমার কোন বিপদ না হয়, নাটাশাকে বিশেষ আশীর্বাদ জানালেন। আর যখন আমি তাঁকে ব'ললাম যে আজ যদি তেমন কোন খবর না থাকে তাহলে আর সন্ধ্যায় আসবো না তখন তাঁর চোখে প্রায় জল এসে প'ড়ল। আজ আর নিকোলাইয়ের সঙ্গে দেখা হোল না। কাল সারারাত জেগে ছিলেন, ঠাণ্ডা লেগেছে, মাথা ধ'রেছে। প'ড়বার ঘরে তিনি ঘুমোচ্ছেন।

নাটাশাও সারা সকাল আমার অপেক্ষায় ছিল। যখন গেলাম তখন রোজকার মতই ঘরে পায়চারী ক'রছিল গভীর চিন্তায় হাত দু'টি একত্র ক'রে। আজও ভুলি নি সে দৃশ্য। যখনই ওর কথা মনে হয় কল্পনায় দেখি ও যেন একা ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরে লক্ষ্যহীনভাবে। রয়েছে প্রতীক্ষায় হাত দু'টি জোড় ক'রে, অধোনয়নে, স্বপ্নাতুরা, সঙ্গীহীনা।

পায়চারী ক'রতে ক'রতেই নাটাশা আমায় জিজ্ঞাসা করলে নীচুগলায় কেন এত দেরী হোল। সংক্ষেপে সব ঘটনা তাকে বললাম, কিন্তু শুনলো ব'লে মনে হলো না। কিসে যেন খুব উদ্বিগ্ন রয়েছে দেখলাম।

'নতুন কোন খবর আছে?' জিজ্ঞাসা ক'রলাম।

'না, নতুন কিছু নেই'—জবাব দিল ও। কিন্তু তখনই ওর মুখ দেখে বুঝলাম যে নতুন কিছু নিশ্চয়ই আছে, আর তা জানানোর জন্যেই আমার অপেক্ষায় ও ছিল, আর নিজেই সে তা' ব'লবে, তবে এখনই নয় যখন যাবো, যেমন ও রোজ করে।

এই আমাদের নিয়ম। এতে আমি অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি, তাই প্রতীক্ষায় রইলাম।

অবশ্য কথাবার্ত্তা সুরু হোল গত সন্ধ্যার ব্যাপার নিয়ে। ভারী আশ্চর্য্য লাগলো একটা বিষয়ে: প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি সম্বন্ধে দু'জনেই আমরা এক মত। দেখলাম নাটাশা ওঁকে রীতিমত ঘৃণা করে, ঘৃণা করে আগের চেয়ে আরও বেশী। যখন তাঁর আগমন নিয়ে দু'জনে আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা ক'রছিলাম হঠাৎ নাটাশা ব'লে উঠ্‌লো:

'ছাখো ভান্না, এই রকমই হয় মানুষের। ভালো না বাসাই ভালো-বাসার যথার্থ লক্ষণ। প্রথম যা বিদ্বেষ পরে তাই ভালোবাসা হ'য়ে দেখা দেয়। আমারও তাই হয়েছে সব সময়।'

'তাই হোক, নাটাশা। আমারও তাই মনে হয়, হয়তো তা'ই ঠিক। অনেক ভেবেছি এ নিয়ে। ভেবে দেখলাম—প্রিন্স যে তোমাদের বিয়েতে মত দিয়েছেন তাতে আন্তরিকতা রয়েছে, আগ্রহও তাঁর আছে।'

নাটাশা দাঁড়িয়ে প'ড়লো ঘরের মাঝখানে, স্থির হ'য়ে চেয়ে রইলো আমার দিকে গভীরভাবে। সারা মুখখানা তার বদলে গেল। ঠোঁট দু'টি একটু কেঁপে উঠলো।

'কিন্তু কি ক'রে তিনি এমন একটা ব্যাপারে প্রতারণা ক'রতে পারেন...... মিথ্যে ব'লতে পারেন?'

'না, না, তা' নয় তা' নয়!' তাড়াতাড়ি বললাম সায় দিয়ে। 'মিথ্যে তিনি বলেন নি নিশ্চয়ই। তেমন কথা ভাববার প্রয়োজন নেই, ছুতোও নেই। তাছাড়া আমি কি এতই হেয় যে ওভাবে তিনি আমায় বিদ্রূপ ক'রবেন? কোন মানুষ কি পারে এমন অপমান করতে?'

'না, না, তা কি পারে।' ব'ললাম সায় দিয়ে নিজের মনে। 'হায় নাটাশা। তুমি শুধু ওই কথাই ভাবছো। আমার চেয়ে তোমার সন্দেহই বেশী!'

'কত ভাবছি তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন তিনি।' ব'ললে ও। 'বলেছেন সারা সন্ধ্যা কাটাবেন আমার সঙ্গে আর তারপর......নিশ্চয়ই খুব জরুরী দরকার, তাই সব ছেড়েছুড়ে চ'লে গেলেন। জানো ভান্না দরকারটা কি শুনেছো কিছু?'

'ভগবান জানেন। টাকাই ওঁর কাছে সব। শুনলাম পিটার্সবুর্গে নাকি কিসের একটা কনট্রাক্টে শেয়ার কিনছেন। ব্যবসা-ট্যাবসা আমরা বুঝি না নাটাশা।'

'না, বুঝি না বটে। এ্যালোশা কাল একটা চিঠির কথা ব'লছিল।'

'তাই নাকি? এ্যালোশা এসেছিল?'

'হ্যাঁ'—

'সকালে?'

'বারোটায়। বড় বেলা অবধি ও ঘুমোয়। কিছুক্ষণ ছিল। আমিই ওকে পাঠালাম ক্যাটারিনা ফিয়োডোরোভ্‌নার কাছে। ঠিক করি নি ভান্যা?'

'কেন, ও নিজে যেতে চায় নি?'

'হ্যাঁ, চেয়েছিল'।

আরও যেন, কি ব'লতে যাচ্ছিল হঠাৎ নিজেকে সংযত করে নিল, আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম। মুখখানা ওর ভারী বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। হয়তো ওকে প্রশ্ন ক'রতাম, কিন্তু করলাম না। জানি, অনেক সময় ও প্রশ্ন করা পছন্দ করে না।

'অদ্ভুত মানুষ এই এ্যালোশা!' ব'ললে শেষটায় ঈষৎ মুখটা বেঁকিয়ে, আমার দিকে না তাকাবার চেষ্টা ক'রে।

'কেন? কিছু হয়েছে?'

'না, এমনি ব'লছিলাম······তবুও ও প্রিয় ...কিন্তু এবই মধ্যে······'

'ওর সমস্ত ভাবনা চিন্তা এখন দূর হয়ে গেল,' ব'ল্‌লাম।

নাটাশা তাকালে আমার দিকে একাগ্রভাবে, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে, হয়তো ভাবলে ব'লবে—'আগেও ওর ভাবনা চিন্তা ছিল না,'—কিন্তু ব'ললে না। ব'ললে না এই ভেবে যে আমার কথাগুলোর মধ্যেই রয়ে গেছে ওর ভাবনার জবাব। একটু যেন বিরক্তি প্রকাশ ক'রলে।

কিন্তু মুহূর্ত্তেই আবার সেভাব কেটে গিয়ে বেশ আন্তরিক হ'য়ে উঠ্‌লো। এবার ও অসাধারণ নরম হ'য়ে প'ড়লো। এক ঘণ্টারও বেশী ওর সঙ্গে কাটালাম। বড় উদ্বিগ্ন ছিল ও। প্রিন্স ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। ওর কয়েকটা প্রশ্ন থেকে লক্ষ্য ক'রলাম ও খুব ব্যাকুল হয়েছে জানতে প্রিন্স ওকে দেখে কি ভেবেছেন। ওর ব্যবহার কি সঙ্গত হয় নি? ওর আনন্দ কি বড় বেশী প্রকাশ ক'রে ফেলেছে? খুব বেশী রাগ না আপোষের মনোভাব দেখিয়েছে? কিছু ভাবেন নি তো? বিদ্রূপ করেন নি তো ওকে! ঘৃণা করেন নি তো!... ...গাল দু'টো ওর জ্বলে উঠ্‌লো আগুনের মত এসব কথা চিন্তা ক'রে।

'ওঁর মত বদ মানুষ কি ভাবলো না ভাবলো তা নিয়ে অত উতলা হচ্ছো কেন?' বললাম।

'কেন, উনি কি খারাপ?' প্রশ্ন করলে ও।

সরল ও নির্মল অন্তঃকরণের হলেও নাটাশা সন্দিগ্ধ-চিত্তের। ওর সন্দেহ অকারণ নয়। অহঙ্কার ওর আছে, ও সইতে পারেনা—যা ও দেখে সবকিছুর ওপর তাই কিনা হাস্যাস্পদ করে দেবে ওরই সামনে! অবশ্য, অপমান ও পেতে পারে একজন হীন মানুষের কাছ থেকে তবুও যা পবিত্র বলে জানে তার অবমাননায় মনে ওর ব্যথা লাগে, যেই করুক না কেন সে অপমান। এটা ওর দৃঢ়তার অভাবের জন্যে নয়। এটা হয়েছে কতকাংশে সংসার সম্পর্কে অতি সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের জন্যে, মানুষ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার দরুন, আরও হয়েছে নিজের জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মাঝে আবদ্ধ থেকে। সারা জীবন ও কাটিয়েছে নিজের ছোট্ট গৃহকোণে, কখনও তা' ছেড়ে আসেনি বাইরে। তার ওপর পেয়েছে বাপের ভালোমানুষী স্বভাব—সব মানুষকেই ভালো ক'রে দেখার, হাজার খারাপ হোলেও ভালো ব'লে ভাবার, তাদের মধ্যে সবকিছুকেই ভালো ব'লে কল্পনা করার। এইসব মানুষের পরে যখন ভুল ভাঙে তখন প্রচণ্ড আঘাত পায়, আর সে আঘাত প্রচণ্ডতম হয়ে ওঠে যদি বোঝে যে তার জন্যে দায়ী সে নিজে। যা সম্ভব তার চেয়ে কেন বেশী আশা করা? এমনি ধারা আশাভঙ্গ এইসব মানুষের ভাগ্যে নিয়তই রয়েছে। এদের পক্ষে ভালো নিজের গৃহকোণে শান্তিতে থাকা, বিস্তীর্ণ সংসারের মাঝে না আসা। আমি দেখেছি, আসলে এরা এত ভালোবাসে এদের সেই গণ্ডীকে যে ধীরে ধীরে এরা সন্দিগ্ধ ও অসামাজিক হ'য়ে পড়ে। তবে নাটাশা অনেক বিপর্য্যয় সয়েছে, অনেক দুঃখ ভোগ ক'রেছে। ও এখন সংসারের বিদগ্ধ জীব, ওকে আর দোষ দেওয়া যায় না, যদি অবশ্য যা ব'ললাম তাতে ওকে দোষ দিয়ে থাকি।

কিন্তু আমার খুব তাড়া ছিল তাই উঠে প'ড়লাম যাবার জন্যে। অবাক হ'য়ে ও প্রায় কেঁদে ফেল্‌লো আমি যাচ্ছি ব'লে, যদিও যতক্ষণ ছিলাম আমার ওপর বিশেষ কোন অনুরাগ ও দেখায় নি। বরং উল্টো,—রোজকার চেয়ে আজ যেন আমার প্রতি ওকে বেশী উৎসাহহীন মনে হোল। গভীর আবেগে ও আমায় চুমু খেল, চেয়ে রইলো মুখের দিকে অনেকক্ষণ।

'শোন ভান্যা'—ব'ল্‌লে। 'আজ সকালে এ্যালোশাকে ভারী অসঙ্গত মনে হোল, আমাকে অবাক ক'রে দিয়েছে। দেখে মনে হোল খুব হাসি-খুশি ভাব, এলো যেন প্রজাপতিটি সেজে, ফুলবাবু—আর বারেবারে আয়নায় গিয়ে সাজগোজ

ক'রতে লাগলো। আজ তেমন আদব-কায়দার আড়ষ্টতা দেখলাম না......হ্যাঁ তবে বেশীক্ষণ ছিল না। জানো, আমার জন্যে ও মিষ্টি এনেছিল ?'

'মিষ্টি ? ভারী মজা তো ! বেশ আছ তোমরা যুগলে ! দু'জনেই দুজনের ওপর গোয়েন্দাগিরী কর, মুখ দেখে ভেতরের কথা বোঝবার চেষ্টা কর। (অথচ বোঝ না কিছুই) ও আজ মোটেই বদলায় নি। যেমন ছিল তেমনি ফুর্ত্তিবাজ ছেলেমানুষই আছে। তবে তুমি, তুমি !'

যখনই নাটাশা তার গলার স্বর বদলে আমার কাছে আসতো এ্যালোশার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে, কিম্বা কোন জটিল সমস্যার সমাধান চাইতে কিম্বা আমায় কোন গোপন কথা ব'লতে—এই ভেবে যে আধখানা কথা শুনেই আমি বুঝে নেবো ওকে—বেশ মনে আছে, তখনই ও হাসতো আমার দিকে চেয়ে, যেন মিনতি ক'রত, এমন একটা জবাব দিই যাতে ও খুশি হয় তক্ষুনি। আর এও মনে আছে, এমন সব মুহূর্ত্তে আমি আমার কণ্ঠস্বর এত রূঢ় ও কর্কশ করতাম যেন কাউকে গাল দিচ্ছি, আর সে ভাব আমার এসে প'ড়তো সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে। ফল তার ভালই হত। আমার সে কাঠিন্য ও রূঢ়তার প্রয়োজন ছিল। তাতে যেন অভিভাবকত্ব ফুটে উঠতো বেশী ক'রে, আর অনেক সময় মানুষের অদম্য স্পৃহা জাগে তিরস্কৃত হবার। নাটাশাও এ থেকে অনেক সময় সান্ত্বনা পেতো।

'না ভান্না,' ও ব'লতে লাগলো, একখানি হাত আমার কাঁধে রেখে, আর একহাতে আমার হাত চেপে ধ'রে, আমার চোখে চোখ রেখে,—'মনে হল ও ভারী নির্ব্বিকার......যেন বছর দশেক হল বিয়ে হয়েছে, এমনি ভাব। ওর মত বয়সে অস্বাভাবিক নয় ?...হাসলো, সাজলো-গুজলো যেন কিছুই যায় আসে না, যেন তাতে আমার তেমন দরকার নেই, আগের মত আর নয়...... খুব ব্যস্ত ক্যাটারিনার কাছে যাবার জন্যে......আমি যদি বা জিজ্ঞাসা ক'রলাম শুনলে না, কিম্বা অন্য কথা পেড়ে ব'সলে,—সেই ওর বিশ্রী বড়লোকী স্বভাব, কতই না আমরা ছাড়াবার চেষ্টা ক'রলাম !..... আসলে মনে হল খুব উদাসীন ......কিন্তু কিসের আমি অভিযোগ করছি ! আমি নিজেও তো তাই, এইত আমি তাই ! হায়, ভান্য', আমরা কি খামখেয়ালী মানুষ ! আজ শুধু বুঝলাম ! সামান্য একটু মুখের ভাব বদলালে মানুষকে আমরা ক্ষমা ক'রতে পারি না ! ভগবান জানেন কিসে ওর ভাব বদলালো ! তুমি আমায় ব'কে ঠিকই

ক'রেছো ভায়া! আমারই সব দোষ! নিজেরাই আমরা দুঃখের সৃষ্টি ক'রি, তাই নিয়ে করি অভিযোগ......তুমি আজ আমায় সান্ত্বনা দিলে ভায়া, কি ব'লে তোমায় ধন্যবাদ দেবো! আজ যদি প্রিন্স আসেন! কিন্তু তাহলে! হয়ত সকালের ব্যাপার শুনে চটে যাবেন।'

'তবে কি দু'জনে ঝগড়া ক'রেছো নাকি!' বিস্ময়ে ব'লে ফেললাম।

'আমি কোন উচ্চবাচ্য করি নি! তবে একটু মনমরা ছিলাম। ও এলো খুব স্ফূর্তি নিয়ে, কিন্তু হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল, আর মনে হ'ল যাবার সময় দায়সারা ভাবে 'আসি' ব'লে গেল। হ্যাঁ, ওকে আজ ডেকে পাঠাবো·· ··তুমিও এসো ভায়া।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবো, যদি না কিছুতে আটকে পড়ি।'

'কেন, কাজ আছে নাকি?'

'নেই বটে, তবে নিজেই চাপিয়েছি নিজের ঘাড়ে। যাহোক তবুও আসবো।'

বাইশ

ঠিক সাতটার সময় আমি ম্যাস্‌লোবোয়েভের ওখানে গিয়ে হাজির হলাম। ও থাকে সেসটিলাভোচ্‌নি ষ্ট্রীটে, ছোট্ট একখানা বাড়ীতে। ঘর তিনখানা জঘন্য হলেও আসবাবপত্র মন্দ নেই। এমনকি কিছু একটা সমৃদ্ধির ছাপও রয়েছে, তবে অত্যন্ত নোংরা। দরজা খুলে দিল একটি সুন্দরী মেয়ে, বছর উনিশের, সাধারণ হলেও পরণের পোষাক-পরিচ্ছদ রমণীয়, পরিচ্ছন্ন আর চোখ দু'টি তার অতি সরল ও হর্ষোজ্জ্বল। দেখেই বুঝলাম এ হোল সেই আলেক্‌জান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌না যার কথা আজ সকালে ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ আমায় ব'লেছিল, যার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে ব'লে লোভও দেখিয়েছিল। মেয়েটি জিজ্ঞাসা ক'রলে আমি কে। আমার নাম শুনেই ব'ললে যে ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ আমার জন্যেই অপেক্ষা ক'রেছিল, তবে এখন সে তার ঘরে ঘুমোচ্ছে। আমাকে ও তার ঘরে নিয়ে গেল। ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ ঘুমোচ্ছিল একখানা অতি নরম সোফায়, গায়ে তার সেই নোংরা লম্বা কোটটা চাপানো আর মাথায় একটা ময়লা চামড়ার বালিশ। ঘুম তার খুব পাত্‌লা। আমরা ঢুকতেই সে চেঁচিয়ে উঠলো আমার নাম ধ'রে।

'আরে! এসেছো? তোমাকেই আশা ক'রছিলাম। এই মাত্তর স্বপ্ন দেখছিলাম যে তুমি আসবে, এসে আমায় জাগাবে। তাই হোল। এসো—'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি বলতো?'

'একজন মহিলার সঙ্গে দেখা ক'রতে'—

'কে সেই মহিলা? কেন?'

'মাদাম বুবনভ্‌,—তাঁর দর্শনে। রূপ নেই তাঁর?' ও ব'লতে লাগলো টেনে টেনে আলেক্‌জান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌নার দিকে ফিরে, মাদাম বুবনভের চিন্তায় রীতিমত আত্মহারা হ'য়ে।

'যাও! সব তোমার বানানো!' ব'ল্‌লে সেমিয়োনোভ্‌না রাগ দেখানোর প্রয়োজন অনুভব ক'রে।

'তুমি একে চেনো না? এসো বন্ধু পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আলেক্‌জান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌না, আর ইনি হচ্ছেন সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ওমরাহ। বছরে শুধু একবার এঁর দর্শন মেলে বিনে পয়সায়, অন্য সময় দর্শনী লাগে।'

'আবার যা তা সুরু করেছো! শুনবেন না ওর কথা,—আমার সঙ্গে ওই রকম ও ঠাট্টা করে। আমার মত মানুষ কি ক'রে ওমরাহ হতে পারে!'

'ঠিক তাই,—উনি হলেন বিশেষ ধরণের। কিন্তু হুজুর ভাববেন না যেন আমরা বোকা। প্রথম দর্শনে যা মনে হয় তার চেয়ে আমরা অনেক চালাক।'

'শুনবেন না ওর কথা! লোকের সামনে সব সময়ই ও আমায় বিব্রত করে,—ভারী বেহায়া! তার চেয়ে কখন-সখন আমায় থিয়েটারে নিয়ে গেলেই পারেন!'

'আলেক্‌জান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌না, তোমার ঘর সংসারই তোমার ইষ্টমন্তর... ভুলে যাওনিতো কাকে তোমার ভালোবাসা উচিত? সেই যে যেটা তোমায় শিখিয়েছিলাম! কথাটা ভোলো নি তো?'

'না, ভুলি নি তা'। কোন অর্থই তার হয় না।'

'বেশ, তবে বল তো কথাটা কি?'

'আহা, আমিও যেন এই আগন্তুক ভদ্রলোকের সামনে কথাটা ব'লে অপদস্থ হলুম আর কি! আমার মতে ওটা তোমার একটা বেয়াক্কেলে কথা। মেরে ফেললেও আমি তা মুখে আনবো না!'

'তাহলে ভুলে গেছো'—

'না, মোটেই না,—গৃহদেবতা...।...ভালোবাসো তোমার গৃহদেবতাকে। কি আমার আবিষ্কার করেছেন রে! এর আগে যেন কোন গৃহদেবতা ছিল না। আর কেনই বা লোকে তাদের ভালোবাসবে। তোমার যতসব বাজে কথা!'

'কিন্তু মাদাম বুবনভের ওখানে...'

'ধ্যেৎ! যেমন তুমি তেমনি তোমার বুবনভ!'

আলেক্‌জান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌না ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে অত্যন্ত রেগে।

'বেরোনোর সময় হ'ল। বিদায়, সেমিয়োনোভ্‌না!'

আমরাও বেরিয়ে পড়লাম।

'শোনো ভায়া, প্রথমতঃ এসো আমরা এই গাড়ীখানায় উঠি! হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর দ্বিতীয়তঃ—আজ সকালে তোমায় বিদায় দেবার পর আমি একটা জিনিষ আবিষ্কার ক'রেছি—আন্দাজ নয়, একেবারে নির্ঘাৎ। পুরো একটি ঘণ্টা ভ্যাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ডে কাটিয়েছি। ওই যে সেই মোটা লোকটা, সেই যে বদমায়েস ইতর পশুটা, ও পারে না হেন কাজ নেই, যতসব নোংরা রুচি ওর। আর এই বুবনভটিও ঐ ধরণের নোংরা কাজ ক'রে আসছেন বহুদিন থেকে। কিছুদিন হোল ভদ্রঘরের ছোট একটি মেয়েকে খপ্পরে এনেছেন। সেই অনাথা মেয়েটাকে মস্লিনের পোষাক (সকালে তুমি যা ব'ললে) পরানোর কথা শুনে কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারছি না। কারণ এর আগে এই ধরণের কথা শুনেছি। আজ সকালে আরও কিছু শুনলাম, অবিশ্যি হঠাৎ, তবে নির্ভরযোগ্য। হ্যাঁ, ওর বয়স কত?'

'মুখ দেখে মনে হয় তেরো—'

'বয়েসের চেয়ে ও দেখতে ছোট। আর উনি কি ক'রবেন জানো—প্রয়োজন হলে কখনও ওকে এগারো বছর ব'লে চালাবেন, আর কখনও বা পনেরো ব'লে। আর ব্যাচারা মেয়েটার যখন রক্ষে ক'রবার কেউ নেই তখন ও...'

'এও কি সম্ভব!'

'তুমি কি ভাবো? নিছক দয়া ক'রে মাদাম বুবনভ্ একটি মেয়েকে পালন করছেন না নিশ্চয়ই। আর ওই যে মোটাটা ওখানে ঘুরি ঘুরি ক'রছে—ব্যাপারটা নির্ঘাৎ ধ'রে নিতে পারো। গতকাল ও তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রেছিল। আর ওই গবেট সিজোব্রিহোভ্টাকে ব'লেছে আজ তাকে এক উর্ব্বশী ধ'রে দেবে—বিবাহিতা, অফিসারের বৌ, অভিজাত ঘরের। পয়সাওলা ব্যবসাদারের লম্পট্ ছেলেদের যত কিছু নজর মেয়েদের ওপর হতেই হবে। মানে, এটা যেন একেবারে ব্যাকরণের সূত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, বুঝেছো কিনা: অন্তের আগে আদিতেই স্বরূপ ধরা পড়ে। মনে হচ্ছে সকাল থেকেই মাতাল হ'য়ে আছি। তবে বুবনভের কিন্তু উচিত হয় নি এ সব ব্যাপারে নাক গলানো। পুলিশের চোখেও উনি ধুলো দিতে চান,—স্পর্দ্ধা বটে! আর

তাই ওকে একটু ঘাবড়ে দিতে হবে, কারণ উনি জানেন পুরনো ঘটনা থেকে··· আর বাকিটুকুও,—বুঝেছো কিনা ?'

আমি অত্যন্ত কাতর হ'য়ে প'ড়লাম। এইসব কাহিনী শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। আশঙ্কা হোল হয়তো আমাদের দেরী হ'য়ে যাবে, তাই গাড়োয়ানকে তাগিদ দিতে লাগলাম।

'ব্যস্ত হয়ো না বন্ধু। ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি'—ম্যাসেলোবোয়েভ্ ব'ললে। 'মিত্রোশ্কা ওখানে হাজির আছে। সিজোব্রিহোভ্কে এর জন্যে টাকা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে আর ওই মোটাটার চাই গায়ের ছাল-চমড়া। আজ সকালেই সব ঠিক হ'য়ে গেছে। আর হাঁ, বুবনভ্ প'ড়বে আমার ভাগে · ··· ওঁর বুকের পাটা......'।

হোটেলটার কাছে এসে আমরা পৌছোলাম। কিন্তু মিত্রোশ্কা নামে সেই লোকটির সেখানে দেখা নেই। হোটেলের দোর গোড়ায় গাড়োয়ানকে অপেক্ষা ক'রতে ব'লে আমরা গেলাম মাদাম বুবনভের বাড়ীর দিকে। গেটের কাছে মিত্রোশ্কা আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রছিল। জানালায় বেশ উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছিল। বাইরে থেকে সিজোব্রিহোভের মাত্লামী আর খিক্‌খিকে হাসি শুনতে পেলাম।

'ওরা সবাই এখানে আছে, মিনিট পনেরো হ'ল এসেছে,' মিত্রোশ্কা জানালে। 'এই হলো মোক্ষম সময়।'

'কিন্তু কি ক'রে আমরা ঢুকবো ?' প্রশ্ন ক'রলাম আমি।

'খদ্দের হিসেবে'—জবাব দিলে ম্যাস্লোবোয়েভ্। 'ও আমায় জানে, মিত্রোশ্কাকেও চেনে। তালাচাবি দিয়ে সব বন্ধ করা আছে ঠিক, তবে তা' আমাদের জন্যে নয়।'

এই বলে সে দরজায় মৃদু টোকা দিলে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। দরোয়ান খুললে, এবং মিত্রোশ্কাকে ইসারা ক'রলে। আমরা তাড়াতাড়ি ঢুকে প'ড়লাম। বাড়ীর ভেতরের কেউ টের পেল না। সিঁড়ি দিয়ে দরোয়ান আমাদের ওপরে নিয়ে গেল। গিয়ে দরজা ধাক্কালে। ভেতর থেকে তার নাম ধ'রে কে যেন ডাকলে। জবাবে সে ব'ললে—এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে কথা কইতে চাইছেন।

দরজা খুলে গেল। সবাই আমরা একসঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম। দরোয়ান স'রে প'ড়লো।

'আরে, এ কে ?' চেঁচিয়ে উঠলো মাদাম বুবনভ্, পানোন্মত্তা, অসম্বৃতা— সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-পথে হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

'কে ? একথা তুমি জিজ্ঞেস ক'রতে পারলে এ্যানা ট্রিফোনোভ্না !' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে ম্যাস্‌লোবোয়েভ্। 'বলি তুমি কি চিনতে পারছো না তোমার মানী অতিথিদের ? আমি ছাড়া আর কে ? ফিলিপ ফিলিপ্পিচ্।

'ও-ও ফিলিপ্পচ্ ! তুমি ! ......আসতে আজ্ঞা হোক......কিন্তু তুমি যে বড়......বুঝলাম না......এসো, ভেতরে এসো।'

বুবনভ্ সম্পূর্ণ অবাক হ'য়ে যায়।

'কোথায় ? এখানে ? কিন্তু এখানে যে একটা পার্টিসান রয়েছে ! না, আমাদের একটু ভালো ক'রে আদর আপ্যায়ন ক'রতে হবে। এক আধ ফোঁটা মাল চাই কিন্তু। আর হ্যাঁ, দু'একটি ছোটখাটো উর্ব্বশী আছে তো ?'

এই কথায় বুবনভের বিস্ময়ের ভাব কাটে।

'সে কি কথা ! তোমরা হ'লে মানী খদ্দের, না থাকলেও যোগাতেই হবে, মাটি খুঁড়ে হোক সেওভি আচ্ছা। তাও না পাই চীন দেশ থেকে উর্ব্বশী আনিয়ে দেবো।'

'বহুৎ আচ্ছা বাইজী। হ্যাঁ, আর একটা কথা: সিজোব্রিহোভ্ এসেছে এখানে ?'

'হ্যাঁ'—

'ওকেই খুঁজছিলাম। ব্যাটার সাহস কম নয় ! আমাকে বাদ দিয়েই স্ফূর্ত্তি লুটতে এসেছে !'

'না গো মশাই তোমায় ও ভোলে নি। কাকে যেন ও আশা ক'রছিল— তোমাকেই নিশ্চয়।'

ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ দরজা ঠেলা দিল। আমরা একখানা ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরে দু'টো জানালা, খানকয়েক বেতের চেয়ার আর একটা পুরনো জরাজীর্ণ পিয়ানো,—এসব স্থানে যেমন সব আসবাব থাকে আর কি। ওদিকে কিন্তু আমরা ঘরে ঢোকার আগেই, যখন ঢোকার মুখে কথা কইছিলাম, মিত্রোশ্কা স'রে পড়েছে। শুনলাম সে ঢোকেই নি, দরজার আড়ালে অপেক্ষা ক'রছিল। পরে কেউ ওকে দরজা খুলে দেয়। আজ সকালে যে অসম্বৃতা রঙ্‌চঙ্ মাথা স্ত্রীলোকটিকে দেখেছিলাম মাদাম বুবনভের পেছনে দাঁড়িয়ে উঁকি দিতে, সে হোলো ওর পিরীতের মানুষ।

সিজোব্রিহোভ ব'সে আছে একটা মেহগ্নীর ছোট্ সোফায়। সামনে একটা গোলটেবিল, চাদরে ঢাকা। টেবিলের ওপর দু'বোতল ঈষদুষ্ণ শ্যাম্পেন, আর এক বোতল কড়া রাম্। পাশের খাবারওলার কাছ থেকে আনা কয়েক প্লেট মিষ্টি, বিস্কুট আর তিন রকমের বাদাম। টেবিলে সিজোব্রিহোভের সামনে ব'সে একটি কুৎসিৎ মুখে বসন্ত ও মেছেতার দাগওলা বছর চল্লিশের স্ত্রীলোক। পরণে তার কালো চিক্‌চিকে পোষাক, হাতে গোটাকয়েক ব্রোঞ্জের চুড়ি আর বুকে একটা ব্রোঞ্জের ব্রোচ। এই হোল 'অভিজাত অফিসার গৃহিনী'—মেকি যে তাতে কোন ভুল নেই। সিজোব্রিহোভ্‌কে কিন্তু খুব খুশি দেখালো, মাল টেনে বুঁদ হ'য়ে আছে। তবে তার মোটা বন্ধুটি সঙ্গে নেই।

'খুব লোক যা হোক! এই না হলে দোস্তি!' চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ উঁচু পর্দায়। 'একজনকে নেমন্তন্ন ক'রে এই হাল!'

'কে! ফিলিপ্পিচ্! অনুগ্রহ ক'রে এসেছো বন্ধু?' বিড়্‌বিড়্ ক'রে ব'ললে সিজোব্রিহোভ্, আমাদের দিকে আনন্দে এগিয়ে আসবার জন্যে উঠ্‌তে উঠ্‌তে।

'কিহে, মাল টানছো?'

'মাপ কর বাজা'—

'মাপ চাইবার কি আছে! তবে, অতিথিদেরও ডাকো তোমার সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে। তোমার সঙ্গে গুলজার ক'রতেই তো এসেছি আমরা। এই দেখ, আমার এক বন্ধুকেও এনেছি—'

এই ব'লে ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ আমাকে দেখালে।

খুসি হলাম, তোমরা আমায় আনন্দ দিলে......খিঃ-খিঃ-খিঃ'।

আরে ছোঃ! একে তুমি শ্যাম্পেন বল? এযে অনেকটা ধেনোর মত হে।'

'লজ্জা দিয়ো না দোস্ত্'—

'তাই বুঝি আর আড্ডায় মুখ দেখাতে সাহস কর নি! আর একজনকে নেমন্তন্ন ক'রে।'

'কিন্তু ও যে এই মাত্তর ব'ললে যে প্যারীসে গেছলো,'—বললে অফিসারের স্ত্রী। 'নিশ্চয়ই মিছে কথা বলেছে।'

'ফেদোসিয়া টিটিশনা, কেন আমায় অপদস্থ ক'রছো! সত্যিই আমি সেখানে গিয়েছিলাম'—

'ওর মত চাষা আবার প্যারিসে গেছলো!'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম আমরা,—আমি আর কার্প ভ্যাসিলিচ্। দু'জনে দিব্বি হুল্লোড় করেছি। চেনো তুমি কার্প ভ্যাসিলিচ্কে ?'

'তোমার কার্প ভ্যাসিলিচ্কে দিয়ে কি হবে আমার ?'

'মানে ব্যাপারটা......তোমার প্রয়োজনে লাগতে পারে। কেন, প্যারীসেই তো আমরা মাদাম জোবার্টের বাড়ীতে বিলিতি কাঁচ ভেঙেছিলাম'—

'কি ভেঙেছিলে ?'

'দেয়াল-কাঁচ। দেয়ালময় বিরাট আয়না লাগানো ছিল আর ভ্যাসিলিচ্ মাতাল হ'য়ে মাদাম জোবার্টের সঙ্গে রাশিয়ান্ ভাষায় বক্বকানি সুরু ক'রে দিলে। ও দাঁড়িয়েছিলো আয়নায় কনুই ঠেসিয়ে। তাই না দেখে জোবার্ট চেঁচিয়ে উঠ্‌লো —আয়না কিনতে তার সাতশো ফ্রাঙ্ক (তারমানে চারশো রুবল্) লেগেছে, আরও কিনা সেটা ভাঙলে। ভ্যাসিলিচ্ আমার দিকে চেয়ে দাঁত বার ক'রে হাসলে। আমি ব'সেছিলাম ওর সামনের সোফায়, আমার পাশেই এক সুন্দরী, আজকের এখানকার মত এমন হতকুচ্ছিৎ নয়। মানে—উর্ব্বশী ছাড়া যার আর কোন বিশেষণ হয় না। ভ্যাসিলিচ্ হাঁকলে—"বন্ধু! ক'রবো এটা দু'আধখানা ? ক'রবো ?" আমি ব'ল্লুম—"বহুৎ আচ্ছা।" সঙ্গে সঙ্গে ও এক ঘুসি মারলে আয়নায়। ব্যস্, ভেঙ্গে চৌচিড়। জোবার্ট অম্‌নি চেঁচিয়ে ঘুঁসি উঁচিয়ে ছুটলো ওর দিকে—"কি হচ্ছে গুণ্ডা কোথাকার ? (অবিশ্যি তার নিজের দেশজ ভাষায়)। "মাদাম জোবার্ট" ভ্যাসিলিচ্ ব'ললে—"এই নাও, দাম নিয়ে নাও, কিন্তু আমার চরিত্রের বদনাম ক'রো না বলছি।" তখুনি ও ঝড়াৎ করে সাড়ে ছ'শো ফ্রাঙ্ক ফেলে দিলে। তারপর বাকি পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের জন্য ওদের দরাদরি চলতে লাগলো।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভীষণ এক কর্ণভেদী আর্ত্তনাদ শোনা গেল। আমরা যে ঘরে ছিলাম তার দু'তিনখানা ঘর ওদিক থেকে। আমি কেঁপে উঠলাম, আমারও গলা দিয়ে আর্ত্তস্বর বেরোলো। চিনতে পারলাম সে আর্ত্তনাদ এলেনার। শোচনীয় আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে গোলমালও শুনতে পেলাম, যেন কেউ শপথ ক'রছে, কিসের যেন ধ্বস্তাধ্বস্তি, আর সবশেষে সজোরে গালে চর মারার স্পষ্ট শব্দ। হয়তো মিত্রোশ্কা তার স্বকীয় পন্থায় প্রতিশোধ নিচ্ছে। হঠাৎ সশব্দে দরজা খুলে এলেনা ছুটে এলো ঘরে। মুখ তার পাংশু, চোখ দু'টী তার ভীতিবিহ্বল, পরনে সাদা মসলিনের পোষাক—কুঁকড়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে, পাটি ক'রে বাঁধা চুলগুলো আলুলায়িত—যেন কোন ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে। আমি

দাঁড়িয়েছিলাম দরজার দিকে মুখ ক'রে, সোজা ছুটে এসে এলেনা আমায় জড়িয়ে ধ'রলো দু'হাতে। সবাই লাফিয়ে উঠলো। সবাই আতঙ্কিত। তখনও ওদিকে চীৎকার আর গোলমাল চ'লেছে। তার পরপরই মিত্রোশ্‌কা এসে হাজির দোরগোড়ায়, তার সেই মোটা শত্রুটিকে চুলের মুঠি ধ'রে হিড়হিড়্‌ ক'রে টানতে টানতে নাকানি-চোবানী খাওয়াতে খাওয়াতে। দরজা অবধি টেনে এনে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ঘরের মধ্যে।

'এই যে! এই নাও ব্যাটাকে!' সানন্দে জানালে মিত্রোশ্‌কা।

নিঃশব্দে আমার কাছে এসে কাঁধের ওপর টোকা দিয়ে ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ আমায় ব'ল্‌লে—'শোন বন্ধু, আমাদের গাড়ীখানা ক'রে মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ী চ'লে যাও। এখানে আর তোমার করবার কিছু নেই। বাকিটা কাল আমরা ব্যবস্থা করবো।'

দ্বিতীয়বার আর আমায় বলার প্রয়োজন হোল না। এলেনার হাত ধরে সেই নোংরা স্থান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। জানি না কিভাবে সে পর্ব্ব সেখানে শেষ হ'য়েছিল। তবে আমাদেব কেউ বাধা দেয়নি। মাদাম বুবনভ্‌ নিজে আতঙ্কগ্রস্ত। সমস্ত ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে যায় যে সে ভেবেই পায় না কি ক'রবে, কিভাবে বাধা দেবে। গাড়ীখানা দাঁড়িয়েছিল, কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমরা বাসায় পৌঁছে গেলাম।

এলেনাকে মনে হল অর্দ্ধমৃতা। আমি ওর পোষাকেব বোতাম খুলে দিলাম, চোখে মুখে জল ছিটোলাম, সোফার ওপর শুইয়ে দিলাম। জ্বর আর বিকার দেখা দিল। ওর ছোট্ট সাদা মুখখানির দিকে চাইলাম। দেখলাম ওর বিবর্ণ ঠোঁট দু'টি, একরাশ কালো চুল—কত যত্নেই না বাঁধা ছিল, আর এখন ঝুলে প'ড়েছে একপাশে বিশৃঙ্খল হ'য়ে। পোষাকের এখানে ওখানে তখনও গোলাপী চিহ্ন রয়ে গেছে। সব দেখে শুনে ঘৃণিত ঘটনা সম্পর্কে কোন সন্দেহই আব রইলো না আমার। হায়রে দুর্ভাগা!

ক্রমশঃই এলেনার অবস্থা সঙ্গীন হতে লাগলো। ওকে আর আমি ছেড়ে যেতে পারলাম না। ঠিক করলাম সেদিন সন্ধ্যায় আর নাটাশার ওখানে যাব না। মাঝে মাঝে এলেনা তার তীরের মত আয়ত ভুরুজোড়া তুলে আমার পানে চাইতে লাগলো। দীর্ঘ, নিবিষ্ট সে চাউনি—যেন ও আমায় চিনতে পেরেছে। রাত তখন অনেক—দু' প্রহর পেরিয়ে গেছে, ও ঘুমিয়ে প'ড়লো। আমি শুয়ে পড়লাম মেঝেতে, ওরই কাছাকাছি।

তেইশ

খুব ভোরে আমি উঠে প'ড়লাম। সারারাত ঘুম হয় নি। আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর উঠে ব্যস্ত হ'য়ে এলেনাকে দেখেছি। ব্যাচারীর জ্বর ছিল, সেই সঙ্গে সামান্য বিকারও। তবে ভোরের দিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে। শুভ লক্ষণ—মনে মনে ভাবি। কিন্তু সকালে উঠে, তখনও ও ঘুমোচ্ছে, ঠিক ক'রলাম ডাক্তার আনবো। আমার এক পরিচিত ডাক্তার আছে। ভদ্রলোক বৃদ্ধ, অকৃতদার ও ভারী সৎ-স্বভাবের মানুষটি, ঘর সংসার দেখাশোনা করে একটি জার্মান মহিলা। ভ্লাদিমিরস্কি ষ্ট্রীটে তিনি আছেন স্মরণাতীত কাল থেকে। আমি ছুটলাম তাঁর কাছে। দশটার সময় আমার বাসায় যাবেন ব'লে কথা দিলেন। আমি যখন গিয়েছিলাম তাঁর কাছে তখন আটটা। ভারী ইচ্ছা হোল ফেরার পথে একবার ম্যাস্লোবোয়েভের ওখানে যাবো। কিন্তু পরে ভাবলাম—না। গত রাত্রের ঘটনার পর নিশ্চয়ই সে এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি। তাছাড়া, এলেনা হয়তো জাগতে পারে। একা ঘরে কাউকে না দেখে ভয় পাবে। জ্বরের ঝোঁকে হয়তো ভুলে গেছে কখন কেমন ক'রে ও ওখানে এসেছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই ও জেগে উঠলো। সন্তর্পণে কাছে গিয়ে প্রশ্ন ক'রলাম —'কেমন বোধ হ'চ্ছে?' জবাব দিলে না। শুধু এক দীর্ঘ ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো আমার দিকে কালো দু'টি বাঙ্ময় চোখ তুলে। ওর সে দৃষ্টি থেকে বুঝলাম কি হয়েছে তা' ও জানে। আমার প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া হয়তো বা ওর একটা অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল এবং তার আগের দিন যখন ও এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে, দু'দিনই ও একটিও কথা কয় নি আমার অনেক প্রশ্নের জবাবে। কেবল চেয়েছিল আমার মুখের দিকে নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে, যে দৃষ্টির মাঝে ছিল অদ্ভুত অভিমান, বিস্ময় আর এক আরণ্যক কৌতূহল। এখন দেখলাম ওর চোখে এক রূঢ়তা, এমনকি কেমন যেন একটা অবিশ্বাসের ছাপ। আমি ওর কপালে হাত দিয়ে দেখছিলাম জ্বর আছে কিনা, আলগোছে আমার হাতখানা ও সরিয়ে দিয়ে আমার দিক থেকে

পাশ ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে শুলো। আমিও স'রে গেলাম, পাছে ওর ব্যাঘাত হয়।

তামার একটা মস্তবড় কেট্‌লী ছিল আমার। সামোভারের পরিবর্ত্তে বহুকাল সেটা জল গরমের জন্যে ব্যবহার ক'রে আসছি। ঘরে কাঠ আছে, দরোয়ান যা এনেছে তাতে এখনও পাঁচদিন চ'লে যাবে। উনুনটা তাই ধরালাম। কিছু জল এনে কেট্‌লীটা চাপালাম। টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম রাখলাম। আমার দিকে ফিরে এলেনা সব দেখছিল কৌতূহলে। জিজ্ঞাসা ক'রলাম—'কিছু খাবে কি ?' কিন্তু আবার নিরুত্তরে আমার দিক থেকে ও পাশ ফিরে শুলো।

'আমার ওপর এত রাগ কেনে ?' অবাক হ'য়ে ভাবলাম। 'অদ্ভুত মেয়ে বটে !'

বৃদ্ধ ডাক্তার তাঁর কথামত ঠিক দশটার সময় এলেন।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এলেনাকে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। তারপর আমায় অভয় দিয়ে জানালেন—জ্বরভাল থাকলেও বিশেষ কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। তবে এও ব'ললেন—সম্ভবতঃ ওর কোন পুরনো ব্যাধি আছে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার কোন ত্রুটী-বিচ্যুতি। তবে তার জন্যে বিশেষ দৃষ্টি রাখলেই চ'লবে। এখন ও বিপদমুক্ত। প্রয়োজনের তাগিদে যতটা না হোক অভ্যাস বশে ডাক্তারবাবু ওর জন্যে একটা মিক্‌শ্চার ও গুটিকয়েক পাউডারের ব্যবস্থা দিলেন। দিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন কেমন ক'রে ও আমার কাছে এলো। সেইসঙ্গে অবাক হ'য়ে আমার ঘরখানাও দেখতে লাগলেন। বৃদ্ধ মজা বক্তিয়ার মানুষ।

এলেনা তাঁকে রীতিমত বিস্মিত ক'রে দিয়েছে। যখন তিনি ওর নাড়ী দেখতে চাইলেন হাতখানা ও সরিয়ে নিলে, কিছুতেই জিব দেখালে না, একটা প্রশ্নেরও জবাব দিলে না। শুধু তাঁর কাঁধের ওপর ঝোলানো বিরাট স্টেথিস্কোপটার দিকে চেয়ে রইলো একদৃষ্টে।

'খুব সম্ভব ওর মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে'—বৃদ্ধ ব'ললেন। 'তবে অমনভাবে চেয়ে আছে কি ক'রে !'

এলেনা সম্পর্কে সবকথা বলা প্রয়োজন মনে ক'রলাম না। তাই, 'সে এক দীর্ঘ কাহিনী'—এই ব'লে বৃদ্ধের সব কৌতূহল ঠেলে সরিয়ে দিলাম।

'দরকার হলে খবর দিও'—যেতে যেতে তিনি ব'ললেন—'তবে, বর্ত্তমানে কোন ভয় নেই।'

স্থির ক'রলাম সারাদিন এলেনার কাছে থাকবো। যতদূর সম্ভব ওকে একা রেখে ন'ড়বো না—যতক্ষণ না ও সুস্থ হয়। কিন্তু ওদিকে নাটাশা আর এ্যানা এ্যানড্রিয়েভ্‌না আমায় না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়বেন ভেবে ঠিক ক'রলাম নাটাশাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবো যে আজ আর তার ওখানে যেতে পারবো না। তবে এ্যানা এ্যানড্রিয়েভ্‌নাকে তো চিঠি লেখা চ'লবে না। কারণ, মনে আছে একবার নাটাশার অসুখ সংবাদ তাঁকে লিখে জানা-নোর পর থেকে তিনি নিজে আমায় নিষেধ ক'রেছিলেন আর কখনও তাঁকে চিঠি দিতে। 'তোমার কাছ থেকে চিঠি এলেই বুড়ো গুম্‌রে থাকে'—তিনি ব'লেছিলেন। 'ব্যাচারা জানতেও চায় কি তুমি লিখেছো, অথচ জিজ্ঞাসা ক'রতে পারে না, মনও মানে না। সারাদিন তাই মনমরা হ'য়ে থাকে। তাছাড়া, চিঠিতে আমার শুধু মনঃকষ্টই বাড়ে। দশ বারো লাইনে কি আর এমন কাজ মেটে! দু'টো খুঁটিনাটি যে জানাবো তার জো নেই। তোমায় আর পাবো কোথায়!' সুতরাং নাটাশাকেই শুধু লিখলাম। প্রেসক্রিপশান নিয়ে ওষুধের দোকানে যাবার পথে চিঠিটা পোষ্ট ক'রে দিলাম।

ইতিমধ্যেই এলেনা আবার ঘুমিয়ে প'ড়েছে। ঘুমের মধ্যে অস্ফুট গোঙিয়ে উঠছে আর চম্‌কে উঠছে। ডাক্তার ঠিক ধরেছেন—ওর মাথার খুব যন্ত্রণা। মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ ক'রে জেগে উঠছে। আমার দিকে তাকাচ্ছে রীতিমত বিরক্তিতে—যেন আমার সেবাযত্ন ওর কাছে অতি অপ্রীতিকর। ব'লতে কি, এতে মনে আমি ব্যথা পেলাম।

এগারোটার সময় ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ এলো। তাকে চিন্তিত এবং অন্য-মনস্ক মনে হোল। মিনিটখানেকের জন্যে এসেছিল। এসেই তাড়াহুড়ো ক'রতে লাগলো যাবার জন্যে।

'বুঝেছো ভায়া. তুমি যে এমন ষ্টাইলে থাকো তা'তো ভাবি নি', সে বল্‌লে, চারদিক দেখতে দেখতে—'তবে এও আশা করি নি যে তোমায় এমন বাক্সের মধ্যে দেখবো। এটা তো বাসা নয়, বাক্স। তবে তাতে কিছু যায় আসে না, শুধু বাইরের ঝামেলা পোয়াতেই তোমার কাজকর্ম্ম খতম। সেই কথাই ভাবছিলুম কাল বুবনভের ওখানে যেতে যেতে। স্বভাবের জন্যে বটে সামাজিক অবস্থার খাতিরেও বটে আমি হলুম, বন্ধু, সেই দলের মানুষ যারা নিজেরা তেমন কিছু করতে না পারলেও অপরকে উপদেশ দিতে পারে।

যাক্ শোন,—কাল কিম্বা পরশু হয়তো একবার আসবো, আর তুমি কিন্তু ঠিক রবিবার সকালে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। আশা করি ততদিনে মেয়েটির সমস্যার পুরো সমাধান হ'য়ে যাবে। তারপর গোটাকয়েক দরকারী কথা আছে, কারণ তোমার রীতিমত দেখাশোনা করার প্রয়োজন। এভাবে তোমার থাকা চলে না। কাল তোমায় শুধু একটু আভাষ দিয়েছিলুম, এবার কথাটা পাড়বো। আচ্ছা বলতো, অসময়ে আমার কাছ থেকে টাকা নিতে তোমার সম্মানে বাধে ?'

'থাক্ বন্ধু, ওসব মান-অভিমানের কথা রাখো,' আমি বাধা দিলাম। 'তার চেয়ে বরং বলো কালকের পর্ব্ব কিভাবে মিটলো।'

'বেশ সন্তোষজনক ভাবেই। আমার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হ'য়েছে। থাক্ সে কথা, এখন আমার মোটে সময় নেই, মিনিটখানেকের জন্যে এসেছিলুম তোমায় বলতে যে ব্যস্ত থাকার দরুন তোমায় দেখে উঠতে পারছি না, আর সেই সঙ্গে জানতে যে মেয়েটিকে অন্য কোথাও রাখবে ঠিক ক'রলে, না নিজের কাছেই রাখবে। কারণ, এটা অত্যন্ত চিন্তার কথা।'

'এখনও আমি তা' ঠিক ক'রে উঠতে পারি নি। ভাবছিলাম তোমার পরামর্শ নেবো। আমিই বা কি ক'রে ওকে রাখি ?'—

'কেন, ঝি হিসাবে...'

'চুপ, জোরে ব'লো না। অসুস্থ হ'লেও জ্ঞান ওর আছে, আমি লক্ষ্য ক'রলাম তোমায় দেখে ও চ'মকে উঠলো। কালকের ঘটনা সব ওর মনে আছে।'

তারপর আমি ওর সব কাহিনী ব'ললাম, ব'ললাম কি কি বৈশিষ্ট্য আমি ওর মধ্যে দেখেছি। ম্যাস্লোবোয়েভ্ সাগ্রহে সব শুনতে লাগলো। এও জানালাম যে আমি ওকে কোন বাড়ীতেও রাখতে পারি, এবং সেই প্রসঙ্গে আমার পুরনো বন্ধু নিকোলাইদের কথা সংক্ষেপে ব'ললাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! দেখলাম ম্যাস্লোবোয়েভ্ নাটাশার ব্যাপার কিছু কিছু জানে। আর যখন তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম কোথা থেকে সে শুনেছে :

'কোত্থেকে ?' সে ব'ললে—'শুনেছি অনেকদিন আগে একটা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে। আগেই তো তোমায় ব'লেছি—প্রিন্স ভাল্কোভস্কিকে আমি চিনি। যাই হোক মেয়েটিকে বৃদ্ধদের ওখানে রাখা মন্দ নয়। তোমার মতই

থাকবে। আর একটা কথা, ওর একটা ছাড়পত্রও তো চাই। সে বিষয়ে তুমি কিছু ভেবো না, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেবো। চলি বন্ধু! মাঝে মাঝে যেও। ওকি ঘুমোচ্ছে এখন?'

'তাই মনে হয়'—জবাব দিলাম।

কিন্তু যেই সে বেরিয়ে গেল এলেনা আমায় ডাকলে।

'কে ও?' জিজ্ঞাসা ক'রলে। গলা ওর কাঁপছে, তবু চেয়ে আছে ঠিক আগের মতই—সেই অচঞ্চল ও উদ্ধত দৃষ্টি। এ ছাড়া অন্য কোন কথায় সে দৃষ্টি প্রকাশের নয়।

আমি ওকে ম্যাস্‌লোবোয়েভের নাম ক'রলাম, ব'ললাম তার সাহায্যেই আমি ওকে মাদাম বুবনভের খপ্পর থেকে আনতে পেরেছি, বুবনভ্ তাকে খুব ভয় করে। হঠাৎ ওর গাল দুটি লাল হ'য়ে জ্বলে উঠলো, হয়তো বিগত কাহিনী মনে পড়ায়।

'বুবনভ্ কখনও আর এখানে আসবে না?' জিজ্ঞাসা ক'রলে এলেনা, আমার উপর সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে।

তাড়াতাড়ি তাকে আশ্বাস দিলাম। শান্ত হোল, আমার হাতখানা তুলে নিল নিজের উত্তপ্ত আঙ্গুলগুলির মধ্যে। তারপর কি মনে করে তখুনি আবার ফেলে দিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ওষুধ আনতে বেরোলাম, এবং সেইসঙ্গে একটা পরিচিত রেস্তোর'ায় গেলাম। ওরা আমায় চেনে, ধার দেয়। যাবার সময় একটা পাত্র নিয়েছিলাম এলেনার জন্যে কিছু মাংসের সুপ্ নিয়ে এলাম। কিন্তু ও খেলো না—তখনকার মত সুপ্‌টা রেখে দিলাম উনুনের ওপর।

ওকে ওষুধ খাইয়ে নিজের কাজে ব'সলাম। ভাবলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু হঠাৎ চেয়ে দেখি মাথা তুলে একমনে দেখছে আমি লিখছি। আমি ওকে না দেখার ভান ক'রলাম।

শেষটায় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লো। গভীর স্বস্তিতে লক্ষ্য ক'রলাম—পরম শান্তিতে ও ঘুমোচ্ছে, বিকার কিম্বা কাতরানীর কোন লক্ষণই নেই। আমিও ধীরে ধীরে জড়িয়ে প'ড়লাম চিন্তার জালে: নাটাশা, কি হয়েছে না জেনে, হয়তো আমার ওপর রেগে যাবে আজ না যাওয়ার জন্যে। নিশ্চয়ই আঘাত পাবে আমার এই অবহেলায়—এখন যে আমাকে তার সবচেয়ে প্রয়োজন।

হয়তো এই মুহূর্তে তার বিশেষ কোন দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে, হয়তো আমাকে তার দরকার কোন কাজে,—আর আমি কিনা সরে রয়েছি...যেন ইচ্ছে করেই।

এ্যানা এ্যান্‌দ্রিয়েভ্‌নার কথা ভেবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। ঠিক ক'রতে পারলাম না কাল গিয়ে কি তাঁকে অজুহাত দেখাবো। অনেক ভাবলাম, হঠাৎ মনে হোল—যাই না কেন চট ক'রে দু'জনের সঙ্গে দেখা ক'রে আসিগে, মোটে ত দু'ঘণ্টার ব্যাপার। এলেনা ঘুমোচ্ছে, টেরও পাবে না। তখুনি উঠে পড়লাম কোট আর টুপিটা তুলে নিলাম। কিন্তু যেই বেরোতে যাব এলেনা আমায় ডাকলে। অবাক হ'য়ে গেলাম—তবে কি এতক্ষণ ও ঘুমের ভান করে ছিল।

এখানে একটা কথা উল্লেখ ক'রতে হয়—যদিও এলেনা দেখায় ও আমার সঙ্গে কথা কইতে চায় না তবুও মাঝে মাঝে এই যে ওর আবেদন, প্রতিটি অসুবিধায় এই যে আমার মুখ চাওয়া এতে ধরা পড়ে ওর মনের আসল রূপটি। বলতে কি, এতে আমি খুশি হই খুব।

'কোথায় তুমি আমায় পাঠাতে চাও?' ও জিজ্ঞাসা ক'রলে যখন আমি ওর কাছে গেলাম।

সাধারণতঃ ও প্রশ্ন করে হঠাৎ, যখন আমি তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত থাকি না। এবারেও তাই হোল। প্রথমটা ওর কথার অর্থ বুঝি নি।

'একটু আগেই তোমার বন্ধুকে ব'লছিলে কাদের বাড়ীতে নাকি তুমি আমায় রাখতে চাও। আমি যাবো না।'

আমি ঝুঁকে প'ড়লাম ওর ওপর। সারা গা ওর পুড়ে যাচ্ছে। আবার জ্বর এসেছে। চেষ্টা ক'রলাম ওকে আশ্বাস দিতে, শান্ত ক'রতে। বোঝালাম যে ও যদি থাকতে চায় আমার কাছে তবে কোথাও ওকে একা পাঠাবো না। এই ব'লে টুপি আর কোটটা খুলে ফেললাম, এ অবস্থায় ওকে একা রেখে কিছুতেই যেতে পারলাম না।

'না, না, যাও তুমি'—ও ব'ললে, আমি যাওয়া স্থগিত রাখলাম বুঝতে পেরে। 'আমার ঘুম পেয়েছে, এখনই ঘুমিয়ে পড়বো।'

'কিন্তু একা কি ক'রে থাকবে?' ব'ললাম সংশয়ে। 'যদিও ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে ফিরছি, তবু'......

'তবে যাও তুমি। ধর যদি এক বছরেও আমার অসুখ না সারে, তাই ব'লে রোজ সারাদিন তো তুমি আর ঘরে ব'সে থাকতে পার না।'

এই ব'লে ও চেষ্টা করে হাসবার, তাকায় আমার দিকে অদ্ভুতভাবে—যেন হৃদয়ের উদ্বেলিত কোমল বৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে। হায় রে জন্মদুঃখিনী! হাজার ঔদাসীন্য ও অবিশ্বাস সত্ত্বেও অন্তরের মাধুর্য্য তোমার হঠাৎ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে!

প্রথমেই ছুটলাম এ্যানা এ্যান্‌দ্রিয়েভ্‌নার কাছে। তিনি অধীর অপেক্ষায় ছিলেন এবং যেতেই আমায় সম্ভাষণ ক'রলেন ভৎ'সনা দিয়ে। অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত দেখলাম তাঁকে। খাওয়া-দাওয়ার সময় নিকোলাই সার্গেইচ্ বেরিয়ে গেছেন, কোথায়, এ্যানা তা' জানেন না। আমার কেমন যেন মনে হোল এ্যানা নিশ্চয়ই নিকোলাইকে সব কথা বলার লোভ সংবরণ ক'রতে পাবেন নি এবং ব'লেছেনও যদিও আকারে ইঙ্গিতে—যেমন তিনি ব'লে থাকেন। ঠিক তাই। তিনি নিজেই প্রায় স্বীকার ক'রলেন এই ব'লে যে অতবড় একটা সুখসংবাদের ভাগ তিনি নিকোলাইকে না দিয়ে থাকতে পাবেন নি। কিন্তু তা শুনে নিকোলাই যেন—এ্যানার ভাষায় ব'লতে গেলে—'রাতের মত অন্ধকার হ'য়ে গেল। কিছুই ব'ললে না। কথা সে কইলে না, এমনকি আমার একটি প্রশ্নেরও জবাব দিলে না। খাবাব-দাবার তৈরী হবার পর হঠাৎ বেবিয়ে গেল।' কথাগুলি ব'লতে ভয়ে তিনি কাঁপতে লাগলেন, এবং আমাকে অনেক ক'রে ব'ললেন তাঁর কাছে থাকতে নিকোলাই ফেবা পর্য্যন্ত। বহু কষ্টে আমাব অক্ষমতা জানালাম এবং অনেকটা মুখের ওপরই ব'ললাম—হয়তো কালও আমার আসা হবে না, আর সেই কথাটাই জানাতে এত তাড়াহুড়ো ক'রে এসেছি। এরপর আমাদের প্রায় ঝগড়া হ'য়ে গেল। তিনি চোখের জল ফেললেন, তীব্র ভাষায় আমায় গাল দিলেন, কিন্তু যেই আমি বেরোতে যাচ্ছি হঠাৎ ছুটে এসে দু'হাতে সজোরে আমার গলাটা জড়িয়ে ধ'রে ব'ললেন আমি যেন রাগ না করি, তাঁর মত নিঃসঙ্গ শোকাহতা নারীর কথায় যেন রুষ্ট না হই।

যা ভেবেছিলাম তার বিপরীত, আজও নাটাশাকে একা দেখলাম। আর, ভারী অদ্ভুত, মনে হোল কাল কিম্বা অন্যান্যদিনের মত আমায় দেখে ও তত খুশি হ'য়ে উঠলো না,—যেন আমি এসেছি ওর প্রতিবন্ধক হ'য়ে, ওকে বিরক্ত ক'রতে। যখন প্রশ্ন ক'রলাম এ্যালোশা আজ এসেছিল কিনা ও জবাব দিলে:

'এসেছিল বৈকি, তবে বেশীক্ষণ ছিল না। ব'লেছে আজ সন্ধ্যার দিকে আসবে,' ব'লতে লাগলো, বহু দ্বিধায়।

'কাল সন্ধ্যায় এসেছিল কি?'

'ন্-না। আটকে প'ড়েছিল'—তাড়াতাড়ি ব'লে ফেল্‌লে। 'তোমার কেমন চল্‌ছে ভান্না?'

বুঝলাম আমাদের এই কথাবার্ত্তাকে এড়িয়ে ও নতুন কোন প্রসঙ্গে যেতে চায়। আরও একাগ্রতা নিয়ে ওকে দেখতে লাগলাম। অত্যন্ত উন্মনা মনে হোল। আমি ওকে গভীরভাবে লক্ষ্য ক'রছি দেখে ও চট ক'রে আমার দিকে তাকালো, আর যেন সক্রোধে, এত তীব্রতা নিয়ে যেন মনে হোল ওর চোখ দু'টো আমার ওপর আগুন ছড়াচ্ছে। 'আবার নতুন কোন আঘাত লেগেছে মনে'—ভাবলাম, 'তবে আমার কাছে তা' ও ভাঙ্‌তে চায় না।'

আমার কেমন চ'লছে—ওর এই প্রশ্নের উত্তরে এলেনার সব কথা ওকে ব'ললাম। ও খুব আগ্রহ দেখালো এবং রীতিমত অভিভূত হ'য়ে প'ড়লো মেয়েটির কাহিনী শুনতে শুনতে।

'সর্ব্বনাশ! অসুখ অবস্থায় ওকে তুমি একা ফেলে আসতে পারলে!' চেঁচিয়ে উঠলো ও।

ব'ললাম যে আজ আমি আসতাম না। তবে এলাম এই ভয়ে যে তুমি হয়তো রাগ ক'রবে আমার ওপর, আমাকে হয়তো প্রয়োজন তোমার।

'প্রয়োজন!' ও ব'ললে, অনেকটা যেন নিজের মনে ভাবতে ভাবতে। 'হয়তো তোমাকে প্রয়োজন ভান্না, তবে আজ নয়। বাবা-মার ওখানে গেছলে?'

আমি সব ব'ললাম।

'হ্যাঁ, ভগবানই শুধু জানেন কিভাবে বাবা এ খবর নেবেন। তাছাড়া, কিই বা এমন নেবার আছে?……'

'কিই বা এমন নেবার আছে?' ব'ললাম ওর কথাতেই। 'ব্যাপারটার এত বড় একটা পরিবর্ত্তন!'

'জানি না……বাবা আবাব কোথায় গেলেন? সেদিন তো ব'ললে হয়তো উনি আমার কাছে আসবেন। শোন ভান্না, কাল একবার এসো যদি পার। হয়তো কিছু ব'লতে পারবো...ভারী লজ্জা করে তোমায় এমন কষ্ট দিতে। যাক্, তুমি এখন বাড়ী যাও, মেয়েটি একলা রয়েছে। বোধহয় ঘণ্টা দু'য়েক হোল বেরিয়েছো।

'ঠিক তাই। চলি নাটাশা। হ্যাঁ, এ্যালোশা আজ তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার ক'রলে ?'

'এ্যালোশা ? ভালো......অবাক হ'চ্ছি তোমার কৌতূহলে।'

'চলি এখনকার মত—বিদায় বন্ধু !'

'বিদায় !'

আনমনে ও আমায় ওর হাতখানা এগিয়ে দিলে, তারপর সরে গেল আস্তে আস্তে আমার শেষ বিদায়ের দৃষ্টি থেকে। বেরিয়ে এলাম কতকটা বিস্মিত হ'য়ে। 'মনে ওর অনেক চিন্তা'—ভাবলাম। 'ব্যাপারটা তো আর ছেলেখেলা নয় ! কাল নিশ্চয় ওই প্রথম সব কথা আমায় ব'লবে।'

বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরলাম। দরজা খুলতেই বুকটা কেঁপে উঠলো আশঙ্কায়। অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে। দেখলাম এলেনা ব'সে আছে সোফায়, মাথাটা বুকের ওপর গুঁজে—যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আমার দিকে তাকালেও না। মনে হোল বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য। আমি ওর কাছে গেলাম। আপন মনে কিছু একটা বিড়্ বিড়্ ক'রে বকছিলো। 'আবার বিকার নয় তো ?' ভাবলাম।

'এলেনা, লক্ষ্মীটি, কি হয়েছে বল তো ?' জিজ্ঞাসা করলাম, ওর পাশে ব'সে, ওকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে।

'আমি চ'লে যেতে চাই...ওর কাছেই বরং যাবো,' ও ব'ললে মাথা না তুলে, আমার দিকে না তাকিয়ে।

'কোথায় ? কার কাছে ?' বিস্ময়ে প্রশ্ন ক'রলাম।

'ওর কাছে,—বুবনভের কাছে। ও খালি বলে আমি নাকি ওর অনেক টাকা ধারি, ওই নাকি নিজের খরচে আমার মাকে কবর দিয়েছে। আমি চাই না যে আমার মা'র সম্বন্ধে ও নোংরা কথা বলে। আমি ওখানে কাজ ক'রতে চাই। খেটে ওর টাকা শোধ দেবো......, তারপর চ'লে যাবো যেখানে খুশি। তবে, এখনকার মত ওর কাছেই ফিরে যাবো।'

'স্থির হও এলেনা ! ওর কাছে তুমি আর ফিরে যেতে পার না,' ব'ললাম। 'ও তোমায় কষ্ট দেবে। ও তোমায় ধ্বংস ক'রবে...'

'করুক ধ্বংস, দিক কষ্ট'—উত্তেজনায় ওর মুখ থেকে বেরোতে লাগলো। 'আমিই প্রথম নই,—আমার মত আরও অনেকেই উৎপীড়িত হ'চ্ছে—রাস্তার এক ভিখারিণী আমায় বলেছে। আমি গরীব, গরীবই থাকতে চাই। সারা

জীবনভোর আমি থাকবো নিঃস্ব। মাও তাই ব'লেছিলেন মৃত্যুর সময়। আমি খেটে খাবো····· চাই না পরতে এই বড়লোকী পোষাক .'

'কাল আমি তোমায় আর একটা কিনে দেবো। বইও কিনে এনে দেবো তোমায়। তুমি থাকবে আমার কাছে। তুমি না চাইলে কোথাও আমি তোমায় পাঠাবো না। কোন চিন্তা নেই তোমার'. . . . .

'আমি কাজ ক'রতে চাই।'

'বেশ, তাই হবে। শান্ত হও,—শুয়ে পড়, ঘুমোও।'

এলেনা কিন্তু ফেটে পড়লে৷ কান্নায়। ধীরে ধীরে অশ্রু দাঁড়ালো ফোঁপানীতে। ভেবে পেলাম না কি করবো ওকে নিয়ে। জল দিলাম, মাথা আর রগ দুটো ভিজিয়ে দিলাম। শেষটায় এলিয়ে পড়লো সোফার ওপর ক্লান্ত হয়ে। সারা দেহে ওর নেমে এলো জরের মত একটা কাঁপুনী। যা পেলাম তাই দিয়ে কোনরকমে ওকে ঢেকে দিলাম। অনেকটা ঘুমের মত এলো, তবে মাঝে মাঝে চমকে জেগে উঠতে লাগলো। সেদিন খুব বেশী ঘোরাঘুরি না করলেও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলাম। ভাবলাম যত তাড়াতাড়ি পারি শুয়ে পড়বো। নানান ক্লেশকর চিন্তা ভীড় করে এলো মাথায়। বেশ বুঝলাম এই মেয়েটিকে নিয়ে অনেক দুর্ভোগ আছে বরাতে। তবে আমার প্রধান ভাবনা—নাটাশা আর তার দুঃখ। যতদূর মনে পড়ে আজ— সেদিন সেই দুর্ভাগা রাত্রে ঘুমোবার সময় যে সীমাহীন নৈরাশ্যের ভাব আমায় পেয়ে বসেছিল, জীবনে তেমন বোধ হয় আর হয় নি কোনদিনও।

চব্বিশ

অনেক বেলায় আমার ঘুম ভাঙলো—প্রায় দশটা। জাগার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা অসুস্থ মনে হতে লাগলো। মাথাটা ঘুরছে আর অসম্ভব টন্‌টন্ করছে। এলেনার বিছানার দিকে তাকালাম। শয্যা শূন্য। ঠিক সেই সময় ডানদিকের ছোট্ট ঘরখানি থেকে ঝাঁড় দেবার শব্দ পেলাম। উঠে ব্যাপারটা দেখতে গেলাম। দেখি এলেনা: এক হাতে ওর ঝাঁটা, আর এক হাতে তুলে ধরেছে সেই ঝকমকে পোষাকটা যেটা কাল সন্ধ্যা থেকেই ওর গায়ে রয়েছে,—ঝাঁড় দিচ্ছে একমনে। উনুনের কাঠগুলো এক কোণে উঁচু করে সাজানো। টেবিলটা পরিষ্কার, কেট্‌লীটা মাজা। এক কথায় এলেনা লেগে পড়েছে ঘরসংসারের কাজে।

'একি এলেনা!' চেঁচিয়ে উঠলাম—'কে তোমায় ঝাঁড় দিতে বল্‌লে? ছিঃ—না, না, না—তোমার অসুখ। তুমি কি এখানে আমার বাঁদী হয়ে এসেছো?'

'কে তবে ঘর ঝাঁড় দেবে?' জিজ্ঞাসা করলে ও, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে চেয়ে। 'আমার আর এখন অসুখ নেই।'

'কিন্তু আমি তোমাকে এখানে কাজ করার জন্যে আনি নি এলেনা। তুমি হয়তো ভয় পাচ্ছো আমার এখানে বসে খেলে আমিও তোমায় বকবো মাদাম বুবনভের মত। আর কোত্থেকেই বা ওই বীভৎস ঝাঁটাটা যোগাড় ক'রলে? আমার তো কোন ঝাঁটা ছিল না', বললাম ওর দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে।

'এটা আমার ঝাঁটা। আমি নিজে এনেছিলাম। এটা দিয়ে এই মেঝে আমি দাদুর জন্যেও ঝাঁড় দিতাম। আর সেই থেকে এটা পড়েছিল উনুনের নীচে।'.

ও ঘরে ফিরে গেলাম ভাবতে ভাবতে। হয়তো আমারই ভুল, তবু কিন্তু মনে হয় ও যেন আমার আতিথ্যে অস্বস্তি অনুভব করে, আর তাই যেন প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে ও চায় দেখাতে যে ওর এই থাকার বিনিময়ে ও আমার কিছু অন্ততঃ কাজ করে দিচ্ছে।

'তাই যদি হয়, তবে কি বিতিক্ত জীবন! ভাবলাম। মিনিট দুয়েক পরে এলেনা ঘরে এলো। একটিও কথা না বলে বসলো গিয়ে সোফার ওপর—ঠিক সেই জায়গাটিতে যেখানে কাল বসেছিল। বসে চেয়ে রইলো আমার দিকে কৌতূহলে। ইত্যবসরে আমি জল ফোটালাম কেট্‌লীতে, চা তৈরী করলাম, ওর জন্যে এক কাপ ঢেলে এক টুকরো রুটি দিয়ে হাতে দিলাম। নিঃশব্দে, বিনা প্রতিবাদে ও হাত পেতে নিল। গত চব্বিশ ঘণ্টা কিছুই ওর পেটে পড়ে নি।

'এই ছাখো, ঝাঁড় দিতে গিয়ে সুন্দর জামাটা নোংরা করলে তো!' বললাম, ওর ঘাগরায় এক ফালি ময়লা দাগ লক্ষ্য করে।

ও হেঁট হয়ে দেখলো। তারপর হঠাৎ আমাকে অবাক করে দিয়ে দারুণ একটা কাণ্ড করে বসলো। কাপ রেখে দিয়ে নির্ব্বিকারে মসলিনের ঘাগরাটার প্রান্তভাগ দুহাতে তুলে ধরলো এবং এক টানে সেটা ছিঁড়ে ফেললো ওপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত। ছিঁড়ে শেষ ক'রে আমার দিকে তাকালো অনমণীয়, জলন্ত চোখ দুটি তুলে। মুখ পাংশু।

'ওকি! কি ক'রছো এলেনা?' চেঁচিয়ে উঠলাম, মেয়েটি পাগল হ'য়ে গেছে ভেবে।

'নোংরা পোষাক!' ও ব'লতে লাগলো উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে। 'একে বল তুমি সুন্দর? আমি চাই না এটা প'রতে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠলো, ছিঁড়ে ফেলবো! আমি তো ওকে বলি নি আমায় সাজাতে। ওই জোর ক'রে আমায় এই পোষাক পরিয়েছে। আমি এটা ছিঁড়ে ফেলবো! ছিঁড়বো! ছিঁড়বো। ছিঁড়বো।...'

এই ব'লে রাগে ফেটে প'ড়লো পোষাকটার ওপর। মুহূর্ত্তে সেটা ছিঁড়েখুঁড়ে ন্যাকড়া ক'রে ফেললে। বিস্ময়ে আমি ওর রাগ দেখতে লাগলাম। এমন উদ্ধতভাবে ও আমার দিকে চেয়ে রইলো যেন আমিও ওকে অপমান করেছি। এতক্ষণে বুঝলাম কি আমার কর্ত্তব্য।

ঠিক ক'রলাম সেদিন সকালেই ওর একটা নতুন পোষাক কিনে এনে দেবো। এই অবুঝ, উৎপীড়িত মেয়েটিকে অনুকম্পায় বশে আনতে হবে। জীবনে কখনও ও যেন কোন মানুষের কাছ থেকে দয়া পায় নি। শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও ও যদি ঠিক এমনি আর একটা পোষাক ছিঁড়ে থাকে তবে সেই

দুঃখময় অতীতের কথা স্মরণ ক'রে কি রোষ নজরেই না এই পোষাকটিকে দেখবে।

'টোলকুচি' বাজারে খুব সস্তায় জামা কাপড় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হাতে তখন আমার একটিও পয়সা ছিল না। আগের দিন রাত্রিরে শোবার সময় ঠিক করেছিলাম সেদিন সকালে এক জায়গায় যাবো, সেখানে কিছু টাকা পাওয়ার কথা আছে। জায়গাটা বাজার থেকে খুব বেশি দূরে নয়। টুপিটা নিলাম। এলেনা আমার দিকে তাকালো কিছু একটা ভেবে।

'আবার আমায় তালা চাবি দিয়ে যাবে?' জিজ্ঞাসা ক'রলে যেই আমি চাবিটা নিলাম দরজা বন্ধ ক'রতে—যেমন আমি করেছিলাম কাল ও পরশু।

'লক্ষ্মীটি!' বললাম ওর কাছে গিয়ে—'এতে রাগ করো না। দরজা বন্ধ ক'রে যাই পাছে হুট্ ক'রে কেউ ঢুকে পড়ে। তোমার অসুখ, হয়তো ভয় পাবে। বলা যায় না তো কে আসবে, না আসবে! হয়ত বুবনভের মতলব...'

ইচ্ছে ক'রেই বুবনভের নাম করলাম। তবে আসলে চাবি দিয়ে যাই কারণ ওকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। ভয় হয় পাছে হঠাৎ কিছু ভেবে ও আমায় ছেড়ে যায়। তাই কিছুদিন একটু সতর্ক হব ঠিক করি। এলেনা কিছু ব'ললে না, আবার ওকে চাবি দিয়ে বেরিয়ে প'ড়লাম।

আমার এক জানা প্রকাশক ছিল। গত বার বছর ধরে সে নানান বই প্রকাশ করে আসছে। অনেক সময় টাকার খুব টানাটানি পড়লে আমি তার কাছ থেকে লেখার কাজ নিতাম। বেশ নিয়মিত টাকা দিত। সেদিনও তার শরণাপন্ন হলাম। আমায় সে পঁচিশ রুবল্ আগাম দিল,—এই সপ্তাহের শেষে তাকে একটা লেখা দিতে হবে। আশা করেছিলাম উপন্যাসটার জন্যে সময় নেবো। তবে প্রায়ই আমি এরকম করতাম যখন খুব প্রয়োজন দেখা দিত। টাকাটা পেয়েই বাজারে ছুটলাম। খুঁজে খুঁজে একটি বৃদ্ধার কাছে অনেক পুরনো পোষাক দেখলাম। তাকে এলেনার মাপ দিলাম। সে চট্ করে একটা ফিকে রঙের সুতির পোষাক বার করলে। দাম খুব সস্তা কিন্তু খুব মজবুত এবং মনে হল এক বারের বেশী দু'বার ধোপ পড়ে নি। সেইসঙ্গে গলায় বাঁধার জন্যে একটা রুমালও নিলাম। দাম দেবার সময় মনে হল এলেনার একটা কোটও দরকার। ঠাণ্ডার দিন, কিছুই নেই ওর। তবে কেনা আর হল না, ভাবলাম আর একদিন হবে। যে মেজাজী মেয়ে, অত পোষাক দেখলে

হয়তো রেগে উঠবে। ইচ্ছে করেই সস্তা দেখে নেহাৎ আটপৌরে পোষাক নিলাম তবুও ভয় হতে লাগলো—কি জানি কি ও মনে করে! যা হোক দুজোড়া স্থতির আর একজোড়া পশমের মোজাও নিলাম,—নিলাম এই কারণে যে বুঝিয়ে স্থজিয়ে ঠাণ্ডার অজুহাতে ওগুলো ওকে গছাতে পারবো। ওর অন্তর্বাসও প্রয়োজন। তবে সেসব কেনা স্থগিত রাখলাম এই ভেবে যে আগে ওকে ভালো ক'রে চিনে নিই। তারপর খানকয়েক পুরনো বিছানার চাদর কিনলাম। ওগুলো খুবই দরকার এবং এলেনাও হয়তো খুশি হবে।

কেনাকাটি ক'রে বাসায় ফিরতে বেলা হল, প্রায় একটা। নিঃশব্দে তালা খুললাম যাতে এলেনা না টের পায়। দেখলাম টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ও আমার বই কাগজপত্তর উল্টেপাল্টে দেখছে। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে চট্ ক'রে বই বন্ধ ক'রে টেবিল থেকে স'রে দাঁড়ালো, লজ্জায় লাল হ'য়ে। আড়চোখে বইটা দেখে নিলাম। আমার প্রথম উপন্যাস, যেটা বই আকারে পুনঃপ্রকাশিত হ'য়েছে।

'তুমি চ'লে যাওয়ার পর একজন দরজা ধাক্কা দিয়েছিল।' ও ব'ললে, কথার স্থরে মনে হল আমায় যেন ব্যঙ্গ ক'রলে তালা দিয়ে গিয়েছি ব'লে।

'ডাক্তারবাবু নয় ত' ?' ব'ললাম। 'সাড়া দাও নি তুমি ?'

'না !'

আর কিছু ব'ললাম না। বাণ্ডিলটা খুলে পোষাকগুলো বার ক'রলাম।

'এই যে এই নাও এলেনা !' ব'ললাম ওর কাছে গিয়ে, 'এইভাবে ছেঁড়া পড়ে তোমার থাকা চলে না, তাই এই আটপৌরে সস্তা জিনিষ নিয়ে এলাম, আর কোন ভাবনা নেই। মোটে এক রুবেল কুড়ি কোপেক দাম। নাও, পর লক্ষীটি !'

এই ব'লে পোষাকটা রাখলাম ওর পাশে। লজ্জায় রাঙা হ'য়ে আমার দিকে ও চেয়ে রইলো বিস্ফারিত চোখে।

অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে গেছে এবং সেইসঙ্গে মনে হল কি জানি কেন লজ্জাও পেয়েছে। তবে ওর চোখে একটা কমনীয়তার আভাষ পেলাম। কিছু ব'ললে না দেখে ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে স'রে গেলাম্। ও ব'সে রইলো চোখ নামিয়ে। স্পষ্ট বুঝলাম আমার ব্যবহারে ও মুগ্ধ হলেও চেষ্টা ক'রছে নিজেকে সংযত ক'রতে।

ক্রমশঃই আমার মাথার যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। বাইরে ঘোরাঘুরি করেও কোন ফল হয় না। এরই মধ্যে আবার যেতে হবে নাটাশার ওখানে। কালকের চেয়ে আজ আমার উদ্বেগ কম নয়। বরং বেড়েই চ'লেছে। হঠাৎ মনে হল এলেনা যেন আমায় ডাকলে। ফিরে তাকালাম।

'যখন বেরোও আমায় তালাচাবি দিয়ে যেও না,' ও ব'ললে, একমনে সোফার ধার খুঁটতে খুঁটতে, 'তোমাকে ছেড়ে আমি যাবো না।'

'বেশ, তাই হবে; কিন্তু অচেনা কেউ যদি এসে পড়ে? বলা যায় না তো কে আসে না আসে!'

'তাহলে চাবিটা দিয়ে যেও আমি ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে রাখবো। যদি কেউ আসে ব'লে দেবো তুমি বাড়ী নেই।' এই ব'লে আমার দিকে তাকালে দুষ্টুমী ক'রে, যেন ভাবখানা এই: "দেখলে তো কেমন সহজে মীমাংসা হ'য়ে গেল!"

'কে তোমার জামা-কাপড় কাচে?' হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রলে, আমার জবাব দেবার আগেই।

'এই বাড়ীতেই একটি স্ত্রীলোক থাকে, সে।'

'আমি কাচতে জানি। আচ্ছা, কাল কোথা থেকে খাবার এনেছিলে?'

'হোটেল থেকে।'

'রান্নাও আমি জানি, আমি তোমায় বেঁধে দেবো।'

'বেশ। কিন্তু রান্নার তুমি কি জানো? বিশ্বাস হয় না'...

চোখ নামিয়ে চুপ ক'রে রইলো। আমার কথায় আঘাত পেয়েছে। অন্ততঃ মিনিট দশেক কেটে গেল। দু'জনেই আমরা নীরব।

'সুপ্!' হঠাৎ ও ব'ললে, মাথা না তুলেই।

'সুপ্? কিসের সুপ?' বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন ক'রলাম।

'আমি সুপ্ তৈরী ক'রতে জানি, মা'র অসুখের সময় তাঁকে ক'রে দিতাম। বাজারেও যেতাম।'

'আচ্ছা এলেনা, তুমি এত অভিমানী কেন বল তো!' ব'ললাম ওর কাছে গিয়ে, ওর পাশে সোফার ওপর ব'সে। 'আমি তোমায় এখানে মনের মত ক'রে রাখতে চাই। তুমি একা, কেউ নেই, কত কষ্ট তোমার! তোমায় সাহায্য ক'রতে চাই, আমি বিপদে প'ড়লে তুমিও ঠিক এইভাবে ক'রবে। কিন্তু তুমি

ব্যাপারটাকে সেভাবে দ্যাখো না, আমার কাছ থেকে সামান্য একটা কিছু নেওয়া তোমার কাছে অপমান ব'লে মনে হয়। তুমি তখনই চাও তা' শোধ দিতে, অন্ততঃ কাজ দিয়ে পুষিয়ে দিতে,—যেন আমি মাদাম বুবনভ্, এ নিয়ে তোমায় গঞ্জনা দেবো। ছিঃ! তা যদি ভাবো এলেনা, ভারী লজ্জার কথা!'

কোন জবাব দিলে না। ঠোঁট দু'টি কাঁপতে লাগলো। মনে হোল কিছু যেন ব'লতে চায়, কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ ক'রে গেল। আমি উঠে প'ড়লাম নাটাশার ওখানে যাবার জন্যে। সেবারে চাবিটা ওকে দিয়ে গেলাম, ব'লে গেলাম—কেউ যদি আসে সাড়া দিতে এবং কে জিজ্ঞাসা ক'রতে। আমার স্থির বিশ্বাস ভয়ানক কিছু একটা হচ্ছে নাটাশার এবং আমার কাছ থেকে সেটা গোপন ক'রে রেখেছে সাময়িকভাবে,—যেমন আগেও ও দু'একবার ক'রেছে। যাই হোক তবু একবার যাবো শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্যে, পাছে বেশীক্ষণ থাকলে ওর বিরক্তি বাড়ে।

যা ভেবেছিলাম সত্য হল। আবারও লক্ষ্য ক'রলাম নাটাশার নিদারুণ অসন্তুষ্টি। তখনই চ'লে আসতাম, কিন্তু পারলাম না, পা আমার ভেঙ্গে এলো।

'শুধু এক মিনিটের জন্যে এসেছি নাটাশা', বললাম—'তোমার পরামর্শ নিতে—মেয়েটিকে নিয়ে কি করি?'

এলেনার কথা সংক্ষেপে বললাম। নাটাশা নীরবে শুনলো।

'জানি না কি তোমায় পরামর্শ দেবো ভান্না', ও ব'ললে। 'সব শুনে মনে হচ্ছে ও ভারী অদ্ভুত মেয়ে। হয়তো উৎপীড়ন আর লাঞ্ছনার জন্যেই এমন হয়েছে। তা হোক, সময় দাও ঠিক হ'য়ে যাবে। আমাদের ওখানে রাখবে ভাবছো?'

'কিন্তু ও বলে আমাকে ছেড়ে ও কোথাও যাবে না। ও থাকলে লোকেই বা কি ব'লবে! জানি না কি ক'রবো। যাক্, বল তুমি কেমন আছো? কাল তোমায় তো খুব ভালো মনে হল না', ব'ললাম ভয়ে ভয়ে।

'হ্যাঁ...আজও মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে', জবাব দিলে অন্যমনস্কভাবে। 'আমাদের ওখানে যাও নি?'

'না। কাল যাবো। কাল শনিবার'...

'তাতে কি?'

'কাল সন্ধ্যায় প্রিন্স আসছেন'—

'বটে ? আমার তা মনে আছে।'

'মানে, আমি শুধু'...

নাটাশা দাঁড়ালো স্থির হ'য়ে, ঠিক আমার সামনে। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। ওর চোখে সঙ্কল্পের আভাষ, একটা অনমণীয় দৃঢ়তার ছাপ,—কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য ও রোষদীপ্ততা।

'ছাখো ভান্না,' ও ব'ললে,—'দয়া ক'রে চ'লে যাও, আর আমায় জ্বা'লিও না'—

চেয়ার ছেড়ে উঠে প'ড়লাম, ওর দিকে চাইলাম, অপ্রকাশ্য বিস্ময়ে।

'নাটাশা। লক্ষ্মীটি। কি হল তোমার ? কি হয়েছে ?' ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'হয় নি কিছু। কাল সব জানতে পাববে, কিন্তু আজ আমায় একা থাকতে দাও। বুঝেছো ভান্না ? আজ তুমি যাও, চ'লে যাও—তোমায় আর আমি সইতে পারছি না।'

'তবে বল অন্ততঃ'

'শুনবে, কাল সব শুনবে। হায় ভগবান ! তুমি যাচ্ছো ?'

তখুনি আমি বেরিয়ে পড়লাম। নিজেও জানি না কি ক'রছি—এতই অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছিলাম। দরজার কাছে মাভ্‌রা ছুটে এলো।

'ব্যাপার কি, ও রাগ ক'রেছে ?' সে জিজ্ঞাসা ক'রলে। 'ভয় করে ওর কাছে যেতে।'

'কিন্তু, কি হয়েছে ওর ?'

'তিন দিন হোল এ্যালোশার আর টিকি দেখা যাচ্ছে না।'

'তিন দিন।' বিস্ময়ে বেরোলো আমার মুখ থেকে। 'কেন, কাল আমায় নাটাশা ব'ললে সকালে সে এসেছিল, বিকেলেও আবার আসবে'......

'ব'লেছিল ? সকালে এ দিকেও সে আসে নি। তিন দিন তার ছায়াও আমরা দেখি নি। নাটাশা তোমায় ব'ললে যে কাল সকালে সে এসেছিল ?'

'হ্যাঁ তাই।'

'তবে—মনে হচ্ছে—' মাভ্‌রা ব'ললে ভাবতে ভাবতে—'নিশ্চয়ই ওর মনে খুব লেগেছে তাই তোমার কাছেও কথা'টা গোপন রেখেছে। বলিহারি ছোক্‌রা বটে !'

'কিন্তু এর মানে কি ?'

'মানে—জানি না নাটাশাকে নিয়ে কি আমি ক'রবো,' বললে মাভ্‌রা হাত উঁচিয়ে হতাশার ভঙ্গী করে। 'কাল আমায় ও পাঠাচ্ছিল ছোকরার কাছে কিন্তু যেই বেরোতে যাবো ওমনি ডাকলে। এমনি করে বার দুই আমায় ফেরালে। আর আজ কিনা আমার সঙ্গেও কথা বন্ধ করেছে। দ্যাখো তুমি যদি ছোকরার কাছে একবার যেতে পারো। ওকে ছেড়ে এখন আর আমার নড়া চলে না।'

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম, আত্মহারা হয়ে।

'আজ সন্ধ্যায় আসছো ?' পেছন থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে মাভ্‌রা।

'এলে দেখা হবে,' বললাম তাকে। 'হয়তো একবার এসে তোমার কাছে ওর খোঁজ নিয়ে যাবো—অবিশ্যি যদি বেঁচে থাকি।'

মনে হতে লাগলো ঠিক আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে কিছু যেন একটা আঘাত করলো।

পঁচিশ

সোজা এ্যালোশার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। সে তখন বাপের সঙ্গে থাকে মর্সকায়াতে। প্রিন্স ভাল্কোভস্কির ফ্ল্যাটটি বেশ প্রশস্ত। থাকেন অবশ্য তিনি একা। এ্যালোশার ফ্ল্যাটের ঘর দু'খানি বেশ চমৎকার। তার সঙ্গে ইতিমধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ করতে যাই নি। একবার মাত্র গেছি। সে বরং প্রায়ই আসতো আমার সঙ্গে দেখা করতে। বিশেষ করে প্রথম দিকে, নাটাশার সঙ্গে সম্প্রীতি গড়ে ওঠার প্রথম দিকটাতে।

এ্যালোশা বাড়ী ছিল না। সোজা ঢুকলাম তার ঘরে। লিখে এলাম এক টুক্‌রো চিঠি: 'এ্যালোশা, মনে হয় তোমার মাথার ঠিক নেই। মাত্র সেদিন মঙ্গলবার রাত্রে তোমার বাবা নিজে নাটাশাকে অনুরোধ করেছেন তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে। আমি নিজের চোখে দেখেছি এতে তুমি নিজেও বিশেষ খুশী হয়েছিলে। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে তোমার ব্যবহার বেশ কিছুটা বিচিত্র। নাটাশার প্রতি তুমি কি ব্যবহার করছো সে তুমি জানো কি? সে যাই হোক, এই চিঠিতে তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ভাবী স্ত্রীর প্রতি তোমার ব্যবহার যেমনই অশোভন তেমন অন্যায়। আমি বেশ ভালোভাবেই জানি, তোমাকে বক্তৃতা দেবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু তা নিয়ে আমার কোনো দুর্ভাবনাও নেই।'

পুনশ্চ:—নাটাশা এ চিঠির বিন্দুবিসর্গও জানে না। আর বলতে কি তোমার সম্বন্ধে এসব কথা আমাকে সে বলে নি।

চিঠিখানা খামে ভরে খামের মুখ এঁটে টেবিলের ওপর রেখে এলাম। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বাড়ীর চাকরটা জানালো, এ্যালেক্সি পেট্রোভিচ, বড় একটা বাড়ীতেই থাকে না, আর ভোরের আগে সে ফিরবেও না।

অতিকষ্টে বাড়ী ফিরে এলাম। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে, পা দুটো কাঁপছে যেন কোনো জোর নেই। ফিরে দেখলাম আমার ঘরের দরজা খোলা রয়েছে। নিকোলাই সার্গেইচ্ আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। টেবিলের ধারে বসে তিনি নির্ব্বাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলেন এলেনাকে।

এলেনাও লক্ষ্য করছিল তাঁকে, তার বিস্ময়ও কম নয়, তবে সে ঘাড় গুঁজে নির্ব্বাক হয়ে ছিল। ভাবলাম নিশ্চয়ই তিনি ওকে দেখে বেশ অবাক হয়েছেন।

'এই ভাখো ত' বাবা, তোমার জন্যে বসে আছি তা পুরো একটি ঘণ্টা হবে। আব সত্যি বলতে কি এ রকম কিছু·· এই সব দেখার আশা আমি করি নি।' বলে চললেন তিনি ঘরের চাবিদিকে তাকিয়ে এলেনার দিকে তেমন কোনো ইঙ্গিত না করেই। তাঁর চোখে মুখে বিস্ময়, কিন্তু তাঁর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম তাব মধ্যে কেমন যেন উত্তেজনা ও নৈরাশ্যের ভাব। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক বকম ম্লান।

'বসো বসো,' বললেন তিনি বেশ একটা চিন্তিত ভাব নিয়ে, 'বেশ শশব্যস্ত হয়েই তোমাব কাছে আসতে হলো। তোমাকে একটা কথা বলার আছে। কিন্তু তোমাব এ কি ব্যাপার? শবীর ভাল আছে ত'!'

'না, শবীরটা ভাল নেই। সারাটা দিন মাথা ঝিম্‌ঝিম্ কবছে।'

'খুব সাবধান, অবহেলা করো না। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগেছে, না অন্য কিছু?'

'না তেমন কিছু না। মাঝে মাঝে এ বকম আমার হয়। কিন্তু আপনাকে দেখেও ত' ভাল মনে হচ্ছে না?'

'না, না, ও কিছু না। ক্ষণিক স্নায়বিক উত্তেজনা। তোমায় একটা কথা বলার আছে। বসো।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের ধাবে বসে পডলাম তাঁব সামনা-সামনি। বৃদ্ধ সামনে আমাব দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, 'শোনো, বলি, ওর দিকে তাকিও না। ভাবখানা এমন দেখাও যেন আমরা অন্য-কিছু বলাবলি কবছি। একে আবাব কোত্থেকে জোটালে?'

'সেকথা আপনাকে পরে সব খুলে বলবো। এই মেয়েটি সংসাবে একা। আপন বলতে ওর কেউ নেই। সেই যে বুডো স্মিথ এখানে থাকতো আর মূলারেব কাফিখানায় মাবা গেছলো, ও তাবই নাত্‌নী।'

'তাই নাকি! বুড়োর আবার নাত্‌নীও ছিল। তা বেশ বাবা, মেয়েটিকে দেখে কেমন যেন অবাক লাগে, আর কি বা ওর বয়েস। তাকিয়ে আছে কি রকম একদৃষ্টিতে! তোমাকে স্পষ্ট বলছি তুমি যদি না এসে পড়তে তাহলে আমি আর পাঁচ মিনিটও ওকে সইতে পারতাম না। সেই যে দরজাটা

খুলে দিল নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে, তার পর থেকে এতক্ষণ একটি কথাও বললে না! ওটাকে দেখে যেন মানুষ বলেই মনে হয় না। কিন্তু ও এসে জুটলো কি করে এখানে। বোধ হয় দাদুকে দেখতে এসেছিল। বুড়ো মারা গেছে না জেনেই ?'

'হ্যাঁ, মেয়েটার দুঃখকষ্টের শেষ নেই। মরবার সময় বুড়ো ওর চিন্তাতেই কাতর হয়েছিল।'

'হুঁ, ওকে দেখে অনেকটা দাদুর নাতনী বলে মনে হয়। সে যাক্, সেসব কথা পরে শুনবো'খন। ওর এই দুঃখকষ্টে কিছু সাহায্য করা দরকার। কিন্তু বাবা, ওকে এখন একটু বিদেয় করো, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী বিষয় আলোচনা করবার আছে।'

'কিন্তু ওর ত যাবার জায়গা নেই। ও ত এখানেই থাকে।'

দুএক কথায় তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম যতদূর পারি। বললাম তাঁকে, তিনি ওর সামনে স্বচ্ছন্দেই সেকথা বলতে পারেন, কেন না অতশত বোঝার মত বয়স ওর এখনো হয় নি।

'এ্যাঁ, বলো কি!...ওর বয়েস হয়নি! তুমি আমায় অবাক করলে বাবা! তোমার সঙ্গে একসঙ্গে আছে! বলো কি!'

এই বলে বৃদ্ধ আবার তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন দুচোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে।

তার সম্বন্ধেই আমরা কথা বলছি বুঝতে পেরে এলেনা মাথা নীচু করে চুপ করে বসে ছিল। দু'হাত দিয়ে সোফার ধার খুঁটছিলো। পোষাক-আষাক ইতিমধ্যে সে অবশ্য বদলে নিয়েছে, আর তাকে মানিয়েছেও বেশ। সযত্নে অন্য দিনের চেয়ে পরিপাটি করে কেশবিন্যাস করেছে, কতকটা যেন নতুন পোষাকের মান রাখবার জন্যে। সব মিলিয়ে তার অদ্ভুত অস্বাভাবিক চাহনি বাদে সে সত্যি ভারী চমৎকার।

'তোমাকে যা বলতে হবে তা সংক্ষেপে আর স্পষ্ট করে বলছি,' বলে চলেন বৃদ্ধ, 'সে অনেক কথা, বিশেষ জরুরী কথা।' বিশেষ গম্ভীর থমথমে ভাব নিয়ে তিনি বসে রইলেন আর এত তাড়াহুড়ো থাকা সত্ত্বেও 'সংক্ষেপে ও স্পষ্ট করে' বলার কথাগুলি কিছুতেই যেন তাঁর মুখে জোগায় না। মনে ভাবলাম, 'ব্যাপারখানা কি ?'

'জানো ভান্না, আমার একটি বড় উপকার তোমায় করতে হবে। কিন্তু প্রথমে···আমার এখন যা মনে হয়, কতকগুলি অবস্থার কথা তোমায় খুলে বলা দরকার···বিশেষ অস্বস্তিকর অবস্থা।'

গলা খাঁকারি দিয়ে আড় চোখে আমার দিকে একবার দেখে নিলেন। তাকিয়েই লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। লজ্জায় লাল হয়ে নিজের এই অপ্রস্তুত ভাবের জন্য নিজের ওপরই যেন চটে ওঠেন। চটে গিয়ে আবার বলতে থাকেন।

'শোনো তাহলে, আর বুঝিয়ে বলবার আছেই বা কি! তুমি নিজেই ত' বোঝো। সংক্ষেপে তা হলো এই, আমি প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাতে চাই। তোমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, আর তুমি থাকবে আমার কাছে।'

আমি চেয়ারের মধ্যে এলিয়ে পড়ে অপলক নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বিস্ময়ের আমার সীমা নেই।

'কি হে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলে যে! এখনও পাগল হই নি!'

'কিন্তু, মাপ করবেন! এর প্রয়োজন কি? এর উদ্দেশ্য কি? আর এটা সম্ভবই বা কি করে?'

'প্রয়োজন! উদ্দেশ্য!' চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আচ্ছা বেশ!'

'বেশ বেশ, আমি জানি আপনি কি বলবেন। কিন্তু এ থেকে আপনার কি কল্যাণ হবে? আপনার লাভ কি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে! বলতে কি আমি এসব কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।'

'আমি জানতাম তুমি বুঝতে পারবে না। শোনো, আমাদের মামলা মিটে গেছে। (মানে আর কয়েকদিনের মধ্যে মিটে যাচ্ছে। সামান্য ছোটখাট কয়েকটা কাজ বাকী আছে) মামলায় আমি হেরে গেছি। দশটি হাজার খেসারৎ আমায় দিতে হবে। এই হলো মামলার রায়। ইচ্‌মেনেভ্‌কার সম্পত্তি জামিন রাখতে হয়েছে। আর আজ সেই জোচ্চোরটা টাকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। ইচ্‌মেনেভ্‌কার সম্পত্তি তার হাতে তুলে দিয়ে সমস্ত ক্ষতিপূরণ আমি করেছি, হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। আজ আমি মাথা উঁচু করে বলতে পারি—হে আমার সম্মানিত প্রিন্স, দীর্ঘ, দু'বছর ধরে যত খুশী অপমান তুমি আমায় করেছো, আমার নামে আমার পরিবারের নামে চাপিয়েছোতু মি অপবাদআর

আমি তা' মুখ বুঁজে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছি। আমি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাতে পারি নি। কিন্তু আজ হে আমার মাননীয় প্রিন্স, আজ সব চুকে গেছে, তুমিও আজ নিশ্চিন্ত, আজ আর তাতে কোন বাধা নেই। এই আমার বক্তব্য ভান্না। তুমি কি মনে করো এই সমস্ত কিছুর প্রতিশোধ নেবার অধিকার আমার নেই?'

তাঁর চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাক্‌শূন্য হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। তাঁর মনের চিন্তাধারায় উঁকি দিয়ে দেখবার ইচ্ছে হলো।

'শুনুন,' বললাম আমি শেষকালে সোজাসুজি কথা বলবো ব'লে, 'আপনি সব খুলে বলবেন কি আমায়?'

'বলবো' জবাব দিলেন তিনি জোরের সঙ্গে।

'তাহলে খুলে বলুন ত' শুধু কি এই প্রতিশোধ নেবার জন্যেই তাঁকে এই আহ্বান জানাতে চান, না কি আপনার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে?'

'ভান্না, তুমি জানো কতকগুলো ব্যাপার নিয়ে কাউকে আমি আলোচনা করতে দিই না কিন্তু তোমার বেলা তা' করবো না। কারণ তোমার অন্তর্দৃষ্টি খুব প্রখর। তুমি একেবারেই আসল ব্যাপারটা ধরে ফেলেছো। হ্যাঁ, আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে, তা হলো আমার হারানো মেয়েকে বাঁচানো। সাম্প্রতিক ঘটনাচক্র তাকে যে সর্ব্বনাশের পথে টেনে নিয়ে চলেছে তা থেকে তাকে উদ্ধার করতে হবে।'

'কিন্তু আপনি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সাহায্যে কি করে তাকে বাঁচাবেন, সেইটাই ত' আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

'কেন? তার বিরুদ্ধে এই যে যা কিছু ষড়যন্ত্র হচ্ছে সমস্ত কিছুকে বাধা দিয়ে। শোনো বলি, ভেবো না যেন বাপের স্নেহ বা দুর্ব্বলতা আমায় পেয়ে বসেছে। ও সব বাজে। আমার অন্তরের কথা আমি কাউকে জানতে দিই না। এমন কি তুমিও তা জানো না। মেয়ে আমায় ছেড়ে চলে গেছে, চলে গেছে আমার বাড়ী থেকে তার প্রেমাস্পদকে নিয়ে আর আমি তাকে বিতাড়িত করেছি আমার অন্তর্লোক থেকে—বিসর্জ্জন দিয়েছি চিরকালের জন্য সেদিনের সেই সন্ধ্যাবেলায়—মনে পড়ে? তার ছবির ওপর চোখের জল ফেলতে যদি দেখেই থাকো আমায় তাতে এই বুঝো না আমি তাকে ক্ষমা করেছি। ক্ষমা তখন আমি তাকে করি নি। কেঁদেছি আমার ফেলে আসা দিনের সুখস্মৃতিতে, কেঁদেছি

আমার ব্যর্থ স্বপ্নের জন্যে, কিন্তু তার জন্যে নয়। হয়তো প্রায়ই আমি কাঁদি। সেকথা বলতে আমার লজ্জা নেই, যেমন লজ্জা নেই স্বীকার করতে একদিন আমি তাকে ভালোবাসতাম দুনিয়াব সকল জিনিষেব চেয়ে। তুমি বলতে পারো, তাই যদি হয়, মেয়ে বলে যাকে আর আপনি স্বীকাব করেন না তার ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি এত উদাসীন হয়েও কেন আপনাব এই দুশ্চিন্তা, কার বিরুদ্ধে কে ষড়যন্ত্র করছে আর কে করছে না? আমি জবাব দেবো, প্রথম কথা হলো সেই উদ্ধত ফন্দিবাজ লোকটা জিতে যাক এ আমি হতে দিতে পাবি না। দ্বিতীয় কথা হলো দয়ার অনুভূতি, সে যদি আমাব মেয়ে নাও হয় তবুও সে দুর্ব্বল, আত্মবক্ষাবিহীন ও প্রবঞ্চিত। আবও প্রতাড়িত হচ্ছে সে যাতে সর্ব্বনাশেব পাত্র তাব কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়। সোজাসুজি এতে আমি মাথা গলাতে পাবি না কিন্তু পরোক্ষভাবে পাবি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সাহায্যে। এক কথায় বলতে গেলে এ বিয়েতে আমার মত নেই আব তাতে বাধা দেবাব জন্যে যা কিছু পাবি তা আমি কবৰো।'

'না, যদি নাটাশার ভাল আপনি চান ত' কি কবে তাব বিয়েতে আপনি বাধা দিতে পারেন? এই একমাত্র পথ যাতে সে সুনাম ফিবে পেতে পাবে, সাবা জীবন তার পড়ে আছে। সুনামের তাব বিশেষ প্রয়োজন।'

'দুনিয়ার লোকে কি বললো না বললো তাতে তার তোয়াক্কা করার দরকারটা কি! তার এটা বোঝা উচিত তাব সবচেয়ে বড় কলঙ্ক থাকবে এই বিয়ের মধ্যে—ওই সব হতচ্ছাড়া লোকগুলোর সঙ্গে ওই নীচ ছোটলোকেব সমাজের সঙ্গে তার এই সম্বন্ধ বাখায়। তাব থাকলো গর্ব্বিত আভিজাত্য দুনিয়ার লোকের কাছে এই হবে তাব উত্তর। তাহলেই হয়তো আমি তাকে আবার ডেকে নিতে পারবো। তাবপব দেখি কে আমার সন্তানেব নামে অপবাদ রটায়!'

তাঁব এই বেপরোয়া আদর্শবাদে আমি চমকে উঠি। কিন্তু তখনই দেখলাম তিনি প্রকৃতিস্থ নন। বাগে ও আক্রোশে বলেছেন এইসব কথা।

'এ হলো আপনাব আদর্শের কথা,' জবাব দিলাম আমি, 'তাতেই এত নির্ম্মম। আপনি তার কাছ থেকে এমন একটি শক্তি আশা করছেন যা সে জন্ম থেকে পায় নি। আপনার কি ধারণা সে এ বিয়েতে মত দিয়েছে প্রিন্সেস হবার লোভে? সত্যিই সে ভালবাসে। দুনিয়ার মতকে সে ঘৃণা করুক আপনি

এটা চান। কিন্তু আপনি নিজে সেই মতের কাছে মাথা নীচু করেছেন। প্রিন্স আপনাকে অপমান করেছেন, যা নয় তাই রটনা করেছেন আর এখন বলছেন সে এ বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেই সমস্ত অপবাদ খণ্ডন হবে। এই ত' আপনার লাভ। আপনি চাইছেন প্রিন্সের ওপর প্রতিশোধ নিতে, তাকে বিভ্রান্ত করতে আব তার জন্যে মেয়ের সুখশান্তি বলি দেবেন। এটা কি দম্ভ নয়?' ভ্রূ কুঁচকে বৃদ্ধ বসে রইলেন বিষণ্ণ হয়ে। বহুক্ষণ কোনো কথার জবাব দিলেন না তিনি। শেষকালে বললেন, 'তুমি আমায় ভুল বুঝছো ভান্না, আমি বলছি তুমি ভুল বুঝছো। যাক্‌গে সে কথা। আমি ত' আর মনের ভেতরটা দেখতে পারি না।' বলতে বলতে উঠে পড়েন তিনি। চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু টলটল করে ওঠে। 'একটা কথা তোমায় বলে যাই—এই মাত্র তুমি বললে আমার মেয়ের সুখশান্তির কথা, সে সুখশান্তির ওপর আমার কোনো বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া এ বিয়ে কোন দিনই হবে না, আমি এতে হস্তক্ষেপ করি আর না করি।'

'কেন? এরকম মনে হওয়ার কারণ কি? আপনি নিশ্চয়ই এমন কিছু জানেন…?' বললাম আমি জিজ্ঞাসুভাবে।

'না। বিশেষ কিছু আমি জানি না। ফাঁদ পাতা রয়েছে। এ আমি জানি বেশ ভালো করে, আর হবেও তাই। আর এই বিয়ে যদি হয়েও যেত ত' সত্যি করে বলো ত' এ বিয়েতে সে কোনদিন সুখী হবে? নির্য্যাতন, অপমান, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অবহেলা এই ত' সে পাবে তার জীবন-সঙ্গীর কাছ থেকে। বিয়েটা চুকে গেলেই...না ভান্না এই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য হয় আর তোমার হাতও আছে কিছুটা এ ব্যাপারে, তবে এর জন্যে বিধাতার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি তখন হয়তো অনেক দেরী হয়ে যাবে। আচ্ছা আজ চলি তাহলে।'

বাধা দিলাম আমি। বললাম, 'শুনুন, এত তাড়াতাড়ি কিছু ঠিক করা চলে না। এটা জেনে রাখবেন অনেকেব দৃষ্টি রয়েছে এই ব্যাপারে। আর এ সমস্তই আপনা থেকে মিটে যাবে বিনা হস্তক্ষেপে ও বিনা দ্বন্দ্বে। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর আপনার এই যে সব মতলব, এ সব সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনি কি একবারও ভাবতে পারেন প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি আপনার এই আহ্বান গ্রহণ করবেন?'

'গ্রহণ করবে না ? তার মানে ?'

'আমি বলছি তিনি করবেন না। বিশ্বাস করুন তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে যাওয়ার একটা উপায় খুঁজে বার করবেনই। আর আপনি তখন হয়ে দাঁড়াবেন উপহাসের পাত্র...'

'তা হতে পারে না, আমি বলছি তা হতে পারে না। তুমি আমায় অবাক করে দিলে। এতে সে রাজী না হয়ে পারে কি করে। কেন তুমি মনে করছো, এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে অশোভনটা কি আছে ?

'দেখছেন না, তিনি এমন সব অজুহাত দেখাবেন যাতে আপনারই মনে হবে এ বিরোধ সম্পূর্ণ অসম্ভব।'

'হুঁ! বেশ তুমি যা বলছো তাই হোক আমি অপেক্ষাই করবো। দেখবো কবে তা হয়! একটা কথা কিন্তু মনে রেখো। আমায় তুমি কথা দাও, এসব কথা তুমি সেখানে বলবে না, এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌নার কাছেও নয়।'

'বেশ, কথা দিলাম।'

'আর একটা ভান্না, এসব কথা আর কখনও তুলো না।'

'বেশ, তাতেও কথা দিচ্ছি।'

'আর একটা অনুরোধ। আমি জানি হয়তো তোমার কাছেও সব একঘেয়ে লাগছে। মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে এসো না কেন। এ্যানা তোমায় বড় ভালবাসেন আর...আর .তুমি না গেলে তিনি যেন কেমন মনমরা হয়ে পড়েন বুঝলে ভান্না,' বলে তিনি আমার হাতদুটো চেপে ধরলেন। আমি সমস্ত অন্তর থেকে তাঁকে কথা দিলাম।

'আচ্ছা ভান্না, শেষের এই ছোট্ট কথাটি, টাকা পয়সা তোমার কিছু আছে ত ?'

'টাকা পয়সা ?' সবিস্ময়ে তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলাম।

'হ্যাঁ' (বলে বৃদ্ধ চোখ বিস্ফারিত করে একবার তাকিয়ে নিলেন) 'দেখছি ভান্না, দেখছি তোমাকে, দেখছি তোমার ঘর-দোর...তোমার অবস্থা আর. যখন ভাবি তোমার হয়তো আরও বাইরের খরচ থাকতে পারে (আর হয়তো সে খরচ তোমার এখুনি হতে পারে), তখন এই নাও, এই দেড়শো' রুবল্‌ এখনকার মত রেখে দাও ত'।'

'দেড়শো' ! এখনকার মত ! আপনি না মামলায় হেরে গেছেন !'

'তুমি দেখছি ভান্না আমার কথা কিছুই বোঝো নি ! তোমার হয়তো বিশেষ জরুরী দরকার হতে পারে, বুঝলে না। সময় অসময় টাকা থাকলে নিজে নিজেই অনেক কিছু করা যায়, অনেক কিছু সিদ্ধান্ত করা যায়। হয়তো তোমার এখুনি লাগবে না কিন্তু ভবিষ্যতেও ত' লাগতে পারে। যাই হোক ওটা তোমার কাছে রেখে দাও। এইটুকুই আমি জোগাড় করতে পেরেছি। খরচ করার জন্য যদি না লাগে ত' ফিরিয়ে দিতে পারবে। এখন তবে চলি। তোমার মুখচোখ কেমন যেন শুকনো লাগছে ! শরীর নিশ্চয়ই খারাপ...'

বিনা প্রতিবাদেই টাকাটা নিলাম। বেশ বুঝতে পারলাম কেন তিনি এটা আমার কাছে রেখে গেলেন।

'দাঁড়িয়ে থাকতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছে,' বললাম আমি।

'নিজের শরীরের দিকে একটু দৃষ্টি রেখো ভান্না, দোহাই তোমার ! আজ আর বেরিয়ে না। এ্যানা এ্যান্ড্রিয়েভ্নাকে আমি বলে দেবো'খন তোমার এই অসুস্থ শরীরের কথা। একজন ডাক্তার ডাকলে হয় না। কাল এসে দেখে যাবো'খন কেমন থাকো। আসার চেষ্টা করবো। যদি উঠে হেঁটে আসতে পারি। যাক এখন তুমি শুয়ে পড়ো দিকিনি...আমি বরং চলি, চলি কেমন ! দেখেছো মেয়েটা পেছন ফিরে রয়েছে ! এই রইলো আর পাঁচ রুবল্। এটা রইলো ওর জন্যে। কিন্তু ওকে বলো না আমি রেখে গেছি। তবে ওর জন্যেই খরচ করো। কিছু জামা জুতো কিনে দিও। এসব ওর বড় দরকার। আচ্ছা আসি তাহলে...'

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত গেলাম। চাকরটাকে বলে দিলাম বাইরে থেকে কিছু খাবার-দাবার এনে দিতে। এলেনারও ত' কিছু খাওয়া হয় নি কিনা।

ছাব্বিশ

ঘরের মধ্যে ফিবে আসতে না আসতেই আমার মাথা ঘুবে গেল, ঘরের মাঝ-খানেই পড়ে গেলাম। আর কিছু মনে নেই এলেনার আতঙ্কিত চীৎকার ছাড়া। হাত দু'টো মুঠো ক'রে সে ছুটে এল আমায় ধবে ফেলার জন্যে। সেই মুহূর্ত্ত অবধি আমাব মনে আছে···

যখন চেতনা হোল তখন আমি বিছানায় শুয়ে। এলেনা পবে আমায় বলেছিল চাকবটা আমার কথা মত খাবাব নিয়ে এলে সে তাব সাহায্যে আমায় ধবাধবি ক'রে নিয়ে গিয়ে সোফায় শুইয়ে দেয়। কয়েকবারই আমার ঘুম ভেঙে যায়, প্রতিবাবই চোখ মেলে দেখি এলেনা ভীতচকিত ও স্নেহার্ত্ত দৃষ্টি মেলে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। মনে পড়ে সেসব যেন স্বপ্নে দেখা, সব যেন কুয়াশাচ্ছন্ন, তাব মধ্য থেকে ভেসে উঠছে সেই দুর্ভাগা মেয়েটাব ভালোবাসা-মাখা মুখখানা যেন ছবিব মতন। সে যেন কি নিয়ে এলো আমায় খাওয়ানোর জন্যে, বিছানাপত্তর গোছগাছ করে দেয়, তাকিয়ে থাকে আমার দিকে ভয়ার্ত্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে, আমার চুলেব ফাঁকে আঙুল বুলিয়ে দেয়। মনে পড়ে একবাব মুখের ওপব তার কোমল চুম্বন স্পর্শ অনুভব কবলাম। আর একবাব মাঝবাত্তিরে হঠাৎ আমাব ঘুম ভেঙে গেল, বাতিব স্তিমিত আলোয় দেখলাম এলেনা শুয়ে আছে তার মুখখানি আমারই বালিশের ওপব, হাতের ওপব মুখটি বেখে সে শুয়ে আছে, তাব ম্লান ঠোঁট দু'টি উদ্বিগ্ন নিদ্রায় ঈষৎ ফাঁক হয়ে বয়েছে। কিন্তু বেশ ভালো ক'রে জ্ঞান হোল পবেব দিন ভোরে। বাতিটা জ্বলে জ্বলে একদম শেষ হ'য়ে গেছে। প্রথম সূর্য্যোদয়েব বঙ্ লেগেছে দেওয়ালে। এলেনা তখনও ঘুমিয়ে টেবিলের ধারে ব'সে, তার মাথাটি বয়েছে বাঁ হাতেব বালিশের ওপর ভর দেওয়াব মতন। মনে পড়ে, তার শিশুসুলভ মুখখানির দিকে অপলকনেত্রে তাকিয়েছিলাম অনেকক্ষণ। সেই ঘুমেব মধ্যেও যেন তাব মুখভবা বিষাদ, বিচিত্র বিশীর্ণ সৌন্দর্য্য ঘিরে রয়েছে সেই মুখখানি। ঘন কালো চুলের গোছা, একপাশে অগোছালোভাবে বিন্যাস-করা, আর অপর হাতটি মাথার বালিশের ওপব, অতি সন্তর্পণে আমি

তার সেই ছোট্ট হাতে চুমু খেলাম। কিন্তু তার ঘুম ভাঙে নি, যদিও তার ম্লান ঠোঁট দু'খানিতে ঈষৎ হাসির রেখা। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন ঘুমে দু'চোখ বুজে এলো। এবারের ঘুম ভাঙল দুপুর নাগাদ। যখন ঘুম ভাঙল তখন শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়েছে, তবে দুর্ব্বল ভাবটা সবটুকু কাটে নি। এরকম আমার আগেও হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এই অসুস্থতা কেটে যায়।

তখন বেলা প্রায় দুপুর। প্রথম যা আমার চোখে পড়লো তা হলো আগের দিন আমি যে পর্দ্দাটা কিনেছিলাম* সেটা দড়ি বেঁধে টাঙানো হয়েছে। এলেনাই এই পর্দ্দাটা টাঙিয়েছে ঘরের এক কোণে, যেন নিজের জন্য ছোট একখানি ঘর আলাদা করে নিয়েছে। ষ্টোভের সামনে বসে সে জল গরম করছিল। আমার ঘুম ভেঙেছে জানতে পেরে আনন্দে সে হাসলো। সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাছে এসে হাজির।

তার হাত দু'খানা নিজের হাতের মধ্যে রেখে বললাম, 'সারারাত তোমার ঝামেলা গেছে। সত্যি, তোমার শরীরে এত দয়ামায়া আছে তা জানতাম না।'

'কি ক'রে বুঝলে সারারাত তোমার দেখাশোনা ক'রতে কেটেছে? আমার তো মনে হচ্ছে সারারাতই আমি ঘুমিয়েছি,' বললে সে সলজ্জ কৌতুকে সপ্রতিভ হয়ে। যেন নিজের কথাতেই তার মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

'ঘুম ভেঙে যেতে তোমায় দেখলাম না। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ভোরের দিকে।'

'চা খাবে?'

আমার কথায় বাধা দেয় সে, যেন আগের কথার জের টানা মুস্কিল হয়ে পড়ে তার পক্ষে।

'বেশ তো! কিন্তু ভাল কথা, কাল তোমার খাওয়া হয়েছিল?'

'দুপুরে কিছু হয় নি, তবে রাত্তিরে হয়েছিল। চাকরটা এনে দিয়েছিল। কিন্তু তুমি আর বেশী কথা কয়ো না। চুপটি ক'রে শুয়ে থাকো। তুমি কিন্তু এখনও ভাল ক'রে সেরে ওঠো নি,' বললে, সে আমার জন্যে চা এনে আমারই বিছানার ওপর বসে।

'শুয়ে থাকব চুপটি করে! বেশ, সন্ধ্যে পর্য্যন্ত শুয়েই থাকবো, তারপর কিন্তু বেরুবো। বেরুতে আমায় হবেই লিনোচ্‌কা!'

'তাই নাকি যেতেই হবে। কার সঙ্গে দেখা করতে যাবে? যে ভদ্দরলোক কাল এসেছিলেন, তাঁর কাছে নয় নিশ্চয়ই?'

'না, তাঁর কাছে নয়।'

বেশ, ওঁর কাছে আর যেও না উনিই তো কাল সব গোলমাল করে দিলেন। তবে কি ওঁর মেয়ের কাছে?'

'ওঁর মেয়ের সম্বন্ধে কি জান?'

'তুমি কাল যা বলছিলে আমি সব শুনেছি,' বললে সে চোখ নামিয়ে। মুখখানা হঠাৎ যেন ব্যাজার হ'য়ে ওঠে। ভুরু কুঁচকে সে তাকায় আমার দিকে।

'বুড়ো বড় বদমেজাজী,' বললে সে।

'কিন্তু তুমি তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জান না। লোক হিসেবে তিনি বরং বেশ ভাল।'

'না, না, লোকটা বড় বজ্জাত। আমি সব শুনেছি,' বললে সে জোর দিয়ে।

'কি শুনেছো?'

'ওর নিজের মেয়েকে উনি ক্ষমা করবেন না।'

'কিন্তু তিনি মেয়েকে খুব ভালোবাসেন। মেয়ে কিন্তু ওঁর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। তাই তিনি মেয়ের জন্যে অত চিন্তিত আর উতলা।'

'কিন্তু তাকে ক্ষমা করেন না কেন? উনি যদি এখন তাকে ক্ষমা করেন তবুও ওঁর কাছে তার ফিরে আসা উচিত নয়।'

'কেন?'

'কেন কি? মেয়ের ভালোবাসা পাবার যোগ্য তো উনি নন,' বললে সে বেশ রেগে গিয়ে, 'তার চেয়ে মেয়ে বরং বাপকে ছেড়ে দূরে চলে যাক, সে ভিক্ষে করুক আর বুড়ো বসে বসে মেয়ের এই ভিক্ষে করা দেখুক, দেখে দুঃখ পাক।'

তার চোখ দু'টো ঝল্‌সে ওঠে, মুখ হয়ে ওঠে লাল। আমি মনে মনে ভাবি তার এই কথার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে।

'তুমি কি ওরই বাড়ীতে আমাকে পাঠাবে ঠিক করেছো?' বললে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর।

'হ্যাঁ, এলেনা।'

'না। তার চেয়ে ঝিয়ের কাজ ক'রে দিন কাটাবো।'

'আ। কি সব যা তা বকছো লিনোচ্‌কা! কে তোমায় ঝিয়ের কাজ দেবে ?'

'সে কাজ যে কোন চাষীর ঘরে তো পাবোই,' ধৈর্য্য হারিয়ে জবাব দিলে সে। তাকে আরও বেশী আশাভগ্ন মনে হয়। অবশ্যই মেজাজটা তখন তার খুবই চড়ে গেছে।

'কাজ করার জন্যে তোমার মতন মেয়ে কোনো চাষীই চায় না', আমি হেসে বললাম।

'তাহলে কোনো গেরস্তর সংসারে।'

'এই মেজাজ নিয়ে তুমি করবে কাজ গেরস্তর সংসারে!'

'হ্যাঁ, তাই।'

যতই সে চটে যায়, ততই তার উত্তর হয়ে ওঠে খাপছাড়া।

'কিন্তু তা তুমি পারবে না।'

'হ্যাঁ, আমি পারবো। তারা আমায় বকাবকি করবে এই তো।'

'কথার জবাব না দিলেই সব ল্যাঠা চুকে গেল। তারা আমায় মারবে এই তো। আমিও চুপ করে থাকবো, কথাটি বলবো না। মারুক যত পারে কাঁদতে আমি পারবো না। তাতে তারা হয়তো আরও চটে যাবে।'

'সত্যি এলেনা, এত দুঃখ তুমি পেয়েছো, তবু তার জন্যেই তোমার কি গর্ব! অনেক কষ্ট পেয়েছো তুমি না।'

আমি উঠে পড়লাম, গেলাম বড় টেবিলটার ধারে। এলেনা সোফার ওপরেই বসে রইলো স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে। তার মুখে কোনো কথা নেই। আমি ভাবতে থাকি, আমি যা বলেছি তার জন্যে সে চটে গেলো কিনা। টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আগের দিনের কেনা বইগুলি খুলে বসলাম যেন অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারে। ক্রমশঃ বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলাম। এ রকম আমার প্রায়ই হয়। অনেককিছু ভোলবার জন্যে অনেক সময় আমি বই নিয়ে বসি।

'তুমি সবসময় কি এত লেখো?' এলেনা প্রশ্ন করে, ভীরু হাসি হেসে, আস্তে আস্তে টেবিলের ধারে এসে।

'সে অনেক কিছু লিনোচ্‌কা। ওরা আমায় এর জন্যে টাকা দেয় কিনা?'

'ওগুলো কি লিখছো, দরখাস্ত?'

'না, দরখাস্ত-টরখাস্ত নয়।'

এই ব'লে আমি যতদূর সম্ভব তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমি রকমারী গল্প লিখি, আর সেইসব গল্প জুড়ে তৈরী হয় বই, এইসব বইকে বলে উপন্যাস। সে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সবকথা শোনে।

'তুমি যা লেখো সবই কি সত্যি ?'

'না, আমি বানিয়ে লিখি।'

'যা সত্য নয় তা লেখো কেন ?'

'কেন, এই তো পড়ো না। এই বইটা দেখছো তো। আগেই তো দেখেছো বইটা। পড়তে পারো তো তুমি, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ তো, পড়ে দেখো না। এ বইটা আমারই লেখা।'

'তুমি ? বেশ আমি পড়বো · '

সে যেন কিছু বলতে চাইছিলো, যেন বলতে পারলো না, বরং বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তার এই প্রশ্নের ভিতরে যেন কিছু লুকিয়ে রয়েছে।

'এর জন্য তোমায় অনেক টাকা দেয় ?' বললে সে শেষকালে।

'যখন যেমন জোটে। কখনও অনেক বেশী কখনও বিশেষ কিছুই নয়। কারণ সবসময় তো আর লেখা হয়ে ওঠে না। বড় শক্ত কাজ লিনোচ্‌কা।'

'তাহলে তুমি বড়লোক নও ?'

'না—না, বড়লোক মোটেই নই।'

'বেশ তাহলে তোমার কাজই আমি করবো, তোমাকে সাহায্য করবো।'

এই বলে সে মুহূর্তের জন্যে একবার আমার দিকে তাকালে। তার চোখে মুখে আভা দেখা দিল, চোখ নামিয়ে দু'পা আমার দিকে এগিয়ে এসে হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে ধরে, এবং আমার বুকের মধ্যে জোর করে মুখ লুকোয়। আমি বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

'আমি তোমায় ভালোবাসি...কোনো গর্ব্বই আমার নেই,' বললে সে।

'তুমি বললে কাল আমার দম্ভ ছিল। না, না, আমি মোটেই তা নই। একমাত্র তুমিই আমার কথা ভাবো...'

কিন্তু অশ্রুরুদ্ধ হয়ে ওঠে তার কণ্ঠ। মুহূর্ত্তকাল পরেই কান্নায় ভেঙে পড়ে সে আগের দিনের মত। নতজানু হয়ে সে আমার হাতে চুমু খেলে............

'তুমি আমার কথা ভাবো!' আবার বললে সে। 'তুমি, শুধু তুমি।' পা দু'টো আমার জড়িয়ে ধরে সে। এতকাল অবরুদ্ধ তার মনের সমস্ত অনুভূতির আগল খুলে গেলো অকস্মাৎ, বুঝতে পারি বুভুক্ষু হৃদয় তার সমস্ত লুকোচুরির মোহ ত্যাগ করে, রিক্তভাব লজ্জা ত্যাগ করে উদ্বেল হয়ে উঠেছে, উদ্দাম হয়ে উঠেছে তার মধ্যে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা, প্রকট হয়ে উঠেছে কৃতজ্ঞতা, স্নেহ আর অশ্রু। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদে, যেন তার মাথার ঠিক নেই। অনেক চেষ্টা করে তার বাহুবন্ধন শিথিল করি, তাকে ধরে তুলি, নিয়ে বসাই সোফার ওপরে। বহুক্ষণ ধরে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে বালিশে মুখ লুকিয়ে, যেন আমার দিকে তাকাতে লজ্জা পায় সে। কিন্তু তবু আমার হাত নিয়ে সে তার বুকের ওপর চেপে ধরে।

আস্তে আস্তে সে শান্ত হয়, তবু সে মুখ তুলে তাকায় না আমার দিকে। দু'বার তার চোখে চোখ পড়লো। সে চোখে কি অপূর্ব কোমলতা আর অনুভূতির ক্লান্তি। শেষকালে কিন্তু সে লজ্জায় রাঙা হয়ে হেসে ফেলে।

'একটু ভাল বোধ করছো?' জিগ্যেস করলাম আমি, 'কি অভিমানী মেয়ে তুমি লিনোচ্‌কা!'

'না লিনোচ্‌কা নয়...' ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে সে, তখনও কিন্তু আমার কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে রেখেছে সে।

'লিনোচকা নয়? তবে কি?'

'নেলী।'

'নেলী? নেলী হতে যাবে কেন? বেশ তুমি যখন বলছো। নামটা তো ভারী সুন্দর। তোমার যখন ইচ্ছে, আমি ঐ নামেই ডাকবো।'

'মা ঐ নামে আমায় ডাকতো। ও নামে আর কেউ আমায় ডাকে নি। মা ছাড়া আর কেউ না.. মা ছাড়া এই নামে আর কেউ আমায় ডাকুক আমি চাইতামও না। কিন্তু তুমি আমায় এই নামেই ডাকবে। আমি তাই চাই। আমি তোমায় ভালোবাসবো, চিরকাল।'

মনে ভাবলাম, বুকভরা ভালোবাসাও আছে, অভিমানও কম নয়। নেলী ব'লে ডাকার অধিকার পেতে এত সময় লাগলো! কিন্তু এখন জানি সে আমার অনেক কাছে এসেছে।

'শোনো নেলী!' বললাম আমি, যখন সে একটু শান্ত হয়েছে, 'তুমি বললে তোমার মা ছাড়া আর কেউ তোমায় ভালোবাসেন নি। কিন্তু তোমার দাদু তোমায় ভালোবাসতেন না, সেটা কি সত্যি ?'

'না, ভালোবাসতো না।'

'তবু কিন্তু তুমি তাঁর জন্যে চোখের জল ফেলেছিলে, মনে পড়ে তোমার ঐ সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ?'

এক মুহূর্ত্ত সে আর কোনো কথা বললে না।

'না, না, দাদু আমায় ভালোবাসতো না...বড় বদ্ লোক ছিল সে।' তার মুখে বেদনার ছায়া ঘনিয়ে ওঠে।

'কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে হঠাৎ এই রকম একটা ধারণা করা উচিত নয়, নেলী। আমার মনে হয় বুড়ো বয়সের জন্যে তাঁর ছেলেমানুষী বেড়েছিল। মারা যাবার সময় তো তাঁর মাথার ঠিক ছিল না বলে মনে হয়েছিল। মারা যাবার ব্যাপারটা তো তোমায় বলেইছি।'

'হ্যাঁ, ইদানীং শেষের দিকে তার কেমন যেন সব বিস্মরণ হ'য়ে যাওয়া সুরু হয়েছিল। সারাদিন বসে থাকতো এই জায়গাটায় আর আমি যদি তার কাছে না আসতাম তবে দু'তিন দিনই কাটিয়ে দিতো কিছু না খেয়ে, এমন কি জল পর্য্যন্ত নয়! আগে কিন্তু এ রকম ছিল না।'

'আগে মানে ?'

'মা মারা যাবার আগে।'

'তাহলে তুমিই তাঁকে খাবার-দাবার এনে দিতে, নেলী ?'

'হ্যাঁ, আমিই নিয়ে আসতাম।'

'কোথা থেকে আনতে ? মাদাম বুবনভের কাছ থেকে ?'

'না, বুবনভের কাছ থেকে আমি কোনদিন কিছু নিই নি।' বললে সে বেশ জোর দিয়ে ধরা গলায়।

'তাহলে পেতে কোথা থেকে ? তোমার নিজের ত কিছু ছিল না, ছিল কী?' নেলীর সর্ব্বশরীর যেন আচমকা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল, সে কোন কথা বললে না। শুধু আমার দিকে দীর্ঘ আয়ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো।

'আমি ভিক্ষে করতাম রাস্তায় রাস্তায়···হাতে পয়সা হোলে তাকে রুটি আর নস্যি কিনে দিয়ে আসতাম...'

'আর তিনি তোমায় ভিক্ষে করতে দিতেন ! নেলী ! নেলী !!'

'প্রথম প্রথম আমি ভিক্ষে করতাম তাকে না বলেই, কিন্তু বুড়ো যখন জানতে পেরে গেলো তখন সে নিজেই আমায় পাঠিয়ে দিতো এই কাজে। ঐ পোলের কাছে দাঁড়িয়ে আমি ভিক্ষে চাইতাম পথচলা লোকের কাছে, আর বুড়ো তখন পোলের আসপাশেই পায়চারি করত। যখনই দেখতো, আমি কিছু পেয়েছি তখনই ছুটে এসে পয়সাক'টা নিয়ে নিতো, যেন আমি সে পয়সাগুলো তার কাছ থেকে লুকোতে চাইছি, যেন তাকে সেগুলো দেবো না।'

বলতে বলতে সে হাসল, বিদ্রূপভরা তিক্ত, বিক্ত সে হাসি।

'কিন্তু এ সবই মা মারা যাবার পরের ঘটনা। তারপরই বুড়োর মাথার গোলমাল হোলো, বোঝা গেলো,' বললে সে।

'তিনি নিশ্চয়ই তাহোলে তোমার মাকে খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু তিনি তোমার মায়ের সঙ্গে থাকতেন না কেন ?'

'না, আমার মাকে বুড়ো কোনদিন ভালোবাসতো না···সে ছিল ভারী বজ্জাত, মাকে সে কোনদিন ক্ষমা করতে পারে নি··· ঠিক তোমার কালকের ঐ বজ্জাত বুড়োর মতন,' বললে সে খুব আস্তে, প্রায় চুপি চুপি, ব'লেই যেন সে আরও নিষ্প্রভ হ'য়ে গেলো।

আমি সুরু করলাম এবার। গোটা একখানি নাটকের কাহিনী যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভাগ্যাহতা সেই স্ত্রীলোকের নিঃসঙ্গ অবস্থায় অন্ধকূপে রিক্ত জীবনাবসান, তাঁর অনাথ শিশু মাঝে মাঝে দেখে আসে তার বুড়ো দাদুকে, যে দাদু তার মাকে সারাজীবন দিয়েছে অভিশাপ, বিকৃত-মস্তিষ্ক সেই বুড়ো যে তার কুকুরটা মারা যাওয়ার পর কাফিখানায় নিজেও মৃত্যুপথযাত্রী।

'আজোরকা ছিল আমার মায়ের পোষমানা কুকুর,' বললে নেলী হঠাৎ কিসের একটা পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায়, হাসি মুখে। 'এক সময় দাদু কিন্তু মাকে খুব ভালোবাসতো। মা যখন তাকে ছেড়ে চলে গেল, আজোরকা রয়েই গেল বুড়োর সঙ্গে। তাই বুড়ো আজোরকাকে অত ভালোবাসতো। মাকে সে ক্ষমা করে নি কিন্তু কুকুরটা যেই মারা গেল, সেও আর বাঁচলো না,' বললে নেলী কর্কশভাবে, তার মুখের হাসি তখন মিলিয়ে গেছে।

'আচ্ছা, নেলী, আগে তিনি কি করতেন ?' আমি জিগ্যেস করলাম তাকে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর।

'বুড়ো বড়লোক ছিল খুব...কি করতো আমি ঠিক জানি না। তবে কিসের যেন একটা কারখানা ছিল। এই কথাই মা আমাকে বলেছিল। প্রথম প্রথম মা ভাবতো আমি খুব ছোট কিনা তাই আমায় সবকথা বলতো না। আমায় আদর করে বলতো, 'পরে সব জানতে পারবে, সময় এলে সব জানতে পাবে মা।' মা আমায় সবসময় বলতো, আমাব বরাৎ মন্দ। আবাব কখনও বা রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি মনে করে (যদিও আমি ইচ্ছে করেই ঘুমিয়ে পড়ার ভান কবতাম) মা আমাব পাশে এসে আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে আমায় চুমু খেয়ে কেবলই কাঁদতো আর বলতো 'সবই তোমাব কপালের দোষ মা!'

'তোমার মা কিসে মাবা গেলেন ?'

'যক্ষ্মায়। মাবা গেছে মাস দেড়েক আগে।'

'তোমার দাদু যখন বেশ বড়লোক ছিলেন, তখনকাব কথা তোমাব মনে পড়ে ?'

'আমি তখন জন্মাই নি যে ? দাদুকে ছেড়ে মা চলে এসেছিল আমাব জন্মেব আগেই।'

'কার সঙ্গে তিনি চলে গিয়েছিলেন ?'

'তা আমি জানি না,' বললে নেলী আস্তে, যেন সে বলতে দ্বিধাবোধ করছিল। 'মা চলে যায় বিদেশে, সেখানেই আমাব জন্ম।'

'বিদেশে ? কোথায় ?'

'সুইজারল্যাণ্ডে। আমি অনেক দেশ দেখেছি। ইটালীতে ছিলাম, প্যারিসেও গেছি।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

'তোমার সব মনে আছে নেলী ?'

'অনেক কথাই আমাব মনে অছে।'

'কিন্তু তুমি রুশভাষা এতো ভালো জানলে কি কবে নেলী ?'

'তখনই ত' মা আমায় এই ভাষা শেখাতো। মা ত' বাশিয়ানই ছিল, কারণ আমার মায়ের মা ছিল রাশিয়ান কিন্তু দাদু ছিল ইংরেজ, কিন্তু সেও ছিল

হুবহু রাশিয়ানদেরই মতো। বছর দেড়েক আগে যখন আমরা রাশিয়ায় এলাম তখন আমি রুশভাষা ভালভাবেই শিখে ফেলি। মা তখনই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিল। আমাদের অবস্থাও ক্রমশঃ খারাপ হ'য়ে আসে, মা সবসময় কান্নাকাটি করতো। প্রথম দিকে বহুদিন ধরে এখানে পিটার্সবুর্গে দাদুর খোঁজ-খবর করেছিল, আব কেবলই কাঁদতো, দাদুব সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে বলে। সে কি কান্না! তারপব যখন জানতে পারলো দাদুর টাকাকড়িব টানাটানির কথা তখন তার দুঃখের আর সীমা রইল না। প্রায় চিঠি লিখতো দাদুকে কিন্তু দাদু কোন জবাবু দিত না।'

'তোমাব মা তবে ফিরে এলেন কেন এখানে? তোমার দাদুকে দেখতে শুধু?'

'তা আমি জানি না। কিন্তু তার আগেই বেশ সুখেই ছিলাম,' বলতে বলতে নেলীব চোখ দু'টো জলে ওঠে, 'মা থাকতো একা আমাকে নিয়ে। তার এক বন্ধু ছিল, তোমারই মত তাঁর দয়ামায়া। মা চলে আসার আগে থেকেই তিনি মাকে জানতেন। কিন্তু তিনি সেখানে মারা যান আর তার পবেই মা চলে আসে...'

'তোমার মা তাহলে তাঁর সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন তোমার দাদুকে ছেড়ে?'

'না না, তাঁব সঙ্গে না, মা চলে গিয়েছিল অন্য আর একজনেব সঙ্গে; আর সে লোকটা মাকে ত্যাগ করে চলে যায়...'

'কে বলো ত' তিনি নেলী?'

নেলী একবার আমাব দিকে তাকিয়ে নিলে, কোন কথা বললে না। যে ভদ্রলোকেব সঙ্গে তার মা চলে গিয়েছিলেন, আর যিনি খুব সম্ভবতঃ তার বাবা—তাঁর নাম নেলী নিশ্চয়ই জানতো, আমার কাছেও সে নাম বলতে তার কষ্ট হয়।

প্রশ্ন করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে চাই না। অদ্ভুত তার চরিত্র, এক দিকে জলে ওঠে, আবাব ভয়ে কেঁপে ওঠে, যদিও মনের অনুভূতি সে চেপে রাখে মনে মনেই। তাকে ভাল লাগে যদিও সে ভীষণ চাপা এবং অভিমানী। সে আমায় ভালোবাসে সমস্ত অন্তর দিয়ে, সে ভালোবাসা যেমন অকপট তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত্ত, যে মায়ের কথা বলতে সে বেদনার্ত্ত হ'য়ে ওঠে—তাঁকে যতখানি ভালোবাসতো অনেকটা সেই রকমই ভালোবাসা তার আমার ওপর। তবু

আমি যেদিন থেকে তাকে জেনেছি সেদিন থেকে সে এত খোলাখুলিভাবে আমাকে বলে নি। আর তখনও অবধি তার অতীতের স্মৃতি আমার কাছে উজাড় করে দেবার জন্যে এতটা ব্যাকুল এবং বিচলিত হয় নি। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে থেকে থেকে সে বলে গেল তার বঞ্চিত, লাঞ্ছিত জীবনের সেই রক্তক্ষরা কাহিনী যা তার স্মৃতিকে পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করে তোলে। তার সেই রোদনভরা কাহিনী আমি ভুলবোনা কোন দিন, কিন্তু সে কাহিনীর অধিকাংশই বলা হবে পরে.. ...

সে কাহিনী বিভীষিকাময়। পরিত্যক্তা নারীর সে কাহিনী, সুখস্বপ্নের স্মৃতিটুকু মুছে যাওয়ার পরও যাকে জীবনের জের টেনে চলতে হয়, রিক্ত, নিঃস্ব, ক্লান্ত দুনিয়ায় সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে, ছেড়ে গেছে সেও যার ভরসায় যার মুখ চেয়ে সে পথ চলেছিল। নৈরাশ্যজর্জ্জরিতা নারীর সে কাহিনী, চলেছে সে পিটার্স বুর্গের পঙ্কিল হিমশীতল রাস্তা দিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে তার ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে। সেই নির্য্যাতিতা, উপেক্ষিতার কাহিনী যাকে অন্ধকূপের মাঝে কাটাতে হয়েছে মাসের পর মাস মৃত্যুর পথ চেয়ে, তবু সে বাপের ক্ষমা পায় নি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। সেই চরম মুহূর্ত্তে যখন বাপের কঠিন হৃদয় টল্‌লো তখন তিনি ছুটে গেলেন ক্ষমাসুন্দর প্রত্যাশা নিয়ে কিন্তু দেখা হোল তার নিস্পন্দ মৃতদেহের সঙ্গে—একদিন যে ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী প্রিয়, প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

বিকৃতমস্তিষ্ক বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর বালিকা নাতনীর দুজ্ঞেয় দুর্ব্বোধ্য সম্বন্ধের রহস্যভরা কাহিনী। সেই ভাগ্যবঞ্চিতা মেয়েটি বৃদ্ধকে ভালভাবেই বোঝে বোঝে সে আরো অনেক কিছুই যা অত অল্পবয়সে বোঝবার নয়। বঞ্চনার ইতিহাস, বেদনার কাহিনী, লোকলোচনের অন্তরালে ঘটে যাওয়া বিয়োগ-বিধুর একখানি নাটক। সে নাটক ঘটেছে পিটার্সবুর্গের আকাশের তলায়, ঘটেছে বিরাট গোপন অন্ধকারে, ঘটেছে উপচে-পড়া জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে, গোপন পাপ আর অতর্কিত অন্যায়ের মধ্যে, ঘটেছে উদ্দাম অস্বাভাবিক জীবনের নরককুণ্ডে ·····

কিন্তু সে কাহিনী পরে বলা যাবে ··

সাতাশ

গোধূলি নেমে এসেছে। তিমিরাচ্ছন্ন দুঃস্বপ্নের জাল ছিঁড়ে বর্ত্তমানে ফিরে আসার আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

'নেলী!' ব'ললাম,—'তোমার শরীর মন ভালো নেই, তবুও তোমাকে চোখের জলে ফেলে রেখে বেরোতে হোচ্ছে। লক্ষ্মীটি! আমায় মাপ কর। কি ক'রবো? আর একজন ভালোবাসা পেয়েও ক্ষমা পেলেনা—কত মর্ম্মান্তিক, লাঞ্ছিত, নিঃসঙ্গ জীবন তার! সে আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে। তোমার কাহিনী শুনে আমি যেন আরও চঞ্চল হ'য়ে প'ড়েছি, এই মুহূর্ত্তেই তাকে না দেখে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না।'

জানি না যা ব'ললাম তা' ও বুঝলো কিনা। ওর কাহিনী আর আমার অসুস্থতায় মিলে অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত ছিলাম। তবুও তখনই ছুটলাম নাটাশার কাছে। রাত অনেক। যখন পৌছোলাম তখন ন'টা।

নাটাশার গেটের সামনে রাস্তার ওপর একখানা গাড়ী দেখলাম। মনে হোল প্রিন্সের। বাড়ীটায় ঢুকতে হয় উঠোন পেরিয়ে। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে শুনলাম আমার ওপরে আর কেউ যেন উঠ্ছে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে। পা ফেলার শব্দে বুঝলাম লোকটির কাছে স্থানটি অপরিচিত। মনে হোল নিশ্চয়ই প্রিন্স, কিন্তু পরক্ষণেই সন্দেহ দেখা দিল। লোকটি বিড়বিড়্ ক'রে গাল দিয়ে সিঁড়িকে জাহান্নমে পাঠাতে পাঠাতে উঠছে। যতই উঠছে ততই তার ভাষাও উঠছে তীব্র হ'য়ে। অবশ্য সিঁড়ি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, খাড়াই আর নোংরা—কখনও আলো জ্বালা থাকে না। তবে ওপর থেকে যে ভাষা শুনলাম তাতে তা' প্রিন্সের ব'লে বিশ্বাস হয় না। উঠ্তি ভদ্রলোক গাল দিচ্ছিলেন গাড়োয়ানের মত। চারতলায় এসে এক ঝলক্ আলো দেখা গেল। নাটাশার দোরগোড়ায় ছোট্ট একটি বাতি জ্বলছে। দরজার কাছে এসে লোকটির সঙ্গ ধ'রলাম এবং বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে প'ড়লাম তাকে চিনতে পেরে—প্রিন্স ভাল্কোভস্কি! মনে হোল এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাওয়ায় তিনি খুব খুশি হোলেন না। প্রথমটা

এমন ভাব দেখালেন যেন আমায় চিনতেই পারেননি, কিন্তু পর মুহূর্তে মুখখানা তাঁর বদলে গেল। রাগ আর বিরক্তির ভাব স'রে গিয়ে প্রসন্নতা উপ্‌ছে উঠলো। আনন্দের আতিশয্যে হাত দু'টি বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

'আরে আপনি! এই মাত্তর ভাবছিলাম, এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম। যা সিঁড়ি! গাল দিচ্ছিলাম শুনেছেন বোধ হয়?'

এই ব'লে ফেটে প'ড়লেন প্রাণখোলা হাসিতে। কিন্তু হঠাৎ আবার মুখটা গাম্ভীর্য্য আর উদ্বেগে থম্‌থমে হ'য়ে প'ড়লো।

'এ্যালোশাটা কি! নাটাল্যা নিকোলেভ্‌নাকে কিনা এনে তুললে এমন একটা বিচ্ছিরী জায়গায়!' বললেন তিনি মাথা নেড়ে। 'এইসব ছোটখাটো ব্যাপার থেকেই লোকের স্বভাব বোঝা যায়। এ্যালোশার জন্যে আমি সর্ব্বদা চিন্তিত। অতি গোব্যাচারা, দরাজ অন্তঃকরণের ছেলে, এই দেখুন না কেন— যাকে তুই এত ভালোবাসিস তাকেই কিনা এই অন্ধকূপে এনে রেখেছিস্‌! শুনেছি অনেকদিন নাকি নাটাশার তেমন খাওয়াও জোটেনা।' শেষটুকু তিনি বললেন ফিস্‌ফিসিয়ে দরজার ঘণ্টি হাতল খুঁজতে খুঁজতে। 'এ্যালোশার কথা ভেবে মাথা আমার ঘুরে ওঠে, আরও ঘোরে যখন চিন্তা করি এ্যানা নিকোলেভ্‌নার বিষয় বিশেষ করে ও যখন তার বৌ · '

কথার মাঝে যে নাটাশার নামে ভুল করলেন সে খেয়াল প্রিন্সের হোল না। ঘণ্টার হাতল খুঁজে না পাওয়ায় ভারী বিরক্ত হ'য়ে প'ড়েছেন তিনি। কিন্তু দরজায় কোন ঘণ্টা ছিলনা।

দরজার হাতলটা ধরেই আমি ঝাঁকাতে লাগলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে মাভ্‌রা এসে দরজা খুলে দিল অপরিসর প্রবেশপথের একপাশে কাঠের পার্টিশান দিয়ে রান্নাঘর করা হ'য়েছে। খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল পাক-প্রস্তুতির অনেক কিছুই। সবই যেন আজ অন্য দিনের মত নয়— ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। উনুনে আঁচ রয়েছে, টেবিলে নতুন কয়েকটা বাসন-কোসন সাজানো। দেখে শুনে মনে হোল আমাদের আগমন আজ প্রত্যাশিত। মাভ্‌রা ছুটে এলো আমাদের কোট খোলার সহায়তায়।

'এ্যালোশা আছে এখানে?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'না আসেনি' ফিস্‌ফিস্‌ করে সে ব'ললে রহস্যময়ভাবে। আমরা ভেতরে

গেলাম নাটাশার কাছে। তার ঘরে বিশেষ আয়োজনের কোন লক্ষণ দেখলাম না। সবকিছুই প্রতিদিনকার মত। তবে ওর ঘর চিরদিনই এমন সুন্দর করে সাজানো গোছানো থাকে যে নতুন করে কিছু করার প্রয়োজন হয় না। দরজার দিকে মুখ করে নাটাশা আমাদের অভ্যর্থনা করলে। আমি অবাক হ'য়ে গেলাম ওর মুখের বিশীর্ণ দৃষ্টিতে, বিস্মিত হোলাম তার অবর্ণনীয় বর্ণহীনতায়, যদিও মুহূর্ত্তের জন্যে পাণ্ডুর গালদুটিতে এক ঝলক রঙ খেলে গেল। ব্যস্ত হ'য়ে হাতখানি এগিয়ে দিল প্রিন্সের দিকে নিঃশব্দে। চঞ্চল ও বিব্রত হওয়ার ভাব প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠলো। এমনকি আমার দিকেও তাকালে না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম অপেক্ষায়।

'আমি তাহোলে এলাম!' প্রিন্স বললেন বন্ধুত্বের ভঙ্গীতে। 'এই তো ঘণ্টাকয়েক হোল ফিরছি। এ ক'দিন তোমায় ভুলতে পারিনি' (সস্নেহে ওর হাতে চুমু খেলেন) 'কতনা ভেবেছি তোমার কথা। কত ভেবেছি তোমায় বল'বো···যাক্ আজ প্রাণ খুলে গল্প করা যাবে। প্রথমতঃ আমার গবেট ছেলেটি আজ এখনও অধিষ্ঠান হননি;···'

'এক মিনিটের জন্যে আমায় মাপ করতে হোল প্রিন্স!' নাটাশা বাধা দিলে লজ্জায় আড়ষ্ট হ'য়ে,—'আইভান পেট্রোভিচেব সঙ্গে একটা কথা আছে। এসো ভান্না...'

আমার হাত ধরে টানতে টানতে পর্দ্দার ওপারে নিয়ে গেল।

'ভান্না!' বল্‌লে ফিস্‌ফিস্ করে ঘরের দূবত্তম কোণে নিয়ে গিয়ে, 'তুমি আমায় ক্ষমা কর।'

'চুপ, আস্তে! কি বলছো তুমি?'

'না, না ভান্না, তুমি আমায় অনেক ক্ষমা ক'রেছো, অনেক, অনেকবার। ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। জানি কোনদিনও তুমি আমার চিন্তা ছাড়তে পাববে না। কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞ। কাল আমি তোমায় অবহেলা করেছি, পরশুও করেছি, কি স্বার্থপর আমি! উঃ কি নিষ্ঠুর!...'

হঠাৎ কান্নায় ফেটে প'ড়লো। মুখখানা চেপে ধরলো আমার কাঁধের ওপর।

'ছিঃ চুপ কর নাটাশা!' তাড়াতাড়ি ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। 'সারারাত অসুস্থ ছিলাম এখনও ভালো ক'রে দাঁড়াতে পারছিনা, তাই কাল আসিনি, আজও না। আর তুমি হয়তো ভাবলে আমি রাগ ক'রেছি।

লক্ষ্মীটি, তুমি কি ভাবো আমি বুঝি না তোমার মনে কি ঝড় চলেছে ?'

'তবে, তবে তুমি আমায় ক্ষমা করেছো'—ও ব'ললে চোখের জলে হাসি তুলে, সজোরে আমার হাতখানা চেপে ধ'রে। 'বাকিটুকু পরে ব'লবো। অনেক, অনেক কথা আছে ভান্যা। চল এখন ওঁর কাছে যাই··'

'এসো শিগ্‌গির। হঠাৎ ওভাবে ওঁকে ছেড়ে আসা ঠিক হয়নি...'

'দাঁড়াও না, এখনই টের পাবে ব্যাপার কি হয়' চুপিচুপি আমায় ব'ললে। 'বুঝতে আমাব বাকি নেই, সব টেব পেয়েছি। ওঁরই সব কারসাজি। আজই সন্ধ্যায় অনেক কিছু মীমাংসা হ'য়ে যাবে। এসো ভান্যা।'

বুঝলাম না মীমাংসাটা কিসের। প্রশ্ন করারও সময় ছিল না। নাটাশা প্রিন্সের কাছে এসে উপস্থিত হোল গভীর প্রশান্তি নিয়ে। তিনি তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন টুপি হাতে। নাটাশা রসিকতাব সুরে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রলে, তাঁর হাত থেকে টুপিটা নিলে, তাঁকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলে। ছোট্ট টেবিলখানা ঘিবে আমবা তিনজন বসলাম।

'আমার গবেট ছেলেকে দিয়েই শুরু ক'রছি', প্রিন্স ব'লতে লাগলেন। 'মুহূর্ত্তের জন্যে তাকে দেখলাম, তাও বাস্তায়, যখন সে গাড়ীতে উঠছিল কাউণ্টেসেব বাড়ীতে যাবার জন্যে। ব'ললে বিশ্বাস ক'ববে না এত ব্যস্ত যে চারদিন আমি এখানে ছিলাম না, আমার সঙ্গে একবার দেখা করবাবও তব্ সইলো না। দোষ আমারই নাটাল্যা নিকোলেভ্‌ন' যে ও এখানে এলো না, আমরাই আগে এসে হাজির। আমি এ সুযোগ হারালাম না। আজ আব কাউণ্টেসেব ওখানে যেতে পাবলাম না ব'লে ওব হাত দিয়ে খবর পাঠলাম। তবে দু'এক মিনিটেব মধ্যে ও এসে অধিষ্ঠান হোচ্ছে।'

'আপনাকে কি ও আজ আসবে বলেছে?' জিজ্ঞাসা ক'রলে নাটাশা প্রিন্সের দিকে অনাবিল দৃষ্টিতে চেয়ে।

'নইলে সে যেন আর আসতো না! কি ক'রে জিজ্ঞাসা করলে!' প্রিন্স ব'লে উঠলেন, ওব দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে। 'মনে হোচ্ছে তুমি ওর ওপব বাগ ক'রেছো। ঠিকই তো! ও-ই কোথায় আসবে সবার আগে না আসছে শেষে। তবে আবারও বলছি সেটা আমারই দোষ। ওর ওপর রেগো না। ও নেহাৎ চঞ্চল, বুদ্ধিহীন। ওর হ'য়ে ওকালতি ক'রছি না, তবে কতকগুলো

বিশেষ কারণে কাউণ্টেস এবং অন্যান্য আত্মীয়-কুটুম্বদের ত্যাগ করা ওর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হবে না, বরং তাঁদের সঙ্গে যতদূর সম্ভব যোগাযোগ রাখাই উচিত। আজকাল যখন ও তোমায় ছেড়ে নড়ে না, আশা করি পৃথিবীর সবকিছুই যখন ভুলেছে তখন যদি আমার কোন কাজে দু'এক ঘণ্টার জন্যে, অবশ্য তার বেশ কখনই হবে না, ওকে একটু যেতে হয়, ওর ওপর রাগ ক'রো না। বলতে কি সেদিনকার সেই সন্ধ্যার পর থেকে একবারও সে প্রিন্সেস-এর সঙ্গে দেখা করে নি, এবং আমিও বিরক্ত হ'য়ে উঠছি যে আজও ওকে জিজ্ঞাসা করার ফুরসৎ পেলাম না ! ··· '

ন্যাটাশার দিকে তাকালাম। প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কির কথা ও শুনছিল ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে। অবশ্য প্রিন্সের কথা এত সরল ও স্বাভাবিক যে তাঁকে সন্দেহ করা অসম্ভব মনে হোল।

'তবে সত্যিই কি আপনি জানেন না যে এ ক'দিন ও আমার কাছে মোটেই ঘেঁষেনি ?' প্রশ্ন ক'রলে নাটাশা শান্ত বিনীত সুরে, যেন অতি সাধারণ কোন কথা ও ব'লছে।

'কি ? একবারও এখানে আসে নি ? সে কি। কি তুমি ব'লছো !' প্রিন্স ব'লে উঠলেন বিপুল বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে।

'গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অপনি আমার এখানে ছিলেন অনেকক্ষণ। পরদিন সকালে আধঘণ্টার জন্যে ও একবার এসেছিল, তারপর থেকে আর ওকে দেখিনি।'

'বলো কি !' (ক্রমশঃই তিনি বিস্ময়ের ভাব দেখালেন) 'ভেবেছিলাম তোমায় ছেড়ে ও নড়বে না। কিছু মনে করো না, ভারী অদ্ভুত ঠেকছে ·· বিশ্বাসের অতীত বলে মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু তবু সত্য, আর আমি তার জন্যে দুঃখিতও বটে। ভাবছিলাম আপনার কাছে যাবো। আপনার কাছে জানবো ও কোথায়।'

'যাক্ ও এখনই এখানে আসছে। কিন্তু তুমি যা বললে তাতে এত অবাক হোয়েছি যে...বলতে কি ওর যে কোন স্বভাবের জন্যেই আমি প্রস্তুত, তবে এটা, এটা !'

'কিন্তু এতে আপনি অবাক হচ্ছেন কি বলে ! আমি তো ভাবছি আপনি আগে থেকেই জানতেন যে এমনটি হবে।'

'জানতাম! আমি? কিন্তু বিশ্বাস ক'রো, নাটাল্যা নিকোলেভ্না, আজ শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্যে আমি ওকে দেখেছি, আর কাউকে ওর কথা জিজ্ঞাসাও করিনি। কেন যে তুমি আমায় বিশ্বাস করছো না বুঝতে পারছি না,' তিনি ব'লতে লাগলেন আমাদের দু'জনকে বিশ্লেষণ করে দেখতে দেখতে।

'ছিঃ ওকথা মুখেও আনবেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি যা বলছেন তাই ঠিক।' নাটাশা ব'ললে এবং হেসেও উঠলো প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কির মুখের ওপরই। তিনি যেন কিছু সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়লেন।

'তাই বা কি করে বলা যায়!' ব'ললেন অপ্রতিভভাবে।

'কেন, এ তো সোজা কথা। জানেনই তো কি আত্ম-ভোলা মানুষ ও। আর এখন অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে, তাই হয়তো ভেসে গেছে।'

'কিন্তু ওভাবে ভেসে যাওয়াটা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই এর পেছনে কিছু আছে, আসুক ও, এখনই জিজ্ঞাসা করছি। কিন্তু সবচেয়ে অবাক হচ্ছি তুমি আমাকে যেন এর জন্যে কিছু দায়ী করছো, অথচ আমি এখানে ছিলামই না। দেখছি ওর ওপর খুব চটেছো, অবশ্য তা' অকারণ নয়। রাগবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, আর আমি ব্যাচারা প্রথম এসেছি তাই আমার ওপরই ঝাল ঝাড়ছো,—এই তো ব্যাপার, তাই না?' ব'লতে লাগলেন সরোষ পরিহাসে আমার দিকে ফিরে।

নাটাশা লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো।

'ঠিক বলেছো নাটাল্যা নিকোলেভ্না'—প্রিন্স তাঁর কথার জের টেনে চলেন আভিজাত্যের সুরে,—'দোষ আমারই, দোষ এই কারণে যে তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পরদিনই আমি চলে গেছি। তাই তোমার মধ্যে যে সন্দিগ্ধতা দেখেছি তার ফলে ইতিমধ্যেই আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা পাল্‌টে গেছে—অবশ্য এতে ঘটনাও কিছুটা সহায়তা করেছে। আমি যদি চলে না যেতাম, আমায় ভালো করে চিনতে, আর এ্যালোশাও আমার অবাধ্য হ'য়ে এমন ছন্নছাড়া হ'য়ে উঠতো না। যাক্ আজ সন্ধ্যায় ও এলে ওকে কি বলি নিজে শুনো।'

'অর্থাৎ আবার আপনি ওর মন বিষিয়ে দেবেন যাতে ও আমায় গলগ্রহ ভাবে। তবে এতে যে আমার কোন উপকার হবে না সেটা বোঝবার মত শক্তি আপনার নেই।'

'তুমি আমায় অপমান করছো নাটাল্যা নিকোলেভ্না। তুমি কি বলতে চাও আমি ইচ্ছে করেই ওর মন বিষিয়ে দিতে চাই ? সেই ইঙ্গিতই কি তুমি করছো না ?'

'না, যখন পারি, যার সঙ্গেই কথা বলি, হেঁয়ালী আমি করি না,' জবাব দিলে নাটাশা। 'বরং চেষ্টা করি খোলাখুলি বলতে যতদূর সম্ভব। আজ সন্ধ্যায় হয়তো আপনার সে ধারণা হ'বে। আপনাকে অপমান করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই, আর কেনই বা থাকবে। জানি আমার কথায় আপনি মনে কিছু করবেন না। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত, কারণ আপনার আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন, সে সম্পর্কে গুরুত্ব আপনি দিতে পারেন না, পারেন কি ? তবে যদি আমি সত্যিই কোন অসৌজন্য প্রকাশ করে থাকি তার জন্যে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত, আতিথ্যের দিক থেকে আমার যেন কোন ত্রুটি না থাকে।'

নাটাশার কথাগুলির মধ্যে লঘু এবং পরিহাসের সুর ছিল, ঠোঁটে ছিল হাসির আভাষ। তবুও ওকে এত উত্তেজিত কোনদিন আমি দেখিনি। এতক্ষণে শুধু বুঝলাম, এই তিন দিন কি মর্ম্মজ্বালাই না ও সয়েছে। আমাকে যে হেঁয়ালী করে বললে—ও সব জানে, সব টের পেয়েছে—সে কথা মনে ক'রে ভয় পেলাম, তা প্রিন্সের উদ্দেশ্যেই বলা। ওঁর সম্বন্ধে ওর ধারণার পরিবর্ত্তন হোয়েছে, ওঁকে শত্রু বলেই ভাবে তা' পরিষ্কার বুঝলাম। ও ধরে নিয়েছে এ্যালোশার সঙ্গে 'ওর এই মনোমালিন্য ওঁরই প্ররোচনায়, অবশ্য এ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণও রয়েছে। আমি রীতিমত শঙ্কিত হ'য়ে পড়লাম—যে কোন মুহূর্ত্তেই নাটাশা আর প্রিন্সের মধ্যে তুমুল কলহের অবতারণা হোতে পারে। ওর কথার মধ্যে উপহাসের সুর অতি সুস্পষ্ট, অনাবৃত। শেষ কথাগুলো, বিশেষ করে—সম্পর্কের গুরুত্ব, আতিথ্যের সৌজন্য—যেন ওঁকে জানানোর জন্যেই বলা যে ও স্পষ্ট করে ব'লতে জানে। কথাগুলো এত তীব্র, এত সুস্পষ্ট যে প্রিন্সের পক্ষে তা' না বোঝা অসম্ভব। দেখলাম তাঁর মুখের ভাবান্তর ; কিন্তু তিনি আত্মসংযমে পটু। তৎক্ষণাৎ এমন ভান করলেন যেন কথাগুলো শোনেন নি, তার তাৎপর্য্যও বোঝেন নি।

'হা ভগবান ! তোমাকে দিয়ে আমি ক্ষমা চাইয়ে নেবো !' চেঁচিয়ে উঠলেন হাসতে হাসতে, 'তা আমি কখনও চাইনি। আর ব'লতে কি ওটা

আমার নীতিবিরুদ্ধ,—মেয়েমানুষ ক্ষমা চাইবে তা' আমি বরদাস্ত ক'রতে পারি না। প্রথম পরিচয়েই বুঝেছো আমি কেমন মানুষ, তাই হয়তো আমার একটা কথায় রাগ ক'রবে না, বিশেষ ক'রে সেটা যখন সব স্ত্রীলোকের পক্ষেই খাটে। আপনিও হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন', ব'লতে লাগলেন সবিনয়ে আমার দিকে ফিরে। 'নারী চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছি—তারা যখন কোন কারণে দোষ ক'রে ফেলে তখন সেই মুহূর্ত্তে তা' স্বীকার ক'রে ক্ষমা না চেয়ে বরং পরে হাজার প্রীতি-উচ্ছ্বাসে সে দোষ ক্ষালনকেই বেশী বাঞ্ছনীয় মনে করে। সুতরাং ধরে নেওয়া গেল তুমি না হয় আমায় অপমান ক'রেছো, তাই বলে কিন্তু বোকার মত এখনই আমি তোমার ক্ষমার জন্যে লালায়িত হব না। বিলম্বেই আমার লাভ, তখন তুমি তোমার ভুল বুঝে আমার কাছে আসবে শত প্রীতি-উচ্ছ্বাস নিয়ে। কল্পনায় দেখছি সেই মুহূর্ত্ত যখন অনুশোচনায় কত মধুর, কত পবিত্র, কত অনাবিলই না তুমি হ'য়ে উঠবে। অপূর্ব্ব সুন্দর তোমার সে রূপ। যাক্, ক্ষমার বদলে বরং বল আমি কি ক'রলে তুমি আমার আন্তরিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হও।'

লজ্জায় আরক্তিম হ'য়ে ওঠে নাটাশা। আমারও মনে হয় প্রিন্সের কথায় কেমন যেন একটা প্রগল্‌ভতা ফুটে ওঠে, অনুচিত রসিকতার সুর ধ্বনিত হয়।

'প্রমাণ ক'রতে চান আমার সঙ্গে আপনার ব্যবহারে কোন কপটতা নেই ?' প্রশ্ন ক'রলে নাটাশা, তাঁর দিকে চেয়ে 'রণং দেহি' ভাব নিয়ে।

'হ্যাঁ।'

'তাই যদি হয়, যা বলি, করুন।'

'কথা দিচ্ছি, ক'রবো।'

'আকারে ইঙ্গিতে বা কিছু ব'লেই হোক এ্যালোশাকে আপনি আমার বিষয় নিয়ে বিব্রত ক'রতে পারবেন না, শুধু আজ নয়, কালও। আমায় ভোলার জন্যে ওকে আপনি ভৎর্সনা ক'রতে পারবেন না, কোন তিরস্কার নয়। আমি ওর সঙ্গে মিলতে চাই যেন কিছু হয়নি এইভাবে, যাতে ও কিছু বুঝতে না পারে। এই আমি চাই, কথা দিচ্ছেন আমার এ ইচ্ছা পালন ক'রবেন ?'

'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে,' জবাব দিলেন প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি, 'আর সেই সঙ্গে একথাও আমাকে জানাতে দাও সর্ব্বান্তঃকরণে যে এমন পরিস্থিতিতে

এমন একটা সঙ্গত ও স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাব আমি খুব কমই দেখেছি··· এ্যালোশা আসছে ব'লে মনে হোচ্ছে না ?'

প্রবেশপথে পদশব্দ শোনা গেল। নাটাশা চম্‌কে উঠলো এবং মনে হোল যেন কিছুর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিল। প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি গম্ভীর মুখে ব'সে রইলেন অপেক্ষায় কি হয় না হয় তা দেখবার জন্যে। গভীর অভিনিবেশে নাটাশাকে তিনি লক্ষ্য করছিলেন। দরজা খুলে গেল এবং ঝড়ের মত ছুটে এলো এ্যালোশা।

আঠাশ

ঝড়েব মত ছুটে এলো এ্যালোশা,—হর্ষোদ্দীপ্ত, আনন্দোচ্ছ্বল। পরিষ্কার বোঝা যায় এ চাবদিন ও বেশ আনন্দেই কাটিয়েছে। মুখ দেখে মনে হয় কিছু যেন ব'লতে চায়।

'এই যে আমি এসে গেছি!' ও চেঁচিয়ে উঠলো আমাদের সম্বোধন ক'রে, 'আমার আসার কথা সবাব আগে কিন্তু—কিন্তু এখুনি তোমাদের ব'লবো সব, সব, সব! বাবা, আজ সকালে তোমার সঙ্গে দু'টো কথা কইবাব ফুরসৎ পাইনি। কত কথা তোমায় বলাব আছে।' এই ব'লে আমাব দিকে ফিরে আবার সুরু ক'বলে,—'গ্যাখো, বাবাব যখন মেজাজ ভালো থাকে তখন তিনি এমনিভাবে তাঁর সামনে কথা বলতে দেন। তবে হ্যাঁ, অন্য সময় কিন্তু চলে না। তখন কি করেন জানো? আমাব পুবো নাম ধ'রে ডাকেন, তবে আজ থেকে আমি চাই যাতে বাবাব সব সময় মেজাজ ভালো থাকে, আর তার জন্যে আমি চেষ্টাও ক'বছি। গত চাব দিনে আমি বদলে গেছি, বিল্‌কুল আলাদা মানুষ হ'য়ে গেছি, ব'লছি সে কথা, আবে। এই যে নাটাশা, কেমন আছো তুমি।' ব'লতে ব'লতে নাটাশাব পাশে ব'সে এ্যালোশা ওব হাতে চুমু খেতে লাগলো লোলুপের মত। 'এ ক'দিন তোমার বিবহে কি জ্বালাই না সয়েছি! কিন্তু, কি ক'ববো উপায় ছিল না। তোমায় যেন রোগা দেখাচ্ছে! ইস্ কি ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছো তুমি।......'

ব'লতে ব'লতে নাটাশাব হাতদুটি ঢেকে দেয় অজস্র চুম্বনে। তাকায় তার দিকে সুন্দব চোখ তুলে,—সে দৃষ্টির যেন আব শেষ নেই। আমি চাইলাম নাটাশাব দিকে তাব মুখ দেখে মনে হোল আমাদেব দু'জনের চিন্তা একই খাতে বইছে, দু'জনেই ভাবছি : এ্যালোশা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। কি ক'রে আর ওর দোষ দেওয়া যায়? সহসা নাটাশার পাণ্ডুব গালে ছড়িয়ে প'ড়লো রক্তিম আভা, যেন হঠাৎ হৃৎপিণ্ডেব সমস্ত বক্ত একসঙ্গে ছুটে এলো মাথায়। চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো এবং গর্ব্বিত দৃষ্টিতে তাকালো প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কির পানে।

'কিন্তু কোথায়, কোথায়, এ ক'দিন তুমি ছিলে?' ব'ললে নাটাশা চাপা এবং ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায়। দীর্ঘ এবং অসম শ্বাসপ্রশ্বাসে তার বক্ষ আন্দোলিত হ'য়ে উঠছে। হায় ভগবান, কত ভালোই না ও এ্যালোশাকে বাসে!

'হ্যাঁ, দোষ আমারই! দোষী জেনেই আজ আমি এসেছি। ক্যাটারিনা আমায় কাল ব'লেছে, আজও ব'লেছে যে, এ অবহেলা কোন নারীই ক্ষমা করে না। (ও জানে মঙ্গলবার এখানে যা যা ঘটেছিল; পরদিন আমি ওকে সব বলেছিলাম); কিন্তু আমি ওর সঙ্গে তর্ক করেছি, বলেছি—ক্ষমা করে এমন নারীও আছে, আর সে হোল নাটাশা। হয়তো তার সমকক্ষ আরও একজন আছে পৃথিবীতে, সে ক্যাটারিনা। আর আজ আমি জয়ের আশা নিয়েই এসেছি। তোমার মত নিষ্কলুষ নারী কখনও ক্ষমা না কোরে থাকতে পারে? "ও আসেনি, নিশ্চয়ই তবে কিছুতে আটকে পড়েছে। এর মানে এই নয় যে ও আমাকে ভালোবাসে না!"—এই কথাই ভাববে আমার নাটাশা! তোমায় কি কেউ ভালো না বেসে থাকতে পারে! এও কি সম্ভব! আমার সমস্ত হৃদয় কেঁদে উঠছে তোমার জন্যে। তবুও দোষ আমারই। কিন্তু সব শুনলে তুমিই আমায় সমর্থন করবে সবার আগে। এখুনি বলছি সব, তোমাদের সবার সামনে প্রাণের কথা খুলে বলবো, আর তাই আজ এসেছি, আজ তোমার কাছে ছুটে আসবো ভেবেছিলাম (এই তো আধ মিনিট হোল ছাড়া পেয়েছি)—তোমায় একটিবার শুধু চুমু খেতে। কিন্তু তাও পারিনি। ক্যাটারিনা আমায় জরুরী কাজে পাঠিয়েছিল। সেই যে বাবা, তুমি যখন আমায় গাড়ীতে দেখলে তার আগে। তখন আমি দ্বিতীয়বার ক্যাটারিনার কাছে যাচ্ছি দ্বিতীয় চিঠির পর। সারাদিন ওতে আমাতে চিঠি চালাচালি হোয়েছে। আইভান পেট্রোভিচ, তোমার চিঠি শুধু কাল রাত্তিরে পড়বার সময় পেয়েছি। যা লিখেছো খাঁটি কথা। কিন্তু আমি কি ক'রবো? আসা আমার পক্ষে নেহাৎ অসম্ভব! তাই ভেবেছিলাম—কাল সন্ধ্যায় গিয়ে সব মিটমাট ক'রে দেবো, কারণ আজ তোমার কাছে না আসা অসম্ভব, নাটাশা।'

'কি চিঠির কথা বলছো?' প্রশ্ন করলে নাটাশা।

'কাল ভান্যা আমার ওখানে গিয়েছিল কিন্তু দেখা হয়নি। অবশ্য চিঠিতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে এসেছে তোমার কাছে না আসার জন্যে। ওর অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য?'

নাটাশা আমার দিকে তাকালে।

'কিন্তু ক্যাটারিনার সঙ্গে সকাল থেকে রাত অবধি কাটাবার সময় পেলে আর...' প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি সুরু করলেন। কিন্তু শেষ ক'রতে পারলেন না।

'জানি, জানি তুমি কি ব'লবে,' বাধা দিলে এ্যালোশা। 'যদি ক্যাটারিনার কাছে যেতে পারি তবে তার চেয়ে দ্বিগুণ কারণ রয়েছে এখানে আসার। তুমি ঠিকই ব'লেছো বাবা, তবে আমি বলি হাজার হাজার গুণ কারণ রয়েছে এখানে আসার। কিন্তু জীবনে এমন অনেক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত ঘটনা এসে যায় যা মানুষের সবকিছুকেই বিশৃঙ্খল ক'রে দেয়। আমারও ঠিক এমনি হ'য়েছে। বলতে কি গত চার দিনে আমি সম্পূর্ণ বদলে গেছি, আমূল পরিবর্ত্তন হোয়েছে আমার। ভাবো একবার কি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।'

'আঃ বলোইনা কি হোয়েছিল তোমার? দোহাই, আর আমাদের উদ্বিগ্ন ক'রে রেখো না!' ব'ললে নাটাশা ওর আবেগের উষ্ণতায় হেসে।

সত্যই ভারী অদ্ভুত এই এ্যালোশা। দ্রুত অনর্গল বকে যায়,—কথাগুলো ছিটকে আসে বাঁধভাঙা জলের মত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। সবকিছুই ও শোনাতে চায়, ব'লতে চায়। একটানা কথার মাঝে নাটাশার হাত কিন্তু ঠিক ধরে থাকে। ফাঁকে ফাঁকে ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে চুমু খায়, যেন চুমু খেয়ে ওর আশ মেটে না।

'সেইটাই তো আসল কথা—আমার কি হোয়েছে,' এ্যালোশা ব'লতে থাকে। 'বন্ধু! কত জিনিষ দেখলাম, কত কি ক'রলাম, কতইনা মানুষকে চিনলাম! সুরু করি ক্যাটারিনাকে দিয়ে। কি সুন্দর সৃষ্টি এই ক্যাটারিনা! অথচ এর আগে পর্য্যন্ত ওকে চিনতে পারিনি। এমনকি সেদিন, সেই মঙ্গলবার যখন ওর কথা বলছিলাম, মনে আছে নাটাশা, কি আমার উৎসাহ? কিন্তু তখনও ওকে এতটুকু বুঝিনি। শুধু আজ ও আমার কাছে স্বরূপ প্রকাশ ক'রেছে। এখন আমাদের দু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় পরিচয়ের প্রয়োজন। আমি ওকে ডাকি কাট্যা ব'লে ও আমায় ডাকে এ্যালোশা। শোনো তবে গোড়া থেকেই বলি। মঙ্গলবার এখানে যা ঘটেছিল তার কথা যখন ওকে বললাম, তোমার কথা যখন শোনালাম, তখন ও যা বললে, তা যদি তুমি শুনতে নাটাশা ...হ্যাঁ ভালো কথা, মঙ্গলবার তোমার এখানে কি নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ই না আমি দিয়েছি! তুমি আমায় কতপ্রেম আর উৎসাহভরে আহ্বান ক'রলে,

কত কথা ব'লতে চাইলে, আর আমি কিনা রইলাম গম্ভীর হ'য়ে। উঃ, কি বোকা! কি বোকা আমি! বিশ্বাস করবে না, আমি চেয়েছিলাম দেখাতে যে আমি স্বামী হয়েছি, রীতিমত একজন সম্মানিত ভদ্রলোক। ছিঃ তুমি কি ভাবলে! হয়তো হেসে বিদ্রূপও ক'রেছো।'

প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি বসে রয়েছেন নীরবে, তাকাচ্ছেন এ্যালোশার দিকে কেমন যেন বিজয়ীর মত, মুখে একটা শ্লেষের হাসি নিয়ে। মনে হোল তিনি বেশ খুশি হোয়েছেন—ছেলে তাঁর খামখেয়ালী আর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছে। সেদিন আগাগোড়া আমি তাঁকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করলাম এবং এই সিদ্ধান্তেও পেঁছিলাম যে ছেলেকে তিনি আদৌ ভালবাসেন না, হাজারই পিতৃস্নেহের তিনি বড়াই করুন।

'তোমার এখান থেকে গেলাম ক্যাটারিনার কাছে,' এ্যালোশার কথার স্রোত বয়ে চলে। 'আগেই বলেছি সেদিন সকালেই শুধু আমাদের সত্যকার পরিচয় হয়, আর কি অদ্ভুতভাবেই না তা' হয়...মনে পড়ে না কেমন করে সম্ভব হোয়েছিল · দুটো অনুরাগের কথা, কয়েকটা অনুভূতি, মনের আদান-প্রদান, আর ওম্‌নি চিরদিনের মত মিতালী পাতিয়ে ফেললাম। নাটাশা, ও-কে তোমার চেনা উচিত, বোঝা উচিত। কি সুন্দরই না ও কথা কইলে, তোমার ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালে আমায়। জানালে তুমি কত বড় একটা মহাসম্পদ। ধীরে ধীরে ওর চিন্তা, ওর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী সব কিছুর কথাই বললে। অমন উৎসাহী মেয়ে হয় না। আমাদের কর্ত্তব্য, জীবনের আদর্শ, কিভাবে মানুষকে সেবা করবো, সবই আলোচনা ক'রলে এবং ছ'ঘণ্টা আলাপের পর আমাদের মতের মিল হোল। শেষটায় আজীবন বন্ধুত্বের শপথ গ্রহণ ক'রে ঠিক হোল দু'জনে আমরা একসঙ্গে কাজ ক'রে যাবো।'

'কিসের কাজ?' বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন প্রিন্স।

'আমি এমন বদলে গেছি, বাবা, যে এসব শুনলে তুমি অবাক হ'য়ে যাবে। জানি এতে তোমার মত নেই,' জয়ের উল্লাসে এ্যালোশা সায় দিলে। 'তোমরা হোলে বৈষয়িক মানুষ—তোমাদের কতকগুলো কঠিন নীতি আছে। অবশ্য সেগুলো আজকাল অচল। প্রত্যেকটি নতুন, প্রত্যেকটি তরুণ ও সজীব জিনিষকে তোমরা দ্যাখো ঘৃণা, অবিশ্বাস ও বিরূপতার চোখে। কিন্তু, দিনকয়েক আগে যেমন জানতে আজ আমি সেরকম নই, সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ! জগতের

সবকিছুর আজ সম্মুখীন হই সাহসের সঙ্গে। যদি বুঝি আমার ধারণা সত্য তবে শেষ অবধি দেখবো, আর যদি আমার পথ থেকে বিচ্যুত না হই তবে আমি খাঁটি মানুষ। তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এরপর তোমাদের যা খুশি তাই তোমরা বল। নিজের ওপর আমার বিশ্বাস আছে।'

'ওহো-হো!' ব্যঙ্গের স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রিন্স।

অস্বস্তিতে নাটাশা আমাদের দিকে চায়। এ্যালোশার জন্যে ওর ভাবী ভয়। ও জানে অনেকক্ষেত্রে এ্যালোশা কথাবার্ত্তা ব'লতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে যায়। তাই ও চায় না যে আমাদেব সামনে, বিশেষ ক'রে প্রিন্সের উপস্থিতিতে এ্যালোশা হাস্যাস্পদ হ'য়ে পড়ে।

'কি তুমি ব'লছো এ্যালোশা? মনে হোচ্ছে যেন দর্শনের কথা,' ব'ললে নাটাশা। 'কেউ হয়তো তোমার কাছে আউড়েছে···তাব চেয়ে ববং বল এতদিন কি ক'রেছো।'

'বলছি শোন!' এ্যালোশা চেঁচিয়ে উঠলো। 'ক্যাটারিনার দূর সম্পর্কের দুই আত্মীয় আছে, খুড়তুতো ভাই গোছেব, লেভিস্কা আর বোরিস্কা নামে। এক জন ছাত্র আর অপরজন হোল তরুণ বেকার। ক্যাটারিনার সঙ্গে ওদেব দু'জনের ভাব আছে। ওরা একটু অসাধারণ গোছেব মানুষ। কাউন্টেসের ওখানে ওরা যায় না, আদর্শের খাতিরে। মানুষের ভাগ্য, জীবনের আদর্শ, এইসব নিয়ে আলোচনা করতে করতে ক্যাটারিনা ওদের নাম করে আমার কাছে, আর তখনই আমাকে একখানা চিঠি দেয় ওদের নামে। ব্যস্ আমি ওম্‌নি ওদের সঙ্গে আলাপ করতে ছুটলাম। সেইদিনই সন্ধ্যায় বেশ বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল। ওখানে প্রায় জনবারো নানা ধরণের লোক ছিল। কেউ ছাত্র, কেউ অফিসার, কেউবা শিল্পী, একজন ছিল লেখক। ওরা সবাই তোমায় চেনে, আইভান পেট্রোভিচ্। অর্থাৎ কিনা তোমার বই ওরা পড়েছে, তোমার কাছ থেকে ভবিষ্যতে অনেক কিছু আশা করে, তাই ব'ললে। সবাই আমায় বেশ খাতির ক'রলে। বললাম শীগ্‌গিরই বিয়ে করছি, ওরাও তাই আমায় ধ'রে নিলে বিবাহিত বলে। পাঁচতলায় ছাদের ওপরকার ঘরে ওরা থাকে। প্রায়ই ওরা একত্র হয়, বিশেষ করে প্রতি বুধবার, লেভিস্কা আর বোরিস্কাদের ওখানে। সবাই ওরা তরুণ, সব শ্রেণীর মানুষের ওপর খুব দরদ দেখলাম। অনেকক্ষণ আলাপ হোল, নানান বিষয় নিয়ে: আমাদের বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, বিজ্ঞান, সাহিত্য।

বেশ সাধারণ অথচ খোলাখুলি আলোচনা···স্কুলের একটি ছেলেও ওখানে আসে। তোমাদের দেখা উচিত কি সুন্দর ওরা সকলের প্রতি ব্যবহার করে, কত উদার চিত্তের মানুষ ওরা। ওদের মত লোক আর আমি এর আগে দেখিনি! এতদিন কোথায় ছিলাম? কি দেখেছি? কি আমার ধারণা হোয়েছে? একমাত্র তুমিই শুধু এ কথা আমায় বলেছো নাটাশা। নাটাশা, ওদের সঙ্গে তোমার আলাপ হওয়া উচিত। ক্যাটারিনা ওদের জানে। ক্যাটারিনাকে ওরা খুব শ্রদ্ধা করে। ইতিমধ্যেই লেভিস্কা আর বোরিস্কাকে ক্যাটারিনা ব'লেছে যে, সে যখন তার সম্পত্তি পাবে তখন তার থেকে সে দশ লক্ষ টাকা ওদের দেবে জনসাধারণের কল্যাণে।'

'তবে কি ধ'রে নেবো—লেভিস্কা, বোরিস্কা আর তাদের চ্যালাচামুণ্ডারা ওই দশ লক্ষ টাকার কর্ত্তা হবে?' প্রশ্ন করলেন প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি।

'মিথ্যা, মিথ্যা! ওভাবে কথা বলা তোমার অন্যায় বাবা!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলো এ্যালোশা। 'তুমি কি ভাবছো বুঝেছি! ও টাকা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। ঠিক হোয়েছে—সব আগে ওটা জনসাধারণের শিক্ষার্থ ব্যয় করা হবে...'

'বটে! তবে তো দেখছি ক্যাটারিনাকে আমি ঠিক.বুঝে উঠতে পারিনি।' প্রিন্স মন্তব্য করেন অনেকটা যেন নিজের মনে, অবশ্য আগের মতই শ্লেষের হাসি হেসে। 'ওর সব খেয়ালের জন্যই প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু এটা···'

'নয় কেন?' এ্যালোশা বলে ফেলে চট্ ক'রে। 'অসম্ভব ভাবছো কেন? কারণ এটা তোমার সঙ্কীর্ণ ধারণার বাইরে, তাই না? এর আগে তো কেউ দশ লক্ষ টাকা দান করেনি, আর ও কিনা ক'রছে! তাই বুঝি? কিন্তু তাতে কি! ও যদি দশজনকে মেরে নিজে বড় হোতে না চায়। ওই দশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করা মানেই অপরকে বঞ্চিত করা। (এ সত্য আমি আজ বুঝেছি) ও চায় দেশের ও দশের সেবা করতে, বিলিয়ে দিতে ওর শেষ কপর্দ্দক সাধারণের জন্যে। আমরা শুধু দান করার কথা কেতাবেই পড়ে এসেছি, তাই যখন সে দান দাঁড়ায় দশ লক্ষ টাকায় তখন ভাবি ওর মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও ফাঁকি আছে! তুমি আমার দিকে অমনভাবে চেয়ে আছো কেন, বাবা? যেন আমি ভাঁড়, নির্ব্বোধ! নির্ব্বোধই যদি হই তাতেই বা কি? এ সম্বন্ধে ক্যাটারিনা কি ব'লেছে শুনবে নাটাশা?—"মস্তিষ্কই বড় কথা নয়, তাকে যে চালনা করে তারই

প্রয়োজন বেশী। প্রয়োজন—চরিত্রের, অন্তঃকরণের, উদার মনোভাবের, প্রগতিশীল মতবাদের।" ওর চেয়েও ভালো বলে বেজমিগীন। বেজমিগীন হোল লেভিঙ্কা আর বোরিস্কার বন্ধু, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, প্রতিভায় নেতৃস্থানীয়। সেদিন কথায় কথায় ও বললে,—"বোকা তার বোকামী বুঝতে পারলে আর বোকা থাকে না।" কত সত্য এ উক্তি! প্রতি মুহূর্ত্তেই ওর মুখ থেকে অমন দামী দামী কথা শোনা যায়।'

'প্রতিভার লক্ষণ নিশ্চয়ই,' মন্তব্য করেন প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি।

'বিদ্রূপ ছাড়া তুমি আর কিছুই জানো না, বাবা, কিন্তু এ ধরণের কথা তোমার মুখ থেকে কখনও শুনিনি। তোমাব বন্ধুদের কাছ থেকেও না। বরং উল্টো। তোমাদের মহলে তোমরা এ ভাব ঢাকবার চেষ্টা করো, নীচতার মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াও, সবাই চলে গড্ডালিকা প্রবাহে একই বাঁধা পথে—যেন তা সম্ভব; যেন তা আমরা যা বলি আমরা যা ভাবি তাব চেয়ে হাজার গুণে অসম্ভব নয়। আর তবুও কিনা লোকে বলে আমরা কল্পনাবিলাসী। কাল ওরা যা আমায় বললে তা যদি শুনতে...'

'কিন্তু, বল কি তোমাদের কথা, কি তোমাদেব মতবাদ? এখনও অবধি কিছুই তো বুঝে উঠতে পাবলাম না', বললে নাটাশা।

'যা কিছু প্রগতিশীল আমরা আছি তারই জন্যে। সংবাদপত্র স্বাধীনতা, শাসন সংস্কার, বিশ্বমানবিকতা, দেশের জননায়ক,—এই নিয়েই আমাদের আলোচনা ও সমালোচনা। তবে সবচেয়ে বড় কথা—আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি আমাদের দলেব প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে সরল ব্যবহার করবে, নিঃসঙ্কোচে সবকথা খুলে বলবে। এই স্পষ্টবাদিতা ছাড়া আমাদের উদ্দেশ্য সফল হোতে পারে না। আর এরই জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে বেজমিগীন। ক্যাটারিনাকে এসব কথা বলেছিলাম, সে বেজমিগীনেব মতে বিশ্বাসী। সবাই আমরা শপথ করেছি বেজমিগীনের নেতৃত্বে আজীবন সংগ্রাম করে যাবো, কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না, এগিয়ে যাবো কাজের পথে—যাই কেন না লোকে বলুক আমাদের। বেজমিগীন বলে,—লোকেব সম্মান পেতে হোলে নিজেকে সম্মান ক'রতে শেখো। ক্যাটারিনা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।'

'কি ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতা!' বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি। 'কে এই বেজমিগীন? না, এভাবে এসব জিনিষ উপেক্ষা করা চলে না...'

'কি উপেক্ষা করা চলে না ?' এ্যালোশা ব'ললে চট্ করে। 'শোন বাবা, তাহোলে বলি কেন এসব কথা তোমায় শোনাচ্ছি। ঠিক ক'রেছি তোমাকেও আমাদের দলে ভিড়িয়ে নেবো। হাসছো ! জানি তুমি হাসবে ! কিন্তু শোনো, দিলখোলা মানুষ তুমি, তুমিই বুঝবে। তবে, ওদের তুমি কখনও দেখনি, না দেখে বিচার করা চলে না। ওখানে যাও, মেশো ওদের সঙ্গে, আলাপ করো— আমি বাজি রেখে বলতে পারি দেখলে শুনলে নিশ্চয়ই তুমি আমাদের দলে আসবে। আসল কথা হোল তোমার বদ্ধ সংস্কার পাল্টে তোমাকে তোমার দলের ধ্বংসের হাত থেকে যে কোরেই হোক আমাকে বাঁচাতেই হবে।'

এইসব অনর্থক প্রলাপ প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি শুনছিলেন নীরবে, উৎকট অবজ্ঞার সঙ্গে। মুখে তাঁর বিদ্বেষের ভাব। প্রকাশ্য বিতৃষ্ণায় নাটাশা তাঁকে লক্ষ্য করছিল। তা জেনেও তিনি না দেখার ভান করেন। তবে এ্যালোশার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসির তোড়ে ফেটে পড়লেন। কিন্তু সে হাসি সহজাত নয়, ছেলেকে আঘাত ও অপদস্থ করবার জন্যেই তার অবতারণা। এ্যালোশা অত্যন্ত মুষড়ে পড়ে। সারা মুখে তার বিমর্ষের ছাপ। তবুও সে ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা করে পিতার কৌতুক অবসানের।

'বাবা, কেন তুমি আমায় ঠাট্টা করছো ?' সখেদে সুরু ক'রলে এ্যালোশা। 'আমি এসেছি খোলা মনে। তোমার মতে বোকার মত যদি কিছু বলে থাকি, শিখিয়ে দাও আরও ভালো ক'রে, তাই ব'লে হাসবে কেন ? হাসবার কি আছে এতে ? আর, আমি যে সত্যিই ভুল করছি তাই বা ধরে নিচ্ছ কিসে ? না হয় আমি বোকা, ভুল করছি, কিন্তু যা করছি তা' সবল বিশ্বাসেই করছি। উচ্চ আদর্শ নিয়ে আজ আমি মেতে উঠেছি। সে আদর্শ ভুল হোতে পারে, কিন্তু তা' সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আজ অবধি তুমি কিম্বা তোমার জগতের কেউ কোন আদর্শের কথাই আমায় বলেনি। তাই আমি যদি কোন কিছু গ্রহণ ক'রে থাকি সেটা যে মিথ্যা তা' প্রমাণ করো যুক্তি-তর্ক দিয়ে, তার চেয়ে ভালো কিছুর হদিস দাও, আমি তোমায় মেনে নেবো। কিন্তু তা' না ক'রে শুধু বিদ্রূপ করো না, ওতে আমি বড় আঘাত পাই।'

অত্যন্ত অকপটে ও গাম্ভীর্য্য সহকারে এ্যালোশা কথাগুলি বলে। নাটাশা তাকায় ওর দিকে সানুকম্প দৃষ্টিতে। অবাক বিস্ময়ে প্রিন্স তাঁর ছেলের কথা শোনেন। পরক্ষণেই তাঁর সুর বদলে যায়।

'তোমায় আঘাত দিতে আমি চাইনি,' বললেন তিনি, 'বরং তোমার জন্যে আমি দুঃখিত। যে পথে তুমি যেতে চাচ্ছো তোমার মত গবেটের পক্ষে তা' পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। সেই রকমই আমার মনে হয়। তাই না হেসে থাকতে পারি না, তবে তোমার মনে কোন ব্যথা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।'

'তবে কেন আমার এমন মনে হয়?' এ্যালোশা ব'ললে, একটু যেন রুষ্ট হয়েই। 'মনে হয় এতদিন তুমি আমার সব কাজেই বাধা দিয়ে এসেছো, ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ ক'রে। পিতার কর্ত্তব্য এ নয়। আমি যদি তোমার মত হোতাম তবে কখনই এমন অন্যায়ভাবে ব্যঙ্গ করতাম না। যাক্‌, শোন—এই মুহূর্ত্তেই আমাদের মধ্যে একটা খোলাখুলি বোঝাপড়া হ'য়ে যাক, চিরদিনের মত, যাতে ভবিষ্যতে আর ভুল বোঝাবুঝি না হয়। আর···আমিও বলছি সব কথা, এখানে এসেই বুঝেছিলাম একটা কিছু অপ্রীতিকর হয়ে গেছে। এভাবে তোমাদের দেখবো আশা করিনি। ঠিক কিনা? তাই যদি হয়, সবচেয়ে ভালো প্রত্যেকেই তার মনের কথা খুলে বলুক। অকপট স্বীকারে কত অঘটনই না এড়ানো যায়!'

'বেশ, বলো এ্যালোশা,' প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি বললেন। 'তোমার প্রস্তাব অতি যুক্তিসঙ্গত! হয়তো সুরুতেই এটা করা উচিত ছিল,'—শেষটুকু বললেন নাটাশার দিকে চেয়ে।

'খোলাখুলি বলছি বলে রাগ করো না,' সুরু করলে এ্যালোশা। 'তুমিই চেয়েছো। শোনো, নাটাশার সঙ্গে আমার বিয়ের কথায় তুমি মত দিয়েছো। অবশ্য এর জন্যে তোমার মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ ক'রতে হোয়েছে, আর আমরাও সুখী হোয়েছি। তোমার উদার চিত্তের প্রশংসা করি। কিন্তু কেনইবা এখন এমন মজা করে আমায় ঠাট্টা ক'রছো, আড়েচাড়ে শোনাচ্ছো—আমি গবেট, স্বামী হবার যোগ্য নই। আরও দুঃখের—নাটাশার চোখে তুমি আমায় হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা ক'রছো। বহুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি আমায় অপদস্থ করে তুমি আনন্দ পাও। জানি না কেন তুমি প্রমাণ করতে চাও যে আমাদের বিয়েটা অসম্ভব এবং একটা বোকামী, একে আমরা অপরের যোগ্য নই। তোমার কাছে এটা যেন একটা ঠাট্টা, আজগুবি কল্পনা, প্রহসন মাত্র। আজ ব'লে নয়, সেদিন সেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এখান থেকে তোমার কাছে যখন গেলাম কতকগুলো অদ্ভুত কথা শোনালে—অবাক হলাম, মনে বড় আঘাত পেলাম। তাছাড়া বুধবার দিনও যাবার সময় আমাদের সম্বন্ধ নিয়ে

ইঙ্গিত করলে, ওর সম্পর্কে এমন কয়েকটা কথা বললে যা তোমার কাছ থেকে আশা করিনি। অবশ্য সেটাকে গালাগাল বলা যায় না, ওর প্রতি একটা নির্মম তাচ্ছিল্য, স্নেহলেশহীন অবজ্ঞা···ভাষায় তা' প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু সুর সুস্পষ্ট, মর্মে মর্মে অনুভব করা যায়। বল, আমি ভুল বলছি। আমায় অভয় দাও, শান্ত কর আর···ওকেও, ওকেও তুমি আঘাত ক'রেছো। ঘরে ঢুকেই আমি তা' বুঝেছি...'

গভীর আবেগ ও দৃঢ়তায় এ্যালোশা বলতে থাকে। নাটাশা ওর কথা শোনে, মনে মনে অনুভব করে বিজয়ের উল্লাস, উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে মুখমণ্ডল। ওর কথার মাঝে মাঝে অনেকটা যেন নিজের মনেই বলে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক।' বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি।

'অবশ্য তোমায় যা যা বলেছি সবকথা আমার মনে নেই,' শেষটায় জবাব দিলেন প্রিন্স—'তবে ভারী অবাক হচ্ছি তুমি আমার কথার ওভাবে অর্থ করেছো। আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত—কিসে তোমার বিশ্বাস হয় বলো। এইমাত্র যদি হেসে থাকি তা' অত্যন্ত স্বাভাবিক। বলেইছি তো হাসির আড়ালে আমি আমার মনের কুৎসিত রূপকে ঢাকতে চাই। যখনই ভাবি তুমি স্বামী হয়েছো, মনে হয় অবিশ্বাস্য, অসম্ভব—রাগ ক'রো না এমনকি হাস্যকর বলেও মনে হয়। হাসির জন্যে তুমি অনুযোগ করো·কিন্তু কি ক'রবো তা' তোমারই ব্যবহারে। দোষ আমারও। হয়তো সম্প্রতি তোমার দিকে তেমন নজর দিতে পারিনি, আর তাই এতদিন পরে আজ বুঝলাম তোমার দৌড় কত দূর। নাটাল্যা নিকোলেভ্‌নার ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠছি। অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করেছি, ব্যাপারটা বুঝিনি—আজ দেখছি তোমাদের মধ্যে বিরাট বৈষম্য রয়েছে। প্রেমের মোহ দু'দিনের, কিন্তু এ বৈষম্য চিরদিনের। ভালো ক'রে ভেবে দ্যাখো—নাটাল্যা নিকোলেভ্‌নাকে ধ্বংস ক'রবে, নিজেকেও নষ্ট করবে—এ একেবারে ধ্রুব সত্য। এক ঘণ্টা তো খুব লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিলে—বিশ্বমানবিকতা, আদর্শের উচ্চতা, তোমার বন্ধুদের মহানুভবতা—অনেক কথাই শোনালে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করো আইভান পেট্রোভিচ্‌কে একটু আগেই নোংরা সিঁড়িতে ওঠবার সময় ওঁকে কি বলেছিলাম। আমি তো মন্দ, আমার কি মনে হয়েছিল জানো? এই তো তোমার ভালোবাসা। এমন একটা জঘন্য স্থানে নাটাল্যা নিকোলেভ্‌নাকে রাখতে তোমার একটু দ্বিধা হোল না! যদি

তোমার সম্মতি না থাকে, কর্ত্তব্য পালনের ক্ষমতা যদি না থাকে তবে তোমার স্বামী হবার কোন দাবী নেই, দায়িত্ব গ্রহণের কোন অধিকার নেই—এও কি বোঝ না! শুধু প্রেমটাই বড় কথা নয়, প্রেমের পরিচয় কার্য্যে, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য যেন—'খাও না খাও থাক আমার সঙ্গে!' এটা তো আর মনুষ্যত্ব নয়। বিশ্ব-প্রেম, বিশ্ব-সমস্যা নিয়ে তো খুব কপ্চালে আর তুমিই কিনা নিজে প্রেমের অবমাননা করলে! ধারণারও অতীত! না, না, আমায় বাধা দিও না নাটাল্যা নিকোলেভ্না, শেষ ক'রতে দাও। এই মাত্তর তুমি বললে এ্যালোশা যে, একদিন তুমি উচ্চ আদর্শ নিয়েছিলে, অপবাদ দিলে আমাকে এবং আমার স্বশ্রেণীর জীবদের সঙ্কীর্ণ বলে, অথচ গত মঙ্গলবারের ব্যাপারের পর চার চারটে দিন একবার খোঁজও নিলেনা নাটাল্যার—যে তোমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান। নিজেই স্বীকার করলে, ক্যাটারিনার কাছে নাটাল্যাকে তুমি কত বড় ক'রেছো, বলছো ও তোমায় এত ভালোবাসে যে তোমার সব ত্রুটি ক্ষমা করবে। কিন্তু এ ক্ষমা লাভের অধিকার কোথায় পেলে? একবারও মনে হোল না এতদিন ব্যাচারী নাটাল্যা কত মর্ম্মপীড়া, কত সন্দেহ, কত অবিশ্বাসের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে? নতুন মতবাদে দীক্ষিত হোয়েছো বলেই কি ভাবো তোমার প্রথম কর্ত্তব্যে অবহেলা করবার অধিকার পেয়েছো? মাপ কর নাটাল্যা। আর আমার কথা রাখতে পারছি না, বলতে হচ্ছে সব। বুঝতেই পারছো আমার প্রতিজ্ঞার চেয়ে বর্ত্তমান পরিস্থিতি অনেক গুরুতর...জানো এ্যালোশা, এ চার দিন তুমি ওকে কত সুখীই না করতে পারতে, কিন্তু তার বদলে দেখলাম এসে ওর এই দুরবস্থা, মনঃকষ্ট। একদিকে তোমার এই ব্যবহার আর অন্যদিকে শুধু বড় বড় কথা—কথা, কথা, আর কথা...ঠিক কিনা বলো? দোষ সম্পূর্ণ তোমার, আমায় অনুযোগ কর কিসে?'

প্রিন্স ভাল্কোভস্কির কথা শেষ হোল। বক্তৃতার আবেগে এতই বিহ্বল তিনি যে নিজের জয়োল্লাস গোপন রাখতে পারলেন না আমাদের কাছ থেকে। নাটাশার দুঃখের কথা শুনে এ্যালোশা তার দিকে চাইলে ব্যথাতুর উদ্বেগে। নাটাশা কিন্তু তখন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে।

'যাক এ্যালোশা, দুঃখ করো না,' বললে সে—'তোমার চেয়ে অপরের দোষই বেশী! বোসো, শোনো তোমার বাবাকে আমার কি বলার আছে; আর নয়, এ পালা শেষ ক'রে দেওয়ার সময় এসেছে!'

'বসো, তোমার কি বলবার আছে নাটাল্যা নিকোলেভ্না!' প্রিন্স বললেন 'আমার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি, দু'ঘণ্টা ধ'রে এইসব হেঁয়ালী শুনছি। রীতিমত অসহ্য হয়েছে, আর বলতে কি এখানে এসে এমন অভ্যর্থনা পাবো এটা আশা করিনি।'

'করেননি তার কারণ হয়তো ভেবেছিলেন কথার ছটায় আমাদের ভুলিয়ে দেবেন আর আমরাও আপনার গোপন অভিসন্ধির কোন হদিস পাবো না। কি আর আপনাকে বলবার আছে? সবই তো নিজে জানেন, বোঝেনও। এ্যালোশা ঠিকই বলেছে। আপনার প্রথম মতলব আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো। গেল মঙ্গলবার থেকে এখানে কি কি ঘটবে সব আপনি মনে মনে জানতেন, আর সেই আশাতে বসেছিলেন। ভেতরে ভেতরে আমাকে এবং আমাদের এই বিয়েকে আমল দেন নি। শুধু একটু খেলা করছিলেন, কৌতুক করছিলেন আমাদের সঙ্গে, অথচ আপনার অভিসন্ধি অনুযায়ী কাজ ঠিক করে যাচ্ছিলেন। আপনার তরফে আপনি নিরাপদ। এ নিয়ে এ্যালোশা যদি আপনাকে দু'কথা শুনিয়ে থাকে, কিছু অন্যায় করেনি। এ্যালোশাকে ভৎ্সনা ক'রে বরং আপনার আনন্দিত হওয়াই উচিত কারণ এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ না টের পেয়ে সে আপনার আশানুরূপ কাজই করেছে, এমন কি হয়তো কিছু বেশীই করেছে।'

বিস্ময়ে পাষাণ হয়ে গেলাম আমি। ভাবলাম আজ সন্ধ্যায় কিছু একটা বিপর্যয় না ঘটে যায়। নাটাশার এই নির্মম অকপটতায়, অনাবৃত ঘৃণার সুরে চমকে উঠলাম। তাহলে ও নিশ্চয়ই সব জানে এবং এ নাট্যের যবনিকাপাতের জন্যে কৃতসঙ্কল্প। হয়তো এতদিন অধীরভাবে প্রিন্সের আগমন প্রতীক্ষায় ছিল—তাঁর মুখের ওপর সবকথা শোনাবার আগ্রহে। প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কিকে কিঞ্চিৎ বিবর্ণ দেখা গেল। এ্যালোশার মুখে চোখে ভীতি ও উৎকণ্ঠার ছাপ ফুটে উঠলো।

'ভেবে ছাখো কিসে আমায় অভিযুক্ত করলে, প্রিন্স বললেন, 'আর একটু ভেবে ছাখো তোমার কথাগুলো...কিছুই আমি এর বুঝলাম না।'

'ও ও! বোঝবার প্রয়োজন মনে করেন না!' বললে নাটাশা। 'এমনকি এ্যালোশাও আপনাকে বুঝেছে ঠিক আমারই মত ক'রে, আর এর জন্তে আমাদের পূর্ব্বাহ্নে কোন চুক্তি করার প্রয়োজন হয়নি। এমন কি দু'জনের

দেখাও হয়নি। ও আপনাকে দেবতার মত বিশ্বাস করে, ভক্তি করে। ওর মত লোকও বুঝেছে কি নীচ এবং ঘৃণিত ছলনা আপনি আমাদের সঙ্গে করছেন। হয়তো ভেবেছিলেন ও বোকা-সোকা মানুষ কিছুই টের পাবে না, তাই আর যথেষ্ট সতর্কতা ও ভণ্ডামীর প্রয়োজন অনুভব করেন নি। কিন্তু ওরও হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে, আর তার কোমল ও অনুভূতিশীল দিকও আছে—সেখানে আপনার বাক্যবাণ ক্ষত করে দিয়েছে...'

'তোমার কথার এক বর্ণও বুঝছি না,' পুনর্বার জানালেন প্রিন্স, বিব্রতভাবে আমার দিকে ফিরে, যেন আমায় সাক্ষী মানতে চান। ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে পড়েছেন।

'তুমি বড় সন্দিগ্ধ চিত্তের, অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছো', বলতে লাগলেন নাটাশাকে লক্ষ্য ক'রে। 'আসল কথা ক্যাটারিনার প্রতি ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে তুমি সকলের দোষ দেখছো, বিশেষ ক'রে আমার...আর বলতে কি ভারী অদ্ভুত চরিত্র তোমার...এ ধরণের ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত নই। আমার ছেলের বিষয় না হলে এক মুহূর্ত্তও আমি আর এখানে থাকতাম না। এখনও আশা ক'রে আছি, বুঝিয়ে বলবে কি সব ?'

'এখনও শোনবার স্পৃহা! অথচ সব জেনেও না বোঝার ভান করবেন। তাহোলে বলবো সব কথা, খুলে ?'

'আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি তার জন্যে।'

'বেশ, শুনুন তবে,' বললে নাটাশা। রাগে চোখ দু'টো ওর জ্বলে উঠলো। 'বলবো আপনাকে, সব বলবো।'

ঊনত্রিশ

নাটাশা উঠে পড়লো। উত্তেজনাবশতঃ নিজের অজ্ঞাতসারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে লাগলো। কিছুক্ষণ শোনার পর প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কিও উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত দৃশ্যটা গুরুগম্ভীর।

'মঙ্গলবাবের কথাটা মনে রাখবেন,' নাটাশা সুরু করলে। 'বলেছিলেন অর্থ আপনার চাইই—চিরাচরিত পথ অবলম্বন ক'রে সংসারে প্রতিষ্ঠা পেতে হোলে,—মনে আছে?'

'মনে আছে—'

'আর সেই অর্থের লোভে, পাছে তা ফস্‌কে যায়, আপনি মঙ্গলবার এখানে এসেছিলেন এবং আমাদের বিয়ের প্রস্তাব ক'রেছিলেন, ভেবেছিলেন এই পরিহাস করে আপনার অভিসন্ধি সফল করতে পারবেন।'

'নাটাশা!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'কি বলছো ভেবে ভাখো!'

'পরিহাস! অভিসন্ধি!' প্রিন্স পুনরুক্তি করলেন, লাঞ্ছিত আভিজাত্যের নিষ্ফল আক্রোশে।'

এ্যালোশা বসে থাকে বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে, চেয়ে থাকে কিছুই না বুঝে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাধা দিও না আমায়। প্রতিজ্ঞা করেছি আজ সব বলবো,' নাটাশা বলতে লাগলো উত্তেজনায়। 'মনে রাখবেন এ্যালোশা আপনার বাধ্য নয়। ছ'মাস ধ'রে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন আমার কাছ থেকে ওকে সরিয়ে রাখবার। কিন্তু কিছুতেই ওকে আয়ত্বে আনতে পারছেন না। ওদিকে সুযোগ বুঝি হারায়! এক মুহূর্ত্তও আর নষ্ট করা চলে না। শেষটায় বড়লোকের মেয়ে, অর্থ, সবই যাবে ফস্‌কে। বিশেষ ক'রে তিরিশ লক্ষ টাকার যৌতুক হাতের মুঠোয় এসে বেরিয়ে যাবে। একে রদ করার একমাত্র পথ—কোন রকমে বড়লোকের মেয়েটাকে এ্যালোশার নজর ধরিয়ে দেওয়া। ভাবলেন, যদি একবার ও মেয়েটার প্রেমে পড়ে যায় তাহোলে নিশ্চয়ই আমায় পরিত্যাগ করবে।'

'নাটাশা! নাটাশা! কি বলছো তুমি?' সভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে এ্যালোশা।

'আর কাজেও আপনি তাই করলেন,' নাটাশা বলে চলে এ্যালোশার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করে। 'কিন্তু—আবার সেই পুরোনো কাহিনী! সবই হয়তো ঠিক হয়ে যেতো, কিন্তু আবার আমি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালাম। তবে একমাত্র আশা আপনার ছিল। আপনার মত চতুর অভিজ্ঞ লোকের লক্ষ্য করতে একটুও দেরী হয় না—মাঝে মাঝে এ্যালোশা তার পুরোনো প্রেমে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। আমাকে ওর একঘেয়ে লাগে, তাই আর অনেক দিন আসে না, আজকাল উপেক্ষা করতে সুরু করেছে—এসব তথ্য আপনার নজর এড়ায় না। ভবলেন এমনি করেই হয়তো একদিন ক্লান্ত হয়ে ও আমায় ত্যাগ করবে। কিন্তু হঠাৎ মঙ্গলবারে এ্যালোশার স্থির সঙ্কল্প আপনাকে ঘাবড়ে দিল। চিন্তিত হয়ে পড়লেন—তাইতো কি করা যায়!'

'না, না, না,—বরং উল্টো, ব্যাপারটা...' প্রিন্স নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

'জানি'—নাটাশার দৃঢ়তা আরো বেড়ে চলে, 'সেদিন সন্ধ্যায় আর কিছু ভেবে না পেয়ে ঠিক করলেন আমাদের বিয়েতে মৌখিক সম্মতি দিয়ে এ্যালোশাকে শান্ত করবেন। শুধু কথার কথা! কাজের বেলায় না হয় বিয়ের তারিখটা অনির্দ্দিষ্ট কাল অবধি পেছিয়ে দেওয়া যাবে! ওদিকে ওর মনে নতুন প্রেমের রেখাপাত হয়েছে—তাও জানেন। ফলে আপনার সব আশা-ভরসা গিয়ে পড়লো এই নতুন প্রেমের পরিণতির ওপর।'

'উপন্যাস, উপন্যাস,—এসব হোল নির্জ্জনে চিন্তা করা আর উপন্যাস পড়ার ফল,' প্রিন্স বিড়বিড় করে বলে উঠলেন অনেকটা যেন নিজের মনেই।

'হ্যাঁ, এই নতুন প্রেমের ওপরই আপনার সব আশা-ভরসা,' নাটাশা আবার বললে। উত্তেজনার উষ্ণতায় ও উদ্দাম হয়ে উঠেছে। 'এই আপনার সুযোগ! মেয়েটিকে ভালো ক'রে না চিনে রূপে মুগ্ধ হয়ে এ্যালোশা তাকে ভালোবেসে ফেলে। তারপর সেদিন সন্ধ্যায় এ্যালোশা যখন তাকে জানায় যে তাকে ও ভালোবাসতে পারে না কারণ আর একটি মেয়ের প্রতি ওর প্রেম ও কর্ত্তব্য ওকে বাধা দিচ্ছে, তখন মেয়েটি হঠাৎ তার অন্তরের উদারতা দেখায় তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর প্রতি অনুকম্পা ও দরদে উপছে পড়ে। এ্যালোশার মন টলে যায় তার মহানুভবতায়। আমার কাছে এলে তারই শুধু গল্প করে। তার মত

একজন উদারচেতা নারীর কাছে যাবার লোভ সামলাতে পারে না। আর কিছু না হোক অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার খাতিরেও যাওয়া উচিত! আর তাছাড়া, যাবে নাই বা কেন? এ্যালোশা জানে ওর পুরোনো প্রেমিকার আর কোন দুঃখ নেই, তার ভবিষ্যৎ নিরাপদ, সারা জীবন সে ওকে পাবে, অথচ এই নবপরিচিতা পাবে ক্ষণিকের সঙ্গ। নাটাশা নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না এতে, তেমন অকৃতজ্ঞ সে নয়। আর এমনি ক'রেই ধীরে ধীরে এ্যালোশা তার নাটাশার মুহূর্ত্ত হরণ করে নিলে, হরণ করে নিলে একদিন, দু'দিন, তিনদিন · আর ইত্যবসরে মেয়েটি নতুন রূপে ওর চোখে দেখা দিল। কত উদার, কত প্রাণবন্ত! অথচ শিশুর মত সরল, অনেকটা ওরই মত। দু'জনে চিরবন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়লো। পাঁচ ছ' ঘণ্টার আলাপে নতুন অনুভূতিতে মেয়েটি ওর হৃদয় জয় করলো। আপনি ভাবলেন—একটা সময় আসবে যখন ও এই নতুন অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করবে পুরনোর। পুরনোর মধ্যে আর কি আছে, সেখানে সবই পরিচিত, গতানুগতিক, অধিকার আর দাবীর প্রশ্ন, সেখানে শুধু ঈর্ষা আর ভর্ৎসনা; অভিমান আর চোখের জল, সেখানে ছেলেমানুষী আর চপলতার স্থান নেই, সেখানে ও শিশুর মত ব্যবহার পায়, সমকক্ষের মত নয় ...আর সবচেয়ে মারাত্মক—সবই একঘেয়ে, বৈচিত্র্য নেই একটুও'

উদ্গত অশ্রু আর বেদনায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো নাটাশার। তবুও নিজেকে সে সংযত করে নিলো ক্ষণিকের জন্য।

'আর তাছাড়া? কেন—সময়। ভাবলেন—নাটাশার সঙ্গে বিয়ের দিন তো এখনও স্থির হয় নি, অনেক সময় আছে—সবই বদলে যাবে...তারপর আপনার কথা, ইঙ্গিত, যুক্তি, বক্তৃতা...হয়তো তাই দিয়ে কোন রকমে এই নাছোড়বান্দা নাটাশার ওপর টেক্কা মারা যাবে। হয়তো তাকে বিকৃত ক'রে দেখানো যাবে ...কি ক'রে তা বলার আবশ্যক নেই। তবে জয় আপনারই। এ্যালোশা! আমায় দোষ দিও না লক্ষ্মীটি। ভেবো না আমি তোমার প্রেমের অমর্য্যাদা করছি। জানি তুমি এখনও আমায় ভালোবাসো, আর এও জানি হয়তো এই এই মুহূর্ত্তে আমার কথা তুমি বুঝবে না। এসব কথা বলা আমার অন্যায়, কিন্তু কি করবো আমি যে তোমায় ভালোবাসি—অনেক, অনেক ভালোবাসি তোমার প্রেমে আমি উন্মাদ!'

বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে নাটাশা। শিশুর

মত ফোঁপাতে থাকে। ভয়ে চীৎকার ক'রে এ্যালোশা ছুটে আসে ওর কাছে। ওর অশ্রুহীন ক্রন্দন সইতে পারে না এ্যালোশা।

মনে হোল নাটাশার ফোঁপানীতে প্রিন্স খুব সুবিধা পেলেন। ওর দীর্ঘ অভিযোগের তীব্রতা, তাঁর প্রতি ওর আক্রমণের প্রচণ্ডতা যা অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে তাঁকে প্রতিবাদ ক'রতে হোত তা হয়তো এক্ষেত্রে ঈর্ষার উন্মাদনা, আহত প্রেমের প্রলাপ, এমনকি অসুস্থতার ফল ব'লেও উড়িয়ে দেওয়া চলবে। ওর প্রতি সহানুভূতি দেখানোই এখন সঙ্গত।

'শান্ত হও, দুঃখ করো না, ন্যাটাল্যা নিকোলেভ্‌না,' প্রিন্স ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। 'এ তোমার পাগলামী, নিছক মনগড়া, নির্জ্জনে থাকার ফল। এ্যালোশার ব্যবহারে তুমি অত্যন্ত চটেছো দেখছি। জানোই তো ওর এক ফোঁটাও বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই। তাছাড়া মঙ্গলবারের ব্যাপারটার ওপরই তুমি বেশী জোর দিচ্ছো, কিন্তু তাতে বরং ওর প্রেমের গভীরতাই প্রমাণিত হচ্ছে, অথচ তুমি ধবে নিচ্ছো ঠিক উল্টো...'

'থাক্ যথেষ্ট হয়েছে, আর আমাকে দগ্ধাবেন না!' চেঁচিয়ে উঠলো নাটাশা কাঁদতে কাঁদতে। 'সব আমি জানি, মন আমায় বলেছে অনেক দিন আগেই! আমাদের পুরনো ভালোবাসা আজ মরে গেছে—তা কি আমি বুঝি না ভেবেছেন?...এইখানে, এই ঘরে, একা···ও আমায় ছেড়ে গেল, ভুলে গেল... অনেক, অনেক ভেবেছি··কি আর করবার আছে?...আমি তোমায় দোষ দিচ্ছি না, এ্যালোশা···কেন আর আপনি আমায় প্রতারণা করছেন? আমিও কি নিজেকে ঠকাবার চেষ্টা করিনি? কত, কতবার করেছি! ওর কথার প্রতিটি সুর কি আমি শুনিনি? ওর মুখ, ওর চোখ—তাদেব ভাষা কি আমি বুঝতে শিখিনি? সবশেষ;—প্রেমের সমাধি হয়ে গেছে...হায়! কি অভাগী আমি!'

ওর পাশে বসে এ্যালোশাও কেঁদে ফেলে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারই দোষ! আমিই এর জন্যে দায়ী!' ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে বলতে লাগলো এ্যালোশা।

'না, নিজেকে দোষ দিও না এ্যালোশা। এ আমাদের শত্রুদের কাজ···এ ওঁদের কাজ...ওঁদের!'

'কিন্তু মাপ করতে হোল আমাকে,' প্রিন্স আর ধৈর্য্য রাখতে পারলেন

না,—'কোন্ ভিত্তিতে সব দোষ তুমি আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছো? সবই তোমার মনগড়া। তার তো কোন প্রমাণ নেই···'

'প্রমাণ নেই!' নাটাশা চেঁচিয়ে উঠলো, ইজি-চেয়ার থেকে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে, 'এর পরেও প্রমাণ চান! বিশ্বাসঘাতক! সেদিন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এখানে আসার মধ্যে এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। সেদিন এসেছিলেন ছেলেকে শান্ত করতে, তার বিবেকের দংশনকে প্রশমিত করতে যাতে নিরুদ্বেগে মুক্ত মন নিয়ে ক্যাটারিনার কাছে সে আত্মসমর্পণ করতে পারে। নইলে সে তো আমায় ভুলতো না, সে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করতো, আর আপনিও তখন প্রতীক্ষায় ক্লান্ত। বলুন সত্যি কিনা?'

'স্বীকার করছি,' প্রিন্স বললেন শ্লেষের হাসি নিয়ে—'যদি তোমায় ঠকাবার চেষ্টা করে থাকি তবে তা' গোপন অভিসন্ধির জন্যে। তুমি দেখছি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী...তবে কিনা মানুষকে এমনিভাবে অপমান করার আগে তোমার প্রমাণ দেখানো উচিত।'

'প্রমাণ! প্রমাণ তো আপনার ব্যবহারে, ছেলেকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার হীন প্রচেষ্টার মধ্যে! যে মানুষ তার নিজের ছেলেকে অর্থের লোভে একটা বড় কর্তব্যকে অবহেলা ক'রতে শেখায় তার আর মনুষ্যত্ব কোথায়। এইমাত্তর আমার বাসা আর সিঁড়ির নোংরামী নিয়ে বলছিলেন না? অথচ আপনিই ওর মাসহারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে দারিদ্র্য আর অনাহারের জ্বালায় ও আমায় ছাড়তে বাধ্য হয়। এভাবে বাস করার জন্যে দায়ী আপনি, আর আপনিই কিনা এখন ওকে বকছেন! উঃ কি ভীষণ দু'মুখো মানুষ! সেদিন রাত্তিরে করুণা আপনার উথলে উঠলো, আমি যেন আপনার কত আপন! ভেবেছেন কি আমি টের পাইনি? তখনই বুঝেছি এসব আপনার চালাকী, ধাপ্পা, হীন প্রতারণা, অপমানকর অশোভন প্রহসন... আমি আপনাকে চিনেছি, চিনেছি অনেকদিন আগেই। এ্যালোশা যখনই আপনার কাছ থেকে আসতো, ওর মুখ দেখে ধরে নিতাম, কি আপনি ওকে বলেছেন, কি ওর মাথায় ঢুকিয়েছেন। আমার চোখে ধুলো দেওয়া আপনার ক্ষমতা নয়! হয়তো আজ আবার অন্য অভিসন্ধি আছে; হয়তো চরম এখনও হয়নি। কিন্তু তাতেই বা কি! আপনি প্রতারণা করেছেন—সেইটাই বড়

কথা। আর তা' আজ আমায় বলতে হোল আপনারই মুখের ওপর!'

'বলা শেষ হয়েছে? এই তোমার মোট প্রমাণ? কিন্তু তোমার মাথার ঠিক নেই, ভালো ক'রে ভেবে ছাখো: আমার মঙ্গলবারের প্রস্তাবকে তুমি প্রহসন বলতে পারো, কিন্তু আমি তার নৈতিক বন্ধনে নিজেকে রীতিমত বাধ্য বলে মনে করি, আমার পক্ষে অত্যন্ত দায়িত্বহীনতার কাজ হবে ··'

'কি রকম বাধ্য শুনি? আমার মত অবস্থার মেয়েকে অপমান করার কি অর্থ হয়? অসহায়, অভাগা, পিতৃপরিত্যক্তা নারী আমি! সমাজ-সংসার ছেড়ে চলে এসেছি! সামান্য সুবিধার জন্যে তার মত মেয়েকে এভাবে ব্যঙ্গ করা কি এমনই প্রয়োজন?'

'ভেবে দ্যাখো নাটাল্যা নিকোলেভ্না নিজেকে তুমি কি অবস্থার মধ্যে ফেলছো। বারবার বলছো আমি তোমায় অপমান করেছি। কিন্তু এ ধরণের অপমান যে কত হীন ভেবেই পাই না কি করে তুমি তা কল্পনা করতে পারো, কি করেই বা তা মুখে আনতে পারো। নিশ্চয়ই এতে তুমি অভ্যস্ত, নইলে এত সহজে কি করে তা ভাবো। তোমায় তিরস্কার করার আমার অধিকার আছে, কারণ তুমি আমার ছেলেকে আমারই বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছো। অবশ্য এই মুহূর্তে তোমার হয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া না করলেও ওর মন আর আমার ওপর নেই।'

'না বাবা, না,' এ্যালোশা বলে উঠলো, 'তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করিনি তার কারণ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না যে এতবড় একটা অপরাধে তুমি দোষী হোতে পারো, ভাবতেই পারি না এমন অপমান সম্ভব!'

'শুনছো ওর কথা?' প্রিন্স বললেন নাটাশাকে লক্ষ্য করে।

'নাটাশা, এ আমারই দোষ! ওঁকে কিছু বলো না। তা' অন্যায় ও অনুচিত।'

'শুনলে ভান্যা? এরই মধ্যে ও আমার বিপক্ষে চলে গেছে,' নাটাশা বললে।

'যথেষ্ট হয়েছে!' প্রিন্স বললেন। 'এ অসহ্য দৃশ্যের যবনিকা টেনে দেওয়া উচিত। অসংযত ঈর্ষার এই অন্ধ ও অভদ্র উচ্ছ্বাসে তোমার চরিত্রের একটা নতুন দিক দেখতে পেলাম। যাক সময় থাকতে সতর্ক হওয়া

যাবে। ব্যাপারটায় অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করেছিলাম, অত্যন্ত হুড়োতাড়ায় সব হয়ে গেছে। তুমি এমনকি টেরও পাওনি যে আমায় অপমান করেছো, সেটা তোমার কাছে কিছুই নয়। অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করেছি ·অত্যন্ত তাড়াহুড়ো ·· অবশ্য আমার কথার নড়চড় না হওয়াই উচিত, কিন্তু ..আমি বাপ, ছেলের সুখই আমার কাম্য ·'

'নিজেই নিজের কথার খেলাপ করছেন।' নাটাশা চেঁচিয়ে উঠলো আত্মহারা হয়ে। 'এ সুযোগে আপনি খুশি। কিন্তু জেনে রাখুন—আজ নয়, দু'দিন আগেই ঠিক করেছি ওকে আমি ওর প্রতিজ্ঞা ফিরিয়ে দেবো আর এখন সে কথা জানাচ্ছি আপনাদের সকলের সামনে। আমি ওকে ছেড়ে দিচ্ছি!'

'তার মানে, হয়তো আবার নতুন করে ওর মনে পুরনো চিন্তা জাগিয়ে তুলতে চাও, জাগিয়ে তুলতে চাও কর্তব্যবুদ্ধি, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অনুশোচনা, যাতে আবার ও ধরা দেয় তোমার বন্ধনে। তোমার তথ্য অনুযায়ী এই অর্থই দাঁড়ায়। কিন্তু যাক্—সময়ে সব বোঝা যাবে। তোমার মস্তিষ্কের স্থিরতার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম—তখন তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে। আশা করি আমাদের সব সম্পর্ক যেন ঘুচে না যায়। আশা করি তুমি আমায় আরও ভালো করে বুঝতে শেখো। ভেবেছিলাম তোমাদের নতুন পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমার কয়েকটা পরিকল্পনা আজ আমি তোমায় শোনাবো, তাতে তোমার বিশ্বাস হতো কিন্তু থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। আইভান পেটোভিচ', বলতে বলতে প্রিন্স আমার কাছে এগিয়ে এলেন। 'বরাবরই আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করার ইচ্ছে আমার ছিল, আর এখন তার আরও বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আশা করি আমার কথা বুঝেছেন। দু' একদিনের মধ্যে আমি এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবো অবশ্য আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।'

হেঁট হয়ে সম্মতি জানালাম। আমারও মনে হোল ওঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া ছাড়া এখন আর উপায় নেই। উনি এসে আমার হাত চেপে ধরলেন, নীরবে নত হ'য়ে নাটাশাকে বিদায় জানালেন, তারপর বেরিয়ে গেলেন উদ্ধত সম্ভ্রমের ভঙ্গীতে।

ত্রিশ

কিছুক্ষণ আমাদের কারুরই মুখে কোনো কথা নেই। নাটাশা গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে, অবসন্ন, বিষণ্ণ। হঠাৎ যেন তার সকল শক্তি নিঃশেষিত হ'য়ে গেছে। সে সোজা তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে, যেন দৃষ্টিহীন তার চোখ, নিজের হাতে ধ'রে আছে এ্যালোশার হাতখানা, মনে হয় যেন বিস্মৃতির অতল তলে রয়েছে সে। এ্যালোশার চোখ বেয়ে ধীর অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার দুঃখের ভার বহন ক'রে, ভীরু কৌতূহলভরে সে মাঝে মাঝে তাকায় নাটাশার দিকে।

শেষকালে সে সুরু করলো ভয়ে ভয়ে নাটাশাকে সান্ত্বনা দিতে, মিনতি জানালো সে যেন এতে ক্ষুব্ধ না হয়, সমস্ত দোষ নিল সে নিজের ওপর। বোঝা গেল বাপের হ'য়ে ওকালতি করতে সে তখন খুব ব্যস্ত আর সেটাই তার সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে। বারবার সেই কথা পাড়ে সে, কিন্তু বলতে যেন ভরসা পায় না, পাছে নাটাশা আবার রেগে যায়। সে জানায় নাটাশার ওপর তার ভালোবাসা অবিচলিত চিরন্তন, সাফাই গায় কাট্যারিনার প্রতি তার ভালোবাসার, অনবরত এই কথাই বলে যে সে কাট্যারিনাকে ভালোবাসে অতি আদরের ও স্নেহের বোনের মতন। তাই তাকে সে একেবারে ত্যাগ করতে পারে না। সেটা তার পক্ষে ভয়ানক নিষ্ঠুরতার কাজ হবে আর নাটাশার সঙ্গে যদি কাট্যারিনার পরিচয় হোত তবে তারা বন্ধুত্বে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে পারতো, যাতে তাদের মধ্যে কোনদিন বিবাদ বা বিচ্ছেদ ঘটতো না। এই কথাটা বিশেষ ক'রে তার মনে ধরেছে আর সে যা বলেছে তা সবই সত্যি। নাটাশার ভয়ের কারণ সে কিছু বুঝতে পারে না, আর সে তার বাবাকে কি বলেছে না বলেছে তাও তার জানা নেই। শুধু এইটুকু বোঝে, তাদের মধ্যে একটা বিবাদ ঘনিয়ে উঠেছে আর সেইটাই তার বুকের ওপর পাথরের মত চেপে বসে আছে।

'বাবার পক্ষ নিয়ে কেন তুমি আমায় দোষ দিচ্ছ?' প্রশ্ন করে নাটাশা।

'বারে, আমি আবার তোমায় দোষ দিলাম কখন?' বললে এ্যালোশা

কিছুটা বিরক্তির সুরে, 'আমিই যেখানে সবকিছুর মূলে আর সমস্ত দোষই আমারই ? আমার জন্যেই তো তোমার এত রাগ আর সে রাগের বশে তুমি বাবাকে যা নয় তাই বলেছো, কেননা আমার পক্ষ নিয়ে লড়তে গিয়েছিলে তুমি। তুমি সব সময়েই আমার হ'য়ে ওকালতি ক'রো অথচ আমি তার যোগ্য নই। একজনকে দোষী তুমি করতে চেয়েছিলে, তাই সে দোষ বাবার ঘাড়েই চাপালে কিন্তু সত্যিই তাঁর কোনো দোষ নেই !' বলতে বলতে এ্যালোশা মেতে ওঠে। 'আর তিনি কি এই কথা ভেবেই এখানে এসেছিলেন ? এইটাই কি তিনি আশা করেছিলেন ?'

কিন্তু নাটাশা বেদনা ও ভৎর্সনামাখা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে আচমকা লজ্জিত হয়ে ওঠে।

'আমায় মাপ করো, আমি আর কিছু বলবো না, এ সবই আমার দোষ !'

'হ্যাঁ এ্যালোশা আজ তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন তোমার আমার মাঝখানে, আমাদের সমস্ত সুখশান্তি নষ্ট করেছেন সারাজীবনের মত। দুনিয়ার সবায়ের চেয়ে তুমি বিশ্বাস করতে আমাকে আর আজ তোমার মনে তিনি সন্দেহ আর অবিশ্বাসের বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তুমি দোষ দিচ্ছ আমাকে, তোমার অনুরাগ আজ তিনি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন।'

'অমন কথা বলো না নাটাশা। এইসব অলুক্ষুণে কথা কেন তুমি বলছো ?'

'দয়ামায়ার ভান ক'রে তিনি তোমায় বশ ক'রে ফেলেছেন আর এখন তো তিনি আমার বিরুদ্ধে তোমার মন বিষিয়ে তুলবেন।'

'আমি তোমায় দিব্যি করে বলছি তা হবে না। তুমি দেখে নিও কালকে কি দু' একদিনের মধ্যেই তিনি এ সম্বন্ধে ভাল কথাই ভাববেন আর তিনি যদি এতটা চটে গিয়ে থাকেন যার জন্যে আমাদের বিয়েতে আপত্তি তোলেন, তবে আমিও তোমায় এই শপথ করে বলছি আমি তাঁর কথা মানবো না। সে রকম মনের জোর আমার হবে। এ কাজে কে সাহায্য করবে জানো ?' বলতে বলতে সে আনন্দের আবেগে ফেটে পড়ে, 'জানো, ক্যাটারিনা আমাদের সাহায্য করবে !, দেখো, তুমি দেখে নিও কি অদ্ভুত মেয়ে সে। তুমি দেখতেই পাবে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ এনে দিতে সে চায় কিনা। এতবড় অন্যায় কথাটা তুমি কি ক'রে যে বললে নাটাশা, কি ক'রে যে তুমি বললে, আমি তাদেরই দলে, বিয়ের পরের দিনই যারা বদলে যায়। আর

এ কথাটা আমার মনে কিভাবে যে গিয়ে বিঁধলো! না, না, আমি সেরকম লোক নই, যদি আমি প্রায়ই ক্যাটারিনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে থাকি ...'

'চুপ করো এ্যালোশা! তোমার যখন খুশী তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারো। সে কথা তো আমি বলি নি। তুমি আমার কথা বোঝোই নি। যাকে খুশী পেয়ে তুমি সুখী হতে পারো। এর চেয়ে বেশী আমি আর কিছু চাই না...'

মাভ্রা এসে জুটলো। 'চা আনবো নাকি? দু'ঘণ্টা ধরে যে এদিকে জল ফুটে যাচ্ছে। এগারোটা যে বাজলো।'

সে বেশ চটে গিয়ে চোখা চোখা কথা বলছিল। নাটাশার ওপর সে রেগে গেছে। কেননা গত মঙ্গলবার থেকেই সে বেশ আনন্দে ছিল যে তার দিদিমণির (যাকে সে খুবই ভালোবাসে) বিয়েব আর দেরী নেই, আর সেকথা সে ফলাও ক'রে সর্ব্বত্র বলে বেড়িয়েছে, বলে বেড়িয়েছে ঘরে, বাইরে, পাড়ায়, দোকানে এমনকি চাকরটার কাছে পর্য্যন্ত। এই নিয়ে সে দেমাক দেখিয়েছে, হৈ হৈ ক'রে সবিস্তারে বলেছে যে প্রিন্সের মত এমন হোমড়া চোমড়া লোক, এত বড় লোক, সে কিনা তার দিদিমণিকে খোসামোদ ক'রে রাজী করিয়েছে এই বিয়েতে। আর সে, মাভ্রা নিজের কানে শুনেছে এইসব কথা। আজ হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত। প্রিন্স চটে লাল, এতক্ষণ ধরে চা-ই দেওয়া হয় নি। আর এ সবই তার দিদিমণির দোষ। মাভ্রা শুনেছে তার দিদিমণি বেশ অসম্মান ক'রেই কথা বলেছে তার সঙ্গে।

'ও ..হ্যাঁ,' জবাব দেয় নাটাশা।

'আর খাবারও নিয়ে আসবো তো?'

'হ্যাঁ নিয়ে এসো'। নাটাশা যেন বিভ্রান্ত

'এত তোড়জোড় করছি এ ক'দিন ধরে, এক দণ্ড বিশ্রাম নেই আমার কাল থেকে। এই তো আজ ছুটেছিলাম নেভেস্কির কাছে মদের জন্যে আর এখন...' এই বলে সে চলে গেল রাগের মাথায় দরজাটা ঝনাৎ ক'রে বন্ধ ক'রে।

নাটাশা লাল হয়ে ওঠে, অদ্ভুত চাহনি মেলে তাকায় আমার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চা এলো সেই সঙ্গে খাবার-দাবারও। মদের ব্যবস্থাও দেখলাম। এত তোড়জোড় কিসের, ভাবতে লাগলাম।

'আমাকে তো তুমি জানো ভান্না', বললে নাটাশা টেবিলের দিকে যেতে যেতে যেন আমার চোখে চোখ পড়তেও সে লজ্জিত হয়ে ওঠে। 'তুমি তো জানো, ঠিক যা যা ঘটেছে আমি সবই আন্দাজ করেছিলুম। তবু ভেবেছিলুম হয়তো ঠিক তা নাও ঘটতে পারে। মনে করেছিলুম এ্যালোশা আসবে, আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আমার সমস্ত সন্দেহ মিথ্যে হয়ে যাবে। আমি সব বুঝতে পারবো...'বলতে বলতে নাটাশা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। এ্যালোশার যেন খুশী খুশী ভাব।

'তাহলেই ত্যাখো নাটাশা!' বলে চলল এ্যালোশা, 'তুমি নিজে তো এ কথা বিশ্বাসই করতে চাও নি। এই তো দু'ঘণ্টা আগেও নিজের মনের সন্দেহের কথা তোমার মনেই হয় নি। কিন্তু এ সবই ঠিক হয়ে যাবে। দোষ আমারই, আমিই সব আবার ঠিকঠাক ক'রে দেবো। শোনো নাটাশা, আমি সোজা বাবার কাছে চলে যাই। তাঁর সঙ্গে দেখা আমায় করতেই হবে। তিনি দুঃখ পেয়েছেন, তিনি চটে গেছেন। তাঁকে গিয়ে শান্ত করতে হবে। সব কথা তাঁকে আমি বলবো। সবকিছু আমার দিক থেকে, তোমার কথা আমি কিছু তুলবো না। সব মীমাংসা ক'রে দেবো আমি তোমাকে ছেড়ে তাঁর কাছে যাবার জন্যে এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি বলে তুমি রাগ করো না আমার ওপর লক্ষ্মীটি। কালকে ভোর হোতে না হোতে আমি তোমার কাছে এসে হাজির হবো। কালকে সারা-দিন থাকবো তোমার কাছে। ক্যাটারিনার কাছে যাবো না।'

নাটাশা আর তাকে আটকালো না, এমন কি যাবার জন্যেই তাগাদা দিল তাকে। তার বরং ভয় হলো এ্যালোশা হয়তো সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার কাছে থেকে যাবে। তার ফলে আরও বিরক্ত হয়ে উঠবে সে নাটাশার ওপর। এ্যালোশা যাবার জন্যে তৈরী, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়ায় নাটাশার কাছে, দু'হাতে ধরে বসায় নাটাশাকে তার পাশে। অদ্ভুত কোমলতামাখা চাহনি নিয়ে তাকায় সে নাটাশার দিকে।

'লক্ষ্মী নাটাশা, আমার ওপর তুমি অনর্থক রাগ করো না। আর এই ঝগড়া-ঝাঁটি করেও কোনো লাভ নেই। তুমি আমায় কথা দাও, আমার ওপর বিশ্বাস তুমি হারাবে না, আর আমিও কথা দিচ্ছি। এক সময় আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল—কি নিয়ে তা আমার মনে নেই।

তবে সে আমারই দোষ। আমাদের কথাবার্ত্তা তখন বন্ধ ছিল। আমিও ওপর-পড়া হোয়ে তোমার সঙ্গে মিটমাট করাটা চাইতাম না, ফলে মনের অশান্তি আরো বেড়ে উঠতো। সারা সহরময় ঘুরে বেড়াতাম সর্ব্বত্র বিনা কাজে, দেখাশোনা করতে যেতাম বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, ভীষণ মনমরা ভাব···তারপর হঠাৎ মনে হোল, তোমার যদি কোন অসুখ করে, ধরো, তুমি যদি মারা যাও? কথাটা মনে আসতেই এমন নৈরাশ্য পেয়ে বসলো যেন তুমি সত্য সত্যই জন্মের মত আমায় ছেড়ে গেছ। চিন্তাটা আরো প্রবল হয়ে হ'য়ে ওঠে, শেষ পর্য্যন্ত রীতিমত পীড়িত করে তোলে আমাকে। ক্রমশঃ যেন আমার সামনে এক দৃশ্য—চলেছি তোমার সমাধিতে, ব্যর্থ হতাশায় ভেঙে পড়ি সমাধির ওপর, দু' হাতে বেষ্টন করে ধরি, রুদ্ধ আবেগে যেন চেতনা হারিয়ে ফেলি। চোখের সামনে দেখি সেই সমাধি-ভূমি; চুম্বনে আচ্ছন্ন করে ফেলি, মিনতিভরে তোমায় ডাকতে থাকি মুহূর্ত্তকাল, তারপর বিধাতাকে জানাই অন্তরের আকুতি, যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তুমি সমাধি থেকে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়াও। মনে পড়ে তুমি উঠে এলে আমি তোমায় কি নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধবো, বুকে টেনে নেব তোমাকে, চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দেবো তোমাকে আর এমনি ভাবেই যেন মুহূর্ত্তের জন্যে তোমাকে আবার আগের মতন বাহুবন্ধনে তোমাকে পাওয়ার তীব্র আনন্দে আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে মনে হোল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার মনে পড়লো, এক মুহূর্ত্তের দেখাই বা কেন, তুমি তো আমার সঙ্গে আমারই কাছে রয়েছ দীর্ঘ ছ'মাস, আর এই ক'মাসের মধ্যে কতবার আমাদের ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে, কতদিন আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলিনি। সারাদিন গেল মন কষাকষিতে সুখ স্বপ্নকে হেলফেলা করে আর তখন আমি সকরুণ প্রার্থনা জানাচ্ছি তোমাকে সমাধি থেকে ক্ষণেকের জন্যে উঠে আসার। সেই বিশেষ ক্ষণটির বিনিময়ে তখন আমি আমার জীবন দিয়ে দিতে পারি।...এই সব কথা তোলাপাড়া করতে করতে আর স্থির থাকতে পারি না, তাই ছুটে আসি তোমার কাছে যত জোরে পা চালিয়ে সম্ভব। ছুটে চলে এলাম এখানে, এসে দেখলাম তুমি আমারই প্রতীক্ষায় ছিলে। বিবাদ মিটে গেলে তোমাকে যখন জড়িয়ে ধরলাম আমার মনে আছে এত নিবিড় করে আমার বাহু-বেষ্টনীর

মধ্যে তোমায় আবদ্ধ করলাম যেন সত্যি সত্যিই তোমায় আমি হারাতে বসেছি নাটাশা। আর ঝগড়া-ঝাঁটিতে কাজ নেই। আমার তাতে ভয়ানক কষ্ট হয়। তাছাড়া তুমি কি ক'রে ভাবতে পারলে যে আমি তোমায় ছেড়ে চলে যেতে চাই!'

নাটাশা কাঁদছিলো। ওরা দু'জনে দু'জনকে আলিঙ্গন করলে, আর একবার প্রতিজ্ঞা করলো সে নাটাশাকে ত্যাগ ক'রে চলে যাবে না। সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটলো তার বাবার কাছে তার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে সে-ই সব গোলমালের মীমাংসা ক'রে দেবে। সে নিজেই সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবে। আমার হাত ধরে আবেগে আন্দোলিত নাটাশা বলে, 'সব শেষ, সব চুকে-বুকে গেল। ও আমায় ভালোবাসে, বাসবেও চিরকাল। কিন্তু ক্যাটারিনাকেও সে ভালোবাসে, আর কিছুদিন পরেই আমার চেয়ে তাকেই ও বেশী ভালোবাসবে। আর ঐ শয়তান প্রিন্স দু-চোখ ভরে তাই দেখবে, তারপর ··'

'আমারও তাই মনে হয় নাটাশা, প্রিন্সের ক্রিয়া-কলাপ যেন বেশ সহজ সরল নয়। কিন্তু···'

'আমি ওঁকে যা বললাম তা কিছুই তোমার বিশ্বাস গেল না। তোমার মুখ দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আমার কথা ঠিক কিনা তা খুব শীঘ্রই বুঝতে পারবে। ভগবান জানেন তাঁর মনে আরও কত কি আছে। কি সাংঘাতিক লোক! গত চার দিন ধরে এই ঘরে কি অস্বস্তিতে দিন কাটছে! এ্যালোশাকে মুক্তি দিতে হয়েছে বন্ধন থেকে, সে মুক্তি দুঃখ-ভার থেকে অন্তরের মুক্তি, আমাকে ভালোবাসার কর্ত্তব্য থেকে মুক্তি। আমাদের বিয়ের কথাও তিনি চিন্তা করেছেন শুধু আমাদের মাঝখানে এসে আমাদের বানচাল করার মতলব নিয়ে, উদারতা এবং দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়ে এ্যালোশাকে বশীভূত করার মতলবে। এইটাই সত্য, নির্জ্জলা খাঁটি সত্য ভান্না! এ্যালোশা ঠিক সেই রকম। এইভাবেই আমার সম্বন্ধে তার উদ্বেগ নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব, আমাকে ঘিরে তার যত অস্বস্তির অবসান হতে পারে। তার মনে হবে, নাটাশার সঙ্গে আমার এই যে বন্ধন সে তো সারা জীবনের— এই ভেবে নিজের অজ্ঞাতসারেই ক্যাটারিনার ওপর তার দৃষ্টিটা পড়বে বেশী। প্রিন্স অবশ্য ক্যাটারিনার কথা ভাল ক'রে চিন্তা করেছেন, তাঁর ধারণা সে-ই

এ্যালোশার উপযুক্ত পাত্রী আর আমার চেয়ে সে বেশী মন ভরিয়ে রাখতে পারবে। আঃ ভান্না, তুমি আমার একমাত্র ভরসা। যে কারণেই হোক প্রিন্স তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে অন্তরঙ্গ হোতে চান। এতে তুমি বাধা দিও না, দোহাই তোমার, লক্ষীটি, যত তাড়াতাড়ি পারো কাউণ্টেসের কাছে একবার যাবার চেষ্টা করো। আর ক্যাটারিনার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তাকে একবার ভাল ক'রে চিনে জেনে এসো, সে কি রকম মেয়ে, কি তার হাবভাব সব আমাকে বলতে হবে। তার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা জন্মায় সেটা আমি জানতে চাই। তোমার মত আর কেউ আমাকে এত ভালো করে জানে না, আমি কি চাই না চাই তা তুমিই বুঝতে পারবে। আর একটা ব্যাপারও লক্ষ্য করো, ওদের এই বন্ধুত্ব কত দিনের, কত গভীর, ওদের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হয় না হয়। আসল কথা, ক্যাটারিনাকে তুমি খুব ভালভাবে লক্ষ্য করো, দেখবো এবার তুমি আমার কতখানি দরদী বন্ধু! তুমি আমার আশা ভান্না, তুমি আমার ভরসা··· ···'

বাড়ী যখন পৌছোলাম রাত তখন একটা বাজে। নিদ্রাকাতর নেলী এসে দরজা খুলে দিল। মুচকি হেসে সপ্রতিভভাবে সে আমার দিকে তাকায়। ঘুমিয়ে পড়েছে বলে যেন সে নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে ওঠে। আমার প্রত্যাশায় জেগে বসে থাকার জন্যে সে ছিল ব্যাকুল। কে একজন এসেছিল এবং আমার খোঁজ করেছিল, অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজে যেন লিখে রেখে গেছে, বললে সে। সেটা লিখে রেখে গেছে ম্যাস্‌লোবোয়েভ্। পরের দিন বারোটা থেকে একটার মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করতে বলে গেছে সে। আরও কিছু জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম নেলীকে, কিন্তু পরের দিন সকাল পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখলাম এই ভেবে যে তখুনি তার শয্যা গ্রহণ করা উচিত। ব্যাচারী আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর আমি আসার আধ ঘন্টা আগে ঘুমিয়ে পড়েছে।

একত্রিশ

সকালে নেলী কিছুটা সবিস্তারেই বললে আগের দিনে যে দেখা করতে এসেছিল তার কথা। আসল কথা সেদিন সন্ধ্যেবেলা যে ম্যাস্‌লোবোয়েভের খেয়াল হয়েছিল আমার এখানে আসার, সেইটাই আশ্চর্য্য। সে ভালরকমই জানতো যে আমি বাড়ী থাকবো না। গতবার যখন তার সঙ্গে দেখা হয় তখন আমি নিজেই তাকে একথা বলেছিলাম, সেটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। নেলী বললে, সে প্রথমটা দরজা খুলে দিতে রাজী হয় নি, কারণ সে বেশ ভয় পেয়েছিল—রাত তখন আটটা। কিন্তু ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ বাইরে থেকেই তাকে পেড়াপীড়ি করে দরজা খুলে দেবার জন্যে। আর এও বলে আমার জন্যে একটা দরকারী কথা লিখে রেখে না গেলে পর দিন আমায় মুস্কিলে পড়তে হবে। নেলী দরজা খুলে দিতেই সে দরকারী কথা ক'টা লিখে ফেলে তার কাছে গিয়ে সোফায় তার পাশে বসে।

'আমি ওমনি উঠে পড়লাম। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছে হয় না,' বললে নেলী 'ওঁকে দেখে আমার বেশ ভয় হয়েছিল; মাদাম বুবনভের কথা বললেন উনি। বললেন বুবনভ্‌ নাকি ভীষণ চটে গেছে, সে আর আমাকে নাকি ফিরিয়ে নেবে না। শেষকালে উনি তোমার খুব প্রশংসা সুরু করলেন। বললেন উনি নাকি তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, ছেলেবেলা থেকে তোমায় জানেন। তখন আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে সুরু করলাম। কিছু মিষ্টি এনেছিলেন, আমাকে খেতে বললেন। আমার ইচ্ছে ছিল না। তখন আমায় ভরসা দেন উনি নাকি লোক খুব ভাল, নাচতে পারেন গাইতে পারেন। এই বলে লাফিয়ে উঠে নাচতে সুরু করলেন। আমি তো হেসে বাঁচি না। বললেন আরও কিছুক্ষণ থাকবেন—"ভান্যার জন্যে আমি বসবো খানিকক্ষণ, হয়তো সে এসে যেতে পারে"। এই বলে আমাকে কেবলই বোঝাতে চেষ্টা করেন ওঁকে দেখে এত ভয় পাবার কি আছে। বসতে বললেন ওঁর পাশে। আমি বসে পড়লাম, কিন্তু কোনো কথাই

আসে না। তারপর আমায় বললেন, উনি নাকি মা'কে আর দাদুকে চিনতেন...তারপর আমি ওঁর সঙ্গে কথা বললাম, বহুক্ষণ ছিলেন...'

'কি কথা হলো ?'

'মা'র সম্বন্ধে...মাদাম বুবনভ্...দাদুর কথা। উনি দু'ঘণ্টা ছিলেন।'

মনে হোল আসল কথাটা বলতে নেলী অনিচ্ছুক। আমিও ওকে আর জিজ্ঞাসা করলাম না, ম্যাস্লোবোয়েভের কাছ থেকে সব জেনে নেবো ব'লে। তবে এটা বুঝলাম আমার অনুপস্থিতিতে ম্যাস্লোবোয়েভ্ ইচ্ছে করেই এসেছিল নেলীকে একা পাবার জন্যে। কিন্তু কি ওর উদ্দেশ্য ?

নেলী আমায় ম্যাস্লোবোয়েভের দেওয়া তিনটে মিষ্টি দেখালে। লাল নীল কাগজে মোড়া অতি বাজে জিনিষ, হয়তো কোন খেলো দোকান থেকে কেনা। দেখিয়ে খুব হাসতে লাগলো।

'খেলে না কেন ?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'ইচ্ছে ছিল না ব'লে,' জবাব দিলে গম্ভীর হয়ে ভুরু দু'টো কুঁচিয়ে।' ওগুলো আমি ওঁর কাছ থেকে নিইনি, নিজেই সোফার ওপর রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন...'

সেদিন অনেক ছোটাছুটি করার ছিল। তাই বেরোবার কথা জানালাম নেলীকে।

'একা একা থাকতে তোমার খারাপ লাগবে, তাই না ?' জিজ্ঞাসা করলাম যাবার সময়।

'খারাপ এবং খারাপও নয়। খারাপ লাগবে এই কারণে যে অনেকক্ষণ তোমায় পাবো না।'

বলতে বলতে কতই না অনুরাগে ও আমার দিকে চাইলো। সেদিন সারাটা সকাল ওর চোখে আমি দেখেছি কোমলতা, দেখেছি ওকে আনন্দোচ্ছল প্রীতিভরা। সেইসঙ্গে লক্ষ্য করেছি ওর মধ্যে কিছু যেন সলাজভাব, এমনকি একটা যেন ভীরুতাও, যেন ও ভয় পায় আমার ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে, ভয় পায় আমার স্নেহ হারাবে বলে......ভয় পায় দৃঢ়ভাবে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে যেন তার জন্যে ও লজ্জিত।

'বললে—"খারাপ এবং খারাপও না"। খারাপ লাগার কারণটা জানালে, কিন্তু খারাপ না লাগার কারণটা ?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না। আজকাল ওকে আমার ভারী ভালো লাগে।

'সেটা শুধু আমিই জানি', বললে হেসে, আর কেন যেন আবার লাল হয়ে উঠলো লজ্জায়।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল। নেলী দাঁড়িয়ে আমার সামনে, চোখ দু'টো নামিয়ে, একহাত আমার কাঁধের ওপর, আর একহাতে আমার জামার আস্তিন খুঁটছে।

'কি সেটা, গোপনীয় কিছু ?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'না ....এমন কিছু নয়·· ·· মানে, আমি......আজকাল তুমি চলে গেলে তোমার বইগুলো পড়ি,' বললে খুব নীচু গলায়, এবং আমার দিকে চেয়ে লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠলো।

'ও-ও, তাই বল !—ভালো লাগে তোমার ?'

সম্মুখ স্তুতিতে লেখক যেমন বিপন্ন বোধ করে আমিও তেমনি করলাম। তবে জানি না সেই মুহূর্তে ওকে চুম্বন ক'রলে ও কি ভাবতো। কিন্তু কেন যেন মনে হোল ওকে চুম্বন করা অসম্ভব ক্ষণিকের জন্যে নেলী নীরব হয়ে গেল।

'কেন, কেন ওকে মেরে ফেল্‌লে ?' জিজ্ঞাসা করলে গভীর বেদনাভরে, আড়চোখে একবার আমার দিকে চেয়ে, এবং পরক্ষণেই দৃষ্টি নত ক'রে।

'কা'কে ?'

'সেই যে সেই ছেলেটিকে, তোমার উপন্যাসে......যার থাইসিস হয়েছিল...'

'উপায় ছিল না নেলী। ওকে যে মারতেই হোত—'

'না, মোটেই না' জবাব দিলে অনেকটা ফিস্‌ফিস্ ক'রে, তবে রাগে অভিমানে আরও অবিচল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মেঝের দিকে।

আরও একটি মুহূর্ত কাটে।

'আর সেই মেয়েটি...ওরা...মেয়েটি আর সেই বৃদ্ধ,' বললে অস্পষ্ট স্বরে আগের চেয়েও তাড়াতাড়ি। তখনও আমার আস্তিন ধ'রে আছে। 'ওরা কি মিলেমিশে থাকবে ? ওরা কি গরীব হয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে ?'

'না নেলী, মেয়েটি যাবে বহুদূর একদেশে ; বিয়ে ক'রবে গ্রামের একটি লোককে, আর ছেলেটি পড়ে থাকবে একা,' বললাম সখেদে। সত্যিই ভারী দুঃখ হোল, ওকে খুশি করার মত তেমন কিছু বলতে পারলাম না বলে।

'হায়···কি ভয়ানক! কি মানুষ!·· এখন আর ও বই পড়তে চাইনা!'

এই বলে আমার হাতখানা ও বেগে সরিয়ে দিলে। তাড়াতাড়ি আমার দিকে পেছন ফিরে টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘরের কোণে মুখ ক'রে দাঁড়ালো। তখনও ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ মেঝেতে। চোখে মুখে সলাজ বঙ্কিমা, নিঃশ্বাসে অস্থির চাঞ্চল্য,—যেন কোন নিদারুণ নৈরাশ্যজনিত।

'এসো নেলী, তুমি রাগ করেছো,' বললাম ওর কাছে গিয়ে। 'তুমি তো জানো যা লিখেছি তা' সত্যি নয়, সব আমার বানানো। এতে রাগ করবার কি আছে! ভারী অভিমানী মেয়ে তুমি!'

'না, রাগ আমি করিনি,' বললে ও, খুব যেন ভয়ে ভয়ে, অনুরাগভরা চকচকে চোখ দু'টি তুলে। তারপর হঠাৎ আমার হাতখানা ধ'রে আমার বুকের ওপর নিজের মাথাটা চেপে ধ'রলো, আর জানি না কেন, কাঁদতে লাগলো।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই আবার ও হেসে উঠলো—হাসলো এবং কাঁদলো একই সঙ্গে। আমারও কৌতুক বোধ হোল, আর কেমন যেন...মিষ্টিও লাগলো। কিন্তু কিছুতেই ওর মাথা তুলতে পারলাম না। যতই চেষ্টা করি ততই ও আরও জোর করে আমার বুকের ওপর চেপে ধরে, আর হাসে, কেবলই হাসে।

শেষটায় শেষ হয় আবেগের পালা। আমি বিদায় নিই। খুব তাড়া ছিল আমার। নেলীর লজ্জা তখনও কাটেনি। তবুও তারার মত উজ্জ্বল চোখ দু'টি তুলে আমার পেছনে পেছনে ছুটে এলো সিঁড়ি অবধি। মিনতি জানালে তাড়াতাড়ি ফেরার জন্যে। বললাম দুপুরের খাওয়ার আগেই ঠিক ফিরবো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

প্রথমেই গেলাম নিকোলাইদের ওখানে। ওঁরা দু'জনেই অসুস্থ। এ্যানার অসুখই বেশী। নিকোলাই বসেছিলেন তাঁর পড়ার ঘরে। শুনলেন আমি এসেছি, তবু জানি রোজকার মতই তিনি মিনিট পনেরো আগে আর আসবেন না আমার কাছে, যাতে আমি এ্যানার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই। এ্যানাকে অযথা উতলা না ক'রে গত সন্ধ্যার বিবরণ দিলাম যতদূর সম্ভব মোলায়েমভাবে, তবে সত্যের কোন অপলাপ করিনি। ভারী অবাক হোলাম দেখে যে, এ্যানা নিরাশ হোলেও বিচ্ছেদের সম্ভাবনা শুনে বিস্মিত হোলেন না!

'জানো ভান্না, ঠিক এইটিই আমি ভেবেছিলাম,' তিনি বললেন। 'তোমার যাবার পর অনেক ভাবলাম, ভেবে মনে হোল—না, এমনটি হবার নয়। সে সৌভাগ্য আমাদের নয়। তাছাড়া প্রিন্স এমন একজন হীন মানুষ যে, তাঁর কাছ থেকে কেউ কখনও ভালো কিছু আশা ক'রতে পারে না। অযথা আমাদের কাছ থেকে তিনি দশ হাজার রুবল্ আদায় ক'রছেন··· এতেই বোঝা যায় কি ধরণের লোক তিনি। বেশ জানেন এটা সম্পূর্ণ অকারণে, তবু জেনেও তিনি নিচ্ছেন। চুরি ক'রে নিচ্ছেন আমাদের রুটির শেষ টুক্‌রোটুকু পর্য্যন্ত! ইচ্‌মেনভ্‌কার সম্পত্তি বিক্রী হ'য়ে যাবে। নাটাশা ঠিকই ক'রেছে, অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ ক'রেছে ওকে বিশ্বাস না ক'রে, কিন্তু জানো ভান্না,' এই ব'লে স্বর নামিয়ে সুরু করলেন, 'বুড়ো এ বিয়ের ঘোর বিরোধী। সেদিন মনের কথা ব্যক্ত ক'রলে। "এ বিয়ে আমি হোতে দেবো না," বললে। প্রথমটা ভাবলাম বোধ হয় এমনিই ব'ললে; কিন্তু না, সত্যিই। তাহোলে মেয়েটার কি হবে। বুড়ো তো তাহোলে ও'কে অভিশাপ দেবে! হ্যাঁ, এ্যালোশার খবর কি? সে কি বলে?'

অনেকক্ষণ এ্যানা আমায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রলেন এবং অন্যদিনকার মতই আমার প্রতিটি জবাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আর অশ্রুবর্ষণ ক'রলেন। সম্প্রতি ওঁর মধ্যে মানসিক স্থৈর্য্যহীনতা লক্ষ্য করছি। প্রত্যেকটি সংবাদই ওঁকে উতলা ক'রে তোলে। নাটাশার জন্যে উদ্বেগ ওঁর স্নায়ু ও স্বাস্থ্য নাশ করছে।

ড্রেসিং গাউন প'রে চটি পায়ে দিয়ে বৃদ্ধ এসে হাজির হোলেন। জ্বরভাব হোয়েছে ব'লে জানালেন, তবে এ্যানার দিকে কিন্তু বেশ সাদর দৃষ্টিতেই তাকালেন। যতক্ষণ আমি ছিলাম এ্যানাকে তিনি নার্সের মতই যত্ন ক'রতে লাগলেন, বার বার মুখের দিকে চাইতে লাগলেন, এবং মনে হোল এ্যানাকে যেন একটু-আধটু ভয় ক'রতেও সুরু ক'রেছেন। তাঁর আচরণে যথেষ্ট কোমলতার আভাষ পেলাম। এ্যানার অসুখে বৃদ্ধ ভীত হোয়ে পড়েছেন। বুঝেছেন, এ্যানাকে হারালে সংসারে তিনি সর্ব্বস্বান্ত!

এক ঘণ্টা ওঁদের কাছে ছিলাম। যখন চ'লে আসছি বৃদ্ধ আমার সঙ্গে সদর দরজা অবধি এগিয়ে এলেন। নেলীর বিষয় বলতে লাগলেন। ওকে নিয়ে এসে নাটাশার স্থান পূরণ করবার কথা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করছেন। আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রতে লাগলেন কিভাবে এ্যানাকে এ প্রস্তাবে রাজী

করানো যায়। সবিশেষ কৌতূহলে নেলীর বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ ক'রলেন, শুনতে চাইলেন ওর সম্বন্ধে নতুন কিছু জানতে পেরেছি কিনা। সংক্ষেপে আমি সব বললাম তাঁকে। শুনে বেশ আগ্রহ দেখালেন।

'এ সম্বন্ধে পরে কথা হবে,' বললেন, মনে মনে সব ঠিক ক'রে। 'ইতিমধ্যে···না থাক, আমি নিজেই তোমার কাছে যাবো, একটু সুস্থ হ'য়ে নিই। তারপর ব্যাপারটা সব ঠিক করা যাবে'খন।'

বেলা ঠিক বারোটার সময় ম্যাস্‌লোবোয়েভের বাসায় গেলাম। অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে প্রথমেই যাঁকে দেখলাম ভেতরে ঢুকে, তিনি হোলেন প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি দরজার মুখে দাঁড়িয়ে তিনি ওভারকোট গায়ে দিচ্ছিলেন, আর ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ তাঁকে সাড়ম্বরে সাহায্য করছিল, তাঁর ছড়িটি এগিয়ে দিচ্ছিল। প্রিন্সের সঙ্গে যে তার আলাপ আছে একথা ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ আমায় আগেই বলেছিল, তবুও তাদের এই সাক্ষাতে যারপরনাই অবাক হোলাম।

প্রিন্স আমায় দেখে অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন।

'আরে! আপনি যে!' চেঁচিয়ে উঠলেন, কিছু যেন আন্তরিকতার আতিশয্যে। 'কেমন দেখা হ'য়ে গেল বলুন তো! এই মাত্তর মিষ্টার ম্যাস্‌-লোবোয়েভের কাছে শুনলাম উনি আপনাকে চেনেন। সত্যিই আপনাকে দেখে খুব আনন্দিত হোলাম। ভাবছিলাম খুব শীগ্‌গিরই আপনার কাছে যাবো। অনুমতি দিচ্ছেন তো? আপনার কাছে একটি অনুগ্রহ ভিক্ষার আছে। আশা করি আমাদের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে বলবার অবকাশ দেবেন। বুঝেছেন নিশ্চয়ই, কালকের ঘটনার কথা বলছি··· আপনি একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, আগাগোড়া ঘটনাটির সমস্ত গতি আপনি লক্ষ্য ক'রেছেন, আপনার প্রভাব আছে অত্যন্ত দুঃখিত; এখনই আমায় চলে যেতে হোচ্ছে কাজ আছে! তবে, দু'একদিনের মধ্যে, কিম্বা হয়তো তারও আগে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলে খুশী হবো। তাহোলে এখনকার মত··'

এই ব'লে আগ্রহাতিশয্যে প্রিন্স আমার করমর্দ্দন করলেন এবং ম্যাস্‌লোবোয়েভের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

'দয়া ক'রে আমায় বলো···' ঘরে ঢুকে ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌কে ব'ললাম।

'কিচ্ছু তোমায় ব'লবো না', ম্যাস্লোবোয়েভ আমায় বাধা দিলে, তাড়াতাড়ি তার টুপিটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে। 'কাজ আছে। এখনই ছুটতে হোচ্ছে। দেরী হ'য়ে গেছে।'

'বারে! তুমিই তো নিজে লিখেছিলে বারোটার সময় দেখা করতে।'

'বারোটা যদি লিখেই থাকি তাতেই বা কি? কাল লিখেছি তোমায়, আর আজ লিখেছি নিজেকে,—এমন একটা জরুরী কাজ যে মাথা আমার বন্‌বনিয়ে ঘুরছে! ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। মাপ করো ভায়া, তবে যদি সত্যিই তোমায় হয়রান করে থাকি আমার মাথায় দু'টো গাঁট্টা মারো। যদি খুশি হও—এই নাও মারো গাঁট্টা, তবে দোহাই তোমার, যা ক'রবে চট্‌পট্ করো। আমায় আর আটকে রেখো না। কাজ আছে। বড় দেরী হ'য়ে গেছে।'

'তোমায় আমি মারতে যাবো কেন বন্ধু? কাজ থাকে, তাড়াতাড়ি যাও; মানুষের কখন কি ঘটে বলা যায় না। তবে...'

'হ্যা, "তবে"র কথা যদি বললে তাহোলে বলি,' হঠাৎ ও বাধা দিলে আমার কথায়। কোটটা গায়ে চাপিয়ে ঝট ক'রে বেরিয়ে পড়লো দরজার মুখে (আমিও ওর অনুসরণ করলাম)। 'তোমার সঙ্গেও আমার কাজ আছে,—অত্যন্ত জরুরী দরকার, তোমার এবং আমার স্বার্থ সংক্রান্ত। আর তাই তোমায় ডেকেছি। তবে এখন এক মিনিটে সব বলা সম্ভব নয়। দয়া ক'রে একবার সন্ধ্যা নাগাদ এসো। ঠিক সাতটার সময়,—এক মিনিট আগেও নয়, পরেও নয়। আমি বাসায় থাকবো।'

'আজকে?' অনিশ্চিতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম। 'আজ সন্ধ্যায় যে ভেবেছিলাম যাবো...'

'বেশ তো, এক্ষুনি যাও না বন্ধু, যেখানে আজ যাবে ভেবেছিলে, তারপর সন্ধ্যার সময় আমার এখানে এসো। আজ যা তোমায় বলবো ভায়া, শুনলে স্রেফ্ ব্যোম্‌কে যাবে!'

'কিন্তু, ব্যাপারটা কি? তুমি যে আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিলে।'

ইতিমধ্যে গেট পেরিয়ে আমরা ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়েছি।

'তাহোলে আসছো তো?' ও আবার জিজ্ঞাসা ক'রলে।

'বলেইছি তো আসবো—'

'না হে না, পাকা কথা দাও—'

'আরে! কি হে তুমি! আচ্ছা, আচ্ছা, পাকা কথা দিলাম।'

'অতি উত্তম। কোন দিকে যাচ্ছো?'

'এই দিকে', বললাম, ডান দিক দেখিয়ে।

'আর, আমি যাচ্ছি এই দিকে,' ব'ললে ও বাঁ দিক দেখিয়ে। 'তাহোলে বিদায় ভান্না! মনে থাকে যেন—সাতটা—'

'অদ্ভুত!' ভাবলাম মনে মনে, অপস্যয়মান ম্যাস্লোবোয়েভের দিকে চেয়ে।

ভেবেছিলাম সন্ধ্যার সময় নাটাশার ওখানে যাবো। তবে ম্যাস্লোবোয়েভ্‌কে যখন কথা দিলাম তখন এখনই না হয় একবার নাটাশার কাছে যাই। নিশ্চিত জানি এ্যালোশা এখন ওখানে আছে। অনুমান মিথ্যা নয়, এ্যালোশা সত্যিই ছিল এবং আমাকে দেখে রীতিমত খুশি হোল।

এ্যালোশাকে খুব প্রসন্ন দেখলাম এবং নাটাশার সঙ্গে আচরণে অত্যন্ত কোমলতা লক্ষ্য করলাম। আমার আগমনে সে আরও হর্ষোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। নাটাশাকে খুশি মনে হোলেও বুঝলাম সে ভাব ওর স্বতঃস্ফূর্ত নয়, জোর ক'রে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। মুখখানা ওর ম্লান, রুগ্ন,—রাত্তিরে সুনিদ্রা হয় নি বোঝা গেল। এ্যালোশার প্রতি সদয়ভাবের কিছু আধিক্য দেখা গেল।

নাটাশার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে, ওকে খুশি করবার জন্যে এ্যালোশা অনেক গল্প ক'রলে, অনেক কথাই বললে, কিন্তু ক্যাটারিনা কিম্বা তার বাবার প্রসঙ্গ সন্তর্পণে এড়িয়ে গেল। বুঝলাম ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার প্রচেষ্টায় সে কোন ফল লাভ ক'রতে পারে নি।

'জানো ভান্না, ও চায় আমার কাছ থেকে স'রে প'ড়তে,' তাড়াতাড়ি ফিস্‌ফিসিয়ে নাটাশা আমায় ব'ললে, এ্যালোশা যখন মিনিটখানেকের জন্যে বেরিয়ে যায় মাভ্রাকে কি একটা আনবার জন্যে বলতে। 'কিন্তু ভয় পায় সে কথা বলতে। আর আমিও নিজে থেকে 'যাও' বলতে সাহস পাই না, তাহোলে হয়তো বা জেদ ক'রেই থেকে যাবে। খালি ভয় হয় পাছে আমাকে ওর একঘেয়ে লাগে, আর তার ফলে আমার ওপর ওর সমস্ত উৎসাহ ধীরে ধীরে কমে আসে! কি করি বলো তো?'

'সর্ব্বনাশ! এ যে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে তোমরা এসে প'ড়েছো! দেখছি যেমন তোমাদের সন্দেহ, তেমনি তোমাদের নজর পরস্পরের ওপর। ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে ব'লে মিটিয়ে নাও। নইলে, এমনিভাবে সেও হয়তো হাঁপিয়ে উঠবে।'

'কিন্তু কি করি?' বললে নাটাশা আতঙ্কে।

'দাঁড়াও, আমি তোমার হয়ে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।'

এই ব'লে রান্নাঘরে গেলাম মাভ্‌রাকে আমার কাদামাখা জুতোটা পরিষ্কার ক'রতে দেবার ছুতোয়।

'খুব সাবধান ভান্না!' নাটাশা সতর্ক ক'রে দিল পেছন থেকে।

মাভ্‌রার কাছে উপস্থিত হোতেই এ্যালোশা ছুটে এলো আমার দিকে এমন ভাব নিয়ে যেন আমার জন্যেই সে অপেক্ষা ক'রে ছিল।

'আইভান পেট্রোভিচ্‌, ভাই, কি করি বলো তো? পরামর্শ দাও। কাল ক্যাটারিনাকে কথা দিয়েছি আজ ঠিক এই সময় ওর কাছে যাবো ব'লে। যাওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই। নাটাশাকে যে কত ভালোবাসি তা' ভাষায় প্রকাশের নয়। ওর জন্যে আমি আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারি। কিন্তু এটা তো স্বীকার ক'রবে যে, তাই ব'লে আমি ওদিকের সব কিছু তো আর জলাঞ্জলি দিতে পারি না...'

'বেশ তো, যাও তাহোলে—'

'কিন্তু নাটাশা? ওর মনে যে আঘাত লাগবে। ভাই আইভান যেমন ক'রে পারো এ বিপদ থেকে আমায় উদ্ধার করো...'

'আমার মতে তোমার যাওয়াই ভালো। নাটাশা তোমায় ভালোবাসে, না গেলে ও ভাববে—ওকে তোমার আর ভালো লাগছে না, আর তাই জোর ক'রে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে থেকে যাচ্ছো। ব্যাপারটা খোলসা করে নেওয়াই উচিত। এসো, ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি—'

'আইভান! তুমি কত ভালো মানুষ!'

দু'জনে ফিরে এলাম। মিনিটখানেক পরে এ্যালোশাকে বললাম:

'এ্যালোশা, এই মাত্তর তোমার বাবাকে দেখলুম।'

'কোথায়?' ও চেঁচিয়ে উঠলো, ভয় পেয়ে।

'রাস্তায়, হঠাৎ। কিছুক্ষণ কথা হোল,—আমার সঙ্গে ভালো ক'রে

আলাপ ক'রবেন বললেন। তোমার কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এখন তুমি কোথায় আছো না আছো। তোমায় খুব খুঁজছেন, কি যেন একটা কথা আছে।'

'তবে যাও এ্যালোশা, এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করোগে,' বললে, নাটাশা, আমার মতলব বুঝতে পেরে।

'কিন্তু কোথায় তাঁকে এখন পাবো? বাড়ীতে আছেন কি?'

'না। মনে হ'চ্ছে বললেন যেন কাউন্টেসের ওখানে যাচ্ছেন।'

'তাহোলে কি ক'রবো?'···একপটে জিজ্ঞাসা করে এ্যালোশা, নাটাশার দিকে কাতর হয়ে চেয়ে।

'কেন, কি হোল?' বললে নাটাশা। আমাকে সন্তুষ্ট ক'রতে ওদের সঙ্গে কুটুম্বিতাও তুলে দেবে নাকি? এ তোমার ছেলেমানুষী। ক্যাটারিনার প্রতি অকৃতজ্ঞতা করা হবে। তোমরা দু'জন বন্ধু—এভাবে মিতালী ছিন্ন করা অন্যায়। শেষে আমাকেও আঘাত দেবে যদি ভেবে থাকো এর জন্যে আমি ঈর্ষা করছি। এক্ষুনি যাও, গিয়ে তোমার বাবাকে খুশি করগে।'

'নাটাশা! তুমি দেবী। আমি তোমার ক'ড়ে আঙ্গুলেরও যোগ্য নই!' এ্যালোশা চেঁচিয়ে উঠলো ভাবাবেগে। 'তোমার অসীম করুণা...আমি··· এই মাত্তর আমি রান্নাঘরে আইভানকে বলছিলাম কি ক'রে যাই তারই হদিস্ দিতে; সেও ঠিক এই কথাই বলছিল। কিন্তু নাটাশা, আমার ওপর তুমি রূঢ় হয়ো না! আমার খুব বেশী দোষ নেই, পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে আমি তোমায় হাজার গুণে ভালোবাসি,—ঠিক করেছি, ক্যাটারিনাকে সব বলবো, বোঝাবো আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা, জানাবো কাল এখানে যা যা হয়েছিল। আমাদের বাঁচাবার জন্যে নিশ্চয়ই ও একটা পথ বাত্‌লে দেবে। ও যে আমাদের ভালোবাসে অন্তর থেকে......'

'যাও এ্যালোশা,' নাটাশা বললে হাসতে হাসতে। 'আর হ্যাঁ, আমি কিন্তু ক্যাটারিনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছি কি ক'রে ব্যবস্থা করা যায় বলো তো?'

এ্যালোশার উৎসাহের আর সীমা থাকে না। দু'জনের সাক্ষাৎকারের পরিকল্পনা প্রস্তুতে তখনই সে মেতে ওঠে। তার মতে এ অতি সহজ; ক্যাটারিনা একটা উপায় ঠিক ক'রে দেবে। নিজের উদ্ভাবনের কল্পনায় চঞ্চল

হয়ে উঠলো এ্যালোশা। বললে—তখনই দু'ঘণ্টার মধ্যে ক্যাটারিনার কাছ থেকে সে কথা এনে দেবে এবং সেদিনকার সন্ধ্যা সে কাটাবে নাটাশার সঙ্গে।

'সত্যিই আসবে?' নাটাশা জিজ্ঞাসা করলে, তাকে এগিয়ে দিয়ে।

'তোমার সন্দেহ হয় নাকি? বিদায় নাটাশা! বিদায় প্রিয়া! বিদায় ভান্না! এই ত্থাখো ভুল ক'রে তোমায় ভান্না ব'লে ফেললাম। শোনো আইভান আমি তোমায় ভালোবাসি। তোমাকে ভান্না বলে ডাকতে দাও। এসো, এখন থেকে ওসব আদব-কায়দার পাট তুলে দিই—'

'বেশ তাই হবে।'

'ধন্যবাদ! বহুবার একথা আমার মনে হোয়েছে, কিন্তু কেন যেন ভয়ে বলতে পারিনি। আইভান পেট্রোভিচ্—এই ত্থাখো আবার ভুল করলাম। এরই মধ্যে ভান্না ব'লে ডাকায় অভ্যস্ত হওয়া ভারী শক্ত। এ সম্বন্ধে টলষ্টয় কোথায় যেন ব'লেছেন: দু'টি লোক ঠিক করলে যে তারা তাদের ডাক নামে পরস্পরকে সম্বোধন করবে, কিন্তু পারলে না এবং শেষটায় কোন নাম ধ'রে ডাকাই ছেড়ে দিলে। এসো নাটাশা, আবার একদিন দু'জনে মিলে সেই বইখানা পড়ি—"শৈশব ও কৈশোর"। এত সুন্দর বইখানা!'

'আচ্ছা, এখন এসো তো! এসো দেখি!' হাসতে হাসতে নাটাশা তাকে যেন অনেকটা তাড়িয়েই দিলে। 'আনন্দে মুখ দিয়ে যেন ওর খৈ ফুটছে......'

'বিদায় প্রিয়া! দু'ঘণ্টার মধ্যেই আবার তোমার কাছে আসছি,' এই ব'লে এ্যালোশা নাটাশার হাত চুম্বন ক'রে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

'ত্থাখো, ত্থাখো একবার ভান্না,' নাটাশা বললে কান্নায় গ'লে প'ড়ে।

প্রায় দু'ঘণ্টা ওর কাছে ছিলাম, ওকে শান্ত করবার চেষ্টা ক'রলাম এবং শেষ পর্য্যন্ত ওকে বোঝালামও। অবশ্য ওর সংশয় আর ভয় কিছু অমূলক নয়। ওর এই অবস্থার কথা ভেবে হৃদয় আমার বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, কিন্তু কি আমি করতে পারি?

আমার চোখেও এ্যালোশাকে অদ্ভুত ঠেকলো। সে ওকে আগের চেয়ে কম ভালোবাসে না। হয়তো অনুশোচনা আর কৃতজ্ঞতার দরুন ওর অনুরাগ অতীতের চেয়ে আরও তীক্ষ্ণ আরও প্রবল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু সেইসঙ্গে নতুন প্রেম ওর অন্তরকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে। এর পরিণতি দেখা

সম্ভব নয়। তবে ক্যাটারিনাকে দেখার ভারী কৌতূহল হোল। আবারও নাটাশাকে জানালাম যে, মেয়েটির সঙ্গে একবার আলাপ ক'রবো।

মনে হোল শেষের দিকটায় নাটাশার যেন বিমর্ষতা কাটলো। আর সব কথার মাঝে নেলীর কথাটাও ওকে ব'ললাম, বললাম ম্যাস্‌লোবোয়েভের ব্যাপার, মাদাম বুবনভের কথা সেদিন সকালে ম্যাস্‌লোবেয়েভের বাসায় প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা এবং ম্যাস্‌লোবোয়েভের সঙ্গে সন্ধ্যা সাতটার সময় আমার দেখা করার কথা। সব কিছুতেই ও বেশ আগ্রহ দেখালো। ওর বাবা-মা'র বিষয়েও কিছু বললাম, তবে তখনকার মত আমার কাছে নিকোলাইয়ের যাওয়ার কথাটা গোপন রাখলাম। প্রিন্সের সঙ্গে বৃদ্ধের দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরিকল্পনাটা হয়তো ওকে আতঙ্কিত করতো। নাটাশাও অবাক হ'য়ে গেল, ম্যাস্‌লোবোয়েভের সঙ্গে প্রিন্সের কি এমন প্রয়োজন থাকতে পারে, কেনই বা প্রিন্স আমার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন! অবশ্য সাম্প্রতিক পরিস্থিতি থেকে ব্যাপারটার খানিকটা আঁচ করা যায়......

তিনটের সময় বাসায় ফিরলাম। নেলী দরজা খুলে দিল খুশিভরা মুখে।

বত্রিশ

ঠিক সাতটার সময় ম্যাসলোবোয়েভের বাসায় গেলাম। হাত বাড়িয়ে সরবে ও আমায় অভ্যর্থনা করলে। বলা বাহুল্য অর্দ্ধ মাতাল অবস্থায় ও ছিল। তবে সবচেয়ে বিস্মিত হলাম আমার আগমনের অসাধারণ প্রস্তুতি দেখে। আমি যে আসবো তা' ওরা জানতো নিশ্চয়ই। দামী সুদৃশ্য কাপড়ে ঢাকা ছোট্ট একটা গোল টেবিলে পেতলের সুন্দর কেট্‌লীতে জল ফুটছে। চায়ের টেবিলে রূপোর, কাঁচের ও চীনা মাটির সরঞ্জাম ঝকমক্ করছে। আর একটা টেবিলে,—দেখলাম উপাদেয় মিষ্টির প্লেট, কিয়েভের তৈরী শুকনো ও সরস ফলের আচার, জ্যাম, জেলি, কমলা লেবু, আনারস এবং তিন কিম্বা চার রকমের বাদাম—রীতিমত একটা ফল-পাকড়ের দোকান বললেই হয়। তুষার-শুভ্র কাপড়ে মোড়া তৃতীয় একটা টেবিলে নানান সুস্বাদু খাদ্যসম্ভার—মাছ, মাংস, চীজ, পাই, সসেজ, ক্যাভিয়ার এবং এক সারি মনোরম কাঁচের পাত্রে বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক বর্ণের পানীয়—লাল, সবুজ, বাদামী ও সোনালী। সবশেষে দেখলাম একধারে ছোট্ট টেবিলে দু' বোতল শ্যাম্পেন। সোফার সামনে একটা টেবিলে রয়েছে তিন বোতল খুব দামী মদ—এলিসেয়িভের বিখ্যাত চোলাই-করা জিনিষ।

আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌না বসে আছে চায়ের টেবিলে। তার পোষাক প্রসাধন অতি সাধারণ গোছের হোলেও তাতে রুচি আর যত্নের আভাষ দেখা যায় এবং সাফল্যের দিক থেকে তা' সার্থক হয়েছে নিঃসন্দেহে। সে জানে কি তাকে মানায়, আর তাতে সে গর্ব্বও বোধ করে। আমায় দেখে সাড়ম্বরে উঠে এলো অভ্যর্থনা করতে। ওর সজীব ছোট্ট মুখখানি খুশি আর তৃপ্তিতে দীপ্ত হোয়ে ওঠে। ম্যাস্‌লোবোয়েভের পায়ে রঙ্‌চঙে চাইনিজ চটি, পরিধানে পরিচ্ছন্ন পোষাক আর জমকালো ড্রেসিং গাউন। সার্টের যেখানে যেখানে লাগানো সম্ভব সব স্থানেই সৌখীন বোতাম আঁকিয়ে রয়েছে। পমেড-করা চুল আঁচড়িয়ে কায়দামত পাশে সিঁথি করা।

এত অবাক হোয়ে পড়েছিলাম যে ঘরের মাঝখানে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে

পড়লাম এবং হাঁ করে দেখতে লাগলাম—প্রথমে ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌কে ও পরে সেমিয়োনোভ্‌নাকে।

'এ সবের মানে কি, ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌? আজ সন্ধ্যায় কি কোন পার্টি আছে নাকি?' জিজ্ঞাসা করলাম কিছু অস্বস্তি অনুভব করে।

'আরে না, না—তোমার জন্যে!' গম্ভীর হোয়ে জবাব দিলে ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌।

'কিন্তু এ সব কেন?' প্রশ্ন করলাম খাদ্যসম্ভার দেখিয়ে। 'এ যে দেখছি এক বাহিনী সৈন্যের রসদ এনে ফেলেছো!'

'আর মদও এনেছি প্রচুর! ভুলে যেও না বন্ধু, জীবনের পরম উপকরণ হোল মদ!' ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ বললে।

'তবে কি এ সব শুধু আমারই জন্যে?'

'আর আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভনার জন্যেও বটে। ওঁরই সখ বেশী—এ সব আনতেই হবে।'

'ওমা! দেখেছো! জানি শেষে তুমি এই বলবে!' সেমিয়োনোভনা বলে ফেলে লজ্জায় লাল হ'য়ে। তবু তার আনন্দ চাপা পড়ে না একটুও। 'ভালো ক'রে অতিথি সৎকার না ক'রলে যে পাপ হবে আমার!'

'বললে বিশ্বাস করবে না সকালে যেই ও শুনলে তুমি আজ সন্ধ্যায় আসছো ওম্‌নি সেই থেকে লেগে গেল কোমর বেঁধে। ওর খালি ভাবনা...'

'কি মিথ্যুক তুমি! সকাল থেকে না কাল রাত থেকে? কাল রাত্তিরে ফিরেই তো বললে ভদ্রলোক আজ সন্ধ্যায় আসবেন।'

'তুমি ভুল শুনেছো।'

'মোটেই না মশায়। তাই তুমি বলেছিলে। মিছে কথা আমি কখনও বলি না। আর কেনই বা অতিথি সৎকার করবো না? দিনের পর দিন যায়, কেউ কখনও আসে না আমাদের এখানে অথচ কিছুরই আমাদের অভাব নেই। লোকে এবার দেখুক আমরাও আর দশজনের মতই জীবন কাটাই—'

'আর দেখুক তোমার অতিথিসেবা আর গেরস্থালীর বহর,' ফোড়ন কাটলে ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌। দেখতেই পাচ্ছো বন্ধু, আমাকে শুদ্ধও অতিথি সাজিয়ে ছেড়েছে! জোর ক'রে আমাকে এই ধোপদুরস্ত পোষাকের মধ্যে বন্দী করেছে; বোতাম এঁটেছে, জুতো পরিয়েছে, ড্রেসিং গাউন চাপিয়েছে, চুলে আতর মাখিয়ে নিজে হাতে আমার চুল আঁচড়িয়ে দিয়েছে। গায়ে আমার

সেণ্ট ছড়িয়ে দেবারও সখ ছিল। কিন্তু ওটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। তাই আপত্তি করেছিলাম দাম্পত্যের অধিকারে।'

'না গো আতর নয়। নকসাকাটা চীনেমাটির কৌটোয় যে সেরা ফরাসী পমেটম্ পাওয়া যায় তাই মাখিয়েছিলাম,' জানালে সেমিয়োনোভনা রাগ দেখিয়ে। 'আচ্ছা আপনিই বলুন আইভান পেট্রোভিচ্—ও ভুলেও কোনদিন আমায় থিয়েটারে নিয়ে যায় না, নাচের আসরে নিয়ে যায় না, ও শুধু আমায় পোষাক দেয়, বলুন তো পোষাক নিয়ে আমি কি করবো? গায়ে দিয়ে একা ঘুরে বেড়াবো ঘরের মধ্যে? সে'দিন অনেক ধরে করে রাজী করালাম থিয়েটারে নিয়ে যেতে। কিন্তু পোষাক পরে ব্রোচটা আঁটতে গিয়ে দেখি—ওমা। মদ গিলতে সুরু করেছে—গেলাসের পর গেলাস। ব্যস্ তার পরই বেসামাল। যাওয়া আর হোল না। কেউ যে ছাই বেড়াতে আসবে এখানে তাও না! কেউ আসে না। শুধু সকালের দিকে এক ধরণের লোক আসে কাজে কারবারে, তখন ও আমায় সরিয়ে দেয়। তবু দেখুন আমাদের সব আছে—কেটলী, ভালোভালো ডিস পেয়ালা, খাবার বাসন-কোসন, সব কিছু। অবিশ্যি উপহার পাওয়া। ওরা খাবার জিনিষও এনে দেয়। শুধু মদ ছাড়া আমাদের আর বিশেষ কিছু কিনতে হয় না। তবে আজকের প্রায় সবই আপনার জন্যে আমরা কিনেছি। লোকে যদি দেখতো আমাদের এই সুখ! এক বছর ধ'রে শুধু ভাবছি, যদি কাউকে পেতাম, সত্যিকার ভালো অতিথি, তবে তাকে দেখাতাম আমাদের এই সব, কত খুশি করতাম তাকে! লোকে প্রশংসা করতো, আমরাও সুখী হোতাম। পমেটম্ মাখানোর কথা ও বলছিল, কিন্তু দেখুন তো ওর মত জংলী তার মর্ম বুঝছে কোত্থেকে? ময়লা পোষাক পরে থাকাই ওর স্বভাব। কিন্তু আজ দেখুন কেমন সুন্দর ড্রেসিং গাউনটি উঠেছে গায়ে! ওটা ওকে দিয়েছে একজন। কিন্তু ও কি ওর যোগ্য? দুনিয়ায় ও জানে শুধু মদ খেতে। সবুর করুন না, টের পাবেন। চায়ের আগেই ও আপনাকে মদ খেতে বলবে।'

'বলিহারি! কে বলে তোমার বুদ্ধি নেই। এসো ভায়া, সুরুতে রূপোলী আর সোনালী মার্কা চালানো যাক, তারপর মৌজসে অন্য মাল টানা যাবে।'

'দেখলেন তো? যা বললাম তাই!'

'কেন অত ব্যস্ত হোচ্ছ সাশেঙ্কা ? চাও আমরা খাবো, অবিশ্যি মদ মিশিয়ে—তোমার স্বাস্থ্য কামনা করে।'

'বটেই তো! তাই তোমায় দিচ্ছি!' চেঁচিয়ে ওঠে সেমিয়োনোভ্না। 'অমন দামী চা—ছ' রুবল্ পাউণ্ড। পরশু এক আড়ৎদার দিয়ে গেছে। দেখুন আপনার বন্ধুর বুদ্ধিখানা—উনি কিনা সেই চা খেতে চান মদ মিশিয়ে! শুনবেন না ওর কথা, আমি এখনই আপনার জন্যে এক কাপ করে আনছি... খেলেই টের পাবেন কি সুন্দর চা।'

এই বলে কেটলী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সেমিয়োনোভ্না।

বেশ বুঝলাম ওরা দু'জন সারা সন্ধ্যা আমায় নিয়ে কাটাতে চায়। দীর্ঘ এক বছর আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্না অতিথির প্রতীক্ষায় ছিল, আর আজ সে তার সব আকাঙ্ক্ষা পুষিয়ে নিতে চায় আমাকে দিয়ে। কিন্তু আমার পক্ষে তা মোটেই সম্ভব নয়।

'শোনো ম্যাস্লোবোয়েভ,' বললাম বসে পড়ে। 'আমি তোমার এখানে এমন কিছু অভ্যাগত হয়ে আসিনি, এসেছি কাজে। তুমি নিজেই ডেকেছিলে কি যেন কথা আছে বলে...'

'ঠিক,—কাজের সময় কাজ, তবে দোস্ গজালীরও একটা সময় আছে।'

'না, বন্ধু, ওতে আর আমায় টেনো না! সাড়ে আটটার সময় আমাকে যেতেই হবে। একজনকে কথা দিয়েছি।'

'এটা কিন্তু ঠিক হয়নি, এমনিভাবে তুমি আমায় ডোবাবে! সেমিয়োনোভ্নাই বা কি ভাববে? দ্যাখো একবার ওর দিকে চেয়ে—তোমার যাওয়ার কথা শুনে ব্যাচারী একেবারে মিইয়ে গ্যাছে। এত ক'রে আমায় আতর মাখালে, পমেড মাখালে, সবই কি বৃথা যাবে!'

'ঠাট্টা ছাড়া তুমি আর কিছু জানো না ম্যাস্লোবোয়েভ্। সেমিয়োনোভ্নাকে কথা দিচ্ছি আসছে সপ্তাহে আমি তোমাদের এখানে খাবো। এই ধরো শুক্কুরবার—অবিশ্যি তোমরা যদি রাজী থাক। কিন্তু আজকের মত আমায় মাপ করতে হোল বন্ধু, এক জায়গায় যেতেই হবে—অত্যন্ত জরুরী কাজ।'

'তাহোলে কি মোটে সাড়ে আটটা অবধি আছেন?' বললে সেমিয়োনোভ্না ভীরু ও ব্যথাতুর স্বরে, প্রায় কাঁদতে কাঁদতে, আমার হাতে সেই দামী চায়ের এক কাপ তুলে দিয়ে।

'কেন অত কাতর হোচ্ছ সাশেঙ্কা? ওসব ওর বাজে কথা!' ম্যাস্লো-বোয়েভ্ বললে। 'ও থাকবে। কিন্তু বলতো ভান্না, কোথায় তুমি হামেসা যাও? কাজটা তোমার কি? জানতে পারি? রোজই তো দেখি কোথায় ছোটো, অথচ চাকরী তুমি করো না…'

'কিন্তু জানার এত কৌতূহল কেন? পরে হয়তো বলবো। তুমি বরং বলো কাল আমার ওখানে গিয়েছিলে কেন, অথচ আমি তোমায় বলেছিলাম কাল আমি বাড়ী থাকবো না।'

'সেটা পরে মনে পড়লো। তবে কথা কিছু ছিল। কিন্তু সব আগে সেমিয়োনোভ্নাকে তো সন্তুষ্ট করতে হবে? রোজই ও বলে—এইতো, তোমার অমন ভালো একজন বন্ধু এলো, আর তুমি তাকে নেমন্তন্নই করলে না! গত চারদিন তোমার জন্যে ও আমায় জ্বালিয়ে মেরেছে। আমিও ভাবলাম—পরপারের জন্যে তো বহু পাপ সঞ্চয় করেছি আর তোমায় না হয় এক সন্ধ্যে খাইয়ে তার কিছুটা লাঘব করি! কিন্তু তোমায় তো বন্ধু সোজায় পাওয়া যাবে না, তাই ব্যাঁকা পথ ধরলাম—লিখে এলাম: অত্যন্ত জরুরী দরকার, না এলে দিশেহারা হয়ে পড়বো।'

অনুনয় করে জানালাম, ভবিষ্যতে আর যেন ও অমন কাজ না করে। সোজাসুজি বললেই তো পারতো। যাই হোক, ওর নজিরে আমি তেমন সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।

'কিন্তু আজ সকালে তুমি অমন তাড়াহুড়ো ক'রে চলে এলে কেন?' প্রশ্ন করলাম।

'সকালে সত্যিই একটা কাজ ছিল। একটুও বাড়িয়ে বলছি না।'

'প্রিন্সের সঙ্গে নাকি?'

'চা কেমন লাগলো?' সেমিয়োনোভ্না জিজ্ঞাসা করলে, ওর কথায় যেন মধু ঝরে পড়ে। দীর্ঘ পাঁচ মিনিট ও অধীর অপেক্ষায় রয়েছে চায়ের প্রশংসা শোনার জন্যে। আমার একটুও খেয়াল হয় নি।

'অদ্ভুত! অপূর্ব্ব! এমন চা আমি কখনও খাইনি!'

আনন্দে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেমিয়োনোভ্না। তখনই ছোটে আরও খানিকটা চা আমায় দেবার জন্যে।

'প্রিন্স!' বললে ম্যাসলোবোয়েভ,—'সে ব্যাটা তো একটা পাষণ্ড

বদমায়েস···বলবো কি বন্ধু—আমি নিজে কিছু এমন সাধু নই, তবুও ছিটে-ফোঁটা যেটুকু ভদ্রতা বজায় আছে তাতে ক'রে ওর মতটি হোতে পারবো না। তবে যাক্, ও সব স্রেফ চেপে যাও দোস্।'

'কিন্তু ওঁর সম্বন্ধেও যে তোমার কাছে জানবো বলে এসেছিলাম। থাক্ পরে জানলেও চলবে। আচ্ছা, কাল আমি যখন ছিলাম না তুমি এলেনাকে মিষ্টি দিয়েছিলে, তাকে তোমার নাচ দেখিয়েছিলে—কেন বলতো? আর দেড় ঘণ্টা ধরে কি এমন কথা কইলে।'

'এলেনা বাচ্চা মেয়ে, বছর বারো বয়েস, কিম্বা হয়তো এগারো—সম্প্রতি আইভান পেত্রোভিচের কাছে থাকে,' হঠাৎ ম্যাস্লোবোয়েভ্ বলে উঠলো সেমিয়োনোভ্নাকে উদ্দেশ করে। তারপরই ওকে দেখিয়ে আমায় বললে—'দ্যাখো ভান্যা, দ্যাখো! যেই শুনেছে আমি অন্য মেয়েকে মিষ্টি দিয়েছি ওম্নি ওর মুখচোখ কেমন রাঙা হয়ে উঠেছে দ্যাখো। আমরা যেন ওর দিকে গুলি ছুঁড়েছি—এমনি আঁৎকে উঠেছে, তাই না? চোখ দুটো জ্বলছে জ্বলন্ত কয়লার মত। ঢেকে লাভ নেই সেমিয়োনোভ্না, বৃথা চেষ্টা করছো চাপবার! তোমার হিংসে হয়েছে...মেয়েটি যে এগারো বছরের, তা যদি না বলতাম তা হোলে নির্ঘাৎ ও আমার চুল ছিঁড়তো—আতর পমেডের সাধ্যও ছিল না রক্ষে করার।'

'এমনিতেও নিস্তার পাবে না।'

এই বলে চায়ের টেবিল থেকে তীরবেগে ছুটে এলো সেমিয়োনোভ্না, এবং আত্মরক্ষার সময় না দিয়ে চুলের মুঠি ধরে ম্যাস্লোবোয়েভের মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিল।

'বাইরের লোকের সামনে আর কখনও আমায় হিংসুটে বলবে? বল?'

সেমিয়োনোভ্না অবশ্য হাসছিল, ম্যাস্লোবোয়েভ্ কিন্তু ব্যাপারটা অত হাল্কাভাবে নেয় না।

'যতসব নোংরা কথা ওর মুখে শুনবেন,' বললে সেমিয়োনোভ্না গম্ভীর হয়ে, আমার দিকে ফিরে।

'দ্যাখো ভান্যা—কি জীবন আমায় বহন করতে হয়! তাই মাল নইলে

নোভ্না চলে না,' জানায় ম্যাস্লোবোয়েভ্ চুলগুলো ঠিক ক'রে, মদের

দামী চায়ের দিকে দ্রুত এগোতে এগোতে। কিন্তু ওর সামনেই ছিল

সেমিয়োনোভ্না। সে ওমনি চট্ ক'রে টেবিলের কাছে গিয়ে মদ ঢেলে গ্লাসটা ওর হাতে তুলে দেয়। দেবার সময় অনুরাগে ওর গালে দুটো টোকাও মারে। ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ আমার দিকে চেয়ে চোখ টেপে, জয়োল্লাসে জিব আর তালু দিয়ে শব্দ করে নির্বিবাদে, নিঃশেষ করে ফেলে গ্লাসটা।

'মিষ্টির কথা যা বলছিলে, তার কারণ বলা শক্ত,' ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ সুরু করলে আমার পাশে সোফায় বসে। 'সেদিন ওগুলো কিনেছিলাম নেশার ঝোঁকে, জানি না কেন। হয়তো দেশের শিল্প আর ময়রাদের সহায়তা করবার জন্যে, ঠিক বলতে পারিনে। শুধু মনে আছে—রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম মাতাল অবস্থায়। যেতে যেতে পড়ে গেলাম কাদায়, নিজের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ধিক্কার দিলাম নিজের অকর্মণ্যতার জন্যে। মিষ্টির কথা মনে ছিল না। সেগুলো কাল অবধি পকেটেই পড়ে ছিল। খেয়াল হোল যখন তোমার সোফার ওপর বসতে গিয়ে পকেট-ভরা মিষ্টিগুলোর ওপর বসে পড়েছিলাম। নাচটাও আমার রঙের ব্যাপার। কাল বেশ মাল টেনেছিলাম, আর মালের ঝোঁকে মেজাজ খোস থাকলে আমি অমন মাঝে মধ্যে নেচে থাকি। এই আর কি! তবে হয়তো অনাথ মেয়েটিকে দেখে একটু দয়াও হয়েছিল। আর তাছাড়া দেখলাম ও একটিও কথা কইবে না—এই-সান চটে আছে। তাই একটু নেচে-কুঁদে ওকে ভোলালাম আর মিষ্টিগুলোও দিলাম।'

'তা হোলে, ওর কাছ থেকে কোন কথা বার করবার জন্যে ঘুস হিসেবে ওগুলো দাওনি তো? আচ্ছা, সত্যি করে বলতো—আমি বাড়ী থাকবো না জেনে গোপনে ওর কাছ থেকে কোন খবর পাওয়ার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলে কিনা? শুনলাম ঘণ্টা দেড়েক ছিলে। ওকে বলেছো তুমি ওর মাকে চিনতে, আর কি কি বিষয়ে যেন ওকে প্রশ্নও করেছো।'

চোখ ঘুরিয়ে অসভ্যের মত হেসে উঠলো ম্যাস্‌লোবোয়েভ্। বললে—'অবিশ্যি করলে মন্দ হোত না! না ভায়া, সেসব কিছু নয়। আর তাছাড়া সুযোগ পেলে দু'একটা জিজ্ঞাসাবাদ করাতে দোষই বা কি? তবে ব্যাপারটা তা' নয়। শোনো বন্ধু, যদিও রোজকার মত আজও বুঁদ হয়ে আছি, তবু জেনে রাখো ফিলিপ কোনদিন অসৎ উদ্দেশ্যে তোমায় প্রতারণা করবে না,—অসৎ উদ্দেশ্যে, বুঝেছো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সৎ উদ্দেশ্যে ?'

'না, সৎ উদ্দেশ্যেও না।...কিন্তু ওসব চুলোয় যাক্, এসো মাল টেনে কাজের কথায় লেগে পড়ি', এই বলে আর এক পাত্র মদ পান করে সে সুরু করলে : 'বুবনভ্ মাগীটার কোন অধিকার নেই মেয়েটিকে আটকাবার। আমি সব খোঁজ নিয়েছি। পুষ্যি হিসেবেও মাগী ওকে নেয়নি। মেয়েটির মা ওর কাছে কিছু দেনা করেছিল সেই ছুতোয় ও ওকে খপ্পরে ফেলে। মাগী হাজারই সেয়ানা আর বজ্জাত হোক মেয়েমানুষ তো? নির্ব্বুদ্ধির ঢিবি! তবে হ্যাঁ, মেয়েটির মা'র সম্বন্ধে কোন গোলমাল নেই। ব্যস্ সব ঠিক হ্যায়! এলেনাকে তুমি রাখতে পারো। তবে খুব ভালো হয় যদি কোন সৎ পরিবার দয়া ক'রে চিরদিনের মত ওকে নেয়, নিয়ে মানুষ করে। যতদিন না তা হয়, তোমার কাছেই থাক্। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। ও মাগী আঙ্গুল নাড়বারও সাহস পাবে না। এলেনার মা'র সম্বন্ধে সঠিক কিছু খবর পাইনি। শুনলাম তার নাম ছিল নাকি শাল্‌জ্‌ম্যান্'।

'হ্যাঁ, নেলীও তাই বলে।'

'তাই নাকি? তবেতো হাঙ্গামা চুকেই গেল। শোনো ভান্না', আরম্ভ করলে বেশ কিছু গাম্ভীর্য্য নিয়ে—'আমার একটা আবেদন আছে তোমার কাছে, মঞ্জুর কোরো কিন্তু। খুলে বলতো বন্ধু কি কাজে তুমি এত ব্যস্ত? কোথায় যাও, কোথায়ই বা দিনের পর দিন কাটাও? কিছু কিঞ্চিৎ শুনেছি অবিশ্যি, তবে পুরো জানবার বড় সাধ।'

ম্যাস্‌লোবোয়েভের এই অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, এমনকি অস্বস্তিও বোধ হোল।

'কিন্তু এটা কি? জানতে চাও কেন? এমন গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করছো!'

'বেশী আর কি বলবো, তোমার উপকারে লাগতে চাই ভান্না। ছাখো বন্ধু, যদি সোজা খোলাখুলি না জিজ্ঞাসা করতাম তাহোলে সবই তোমার কাছ থেকে বার করতে পারতাম, আর তার জন্যে এত গাম্ভীর্য্য দেখাতে হোত না। তবে আমি সোজা মানুষ নই বলেই তোমার সন্দেহ—এই সবে মিষ্টির কথায় বললে, তাতেই বুঝলাম। এত ক'রে যখন জিজ্ঞাসা করছি, ধ'রে নিতে পার আমার কোন স্বার্থ নেই, শুধু তোমার কথা ভেবেই। অবিশ্বাস না ক'রে সত্যি কথাটা বলে ফেলো দিকিন্।'

'কি ধরণের উপকার ? শোন ম্যাস্‌লোবোয়েভ—আচ্ছা তুমি প্রিন্সের কথা আমায় বলছো না কেন বলতো ? সেইটাই তো জানতে চাই। তাতে বরং আমার উপকার হয়।'

'প্রিন্সের বিষয় ? হুঁ ! বেশ বলছি সব। তবে তার সম্বন্ধে তোমায় কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আগে।'

'কি রকম ?'

'বলছি রকমটা। আমি জানতে পেরেছি বন্ধু—প্রিন্স কেমন ক'রে যেন তোমার ব্যাপারে জড়িয়ে আছে। এই ধরুনা কেন, সেদিন সে আমায় তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে। কি ক'রে জানলে যে তোমার আমার মধ্যে পরিচয় আছে। যাক্ তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, তবে খুব সাবধান—ওর সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে থেকো। ও একটা বিশ্বাসঘাতক সয়তান, তার চেয়েও হীন। তাই যখন দেখলাম ও তোমার ব্যাপারে জড়িয়ে রয়েছে, ভয় হোল তোমার জন্যে। অথচ কিছুই আমি জানি না। তোমার কাছে শুনে ব্যাপারটার গুরুত্ব যাচাই করবো বলে তোমায় ডেকেছিলাম...এই হোল জরুরী দরকার,—ব্যস্, সব খুলে বললাম।'

'কিন্তু প্রিন্সের সম্বন্ধে সতর্ক হোতে বললে কেন,—আর কিছু না হোক সেইটা অন্ততঃ বল।'

'বহুৎ আচ্ছা, বলছি। মাঝে-সাঝে লোকে আমায় কোন কোন গোপন কাজে নিয়োগ করে। কারণ তারা আমায় বিশ্বাস করে, জানে আমি পেট-আল্‌গা মানুষ নই। এখন তুমি বুঝে নাও বন্ধু—সব কথা তোমায় বলা উচিত কিনা। কিছু মনে করোনা যদি খুঁটিয়ে না বলে একটু হেঁয়ালী করে মোটামুটি জিনিষটা তোমায় বলি—শুধু এইটুকু বোঝাতে যে ও একটা কতবড় বদমায়েস্। বেশ, সুরু কর'র আগে তোমার কাহিনীটা শোনাও।'

ভেবে দেখলাম ম্যাস্‌লোবোয়েভের কাছে আমার বিষয়ে কোন কিছু গোপন করে লাভ নেই। নাটাশার ব্যাপারি অপ্রকাশিত নয়, তারপর হয়তো ওর কাছ থেকে নাটাশার কাছে কিছু সহায়তা পেতে পারবো। তবু যতদূর সম্ভব আমার কাহিনীর কিছু কিছু অংশ এড়িয়ে গেলাম। প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ বিশেষ মনযোগ দিয়ে শুনলে, এবং মাঝে মাঝে আমায় থামিয়ে নতুন করে অনেক প্রশ্ন করলো

ফলে হিসেব করে দেখলাম ওকে প্রায় সম্পূর্ণ কাহিনীই বলা হয়ে গেল। সময় লাগলো আধ ঘণ্টা।

'হুঁ! মেয়েটার বুদ্ধি আছে,' ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ মন্তব্য করলে। 'প্রিন্সকে পুরোপুরি বিচার করতে না পারলেও সুরু থেকেই ও বুঝেছিল কি চিজ তিনি, আর তাই তাঁর সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিলে। বলিহারি নাটল্যা নিকোলেভ-না! তোমার বুদ্ধির আমি তারিফ্‌ করি। তোমার স্বাস্থ্য কামনা ক'রে এই আবার মদ খাচ্ছি,' এই বলে সে খানিকটা মদ গলাধঃকরণ করলে। 'তবে শুধু বুদ্ধিই নয়, মনও ওকে সাহায্য করেছে প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে। মন ওকে ঠিক বলেছিল। তবে পালা ওর শেষ হয়ে গেছে। প্রিন্স তাঁর গোঁ ছাড়বেন না আর এ্যালোশাও ওকে ত্যাগ করবে। দুঃখ হয় শুধু নিকোলাইয়ের জন্যে, দশ হাজার তাঁর দিতে হবে ওই পাষণ্ডটাকে! কে ওর মামলার তদ্বির করেছিল? নিজেই নিশ্চয়ই! ইস্‌! এই সব মহৎ ভালো মানুষরা সবাই এক ছাঁচে গড়া! এঁরা সংসারের যোগ্য নন! ওভাবে কি আর প্রিন্সের মত লোকের সঙ্গে লড়া চলে! আমি হোলে একটা ভালো উকিল ঠিক করে দিতাম নিকোলাইকে—ইস্‌!'

অনুশোচনার উচ্ছ্বাসে সজোরে টেবিলে চাপড় মারে ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌।

'কিন্তু কই প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কির সম্বন্ধে বললে না?'

'তুমি দেখছি ভবি ভোলবার নও! কিন্তু কি আমি বলবো তার বিষয়? দ্যাখো তো—বলবো বলে কি ফ্যাসাদেই না পড়ে গেছি আমি! অমি শুধু চেয়েছিলাম ওই জোচ্চোরটার বিষয় তোমায় সতর্ক করে দিতে, ওর খপ্পর থেকে তোমায় রক্ষা করতে। ওর পাল্লায় পড়লে কারও নিস্তার নেই। তাই বল্‌ছি কি, সজাগ থেকো, ব্যস ফুরিয়ে গেল। আর তুমি কিনা কেবল ভাবছো আমি বোধ হয় অনেক গোপন রহস্যময় খবর জানি, তাই তোমার কাছে ফাঁস করবো। আরে তুমি তো হে একজন লেখক—তোমায় আমি আর বদমায়েসের বর্ণনা কি দেবো? বদমায়েস্‌ সবসময় বদমায়েসই হয়...যাক্‌ একটা ছোট্ট ঘটনার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই,—অবিশ্যি স্থান কাল পাত্রের খুঁটিনাটির মধ্যে যাবে না। জানো বোধ হয়—ওর যখন যুবা বয়েস, যখন চাকরীর টাকায় দিন চলতো, ও এক ধনী ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করে। কিন্তু তার সঙ্গে মোটেই ভালো ব্যবহার করতো না। মরুকগে, তা' দিয়ে আমাদের দরকার নেই তবে

ওর একটা বদ দোষ যে এই সব ব্যাপারগুলোকে ও ওর নিজের কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। এই তো আর একটা তার নমুনা। ও বিদেশে গেল, সেখানে...'

'থামো ম্যাস্লোবোয়েভ্,—কোন্ বিদেশ যাত্রার কথা বলছো? কোন্ সালে?'

'ঠিক নিবানব্বুই বছর তিন মাস আগে। সেখানে একটি মেয়েকে ফুস্লিয়ে নিয়ে প্যারিসে পাড়ি জমায়। কি ক'রে সব করলে জানো? মেয়েটির বাপ —তার বোধ হয় কোন রকমের কারবার ছিল, কিম্বা হয়তো কোন ব্যবসার অংশীদার ছিল, সেটা ঠিক জানি না। বলছি খানিকটা আন্দাজ থেকে আর খানিক অন্যান্য ঘটনার সিদ্ধান্ত থেকে। যাক্, মোদ্দা কথা বাপ বুড়োকে ঠকালে, ব্যবসার মধ্যেও ধীরে ধীরে সেঁধিয়ে পড়লো। তারপর এক ধারসে ফাঁক করতে সুরু করে দিলে বুড়োকে, একেবারে সর্ব্বস্বান্ত। বুড়োর অবিশ্যি কাগজপত্তর ছিল যাতে প্রমাণ করা যায় যে ও তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। কিন্তু প্রিন্স তো আর তা' ফেরৎ দেবার জন্যে নেয়নি, স্রেফ যাকে বলে গ্যাঁড়া-ফাই করেছে! বুড়োর এক মেয়ে ছিল। আহা অপূর্ব্ব সুন্দরী! মেয়েটির এক ভালোবাসার লোক ছিল—আদর্শ তরুণ প্রেমিক। একাধারে সে কবি ও ব্যবসায়ী। জাতে জার্মান, নাম—ভাবকুচেন—'

'কি বললে—ফাবকুচেন?'

'হয়তো তাই। চুলোয় যাক সে, তাকে দিয়ে আমাদের কি! প্রিন্স ওদিকে গুটি গুটি ভিড়ে গেল মেয়েটির সঙ্গে, আর এমনি জমিয়ে ফেললে যে মেয়েটি ওর প্রেমে পাগল। প্রিন্সের মতলব ছিল দু'টি—প্রথমতঃ, মেয়েটিকে খপ্পরে আনা, আর দ্বিতীয়তঃ, ওকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে টাকা সংক্রান্ত বুড়োর কাগজপত্তরগুলো হস্তগত করা। বুড়োর সব চাবি থাকতো মেয়ের কাছে। বুড়ো এত ভালোবাসতো মেয়েকে যে ওর বিয়ে দিতে চায়নি, পাছে মেয়ে তার পর হয়ে যায়। তাই সে ফাবকুচেনকে বিদেয় করে দিয়েছিল। সে এক অদ্ভুত বাপ,—ইংরেজ...'

'ইংরেজ? আচ্ছা, কোথায় এসব ঘটেছিল বল তো?'

'বললাম তো ইংরেজ, এখন বুঝে নাও কোথায়। সান্তা-ফা-দে-বগোটায়, কিম্বা হয়তো ক্র্যাকাওতে, খুব সম্ভব নাসাউয়ের কোথাও,—নিশ্চয়ই নাসাউতে, ব্যস হোয়েছে তোমার? যাক্। এইভাবে প্রিন্স মেয়েটিকে পটিয়ে বাপের

কাছ থেকে তাকে নিয়ে সরে পড়লো। অবিশ্যি তাকে দিয়ে কাগজপত্তর-গুলোও হাতাসে। এমনি কত শত প্রেম-কাহিনী আছে বন্ধু। ছোঃ! অধমদের ওপর এক-আধটুকু কৃপা রেখো ঠাকুর! মেয়েটি কিন্তু খাঁটি, যেমন ও সৎ, তেমনি মহৎ। খুব সম্ভব কাগজপত্তরের বিষয় সে তেমন জানতো না। তার শুধু ভাবনা—বাবা কি মনে করবে। প্রিন্স তা' বুঝতে পেরে লিখে প'ড়ে বিয়ের এক প্রস্তাব পেশ করলে। তাকে বোঝালে যে দিনকয়েকের জন্যে শুধু বাইরে স্ফূর্ত্তি করতে যাওয়া, তারপর যখন বাপের রাগ পড়ে যাবে তখন বিয়ে করে দু'জনে ফিরবে এবং তিনজনে সুখেশান্তিতে দিন কাটাবে। মেয়েটি পালালো, বাপও এদিকে দেউলে হয়ে পড়লো। ওদিকে প্যারিস অবধি মেয়েটির পেছনে ধাওয়া করলো সেই ফ্রনমিল্চ্ ছোঁড়াটা। মনের দুঃখে ব্যাচারী তার ব্যবসাপাতি সব ছেড়ে দিলে। মেয়েটিকে খুব ভালোবাসতো কিনা!'

'থামো, কি নাম বললে—ফ্রন্‌মিল্চ্ ?

'আরে সেই ছোঁড়াটা! কি নাম যেন, ফরবাক্ না কি? ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, ফারকুচেন! মরুকগে! প্রিন্স ছিল তার কাজ হাসিলের তালে, সে কি কখনও মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারে! লোকে তাহোলে কি বলবে? অমুক ব্যারন, তমুক কাউণ্টেস, তাহোলে সমাজে সব কি ভাববে! নবাব বাদশার ব্যাপার কিনা! তাই মেয়েটিকে এবার তার ভাঁওতা মারতে হবে! শেষ অবধি অমানুষের মত ওকে প্রতারণা করলে। সুরুতে ওকে মারধোর করলে, পরে ইচ্ছে ক'রে সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে লড়িয়ে দিলে। ছোঁড়াটাকে নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে আনতো, সুযোগ দিতো ওর সঙ্গে গল্পগুজব করবার। ওরাও সরল মনে প্রেমের কাঁদুনী গাইতো। তারপর একদিন অনেক রাতে প্রিন্স ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে যাচ্ছেতাই করে শোনালে। বললে—তোমাদের মতলব খারাপ, আমি নিজে চোখে সব দেখেছি। এই বলে ছলছুতো ক'রে মেয়েটিকে তাড়িয়ে দিলে। নিজে সরে পড়লো লণ্ডনে। মেয়েটিকে যখন তাড়িয়ে দেয় তখন সে অন্তঃসত্বা ছিল। তার পরই তার মেয়ে হোল,—মেয়ে কি? না বোধ হয়—ছেলে। হ্যাঁ, ছোট্ট একটি ছেলে তার নাম দিলে—ভোলোদ্‌কা। ফারকুচেন তার ধর্ম্মবাপ হোল, মেয়েটিও তার সঙ্গে রয়ে গেল। ফারকুচেনের কিছু টাকা ছিল। তাই নিয়ে সুইজারল্যাণ্ড,

ইটালী, যতসব কাব্যিক দেশে ঘুরে বেড়ালো। দু'জনে দু'জনের কাছে কাঁদুনী গাইতো আর এমনি করে বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল, শিশুটিও দিব্যি ফুটফুটে একটি মেয়ে হ'য়ে উঠলো। ওদিকে সব দিক দিয়েই প্রিন্সের সুবিধে হোল বটে কিন্তু একটা বিষয়ে কিছু গড়বড় হয়ে গেল। তার বিয়ের অঙ্গীকার-পত্রখানা মেয়েটার কাছ থেকে বাগাতে পারলে না। যাবার সময় মেয়েটি তাকে শুনিয়ে গেল,—"তুমি একটা হীন, ইতোর। তুমি আমায় প্রতারণা করেছো, বেইজ্জতি করেছো, আর এখন করছো ত্যাগ। বেশ, আমিও চললাম। তবে তোমার অঙ্গীকারপত্র আর ফিরিয়ে দিচ্ছি না। তোমায় বিয়ে করবো বলে নয়, তোমায় জব্দ করবো বলে। এর জন্য বড় ভয় তোমার। তাই এটাকে আমার হাতে রাখবো অস্ত্র হিসেবে।" মেয়েটি খুব চটেছিল, প্রিন্স কিন্তু নির্ব্বিকার। এইসব পাষণ্ড সবলা মেয়েদের সঙ্গে এই ভাবই করে। নইলে যে ঠকাবার সুবিধা হয় না। তবে প্রিন্স জানতো হাজারই ও চটুক, ও জাতের মেয়েরা কখনও লজ্জার মাথা খেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় না। তাই তার আর কোন দুশ্চিন্তা রইলো না। মেয়েটা মুখে যাই বলুক নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা তো আছে। অবিশ্যি ক্রুডারশ্যাফ্‌ট্ ছোঁড়াটা ওকে ভরসা দিলে। দু'জনে খুব কাব্য পড়তে লাগলো শেষটায় কিসে যেন ভুগে ক্রুডার-শ্যাফ্‌ট্ পটল তুললে '

'ফারকুচেনের কথা বলছো ?'

'হ্যাঁ, তাইতো, জাহান্নমে যাক্। আর মেয়েটা...'

'থামো,—ক'বছর ওরা ঘুরে বেড়িয়েছিল ?'

'ঠিক দু'শো বছর। তারপর মেয়েটা ফিরে গেল ক্র্যাকাওতে। বাপ তাকে নিলে না। সে মারা গেল। প্রিন্সও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আনন্দ করলে। আমিও সেখানে ছিলাম— খুব প্রেমসে মাল টানলাম.. যাক্ ওসব কথা। এসো বন্ধু, এবার মদ চালানো যাক্।'

'আবার সন্দেহ হয় ম্যাস্‌লোবোয়েভ, তুমি ওকে ওসব কাজে সাহায্য করো।'

'তোমার এই ধারণা, অ্যাঁ ?'

'আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না তুমি এতে কি ক'রতে পারো।'

'কেন হে ? বছর দশেক বিদেশে থাকার পর মেয়েটি যখন নাম ভাঁড়িয়ে

মাদ্রিদে ফিরে গেল—সে সবগুলো তো যাচাই করে দেখতে হবে। তাছাড়া ওই ক্রুডারশ্চাফটের সম্বন্ধেও খোঁজ নিতে হবে, বুড়োর বিষয়, বাচ্চা ছেলেটার বিষয়, সবকিছুই জানতে হবে। অনুসন্ধান করতে হবে মেয়েটা সত্যিই মরেছে কিনা, তার কোন কাগজপত্তর আছে কিনা, ইত্যাদি, ইত্যাদি, অসংখ্য ব্যাপার। এছাড়া আরও আছে। প্রিন্স একটা ভয়ঙ্কর লোক, খুব সাবধানে থেকো ভান্না। আর একটা জিনিষ মনে রেখো—কোনক্রমেই ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌কে পাষণ্ড বলে ভুল কোরো না। যদিও সে সত্যিই পাষণ্ড, আর আমার মতে পৃথিবীতে পাষণ্ড নয় হেন লোক নেই, তবুও জেনো সে কোনদিন তোমার সঙ্গে অন্ততঃ পাষণ্ডের মত ব্যবহার করবে না। আজ হোক কাল হোক, কোনদিন যদি মনে হয় ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ তোমায় ঠকিয়েছে, নিশ্চিত জেনো কোন অসৎ উদ্দেশ্য নয়। ম্যাস্‌লোবোয়েভের দৃষ্টি তোমার ওপর রয়েছে। কখনও সন্দেহকে প্রশ্রয় দিও না, বরং ছুটি এসো ম্যাস্‌লোবোয়েভের কাছে বন্ধুর মত, বল তাকে সব কথা…এসো বন্ধু, এবার এক পাত্তর মারা যাক, কি বল?'

'না।'

'খাবে কিছু?'

'না ভাই, মাপ করো…'

'তবে আস্তে আস্তে বিদেয় হও, তোমার আবার তাড়া আছে। পৌনে ন'টা হোল—যাবার সময় হয়ে গেছে তোমার।'

'তারপর? বেশ মানুষ যাহোক্‌! বোতলের পর বোতল মদ গিলে চুর হয়ে এখন কিনা অতিথিকে বিদেয় ক'রে দিচ্ছে! ওই ওর স্বভাব। বেহায়া মানুষ কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠলো সেমিয়োনোভ্‌না প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে।

'ভুল করছো সেমিয়োনোভ্‌না, পায়ে-চলা মানুষ কি কখনও ঘোড়সওয়ারের সঙ্গী হোতে পারে! আমরা পড়ে থাকবো একা,—তুমি আমার, আমি তোমার স্তুতিতে মুখর হয়ে উঠবো। আর ও হোল একজন কেষ্টবিষ্ট! না ভান্না, আমি এমনি বলছি, তুমি তা' নও, তবে আমি কি পাষণ্ড! দ্যাখো, কি আমার হাল হয়েছে এখন! তোমার পাশে আমি কি দাঁড়াতে পারি? মাপ করো ভান্না, বিচার ক'রতে যেও না, আমায় শুধু বলতে দাও…'

এই বলে আমায় জড়িয়ে ধরে কান্নায় ফেটে পড়লো ম্যাস্লোবোয়েভ্। আমি যাবার উপক্রম করলাম।

'সেকি চলে যাচ্ছেন! আপনার খাবার তৈরী করেছি যে।' অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে বলে উঠলো সেমিয়োনোভ্না। 'শুক্রবারে ঠিক আসছেন তো?'

'হ্যাঁ আসবো সেমিয়োনোভ্না। কথা দিচ্ছি আসবো।'

'হয়তো ওকে আপনি যথেষ্ট অবজ্ঞা করেন, কারণ ও····· মাতাল। ঘৃণা ওকে করবেন না, আইভান পেট্রোভিচ! সত্যিই ও ভালোমানুষ, বড় ভালোমানুষ, আর কত ভালোবাসে আপনাকে। দিনরাত আমাকে ও আপনার কথা বলে, শুধু আপনার কথা। সেদিন নিজে থেকে আপনার সব বইগুলো কিনে এনে দিলে। এখনও পড়িনি। কাল সুরু করবো ঠিক করেছি। আর আপনি এলে কত খুশি হবো। কাউকে পাই না, কেউ আমাদের এখানে আসে না। আমাদের সব আছে, তবু আমরা একা। এতক্ষণ এই যে আপনি কথা কইছিলেন, সারাক্ষণ আমি শুধু শুনছিলাম, আর কত ভালো লাগছিল আমার......শুক্রবারে আসছেন তাহোলে?'

তেত্রিশ

আমি বেরিয়ে পড়লাম। তাড়াতাড়ি ছুটলাম বাড়ীর দিকে। ম্যাস্লোবোয়েভের কথাগুলি আমার মনে যেন গেঁথে গেল। নানা চিন্তা এসে জুটলো মাথার মধ্যে...এর ওপর আবার বাড়ীতে আর একটী ঘটনা যেন আমার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল, এই ঘটনাটি বিদ্যুতাহতের মত আমাকে আচম্‌কা হকচকিয়ে দিল।

আমি যে বাড়ীতে থাকতাম তার সদর দরজার ঠিক উল্টো দিকে ছিল একটা গ্যাসের আলো রাস্তার ওপর। আমি যখন ঠিক সদর দরজার মুখটাকে এসে দাঁড়িয়েছি সেই আলোটার তলা থেকেই যেন একটা ভীতচকিত মূর্ত্তি বেরিয়ে এলো, এত বিস্ময়কর যে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। মূর্ত্তিটি জীবন্ত মানুষের, ভয়ে বিহ্বল, থর থর কম্পমান, অর্দ্ধ-উন্মাদ, চীৎকার করে সে আমার হাত চেপে ধরলো। ভয়ে আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। আমার সামনে দাঁড়িয়ে নেলী।

'নেলী, ব্যাপার কি? কি হয়েছে?' চীৎকার করে জিগ্যেস করলাম আমি।

'ঐ যে ওপরে...সে...আমাদের ঘরে'

'কে লোকটা? ভয় নেই, চলো আমি সঙ্গে যাচ্ছি।'

'না, না, আমি যাবো না, আমি কিছুতেই যাবো না। যতক্ষণ না সে বেরিয়ে যায়...ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করবো এই রাস্তার ধারে। আমি যাবো না।'

আমি নিজের ঘরে গেলাম, অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপছে, দরজা খুললাম—একি! এ যে প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি! টেবিলের ধারে বসে তিনি আমার লেখা উপন্যাস পড়ছেন, অন্ততঃপক্ষে বইটা তাঁর সামনে খোলা পড়ে ছিল।

'আসুন, আসুন আইভান পেট্রোভিচ,' বলতে লাগলেন তিনি বেশ আনন্দের আবেগে, 'বড় খুশী হলাম, আপনার সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত দেখা হলো বলে। আমি তো এই চলে যাবো ভাবছিলাম। ঘণ্টাখানেকেরও ওপর বসে আছি আপনার

অপেক্ষায়। কাউন্টেসের একান্ত অনুরোধ এবং বিশেষ ইচ্ছায় আমি তাঁকে কথা দিয়েছি, আজ সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে আপনাকে নিয়ে যাবো। আমাকে তিনি বিশেষ ক'রে হাত দু'টো ধরে বলে দিয়েছেন, আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার জন্যে তিনি বিশেষ ব্যগ্র। আর আপনিও তো আমাকে কথা দিয়েছিলেন, তাই ভাবলাম, আপনি কোথাও বেরিয়ে যাবার আগে এখানে এসে আপনাকে ধরতে হবে। চলুন, যাওয়া যাক্। ভেবে দেখুন আমার ঝঞ্ঝাটটা। এখানে আসতেই আপনার লোক বললে—আপনি বাড়ী নেই। কি আর করি? এদিকে কথা দিয়েছি আপনাকে নিয়ে যাবোই। তাই বসে বসে আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম, মনে মনে ঠিক করলাম, মিনিট পনরো অপেক্ষা করবো আপনার জন্যে। কিন্তু পনেরো মিনিট কতক্ষণ হয়ে গেছে। আপনার উপন্যাসখানা খুলে নিয়ে বসলাম। পড়তে পড়তে সময়ের হিসেব ভুলেই গেলাম। আইভান পেট্রোভিচ্। অপূর্ব্ব হয়েছে আপনার এই উপন্যাসটি। উপযুক্ত আদর আজও আপনি পান নি দেশের লোকের কাছ থেকে। জানেন, চোখের জল ফেলিয়ে ছাড়লেন আপনি আমাকে? হ্যাঁ, সত্যি, আমি কেঁদে ফেলেছি। দেখুন, কাঁদাকাটির ধার দিয়েও আমি যাই না।'

'তাহলে আপনি যেতে বলছেন আপনার সঙ্গে? কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এখন যেতে যে আমার অনিচ্ছা তা নয়, কিন্তু…'

'দোহাই আপনার, চলুন যাওয়া যাক্। আপনি আমাকে বাঁচান! দেখুন, আমি আপনার জন্যে দেড় ঘণ্টা ধরে বসে আছি। তাছাড়া আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যেও আমি ব্যাকুল হয়ে আছি। বুঝতেই পারছেন, কি সে কথা। আমার চেয়ে আপনি সমস্ত ব্যাপারটা ভালই বোঝেন…হয়তো আমরা কিছু একটা ঠিক করতে পারবো, কোনো একটা সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই পৌঁছোতে পারবো। একবার শুধু ভেবে দেখুন। দোহাই আপনার, আর অমত করবেন না।'

ভেবে দেখলাম, আজ হোক কাল হোক, আমাকে যেতেই হবে। অবশ্য নাটাশা তখন একা রয়েছে, তার কাছে যাওয়াটাও দরকার, কিন্তু সেই-ই আমাকে অনুরোধ করেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যাটারিনাকে চিনে জেনে আসতে। তাছাড়া এ্যালোশাও হয়তো সেখানে থাকতে পারে। আমি জানি ক্যাটারিনার খোঁজ-খবর তাকে এনে না দেওয়া পর্য্যন্ত সে স্থির হতে পারবে না। তাই যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম। কিন্তু ভাবনায় পড়ে গেলাম নেলীকে নিয়ে।

'একটু অপেক্ষা করুন,' প্রিন্সকে এই কথা বলে আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। অন্ধকার কোণে নেলী দাঁড়িয়ে।

'কি তুমি ভেতরে আসবে না নেলী? উনি করেছেন কি? উনি তোমায় বলেছেনই বা কি?'

'কিছু না...আমি ভেতরে যেতে চাই না, আমি যাবো না...' আবার বললে সে, 'আমার ভীষণ ভয় করছে।'

তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কোনো ফল হলো না। তার কথাতেই সায় দিলাম, প্রিন্সকে নিয়ে আমি বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই সে ঘরে ফিরে এসে তালা বন্ধ করে বসে থাকবে।

'আর কাউকে ঢুকতে দিও না নেলী, যতই কেন ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি উৎপাত করুক।'

'কিন্তু তুমি কি ওর সঙ্গে যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ।'

আচমকা সে ভয়ে কেঁপে ওঠে, আমার হাত দুটো চেপে ধরে, যেন আমায় না যাওয়ার করুণ মিনতি জানায়, কিন্তু তার মুখে কোনো কথা নেই। মনে মনে ঠিক করলাম, পরের দিন তাকে ভাল করে সবকথা জিগ্যেস করে ব্যাপারটা জানতে হবে।

'কিছু মনে করবেন না, আর এই দু' মিনিট,' এই বলে সাজগোজ করে নিলাম। তিনি আশ্বাস দিতে সুরু করলেন এই বলে যে সাজগোজের তেমন কোনো দরকার ছিল না, কাউন্টেসের কাছে যাওয়ার জন্যে কোনো বাহুল্যের দরকার করে না।

'কোনোরকম একটা সাদা-মাটা ধোপদুরস্ত হলেই হোল,' বললেন তিনি আমার আপদমস্তক নিরীক্ষণ করে। 'আপনি তো জানেন···এইসব প্রচলিত লোক-লৌকিকতা···এগুলো থেকে একেবারে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। আমাদের সমাজে সেরকম আদর্শ ব্যবস্থা প্রচলিত হতে আরও অনেক দেরী,' বলে কথা শেষ করলেন তিনি, একটা দামী পোষাকী কোটও গায়ে চড়িয়ে নিলাম দেখে তিনি বেশ খুশী হলেন।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু তাঁকে সিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি চট্ করে একবার ঘরে ঢুকলাম, নেলী সে ঘরের মধ্যে এসে ইতিমধ্যেই চুপি চুপি ঢুকেছে,

তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম আবার। সে যেন প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠেছে। তার সমস্ত মুখখানি নীল হয়ে উঠেছে। তাকে নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়লাম। এভাবে তাকে ছেড়ে যেতেও তখন ভাল লাগছিল না।

'আপনার ঐ ঝি'টি কেমন যেন অদ্ভুত,' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রিন্স বললেন, 'ঐ ছোট্ট মেয়েটি আপনার এখানে ঝিয়ের কাজই করে নিশ্চয়ই?'

'না...ও...আপাততঃ ও আমার কাছে থাকে।'

'অদ্ভুত এই ছোট মেয়েটি। নিশ্চয় ...। একবার ভেবে দেখুন, প্রথমে ও আমার কথার বেশ সহজ স্বাভাবিক উত্তর দিয়েছিল। কিন্তু পরে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে, থর থর করে কাঁপতে থাকে, তেমনি ভয়ার্ত চীৎকার, আমাকে চেপে ধরে···কিছু বলতে গেলাম ওকে, কিন্তু পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, আমার কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল। ওর কাছ থেকে চলে যাবো ভাবলাম, কিন্তু ওই বাঁচিয়ে দিল, নিজেই পালিয়ে গেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আপনি ওকে নিয়ে কিভাবে মানিয়ে চলেন?'

'ওর মৃগী রোগ আছে,' আমি জবাব দিলাম।

'আরে, তাই বলুন। তাই বলি, তাহলে অবাক হবার কি আছে···ওর যখন মৃগী রোগ রয়েছে!'

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমি বাড়ীতে নেই জেনেও আগের দিনের ম্যাস্লোবোয়েভের আসার কথা। সেই দিন সকালে ম্যাস্লোবোয়েভের সঙ্গে দেখা, মত্ত অবস্থায় নিজের অজ্ঞাতসারে যে কাহিনী সে আমাকে শোনালো, সেই দিন সন্ধ্যেবেলা সাতটার সময় তার ওখানে যাবার জন্যে নেমন্তন্নের পেড়াপীড়ি। সে আমাকে ভাঁওতা দিচ্ছে এরকম কোনো কিছু মনে না করার জন্যে তার একান্ত অনুরোধ আর সবশেষে খুব সম্ভবতঃ আমি ম্যাস্লোবোয়েভের ওখানে গেছি জেনেও এবং নেলী ওভাবে তার কাছ থেকে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যাবার পরেও আমার বাড়ীতে গিয়ে প্রিন্সের দেড় ঘণ্টারও বেশী বসে থাকার কথা। কেমন যেন মনে হোল যে ঘটনাগুলি একটা অন্যটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। চিন্তার আর আমার শেষ নেই।

প্রিন্স ভাল্কোভস্কির গাড়ী সদর দরজায় অপেক্ষা করছিল। আমরা গিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী ছেড়ে দিল।

চৌত্রিশ

টোর্গোভয় ব্রিজে পৌছতে আমাদের খুব বেশী দূর যেতে হোল না। প্রথমটা আমরা চুপচাপ ছিলাম। আমি খালি ভাবছিলাম, কিভাবে তিনি কথা বলা সুরু করবেন। আমি আঁচ করে নিলাম যে তিনি হয়তো আমাকে খুঁচিয়ে বা প্রশ্ন ক'রে বাজিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তিনি কোনোরকম আজেবাজে না বকে একেবারে সোজাসুজি আসল কথা পাড়লেন।

'একটা ব্যাপার আমার কেমন যেন বিশ্রী লাগছে, আইভান পেট্রোভিচ্' তিনি সুরু করলেন, 'সেইটা আপনাকে প্রথমে বলি, আর সে ব্যাপারে আপনার কাছে আমি উপদেশও চাই। কিছুকাল আগে আমি মনে মনে ঠিক করেছি মামলায় জিতে যে টাকাটা আমি পেয়েছি তার থেকে হাজার দশেক আমি ইচ্মেনভ্কে দিয়ে দোবো। এটা কিভাবে করা যায় ?

'কি করে এগোবেন এটা আপনি জানেন না, এ হোতে পারে না,' মনে আমার এই চিন্তাই খেলে গেল। 'আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে মস্করা করছেন, তাই না ?'

'আমি তো জানি না, প্রিন্স্,' যতটা সম্ভব সহজ হ'য়ে তাঁকে বললাম, 'অন্য যে কোনো ব্যাপারে মানে নাটাল্যা নিকোলেভ্না সম্বন্ধে যে কোনো খোঁজ-খবর দিতে আমি প্রস্তুত যা আপনার, আমার বা আমাদের দুজনেরই কোনো কাজে লাগতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমার চেয়ে অনেক বেশীই আপনি জানেন।'

'না, না, আমি অতটা জানি না, সত্যিই না। আপনি তাঁদের জানেন, আর মনে হয় নাটাল্যা নিকোলেভ্না এই বিষয়ে একাধিকবার তার মতামত জানিয়েছে, সেইগুলোই একটা সিদ্ধান্তে আসবার পক্ষে আমায় সাহায্য করবে। আপনিও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। এটা একটা খুব কঠিন সমস্যা। এর জন্যে আমি কিছুটা নতি স্বীকার করতে রাজী আছি। যে ভাবেই নিষ্পত্তি হোক, আমি তার জন্যে অনেকদূর এগিয়ে আসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বুঝেছেন কিনা ? কিন্তু কেমন করে বা কি উপায়ে

সেটা সম্ভব হতে পারে? এইটাই আমার কাছে সমস্যা। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বড় দাম্ভিক আর তেমনি গোঁয়ার। খুব সম্ভব সে আমার ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে আমাকে অপমান করবে আর হয়তো আমার মুখের ওপর টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

'মাপ করবেন আমাকে। সে টাকাটাকে আপনি কি চোখে দেখেন? আপনার নিজের ব'লে না তাঁর ব'লে?'

'মামলায় জিতেছি আমি, টাকা অবশ্যই আমার।'

'কিন্তু আপনার বিবেক কি বলে?'

'অবশ্যই সেটা আমার নিজের ব'লেই মনে করি', আমার আড়ম্বরহীন প্রশ্নের প্রতি কটাক্ষ করে উত্তর দিলেন তিনি। 'কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই মামলার সমস্ত ঘটনা আপনি জানেন না। বৃদ্ধ লোকটি যে ইচ্ছে করে আমাকে ঠকিয়েছে সে দোষ আমি দিই না, আর আমি একথাও স্বীকার করবো যে কখনই আমি তাকে দোষী করি নি। এটাকে অপমান হিসেবে সে নিজেই নিজের ঘাড়ে চাপিয়েছে। তার অবহেলার জন্যেই তাকে দোষ দেওয়া হয়, বিশ্বাস ক'রে তাকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল তার দিকে সে তেমন সজাগ দৃষ্টি রাখে নি বলেই। যে চুক্তিপত্র আমরা মেনে নিয়েছিলাম, সেই অনুযায়ী তার কোনো কোনো ভুলের জন্যে সেই দায়ী থাকতে বাধ্য। কিন্তু, তবুও বুঝে দেখুন, সেটাও আসল কথা নয়। এই বিবাদের মূলে আসল ব্যাপারটা হোল আমাদের দুজনের পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করা আর সেটাই উভয় পক্ষের মর্য্যাদায় দিলো আঘাত। ঐ তুচ্ছ দশ হাজারের ব্যাপারটা আমি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনতাম না, কিন্তু আপনি জানেন নিশ্চয়ই কিভাবে এর কি থেকে সুরু করে সমস্ত মামলাটা দাঁড়ালো। আমি স্বীকার করতে রাজী আছি যে, আমার মনটা ছিল সন্দেহপ্রবণ আর বোধ করি সেটা অন্যায়ও হয়েছে (অর্থাৎ সে সময়টায় আমি ঠিক সুবিচার করতে পারিনি), কিন্তু সেটা আমি টের পাই নি, কাজেই তার অসদ্ব্যবহারে বিরক্ত হওয়ায় এবং রেগে যাওয়াতেই সুযোগটা ছাড়তে আমার মন চায়নি আর তাই মামলাও দায়ের করলাম। আপনি বোধ হয় ভাবতে পারেন, আমার দিক থেকে ওটা ঠিক ভদ্রতার কাজ হয় নি। আমি নিজেকে সমর্থন করছি না, তবে এটা বলতে পারি যে

রাগ বা আহত মর্য্যাদার অভিমান আর ভদ্রতার অভাব এক কথা নয়, কিন্তু সেটা মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, আর আমি স্বীকার করে আবারও বলছি, ইচ্‌মেনভ্‌দের আমি মোটেই চিনতাম না, তাই তার মেয়ে আর এ্যালোশাকে ঘিরে সব গুজবকেই আমি বেশ বিশ্বাস করেছিলাম। সেই সঙ্গে এটাও বিশ্বাস হয়ে যায় যে, টাকাটা ইচ্ছে করেই চুরি করা হয়েছে...কিন্তু এ সব ছেড়ে দিলে এখন সমস্যা দাঁড়ায়, আমি কি করবো? টাকাটা আমি নাও গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু সেই সঙ্গেই যদি আমি বলি যে আমার দাবীটাই ছিল ন্যায্য, তাহোলে টাকাটা তো তাকে ফিরিয়ে দিতেই হয়, আর সেই সঙ্গে নাটাল্যা নিকোলেভনা সংক্রান্ত ব্যাপারটা যোগ দিলে এইটাই মনে হয়, সে নিশ্চয়ই আমার সামনেই টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে...'

'তাহোলে, দেখুন, আপনি নিজেই বলছেন যে তিনি টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন; অতএব আপনি তাঁকে ভালো লোক বলেই মেনে নিচ্ছেন, আর সেই কারণেই আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে টাকা তিনি চুরি করেন নি! আর তাই যদি হয়, তবে আপনি তাঁর কাছে গিয়ে সোজাসুজি বলুন না কেন যে, আপনার দাবীটাই আপনি অন্যায় ব'লে স্বীকার করছেন। এটা সম্মানজনক হবে আর মনে হয় ইচ্‌মেনভ্‌ তাঁর নিজেরই টাকা গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধে বোধ করবেন না।'

'হুঁ! তার টাকা...সেইটাই তো প্রশ্ন, আমাকে তাহোলে কি অবস্থায় ফেলছেন আপনি? তার কাছে গিয়ে বলব যে আমার দাবী আমি নিজেই বেআইনী বলে মনে করি। "যদি বেআইনীই ভেবেছিলেন তাহোলে এসব করতে গেলেন কেন?"—এটাই সকলে আমার মুখের ওপর জিগ্যেস করবে। সেটাও তো আমার প্রাপ্য নয়, কারণ দাবী আমার বেআইনী ছিল না। আমি কখনও বলিনি বা কখনও লিখেও জানাই নি যে সে আমার টাকা চুরি করেছে কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে কাজ-কারবার চালাবার মতো দায়িত্বজ্ঞান, যোগ্যতা বা সতর্ক দৃষ্টি তার নেই। সে টাকা নিঃসন্দেহে আমারই, আর নিজেই নিজেকে মিথ্যে দোষী করলে মর্য্যাদায় আঘাত লাগে। সব শেষে, আমি আবার বলছি, বৃদ্ধ লোকটি নিজেই নিজের বদনাম ঘাড়ে চাপিয়েছে, আর তার এই খেলো হওয়ার জন্যে আপনি আমাকেই মাপ চাইতে বলছেন, এ অসম্ভব।'

'আমার মনে হয়, দুজনের বন্ধুত্ব যদি আবার ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহোলে...'

'আপনার মনে হয় এটা সোজা?'

'হ্যাঁ।'

'না, সেটা সব সময় অতটা সহজ হয় না, বিশেষ করে ·'

'বিশেষ করে অন্য ব্যাপারও যদি এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। হ্যাঁ, এখানে আপনার সঙ্গে আমি এক মত, প্রিন্স। নাটাল্যা নিকোলেভ্না আর আপনার ছেলের ব্যাপারটা আপনাকেই মিটিয়ে ফেলতে হবে। যে বিষয়গুলো আপনারই ওপর নির্ভর করছে তার সবই এমনভাবে মেটাতে হবে যাতে সেটা ইচ্‌মেনভ্ পরিবারের পক্ষে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয়। তাহোলেই শুধু মামলা সম্পর্কীয় ব্যাপারেও ইচ্‌মেনভ্ পরিবারের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করার আন্তরিকতার পরিচয় দেবেন আপনি। এখন পর্য্যন্ত যখন কিছুই ঠিক হয় নি, তখন একটা পথই আপনার সামনে খোলা আছে: আপনার দাবীর অন্যায়টুকু মেনে নেওয়া, আর খোলাখুলিভাবেই বা দরকার হোলে এমনকি জনসমক্ষেই সেটা মেনে নেওয়া—এই আমার অভিমত। আমি একথা অকপটেই বলছি, কারণ আপনি নিজেই আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। আর মনে হয় আপনার সঙ্গে রেখে-ঢেকে কথা বলি, এটা আপনি চান না। এই ভরসাতেই জিগ্যেস করতে পারি, ইচ্‌মেনভ্‌কে টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে কেন আপনি এত মাথা ঘামাচ্ছেন? আপনি যদি ভেবেই থাকেন, আপনার দাবীটাই ঠিক, তবে টাকাটা ফিরিয়েই বা দেবেন কেন? আমার এই কৌতূহলের জন্যে মাপ করবেন, কিন্তু এর সঙ্গে অন্য ঘটনাগুলোরও বেশ যেন যোগাযোগ রয়েছে।'

'তাহ'লে আপনার কি মনে হয়?' হঠাৎ তিনি জিগ্যেস করেন যেন তিনি আমার প্রশ্নটি শোনেন নি। 'আপনি ঠিক জানেন বুড়ো ইচ্‌মেনভ্ ঐ দশ হাজার প্রত্যাখ্যান করবে, যদি সব কথা খুলে বলে তাঁর হাতে এটা দেওয়া হয়...আর· বেশ মিষ্টি কথায়?'

'তাহ'লেও তিনি এটা ফিরিয়ে দেবেন।'

সমস্ত শরীর আমার জ্বলে গেল, রাগে কাঁপতে থাকি। সন্দিগ্ধ চিত্তের উদ্ধত প্রশ্নটি আমায় উত্তেজিত করে, যেন তিনি আমার মুখের ওপরে থুথু ফেললেন। আর এক কারণেও আমার রাগ চ'ড়ে গেল: আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এবং সেটা খেয়াল না করার ভান করে তিনি রুক্ষভাবে এবং

বড়লোকী চালে আমার প্রশ্নে বাধা দিলেন অন্য প্রশ্ন ক'রে—বোধ হয় এইটাই আমাকে বোঝাবার জন্যে যে, আমি তাঁকে এতটা আপনার করে নিয়ে ঐ রকম প্রশ্ন করার স্পর্দ্ধায় খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। ঐ রকম অভিজাত আদব-কায়দা আমি ঘৃণা করতাম, মনে প্রাণে ঘৃণা করতাম, আর এ্যালোশাকে এই আদবকায়দামুক্ত করতে এর আগে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

'হুঁ। আপনি সহজে বড় উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, এবং আপনি যা ভাবেন বাস্তব-জীবনে তা ঘটে না।' আমার বিস্ময়ের ভাব ধীরভাবে লক্ষ্য করে প্রিন্স বললেন। 'কিন্তু আমার মনে হয় এ প্রশ্নের মীমাংসার ব্যাপারে নাটাল্যা নিকোলেভ্‌না কিছু করতে পারে, আপনি তাকে বলুন যদি সে কিছু পরামর্শ দিতে পারে।'

'একটুও না,' আমি রুক্ষভাবে জবাব দিলাম, 'আমি আপনাকে এইমাত্র যা বলছিলাম তা শোনা আপনি দরকারই মনে করলেন না, উপরন্তু আমাকে বাধা দিলেন। আপনি যেমন বললেন, সেই ভাবে যদি না অকপটে এবং বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টাকাটা ফেরৎ দেন তাহলে নাটাল্যা নিকোলেভ্‌না বুঝবে যে মেয়েকে হারাণোর দরুণ বাপকে মূল্য দিচ্ছেন আর এ্যালোশাকে না পাওয়ার জন্য তাকে দাম ধরে দিচ্ছেন—বা এক কথায় বলতে গেলে অর্থ দিয়ে ক্ষতিপূরণ করছেন।'

'হুঁ। এইভাবেই আপনি আমায় বুঝলেন, চমৎকার, আইভান পেট্রোভিচ্‌,' প্রিন্স্‌ হাসলেন। তাঁর এ হাসি কেন?

'আর ইতিমধ্যে,' তিনি বলে চলেন, 'এ রকম আরও, আরও অনেক বিষয় আছে যা নিয়ে আমাদের দু'জনের আলোচনা করা দরকার। কিন্তু এখন আর সময় নেই। একটা জিনিষ বুঝে দেখার জন্যে আপনাকে অনুরোধ জানাই: নাটাল্যা নিকোলেভ্‌না আর তার সমস্ত ভবিষ্যৎ এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আর এ সমস্তই নির্ভর করছে, কতকটা আমরা যা ঠিক করবো তার ওপর। এ ব্যাপারে আপনাকে না হলে চলবে না, সেটা আপনি নিজেই ভেবে দেখুন। নাটাল্যা নিকোলেভ্‌নার ওপর আপনার যদি এখনও মায়া থাকে তবে আমার সঙ্গে সোজাসুজি কথাবার্ত্তা বলায় আপনি নারাজ হতে পারেন না, তা সে আমার প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি থাক বা না থাক। কিন্তু এই যে আমরা এসে গেছি...আসুন।

পঁয়ত্রিশ

কাউণ্টেস থাকতেন অত্যন্ত অভিজাত প্রথায়। ঘরগুলি রুচিসম্পন্ন ও আরামদায়কভাবে সজ্জিত হোলেও মোটেই আড়ম্বরপূর্ণ নয়। সবকিছুর মধ্যেই যেন একটা অস্থায়ী বাসাড়েভাবের বিশেষ লক্ষণ পরিস্ফুট, সমৃদ্ধিশালীর স্থায়ী বাসগৃহে যে আভিজাত্য ও খেয়ালের আভাষ পাওয়া যায় তেমন নয়। শোনা যায়, কাউণ্টেস নাকি আগামী গ্রীষ্মে সিমবার্স্ক জেলায় তাঁর ধ্বংস ও বন্ধকপ্রাপ্ত জমিদারীতে যাচ্ছেন এবং প্রিন্স তাঁর সহগমন করছেন। ইতিপূর্ব্বেই আমি একথা শুনেছি এবং ভেবেছি, কাউণ্টেসের সঙ্গে ক্যাটাবিনা চলে গেলে এ্যালোশা না জানি কি করবে। নাটাশাকে এখনও কিছু বলিনি। ভয় হয় বলতে। তবে, ভাব দেখে মনে হয়, ও যেন এ গুজব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু ও নীরব, গোপনে বেদনা বহন ক'রে চলেছে।

কাউণ্টেস আমায় যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা জানালেন, আন্তরিকভাবে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং জানালেন যে তিনি বহুদিন থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে আছেন। নিজে হাতে রুপোর সামোভার থেকে চা ক'রে দিলেন। চায়ের টেবিল কেন্দ্র ক'রে আমরা সবাই বসলাম—প্রিন্স, আমি এবং আর একটি ভদ্রলোক—বয়স্ক ও অত্যন্ত অভিজাত, বুকে একটি তারকাচিহ্নিত, চালচলনে কেমন যেন একটা কাঠিন্য ও কূটনৈতিক ভাব। এই অভ্যাগত ভদ্রলোককে যথেষ্ট সম্মানের পাত্র বলে মনে হোল। বিদেশ থেকে ফিরে কাউণ্টেস পিটার্সবুর্গে তাঁর পরিচিতের পরিধিকে ব্যাপক ক'রে তোলার এবং আশানুরূপ নিজের সামাজিক মর্য্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার সময় ক'রে উঠতে পারেন নি। এই ভদ্রলোক ছাড়া তাঁর আর কেউ পরিচিত নেই এবং সেদিন সারা সন্ধ্যায় আর কেউ আসেনও নি। ক্যাটারিনা ফিয়োডোরোভ্নার খোঁজ ক'রলাম। সে ছিল পাশের ঘরে এ্যালোশার সঙ্গে। আমরা এসেছি শুনে তৎক্ষণাৎ এলো। প্রিন্স সবিনয়ে তার হাতে চুম্বন ক'রলেন এবং কাউণ্টেস তাকে আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্স আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম অধীর অভিনিবেশে।

ক্যাটারিনা লম্বা নয়, কোমল সুশ্রী গড়ন, পরিধানে শুভ্র পোষাক, মুখমণ্ডলে মাধুর্য্য ও প্রশান্তির ভাব, চোখ দু'টি গভীর নীল। ঠিক যেমনটি এ্যালোশা বলেছিল। মোটকথা তার রূপ আছে, যৌবনের লাবনী, এই মাত্র। ভেবেছিলাম হয় তো বা সৌন্দর্য্যের কোন সার্থক প্রতিমাকে দেখবো, কিন্তু তা' নয়, ক্যাটারিনাকে ঠিক সুন্দরী বলা চলে না তার মুখের সুষ্ঠু আদল, সুসমঞ্জস গঠন, ঘন সুন্দর চুল, তার সহজ ও স্বাভাবিক কেশ বিন্যাস, মুখের শান্ত ও কোমল ভাব,—এসবই হয়তো আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতো যদি তাকে আমি দেখতাম আর কোথাও। তবে এ শুধু আমার প্রথম অনুভূতি, এর পরে অবশ্য যতক্ষণ ছিলাম আরও খুঁটিয়ে তাকে বিচার করার সুযোগ পেলাম। যেভাবে সে আমার করমর্দ্দন ক'রলে, যেভাবে নীরবে আমার দিকে চেয়ে রইলো অকপট আগ্রহে,—আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম, থাকতে পারলাম না তাকে সহাস্য অভিবাদন না জানিয়ে। সেই মুহূর্ত্তেই পরিষ্কার মনে হোল আমি এমন একটি নারীর সামনে উপস্থিত যার অন্তঃকরণ একান্ত পবিত্র। কাউণ্টেস তাকে লক্ষ্য করছিলেন। আমার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে ক্যাটারিনা যেন একটু তাড়াতাড়ি চ'লে গেল ঘরের ওদিকটায় এবং এ্যালোশার কাছে গিয়ে বসলো। আমাকে দেখে এ্যালোশা ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললে—'এই মিনিটখানেক হোল এখানে এসেছি। এক্ষুণি ওখানে যাচ্ছি।'

'কূটনীতিক ভদ্রলোক', তাঁর নাম জানিনা তাই শুধু নামের খাতিরেই তাঁকে 'কূটনীতিক' বলে অভিহিত করলাম—ধীরে সুস্থে গম্ভীরভাবে কোন মতবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলেন। কাউণ্টেস গভীর মনোযোগে শুনছিলেন এবং প্রিন্স তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন তোষামোদের হাসি হেসে। প্রিন্সকে একজন সমঝদার শ্রোতা ভেবে বক্তাও খুব সোৎসাহে বলে চলেছেন। তবে যথেষ্ট ধন্যবাদ, যে ওঁরা আমায় ওর মধ্যে টানেননি। চা খাইয়েই আমায় রেহাই দিয়েছেন। বক্তৃতার অবসরে আমি লক্ষ্য করছিলাম কাউণ্টেসকে। প্রথম দর্শনেই তিনি আমার রীতিমত আকৃষ্ট করেছিলেন। হয়তো এখন আর তাঁর যৌবন নেই, তবুও তাঁকে আমার আঠাশ বছরের বেশী বলে মনে হোল না। আজও তাঁর মুখে রয়েছে সজীবতার আভাষ, নিশ্চয়ই প্রথম যৌবনে খুব সুন্দরী

ছিলেন। এখনও তাঁর কেশ বেশ ঘন রয়েছে, মুখে মায়াময় কোমলতা থাকা সত্ত্বেও একটা চাপল্য ও অনিষ্টকর পরিহাসপরায়ণতার ছাপ আছে। তবে সে ভাবটি এখন সংযত ক'রে রেখেছেন। চোখে বুদ্ধির দীপ্তিও আছে, তবে তার চেয়েও সংস্বভাব ও শান্তভাবই যেন বেশী পরিস্ফুট। মনে হয়, তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল লঘুতা, ভোগবিলাসের অত্যুগ্র কামনা এবং আত্মাভিমান, হয়তো আত্মাভিমানেরই আধিক্য। সম্পূর্ণভাবে তিনি প্রিন্সের দ্বারাই পরিচালিত হন। তাঁর ওপর প্রিন্সের প্রভাব অসাধারণ। আমি জানতাম, ওঁদের মধ্যে গোপন প্রণয় ছিল। এও শুনেছিলাম যে বিদেশে থাকাকালীন প্রিন্স তাঁর প্রণয়ী ছাড়া আর সবই ছিলেন। তবে বরাবরই আমার ধারণা, এখনও তাই ভাবি, পূর্ব্বের সম্বন্ধ ছাড়াও ওঁদের মধ্যে আরও যেন কিছু একটা আছে, যেন একটা রহস্যময় বন্ধনে দু'জনে আবদ্ধ, পারস্পরিক স্বার্থের বাধ্যবাধকতায় বিজড়িত·· আসলে নিশ্চয়ই ওই ধরণের কিছু একটা আছে। নইলে কাউন্টেসের প্রতি প্রিন্সের মোহ কাটলেও তাঁদের সম্পর্ক অটুট থাকে কি ক'রে। হয়তো তা' শিথিল হয়নি বিশেষ ক'রে ক্যাটারিনা সংক্রান্ত অভিসন্ধির জন্যে এবং এ বিষয়ে প্রিন্সই অগ্রণী। কাউন্টেসকে রাজী করিয়ে তাঁর সৎমেয়ের সঙ্গে এ্যালোশার বিয়ে দিয়ে প্রিন্স চান এড়িয়ে যেতে কাউন্টেসের সঙ্গে তাঁর নিজের বিয়েটা, যার জন্যে কাউন্টেস তাঁকে পেড়াপীড়ি করেন। এ্যালোশার কথাবার্ত্তা থেকে আমি অন্ততঃ এইটাই বুঝেছি। এও বুঝেছি যে, প্রিন্স কাউন্টেসকে পরিচালিত ক'রলেও তাঁকে তিনি কোন কারণে ভয়ও করেন। এমনকি এ্যালোশাও এটা লক্ষ্য করেছে। পরে শুনেছি প্রিন্সের খুব ইচ্ছা কাউন্টেসকে অন্য কারও সঙ্গে বিবাহ দেন এবং কিছুটা এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁকে সিমবাস্কে পাঠাচ্ছেন, আশা আছে হয়তো সেখানে কোন যোগ্য পাত্র খুঁজে দিতে পারবেন।

তখনও চুপচাপ ব'সে ওঁদের আলোচনা শুনছি, আর ভাবছি কিভাবে চট্ ক'রে ক্যাটারিনার সঙ্গে একটু নিভৃতে আলাপটা সেরে নেওয়া যায়। কূটনীতির ভদ্রলোকটি কাউন্টেসের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। প্রশ্নের বিষয় হচ্ছে, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নবপ্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কার এবং এই সংস্কারে ভয়ের কিছু আছে কিনা। ভদ্রলোক সবিস্তারে বিশেষজ্ঞের মত বলে যাচ্ছিলেন। নিজের মত তিনি সুকৌশলে ও সঙ্গোপনে প্রচার

করছিলেন, তবে মতবাদটি ঘৃণিত। তাঁর বক্তব্য হোল : সংস্কারের কিছু একটা ফল শীগ্‌গিরই দেখা দেবে, আর তাই দেখে 'ওদের চৈতন্যোদয় হবে,' এবং শুধু যে সমাজ (অর্থাৎ সমাজের বিশেষ একটা অংশ) থেকে এই সংস্কারের ভূতই পালাবে তাই নয়, অভিজ্ঞতা থেকে ওরা ওদের ভুলও বুঝতে পারবে আর তারপর আবার সেই 'পুনর্মূষিকো ভব', আবার সবদ্বিগুণ উৎসাহে সুড়্‌সুড়্‌ ক'রে ফিরে যাবে পুরনো প্রথায়। ওদের এ অভিজ্ঞতা মধুর না হোলেও হিতকর হবে, বুঝবে যে প্রাচীন আইন-কানুনই মঙ্গলকর। এ চাঞ্চল্য দু'দিনের বই তো নয়! 'আমরা ছাড়া ওরা বাঁচতে পারেনা,' এই বলে ভদ্রলোক তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন,—'কোন সমাজই আজ পর্য্যন্ত দাঁড়াতে পারে নি আমাদের বাদ দিয়ে। এতে আমরা কিছু হারাবো না, বরং আমাদেরই জয় হবে। সমাজের নেতৃত্ব আমাদের হাতে আরও দৃঢ় হ'য়ে থাকবে।'

প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি একটা হীন হাসি হেসে তাঁর সমর্থন জানালেন। আত্মতৃপ্তিতে বক্তা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বেকুবের মত প্রতিবাদের স্পৃহা জেগে উঠলো আমার মনে। আমি তখন রাগে ফুটছিলাম। কিন্তু হঠাৎ সংযম ফিরে পেলাম প্রিন্সের কুটিল কটাক্ষ লক্ষ্য ক'রে। আড়চোখে তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন তিনি আমার তীব্র প্রতিবাদ প্রত্যাশা করেন। ভেবেছিলেন, আমার মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকে তিনি কিছু তামাসা উপভোগ ক'রবেন। কিন্তু প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। বেশ বুঝলাম কূটনীতিক ভদ্রলোকটি যুক্তি তো শুনবেনই না, এমনকি আমাকেও পর্য্যন্ত উপেক্ষা করবেন। ওঁদের সঙ্গে আর বেশীক্ষণ বসে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠলো। ঠিক এমনি সময় এ্যালোশা আমায় বাঁচালো।

ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বললে যে, আমার সঙ্গে তার কথা আছে। অনুমান করলাম, ক্যাটারিনার আদেশেই সে হয়তো আমায় ডাকছে। ঠিক তাই। আমাকে সে ক্যাটারিনার পাশে নিয়ে গিয়ে বসালে। প্রথমটা ক্যাটারিনা আমার দিকে অপলকে চেয়ে রইলো, কারও মুখে কোন কথা নেই। তবু কিন্তু আমার ধারণা হোল, একবার যদি ও সুরু করে তাহোলে সারারাত ও কথা কয়ে যাবে। মনে পড়লো এ্যালোশা একদিন ওর পাঁচ-ছ'ঘণ্টার আলাপের কথা বলেছিল। এ্যালোশা আমাদের কাছে বসে রইলো আলাপ সুরু হবার অধীর অপেক্ষায়।

'কিছু বলছো না কেন তোমরা?' এ্যালোশা বললে হাসতে হাসতে আমাদের দিকে চেয়ে। 'পাশাপাশি বসে রয়েছো অথচ নীরব!'

'আঃ এ্যালোশা!...এক্ষুনি আমরা আলাপ সুরু করছি,' জবাব দিলে ক্যাটারিনা। 'এত কথা আমাদের বলবার আছে আইভান পেট্রোভিচ্ যে ভেবে পাচ্ছি না কোত্থেকে সুরু করবো। বড় দেরীতে আলাপ হোল আমাদের, আরও আরও অনেক আগে হওয়া উচিত ছিল। তবে আপনি কিন্তু আমার বহুযুগের পরিচিত মানুষ,—কতই না উন্মুখ হয়ে ছিলাম আপনাকে দেখবার জন্যে! এমনকি আপনাকে চিঠি লিখবো বলেও ভাবছিলাম·· '

'কিসের জন্যে?' প্রশ্ন করলাম, অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে।

'প্রয়োজনের কি আর শেষ আছে!' ও জবাব দিলে সাগ্রহে। 'ধরুন না হয় জানতে চাইলাম—এ্যালোশা যে আমায় বলছে সে চ'লে গেলে ন্যাটাল্যা নিকোলেভ্না মনে কিছু ক'রবেন না, তা' সত্যি কিনা। ওর মত স্বভাবের মানুষ কি আর আছে? আচ্ছা এ্যালোশা, তুমি যে এখনও এখানে রয়েছো?'

'বাবে! আমি তো এক্ষুনি চ'লে যাচ্ছি! তোমবা কিভাবে আলাপ কর না কর তাই এক মিনিট দেখ্তে এসেছিলাম,—এইবার নাটাশার কাছে রওনা দেবো।'

'বেশ, ছাখো আমাদের—এই যে আমরা দু'জনে পাশাপাশি ব'সে আছি—দেখেছো? জানেন আইভান পেট্রোভিচ্ সব সময়ই ও এই রকম,' বললে ক্যাটারিনা ঈষৎ রাঙা হ'য়ে, এ্যালোশাব দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে। 'যখনই আসে বলে এক মিনিট, এক মিনিট আর ওর ফুরোয় না। এক মিনিট বসে, থেকে যাবে মাঝরাত্তির অবধি, তারপর আর ওখানে যাবার সময় পায় না। ব'ললেই বলে—নাটাশা কিছু মনে ক'রবে না। আচ্ছা আপনিই বলুনতো—এটা কি ওর ঠিক? ন্যাটাল্যা নিকোলেভ্নার ওপর অবিচার করা হয় না?'

'বেশ, তুমি যদি বলতো যাই,' এ্যালোশা বললে বিমর্ষভাবে। 'তবে ভারী ইচ্ছে ক'রছে তোমাদের কাছে থাকতে......'

'আমাদের সঙ্গে তোমার কি দরকার? তাছাড়া, আমাদের আলোচনাটা একটু নিভৃতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লক্ষ্মীটি শোন, রাগ ক'রোনা! জেনো এটা একান্ত প্রয়োজন—'

'প্রয়োজন যদি হয়, এক্ষুনি চ'লে যাচ্ছি—এতে রাগ করবার কি আছে?

একবার শুধু মিনিটখানেকের জন্যে লেভিস্কার সঙ্গে দেখা ক'রবো, তারপর সোজা ওর কাছে।' এই ব'লে যাবার জন্যে টুপিটা তুলে নিয়ে আমাকে জানালে,—'জানো আইভান পেট্রোভিচ্, নিকোলাইয়ের সঙ্গে মামলায় বাবা যে টাকা জিতেছেন তা' তিনি নিতে চান না?'

'আমি জানি, তিনি আমায় বলেছেন।'

'ভাবো একবার বাবা কত দয়ালু! ক্যাটারিনা কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করেনা বাবার দয়া আছে। ওকে বোঝাও তো। বিদায় ক্যাটারিনা! দোহাই তোমার, সন্দেহ ক'রোনা যে নাটাশাকে ভালোবাসি। আচ্ছা, কেন তোমরা দু'জনে এই ভাবে আমায় বেঁধে রাখো, বকুনী দাও, আমার ওপর সর্দ্দারী করো, যেন আমাকে আগলে রাখা দরকার। ও জানে আমি ওকে কত ভালোবাসি, আমার সম্বন্ধে ও নিশ্চিন্ত, আমিও ওর সম্বন্ধে তাই। আমি ওকে ভালোবাসি, এর মধ্যে আর কিছু নেই, কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আর এ নিয়ে আমায় দোষী ক'রে কারও কিছু বলবার অধিকার নেই। এইতো আইভান পেট্রোভিচ রয়েছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করোনা কেন, আমি যা বলেছি ঠিক কিনা। নাটাশার ঈর্ষা আছে, আর আমাকে খুব ভালোবাসলেও ওর প্রেমের মধ্যে আছে দম্ভ, কেননা আমার জন্যে কোনদিনই ও কোন ত্যাগ স্বীকার করবে না।'

'তার মানে?' বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে প'ড়লো। কিছুতেই আমার কানকে যেন বিশ্বাস ক'রতে পারছিলাম না।

'কি তুমি বলছো এ্যালোশা?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো ক্যাটারিনা।

'কেন, এতে অবাক হবার কি আছে? আইভান পেট্রোভিচ্ সব জানে। সব সময়ই ও চায় যে আমি ওর কাছে থাকি। এর জন্যে যে খুব জেদাজেদি করে তা' নয়, তবে মনে হয় তাই ও চায়।'

'তোমার লজ্জা হয় না? বলতে লজ্জা করছে না?' বললে ক্যাটারিনা রাগে লাল হয়ে।

'লজ্জার কি আছে? কি অদ্ভুত মেয়ে তুমি ক্যাটারিনা! ও যা ভাবে তার চেয়েও বেশী ওকে আমি ভালোবাসি, আর সত্যিই যদি ও আমার মত ভালোবাসে তাহোলে আমার জন্যে ওর সুখ বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত। অবিশ্যি এটা ঠিক যে ও নিজেই আমায় ছেড়ে দেয়, তবু ওর মুখ দেখে মনে হয় যেন

তা' ও চায় না, অর্থাৎ ব্যাপারটা শেষটায় সেই না ছেড়ে দেওয়ার সামিল হয়েই দাঁড়ায়।'

'নিশ্চয়ই এর পেছনে কিছু আছে,' ক্যাটারিনা আমায় বললে, আমার দিকে তার বোধদীপ্ত চোখ দু'টি তুলে 'স্বীকার করো, বলো এ্যালোশা এসব তোমার বাবা তোমার মাথায় ঢুকিয়েছেন কিনা? আজই তিনি এ কথা বলছিলেন, বলেননি? দয়া ক'রে আর আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা কো'রোনা, সব আমি ধ'রে ফেলবো। বলো, সত্যি কিনা?'

'হ্যাঁ, বাবা বলেছেন,' ঘ'বড়ে গিয়ে এ্যালোশা বলে ফেললে, 'তাতে কি? কত স্নেহ আর বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে আজ তিনি আলোচনা ক'রলেন, কত ওর প্রশংসা করলেন। আমি তো অবাক। অত অপমান করার পরও বাবা কিনা ওকে ভালো বললেন!'

'আর তুমি? তুমিও তাই বিশ্বাস করলে?' না বলে থাকতে পারলাম না। 'যে তোমার জন্যে ও সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আসতে পারলো! আর আজও অবধি ওর সব ভাবনা শুধু তোমারই জন্যে, কিসে তোমার মন ভালো থাকে, কিসে ক্যাটারিনার সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের বিঘ্ন না ঘটে—এই ওর লক্ষ্য। আজ নিজে ও সে কথা আমায় বলেছে। আর তুমি কিনা সব ভুলে গেলে ওই মিথ্যা প্রবোচনায়। লজ্জা করে না তোমার?'

'অকৃতজ্ঞ পুরুষ। লজ্জা ব'লে তোমার কিছু নেই,' এই ব'লে ক্যাটারিনা হাতের এমন একটা ভঙ্গী ক'রলে যেন এ্যালোশার সম্বন্ধে ও সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছে, ভালো হওয়ার তার কোন আর আশা নেই।

'কিন্তু সত্যি, এ কি তুমি বলছো।' এ্যালোশা সুরু করলে বিলাপের সুরে। 'চিরদিনই তুমি এমনি আমায় শুনিয়ে থাকো ক্যাটারিনা! তুমি আমায় খারাপ বলে সন্দেহ করো...আমি কিছু মনে করি না, আইভান পেট্রোভিচ্! তুমি মনে করো নাটাশাকে আমি ভালোবাসি না। ওর প্রেমকে স্বার্থপর বলেছি বলে—এটা যেন ভেবে নিও না। আমি শুধু বলতে চেয়েছি ও আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে, তাই কোন মাত্রাজ্ঞান থাকে না, ফলে এর জন্যে আমিও দুঃখ পাই। সেও পায়। বাবা আমায় কখনও এ নিয়ে কুমতলব দিতে আসেন নি, যদিও চেষ্টা করেছেন। তবে, আমি তার সুযোগ দিই নি। তিনি অবশ্য ওকে স্বার্থপর বলেছেন, তবে কোন খারাপ ভাবে নয়। আমি তা' বুঝি। এই মাত্তর

যা বললাম তিনিই ঠিক তাই বলেছেন। বলেছেন ও আমায় এত বেশী ভালোবাসে যে তা' স্বার্থপরতারই নামান্তর। এর দরুন আমিও আঘাত পাই, সেও পায়, তবে ভবিষ্যতে আমাকে আরও বেশী দুঃখ পেতে হবে। তিনি খাঁটি কথা বলেছেন, বলেছেন আমারই মঙ্গল কামনা করে স্নেহের খাতিরে, নাটাশাকে হেয় করার জন্যে নয়। এতে ওকে অপমান করার প্রশ্ন ওঠে না, বরং উল্টো, তিনি বুঝেছেন ওর অসীম কল্পনাতীত প্রেমের শক্তি...'

কিন্তু ক্যাটারিনা তাকে বাধা দেয়, শেষ ক'রতে দেয় না। রীতিমত তিরস্কার ক'রতে সুরু করে এই ব'লে যে প্রিন্স নাটাশাকে ভালো বলেছেন শুধু এ্যালোশা'কে তাঁর উদারতা দেখিয়ে প্রতারণা করবার জন্যে, ওদের প্রেমকে ধ্বংস করে অলক্ষ্যে এ্যালোশার মনে নাটাশার প্রতি বিরূপতা সঞ্চার করবার জন্যে। যুক্তি দেখিয়ে বলে যে নাটাশাই এ্যালোশাকে ভালোবাসে, কোন প্রেমই এ প্রত্যাখ্যান সহ্য করে না, আসলে এ্যালোশা নিজেই স্বার্থপর। ধীরে ধীরে ক্যাটারিনা আঘাত ক'রে এ্যালোশার মনে অনুশোচনা জাগিয়ে তোলে। এ্যালোশা ব'সে থাকে আমাদের পাশে, সম্পূর্ণ আশাহত জীর্ণ মন নিয়ে, মাথা নীচু ক'রে, জবাব দেবার চেষ্টা করে না।

ক্যাটারিনা কিন্তু বলে চলে নির্দ্দয়ের মত। সাগ্রহে আমি চেয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। এই অদ্ভুত মেয়েটিকে জানার কৌতূহল আমার অসীম। ক্যাটারিনা যেন এক শিশু, তবে সে এক অদ্ভুত শিশু, মনে যার আছে দৃঢ়তা, আদর্শে যার অবিচল আস্থা, ন্যায় সত্যের প্রতি যার আন্তরিক ভক্তি। মনে হয় ও বেশ চিন্তাশীলা, বহু বিষয়ের অনুশীলন করেছে। শিশুসুলভ কল্পনার সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ভাবধারার এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হোয়েছে ওর মধ্যে। সেইসঙ্গে মননশীল সাহিত্য পাঠের ফলে অনেক নতুন মতবাদও জড়িয়ে পড়েছে ওর ধারণার গণ্ডীর মাঝে। সেদিন সন্ধ্যায় এবং তার পরেও ওকে বিশ্লেষণ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম, এবং আমার বিশ্বাস ওকে বেশ খুঁটিয়েই বিচার করতে পেরেছি। ওর মন অত্যন্ত সুগ্রাহী আর অনুরাগী। অনেক ক্ষেত্রে ও যেন আত্মসংযমকে বরদাস্ত করে না, সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দেয় অকপট মনের উদার মুক্তিকে। ওর মতে জীবনকে প্রতি পদে শৃঙ্খলিত করা মানুষের একটা নিষ্ঠুর সংস্কার। আর এই মতবাদের জন্যে ও মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করে। ঠিক এই কারণেই বোধ হয়, ওকে এত মনোরম লাগে।

সত্যানুরাগী মন ওর নিয়ত লিপ্ত থাকে জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে, তবুও অহমিকা নেই ওর এতটুকুও। অহঙ্কার দূরে থাক, ওর এই প্রাণপ্রাচুর্য্যের সান্নিধ্যে এসে কোন মানুষই ওর মৌলিকতাকে না ভালোবেসে পারে না, পারেনা না গ্রহণ ক'রে জীবন সম্পর্কে ওর এই সংস্কারবিহীন মনোভাবকে। মনে প'ড়ে যায় লেভিঙ্কা আর বোরিস্কাকে, বুঝতে অসুবিধা হয়না যে এর পেছনে রয়েছে একটা স্বাভাবিক নিয়মের বিন্যাস। বলতে কি প্রথম দর্শনে ওকে একটুও অসাধারণ বলে মনে হয়নি, কিন্তু যতই দেখি ততই যেন ও আমায় আরও বেশী ক'রে আকৃষ্ট করতে থাকে। ওর মধ্যে শিশু ও নারীর এই যে সরল সমন্বয়, এই যে ওর সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অকপট অনুরাগ, অকুণ্ঠ আস্থা নিজের মনোভাবের ওপর—এ সবই যেন ওকে এক স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত ক'রেছে। তবে এ সৌন্দর্য্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য সাধারণ মানুষের সংবেদনাহীন চোখে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনা। বুঝলাম, এ্যালোশা ওর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি। যে মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তি নেই, যার নেই বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা তার পক্ষে অপরকে আশ্রয় করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। তার চাই এমন একজন যে ভাবতে পারে তার হ'য়ে। ক্যাটাবিনা তাই ইতিমধ্যেই ওর পক্ষপুটে এ্যালোশাকে স্থান দিয়েছে। এ্যালোশাও আত্মসমর্পণ করেছে; বিনা বাধায় বিলিয়ে দিয়েছে নিজেকে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান, তারই জন্যে। এ্যালোশার ব্যক্তিত্ব নেই, তাই তার প্রয়োজন এমন একজন সঙ্গীর যে তাকে চালাতে পারবে। অনেকটা এই কারণেই প্রথম দিকে নাটাশা তাকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল। কিন্তু এ দিক থেকে নাটাশার চেয়ে ক্যাটারিনার সুবিধাই বেশী, কারণ আজও সে নিজে শিশুর মত, আর মনে হয় হয়তো আজীবন সে তাই থাকবেও। ওর এই ছেলেমানুষী, এই বুদ্ধির দীপ্তি এবং সেইসঙ্গে একটা যেন বিচারবিহীন চাপল্য—সব মিলে ওকে এ্যালোশার আরও নিকট ক'রে তোলে। এ্যালোশা এটা অনুভব করে, আর তাই ক্যাটারিনা যেন আরও বেশী ক'রে তাকে আকর্ষণ করে। আমার মনে হয় ওরা যখন দু'টিতে মিলে ওদের আদর্শ আর 'মতবাদ প্রচার' নিয়ে আলোচনা করে তখন দু'জনে প্রায়ই হয়তো ডুবে যায় ছেলেমানুষীর তুচ্ছতার মধ্যে। এইখানেই ওদের মিল, এই কারণেই এ্যালোশা নাটাশার চেয়ে ওর কাছে নিজেকে বেশী ক'রে আপন বলে ভাবতে পারে।

'থামো, থামো ক্যাটারিনা, ঢের হয়েছে। তুমি যা বল সবই ঠিক, আর আমিই সব সময় দোষী। হয়তো তোমার মন আমার চেয়ে পরিষ্কার বলে,' বললে এ্যালোশা উঠে পড়ে, বিদায় জানাবার জন্যে হাতখানা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে। 'সোজা ওর কাছে যাচ্ছি, লেভিস্কার সঙ্গে আর দেখা করবো না......'

'লেভিস্কার ওখানে তোমার কিছু করার নেই। এখন যাও তো। দেখছি আজকাল আমার কথা শুনছো, বেশ লক্ষী হয়েছো তো—'

'আর তুমি, হাজার হাজার গুণে লক্ষী, যে কোন মেয়ের চেয়ে,' এ্যালোশা জবাব দিলে। 'আইভান পেট্রোভিচ্, তোমার সঙ্গে দু'টো কথা আছে।'

আমরা দু'জনে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম।

'আজ আমি বেহায়ার মত ভারী অন্যায় আচরণ ক'রেছি,' ব'ললে এ্যালোশা আমার কাছে চুপিচুপি। 'পৃথিবীর সকলের কাছেই আমি অপরাধী, বিশেষ ক'রে এদের দু'জনের কাছে আমার অপরাধ আরও বেশী। আজ খাওয়া-দাওয়ার পর বাবা আলাপ করিয়ে দিলেন মাদাম অ্যালেক্জান্দ্রিনের সঙ্গে,—জনৈকা ফরাসী তরুণী, মেয়েটি যেন যাদু জানে। আমি ·· আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললাম · কিন্তু ব'লে আর লাভ কি · আমি ওদের অযোগ্য. বিদায়, আইভান পেট্রোভিচ্!'

'ওর মনটি বড় ভালো,' ক্যাটারিনা সুরু ক'রলে, ফিরে এসে আবার যখন ওর পাশে বসলাম। 'থাক্, পরে ওর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা যাবে। প্রথমে আমাদের একটু বোঝাপড়া হওয়া দরকার। আচ্ছা, প্রিন্সের সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?'

'উনি ভয়ঙ্কর মানুষ—'

'আমারও তাই মনে হয়। তাহোলে এ বিষয়ে আমরা একমত, অতএব আমাদের বিচারই ভালো হবে। আচ্ছা, এবার নাটাল্যা নিকোলেভ্নার দেখুন আইভান পেট্রোভিচ্, এ সম্বন্ধে আজও আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। আশা করি আপনি আমায় কিছু আসল খবর দিতে পারবেন, কারণ এ্যালোশার কথা থেকে যা যা বুঝেছি তা' আমার অনুমান মাত্র। এমন কেউ নেই যার কাছ থেকে সত্যটুকু জানতে পারি। প্রথমতঃ আমায় বলুন, আপনার মতে, এ্যালোশা আর নাটাশার মিলন হোলে ওরা কি সুখী হবে?

এটি আমার সবচেয়ে আগে জানা প্রয়োজন, যাতে কর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্যে নিজের মনকে প্রস্তুত করে নিতে পারি।'

'নিশ্চয় ক'রে একথা কি বলা সম্ভব?'

'জানি, তা' সম্ভব নয়। তবে শুনতে চেয়েছিলাম আপনার মতামতটা, কারণ আপনি একজন সাহিত্যিক, মানুষ সম্পর্কে আপনার স্বচ্ছ ধারণা আছে।'

'আমার মতে ওরা সুখী হোতে পারে না।'

'কেন?'

'ওদের মধ্যে মিল নেই।'

'আমিও ঠিক এই ভেবেছিলাম।'

ক্যাটারিনার মুখে একটা যেন গভীর কাতরতার ছাপ ফুটে ওঠে।

'আমাকে আরও বিস্তারিত বলুন। দেখুন, আমি নাটাশার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছি, ওঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, আর মনে হয় আমরা ত্ব'জনে মিলে সমস্ত ব্যাপারটার মীমাংসা ক'রে ফেলতে পারি। মনে মনে আমি ওঁর ছবি এঁকে নিয়েছি। উনি নিশ্চয়ই খুব বুদ্ধিমতী, চিন্তাশীলা, বিশ্বস্তা আর সুন্দরী,—নয় কি?'

'হ্যাঁ—'

'আমি জানতাম। কিন্তু ওঁর মত মেয়ে কি ক'রে এ্যালোশার মত এক শিশুকে ভালোবাসতে পারে? বলুন তো? প্রায়ই আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই।'

'তা ব'লে বোঝাবার নয়, ক্যাটারিনা। মানুষ কেন প্রেমে পড়ে এবং কেমন ক'রেই বা পড়ে সেটা মস্ত বড়ো রহস্য। মানি—এ্যালোশা ছেলেমানুষ, তবে শিশুকেও তো ভালোবাসা যায়। আর নাটাশার মধ্যে নারীত্বের প্রাধান্য বলেই হয়তো ও এত বেশী ক'রে এ্যালোশাকে ভালোবাসতে পেরেছে। হয়তো ও ভালোবেসেছে অনেকটা যেন মায়ার খাতিরেই। কোমল উদার চিত্তে প্রেমের উৎস সংবেদনার মধ্যে নিহিত। কিন্তু তবু মনে হোচ্ছে আমি যেন ঠিক বোঝাতে পারলাম না। আচ্ছা, আমি বরং আপনাকে প্রশ্ন করি,—আপনি কি এ্যালোশাকে ভালোবাসেন?'

আমার এই অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ক্যাটারিনার শিশুসুলভ সরল মনে লেশমাত্রও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রলে না।

'আজও আমি তা' ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি,' জবাব দিলে নম্রভাবে, গভীর প্রশান্তিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে, 'তবে মনে হয় আমি ওকে খুব ভালোবাসি...'

'বলতে পারেন কেন ভালোবাসেন ?'

'ওর মধ্যে মিথ্যা কিছু নেই বলে,' বললে ক্যাটারিনা মুহূর্ত চিন্তা ক'রে। 'আর ও যখন আমার চোখে চোখ রেখে কিছু বলে, আমার ভারী ভালো লাগে। আচ্ছা আইভান পেট্রোভিচ, বলুন তো, এই যে আপনার কাছে আমি এসব বলছি, আমি নারী—আপনি পুরুষ, আমি কি কোন অন্যায় করছি ?'

'কেন, এতে অন্যায়ের কি আছে ?'

'কিছু নেই। জানি কিছু নেই, তবু', এই বলে ক্যাটারিনা একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় সামোভারের চারপাশে ঘিরে-বসা ঘরের আর সব লোকের ওপর— 'তবু লোকে বলবে অন্যায়। তাদের কথাই কি ঠিক ?'

'না। আপনি তো অন্তরে জানেন অন্যায় কিছু করছেন না, অতএব...'

'হ্যাঁ, ওই ভাবেই আমি সব যাচাই করি,' চট্ করে বলে ফেললে ক্যাটারিনা, যেন ও ব্যস্ত যতটা সম্ভব আমার সঙ্গে কথা সেরে নেবার জন্যে। 'যখন কোন দ্বিধা উপস্থিত হয়, মনের দিকে তাকাই,—মন ঠিক থাকলে আমিও ঠিক। আজ অকপটে আপনার কাছে মনের কথা খুলে বলছি যেমন নিজের কাছে বলি, কারণ আপনি এক অসাধারণ ক্ষমাসুন্দর মানুষ। আমি শুনেছি আপনার অতীত কাহিনী, এ্যালোশারও আগে নাটাশার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক —শুনে আমার চোখের জল যেন আর শুকোয়না—'

'কে আপনাকে বলেছে ?'

'এ্যালোশা।' বলতে বলতে ওরও চোখে জল এসেছিল। 'আমার মনে হয় আপনি ওকে যতটা না ভালোবাসুন তার চেয়ে ও আপনাকে আরও বেশী ভালোবাসে। এই ধরণের হৃদয়বৃত্তির জন্যে ও আমার এত প্রিয়। এসব কথা বলার আরও একটা কারণ হোল আপনি জ্ঞানী মানুষ, অনেক বিষয়ে আপনি আমায় উপদেশ ও শিক্ষা দিতে পারবেন।'

'কি ক'রে বুঝলেন আপনাকে শিক্ষা দেওয়ার মত জ্ঞান আমার আছে ?'

'সে প্রশ্ন আর করবেন না।'

ক্যাটারিনা চিন্তাকুল হয়ে পড়লো।

'আসুন, এবার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথাটা সেরে নেওয়া যাক। আচ্ছা আইভান পেট্রোভিচ,—আজকাল আমার মনে হয় আমি যেন নাটাশার প্রতিদ্বন্দ্বিনী, অবিশ্যি তা' ঠিক, কিন্তু কি করি বলুন তো? এই জন্যেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওরা সুখী হবে কিনা। দিনরাত শুধু এই কথাটাই ভাবি। নাটাশার অবস্থার জন্যে ভারী কষ্ট হয়, ভয়ও হয়! এ্যালোশা যেন প্রায় ওঁকে ছেড়েই দিয়েছে, টানটা ক্রমশঃ এসে পড়েছে আমার ওপর—নয় কি?'

'অন্ততঃ তাই মনে হয়—'

'তবে, ওঁকে কিন্তু ও প্রতারণা করেনা। ওর খেয়ালই নেই যে ওঁর প্রতি ওর প্রেম ধীরে ধীরে শূন্যতার দিকে এগিয়ে চ'লেছে। উনি কিন্তু বোঝেন। কত ব্যথা ওঁর মনে!'

'কি আপনি ক'রতে চান ক্যাটারিনা ফিয়োডোরোভ্না?'

'অনেক কিছুই ভেবেছি, আর সব যেন আমার ঘুলিয়ে যাচ্ছে। তাইতো আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উতলা হয়ে পড়েছিলাম! আপনি আমার চেয়ে অনেক বোঝেন। আমার কাছে আপনি এক মহাপুরুষ। শুনুন, প্রথমে ভেবেছিলাম: ওরা যদি সত্যিই পরস্পরকে ভালোবেসে থাকে, তবে সুখী হোক, আর আমারও উচিত আত্মবলি দিয়ে ওদের সুখের সহায়তা করা—নয় কি?'

'জানি, আপনি ত্যাগ স্বীকার করেছেন—'

'হ্যাঁ করেছিলাম। কিন্তু পরে যখন ও ঘনঘন আসতে লাগলো, ধীরে ধীরে আমাকে জড়িয়ে ফেলতে লাগলো—মনে আমার দ্বিধা দেখা দিল, আর আজও দ্বিধাভরে মনকে প্রশ্ন করি,—আমার এ স্বার্থত্যাগ উচিত কি না? এটা আমার ভারী অন্যায়—কি বলেন?'

'এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক,' জবাব দিলাম, 'এমনটি হোতেই হবে···আপনার কোন দোষ নেই।'

'না, দোষ আমারই। আপনি নয় বলছেন তার কারণ আপনি উদার, আমি উল্টো ভাবছি কেননা আমার অন্তঃকরণ পবিত্র নয়। মন অনাবিল হোলে যথার্থ কর্তব্য স্থির করতে পারতাম। যাক্ ওসব কথা। পরে ওদের সম্বন্ধে অনেক শুনলাম—প্রিন্সের কাছ থেকে, এ্যালোশার নিজের মুখ থেকেও।

অনুমানে বুঝলাম ওদের মধ্যে ঠিক মিল নেই, আর আজ আপনি তা' সমর্থন করলেন। অনেক ভাবলাম, দেখলাম—ওরা যদি জীবনে সুখী হোতে না পারে, তবে ওদের বিচ্ছেদই শ্রেয়। তাই ঠিক করেছি আপনাকে সব জিজ্ঞাসা ক'রবো, নিজে যাবো নাটাশার কাছে, গিয়ে তাঁর সঙ্গে এর মীমাংসা করবো।'

'কিন্তু কিভাবে ? সেইটাই তো প্রশ্ন—'

ওঁকে গিয়ে বলবো—"আপনি ওকে ভালোবাসেন, অতএব ওর সুখই আপনার কাম্য, আব সে সুখের খাতিরে ওকে আপনার ত্যাগ করা উচিত"।'

ঝ ঞাম, কিন্তু এটা ও কিভাবে নেবে সেইটাই চিন্তার কথা। ধরুন ও রাজী হোল, কিন্তু এতবড় একটা ত্যাগের মত দৃঢ়তা যদি ওর না থাকে ?'

'তাইতো ভাবছি দিনরাত, আর⋯ ⋅ আর⋯⋯'

হঠাৎ কান্নায় ফেটে প'ড়লো ক্যাটাবিনা।

'আপনি জানেন না নাটাশার জন্যে আমার কি বেদনা,' ফিস্‌ফিস্ করে ও ব'ললে, উদগত অশ্রুর ছোঁয়ায় ঠোঁট দু'টি কাঁপতে লাগলো।

আর কিছু বলবার নেই। আমি নীরব হ'য়ে গেলাম। ওকে দেখে আমারও মনে হোল কাঁদি, জানি না কেন, হয়তো বা সেটা আমার মনের দুর্ব্বলতা। তবে ওকে আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন বোধ করলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম না কিসে ও এ্যালোশাকে সুখী ক'রতে পারবে ভেবেছে।

'আপনি সঙ্গীত অনুরাগী ?' জিজ্ঞাসা ক'রলে, অনেকটা শান্ত হ'য়ে, তবে কান্নার বেগ তখনও সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারে নি।

'হ্যাঁ'—জবাব দিলাম, কিছু বিস্ময়ে।

'যদি সময় থাকে বিথোভেন থেকে আপনাকে কিছু শোনাবো। সম্প্রতি ওইটাই বাজাচ্ছি। সমস্ত আবেগ আমি পাই ওর মধ্যে⋯⋯মনের সুর যেন মিলে যায়। যাক্, সে অন্য সময় হবে, এখন আসুন একটু আলাপ করি।'

আমরা আলোচনা সুরু করলাম কি ক'রে ও নাটাশার সঙ্গে দেখা ক'রতে পারে, এবং কিভাবে তার ব্যবস্থা করা যায়। ও জানালে যে, বাড়ীর সবাই ওর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। যদিও সৎমা ওকে খুব ভালোবাসে তবুও ও কিছুতেই তাঁকে নাটাশার সঙ্গে আলাপ ক'রতে দেবে না। তাই ঠিক করেছে কোন ছুতো ক'রে নাটাশার ওখানে যাবে। প্রায় দিনই সকালে ও গাড়ী

ক'রে বেড়াতে যায়, তবে বেশীর ভাগ দিনই কাউণ্টেস সঙ্গে থাকেন। যেদিন কাউণ্টেস যেতে পারেন না সেদিন ওর সঙ্গে থাকেন জনৈকা বৃদ্ধা ফরাসী মহিলা। সম্প্রতি তিনি অসুস্থ, মাঝে মাঝে কাউণ্টেসের মাথা ধরে, আর এই মাথাধরার অপেক্ষায় ও আছে। ইতিমধ্যে ফরাসী মহিলাকে (বৃদ্ধা ওর সঙ্গিনী) ধ'রে ও রাজী করিয়ে রাখবে,—বৃদ্ধার মনটি খুব ভালো। তবে অসুবিধা এই যে, কবে নাটাশার কাছে যেতে পারবে তা' আগে থেকে ঠিক ক'রে বলা সম্ভব নয়।

'নাটাশার সঙ্গে আলাপ ক'রে আপনি সুখীই হবেন,' বললাম। 'সেও আপনাকে দেখতে চায়, জানতে চায় কার হাতে সে আজ এ্যালোশাকে সঁপে দিচ্ছে। এ নিয়ে খুব উতলা হবেন না। সময় কারও চিন্তার অপেক্ষা রাখে না, সময়ে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। শিগ্‌গীরই দেশে যাচ্ছেন,—তাই না ?'

'হ্যাঁ, খুব শিগ্‌গীর। হয়তো আর এক মাসের মধ্যেই,' জবাব দিলে ক্যাটারিনা। 'প্রিন্স খুব তাগাদা দিচ্ছেন।'

'কি মনে হয়—এ্যালোশা কি আপনাদের সঙ্গে যাবে ?'

'এ বিষয়ে আমি ভেবেছি,' বললে, আমার দিকে গভীরভাবে চেয়ে। 'ও যাবে, যাবে না ?'

'হ্যাঁ, যাবে।'

'ভগবান জানেন কিভাবে এর সমাধা হবে! তবে, কথা দিচ্ছি আইভান পেট্রোভিচ্, সব আপনাকে লিখে জানাবো। আজ থেকে, আমিও আপনার চিন্তার মধ্যে ঠাঁই পেলাম। মাঝে মাঝে এখানে আসবেন তো ?'

'বলতে পারি না। সবই নির্ভর করছে পরিস্থিতির ওপর। হয়তো আর নাও আসতে পারি।'

'কেন ?'

'অনেকগুলো ব্যাপারের ওপর নির্ভর ক'রছে, বিশেষ ক'রে প্রিন্সের সঙ্গে কি হয় না হয় তার ওপর।'

'উনি অসৎ প্রকৃতির মানুষ,' বললে ক্যাটারিনা জোর দিয়ে। 'ধরুন আমি যদি আপনার সঙ্গে দেখা করি ? কেমন হয় ?'

'আপনার নিজের কি মনে হয় ?'

'মনে হয়—ভালোই। তাহোলে আপনাকে কিছু খবর দিতে পারবো,'

বললে হাসতে হাসতে। 'একথা বলছি কারণ আপনাকে আমার ভারী ভালো লাগে, শ্রদ্ধাও করি খুব। অনেক কিছু শিখতে পারবো আপনার কাছ থেকে, আর পছন্দও হয় আপনাকে...এতে লজ্জা পাবার আছে কিছু ?'

'লজ্জা কিসের ? আপনি আমার আপন জনের মতই প্রিয়।'

'তাহোলে আপনি আমার বন্ধু হবেন ?'

'হ্যাঁ !' জবাব দিলাম।

'কিন্তু লোকে বলবে—ওমা ! কি লজ্জার কথা ! মেয়ে মানুষের এ বেহায়াপনা শোভা পায় না !' আবার বললে, চায়ের টেবিলে আলোচনারত ওঁদের দেখিয়ে।

এখানে উল্লেখ করি—প্রিন্স যেন ইচ্ছে ক'রেই আমাদের নিভৃতি ভঙ্গ করেননি যাতে দু'জনে মন খুলে আলাপ করতে পারি।

'আমি বেশ জানি,' ক্যাটারিনা আবার সুরু ক'রলে—'প্রিন্সের লোভ আমার টাকার ওপর। ওঁরা ভাবেন আমি বুঝি শিশু, আর তাই বলেনও আমার সামনে। কিন্তু তা' আমি নই, আমি আর আজ শিশু নাই। ওঁরাই অদ্ভুত মানুষ, ওঁরা নিজেরাই বরং শিশুর মত। কেন এমন হৈ-চৈ করেন ?'

'একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছি, ক্যাটারিনা—আচ্ছা, এই লেভিস্কা আর বোরিস্কা, যাঁদের সম্বন্ধে এ্যালোশা প্রায়ই বলে—এঁরা কে ?'

'আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ওরা ভারী বুদ্ধিমান আর সৎ, তবে বড় বেশী কথা বলে... ..আমি ওদের জানি···'

এই বলে ও হাসলো।

'সত্যিই কি আপনি ওঁদের দশ লক্ষ টাকা দেবেন বলেছেন ?'

'দিলে ক্ষতি কি ? টাকার ব্যাপার নিয়ে ওরা যা হৈ-চৈ সুরু ক'রেছে প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য সৎ কাজে টাকা দিতে আমি খুশিই হব। এই অগাধ ঐশ্বর্য্য নিয়ে কি হবে আমার ? একদিন আমি দেবো ঠিকই, তবে এরই মধ্যে ওদের আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেছে কিভাবে সে টাকাটার সদ্‌গতি করা যায়। আর সবচেয়ে মজার—এ নিয়ে ঝগড়া বিবাদও লেগে গেছে। ওরা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তবে ওরা খুব বিশ্বাসী, জ্ঞানী আর বুদ্ধিমান।

রীতিমত পড়াশুনোও ক'রছে। তা বরং ভালো, আর সকলের মত নয়—কি বলুন ?'

দু'জনের অনেক কথা হোল। ও প্রায় ওর সমস্ত জীবনের কাহিনীই শোনালে এবং আমার কথাও শুনলো সাগ্রহে। বারম্বার মিনতি ক'রলে নাটাশা এবং এ্যালোশার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানাবার জন্যে। কথায় কথায় সময় ফুরিয়ে এলো। প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি যখন আমার কাছে এসে বাড়ী ফেরার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন তখন বারোটা। ওঁদের বিদায় জানালাম। ক্যাটারিনা আমার হাত ধ'রে গভীর আবেগে চাপ দিলে, আমার দিকে চেয়ে রইলো ভাষাভরা চোখ দু'টি তুলে। কাউণ্টেস আমায় আবার আসবার জন্যে অনুরোধ করলেন। আমি এবং প্রিন্স বেরিয়ে পড়লাম।

এখানে একটি অদ্ভুত এবং হয়তো সম্পূর্ণ অসঙ্গত মন্তব্য না ক'রে পারছি না। ক্যাটারিনার সঙ্গে তিন ঘণ্টার আলাপে আমার অন্যান্য অনুভূতির মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং সত্য যা আমি সঞ্চয় করেছি তা' হোল, —ও এখনও শিশু এবং যৌন সম্পর্কের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এখনও ওর কাছে অপরিজ্ঞাত। এই জন্যে ওর সমস্ত চিন্তা, গুরুতর সমস্যা আলোচনায় কথার গাম্ভীর্য্য, সবকিছুই যেন আমার কাছে কেমন হাস্যকর বলে মনে হয়।

ছত্রিশ

'এখন একটু নৈশ-ভোজনে গেলে কেমন হয়?' গাড়ীতে আমার পাশে বসতে বসতে প্রশ্ন করেন প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি। 'কি বলেন?'

'আমায় জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন,' জবাব দিলাম ইতস্ততঃ ক'রে। 'নৈশ-ভোজনে আমি অভ্যস্ত নই।'

'ভোজনের অবসরে আলাপ আলোচনাও হবে, এই আর কি,' বললেন, গভীর ও সুচতুর দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে।

অর্থ এর সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল—ভুল হয় না বোঝবার! 'উনি চান বলতে,' ভাবলাম, 'আর আমিও চাই শুনতে।' সম্মত হয়ে গেলাম প্রস্তাবে।

'তাহোলে রাজি? (গাড়োয়ানকে লক্ষ্য ক'রে) গ্রেট মোর্স্কায়ায় 'বি'র ওখানে—'

'সেটা কি রেস্তারাঁ?' সসঙ্কোচে প্রশ্ন তুললাম।

'হ্যাঁ।' নৈশ-ভোজনটা আমাব প্রায়ই বাড়ীতে হয় না। আমার অতিথি হওয়ায় আপনাব আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?'

'কিন্তু আগেই তো আপনাকে বলেছি,—ওসবে আমি অভ্যস্ত নই।'

'একদিনের নিয়মভঙ্গে এমন কিছু এসে যাবে না; বিশেষ ক'রে আমি যখন আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি...'

অর্থাৎ উনি আমাব হয়ে দাম দেবেন। নিশ্চিত বুঝলাম শেষ কথা ক'টি উনি ইচ্ছে করেই বলেছেন। আমি আর কোন আপত্তি করলাম না। তবে মনে মনে ঠিক কবলাম রেস্তারাঁয় আমার পয়সা আমি নিজেই দেবো। যাই হোক আমরা পৌঁছে গেলাম। প্রিন্স একখানা স্বতন্ত্র ঘর ঠিক কবলেন আমাদের জন্যে এবং অভিজাত রুচিসম্মত দু'তিন রকমের খানা নির্ব্বাচন করলেন। অত্যন্ত দামী, এবং যে উপাদেয় মদ্যের অর্ডার দিলেন সেটাও তাই। সবই আমার সঙ্গতির বাইরে। খাদ্য তালিকায় চোখ বুলিয়ে অতি সস্তা, সাধারণ ও সুরাবিহীন পানীয়ের অর্ডার দিলাম। প্রিন্স এতে খুব চটে গেলেন।

'সেকি'! আপনি খাবেন না আমার সঙ্গে! সত্যিই এটা অদ্ভুত হাস্যকর ব্যাপার! কিছু মনে করবেন না, সত্যিই তাই...আপনার এ অতি-নিয়মনিষ্ঠা অসহ্য! ঠুনকো একটা মর্য্যাদাবোধ! এর মধ্যে যেন শ্রেণী সচেতনতার ইঙ্গিত রয়েছে। আপনি আমায় অপমান করেছেন।'

আমি কিন্তু প্রতিজ্ঞায় অটল!

'বেশ, যা অভিরুচি আপনার, শেষটায় তিনি বললেন। 'পিড়াপীড়ি করবো না···তবে বন্ধুর মত একটা কথা আপনাকে বলবো আইভান পেট্রোভিচ্?'

'অনুরোধ করবো আপনাকে—'

'আমার মতে এই নিয়মনিষ্ঠা আপনার পথের অন্তরায়। আপনারা সবাই আপনাদেব দিকটাই শুধু দেখেন। আপনি একজন সাহিত্যিক,—পৃথিবীর সব কিছুই আপনার জানা উচিত, আর আপনি কিনা নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন সবকিছু থেকে। আপনার এই নির্জ্জলা পানীয়ের কথা বলছি না,—তবে আপনি আমাদের সঙ্গে মেশা, আমাদেব সমাজের সঙ্গে সংশ্রব রাখা অপছন্দ করেন, আব সেটা আপনার স্বার্থ-বিরোধী। কাউণ্ট, প্রিন্স, ব্যারন—এদের চরিত্র সৃষ্টিতে আপনার সাফল্য আসবে না...কিন্তু কি আমি বলছি! দারিদ্র্যই যে আপনাদেব রেওয়াজ হয়েছে আজকাল: অন্নহীন, বস্ত্রহীন কুলি, কেরানী—জানি, জানি আমি...'

'কিন্তু আপনি ভুল করছেন, প্রিন্স। আপনাদের ওই 'অভিজাত মহলে' যাই না তার কাবণ প্রথমতঃ তা অতি বিবক্তিকর, আব দ্বিতীয়তঃ সেখানে কিছুই আমার করবাব নেই। তবে, মাঝে মাঝে তাও যেতে হয়...'

'জানি; বছরে একবার—প্রিন্স 'আর'-এব ওখানে। সেখানে আপনাকে আমি দেখেছি। তবে বছরের বাকি ক'টা দিন আবদ্ধ হয়ে থাকেন গণতন্ত্রের অভিমানে আর ঝিমোন আপনাদের সেই চিলে-কোঠার অন্ধকূপে। অবশ্য আপনারা সবাই এ রকম নন। কেউ কেউ এত বেশী বেহিসেবী যে আমাকেও বিষিয়ে তোলে...'

'থাক প্রিন্স,—দয়া ক'রে আমাদের এই অন্ধকূপের প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কিছুর অবতারণা করুন।'

'আপনি দেখছি চটে যাচ্ছেন। কিন্তু আপনিই আমায় বলবার অনুমতি

দিয়েছেন। ও তবে দোষ আমারই, আমি আপনার বন্ধুত্বের মূল্য দিইনি। মদটা অতি উপাদেয়। খান না একটু!'

প্রিন্স আমার জন্যে আধ গ্লাস মদ ঢাললেন।

'দেখুন পেটে্রাভিচ্। জোর ক'রে বন্ধুত্বের দাবী করা যে অভদ্রতা সেটা আমি বুঝি। আপনি যা ভাবেন ততটা খারাপ ও উদ্ধত আমরা নই। বেশ বুঝি—আজ যে আপনি এখানে আমার সঙ্গে বসে আছেন তা আমার প্রতি আপনার প্রীতির জন্যে নয়, আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রবো বলেছিলাম বলে—শুধু তারই খাতিরে। বলুন সত্যি কিনা?'

এই বলে হেসে উঠলেন।

'আর যেহেতু আপনি ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত, সেই কারণে আপনি শুনতে চান আমি কি বলি। বলুন সত্যি কিনা?'

আবার হেসে উঠলেন বিদ্বেষভরে।

'হ্যাঁ, সত্যি,' বলে বসলাম ধৈর্য্য হারিয়ে। (বুঝলাম প্রিন্স সেই জাতের লোক যাঁরা বাগে পেলে মানুষের কোন দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতে ছাড়েন না। আমি তাঁর খপ্পরে রয়েছি। অতএব তিনি যা বলতে চান তা শোনা ছাড়া আর আমার গত্যন্তর নেই, আর এটা তিনি ভালো করেই জানেন। হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম এবং ক্রমশই তা উদ্ধত ও অবজ্ঞাসূচক হয়ে উঠতে লাগলো।) 'আপনি ঠিক ধরেছেন প্রিন্স, সেইজন্যেই আমি এসেছি, নইলে আজ আমি এখানে আসতাম না···এত রাতে!'

বলতে চেয়েছিলাম—'কোনক্রমেই আপনার সঙ্গে নৈশ-ভোজন করতাম না,' কিন্তু বললাম না। কথা শেষ করলাম অন্যভাবে, ভীরুতার জন্যে নয়, আমার অভিশপ্ত দুর্ব্বলতা ও সঙ্কোচের জন্যে। আর সত্যিই তো হাজার দোষ সত্ত্বেও, হাজার ইচ্ছা সত্ত্বেও কি ক'রে মানুষ আর একজনের মুখের ওপর রূঢ় হোতে পারে? মনে হোল প্রিন্স আমার এ ভাব লক্ষ্য করলেন এবং আমার কথা শেষ হোলে আমার দিকে তাকালেন ব্যঙ্গ ক'রে—যেন আমার এই মনের দুর্ব্বলতা তিনি উপভোগ করছেন, যেন আমায় শাসাচ্ছেন চোখ দিয়ে: 'কই পারলেন না তো রূঢ় হোতে!' নিশ্চয়ই তাই, কারণ আমি কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সোল্লাসে হেসে উঠে পিঠ চাপড়াবার ভঙ্গীতে তিনি আমার হাঁটুর ওপর চাপড় মারলেন।

ভাবখানা এই—'আপনি তো দেখছি দিব্যি উপভোগ্য ব্যক্তি!' দেখলাম স্পষ্ট লেখা রয়েছে তাঁর চোখে। 'একটু দাড়ান!' আমিও ভাবলাম মনে মনে।

'আজ রাতে অত্যন্ত সজীব ও আনন্দময় মনে হচ্ছে নিজেকে!' প্রিন্স বললেন, 'তবে জানি না কেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি! কারণ সেই মেয়েটি, তার সম্বন্ধে আজ আপনাকে বলবো কিনা। খোলাখুলি কথা হওয়া দরকার যাতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায়, আর আশা করি এবার আপনি আমায় সম্পূর্ণ বুঝতে পারবেন। একটু আগেই আপনাকে বলছিলুম সেই টাকাটার কথা, আর সেই নির্ব্বোধ অকর্ম্মণ্য বুড়ো বাপটার কথা, সেই ষাট বছরের খোকা···তবে এখন আর তা উল্লেখ না করাই ভালো। সে শুধু কথা। হা—হা—হা! আপনি সাহিত্যিক, আপনার তা' অনুমান করা উচিত।'

বিস্ময়ে তাঁর দিকে চাইলাম। মদের ঝোঁক বলে মনে হোল না।

'তবে ওই মেয়েটাকে আমি সম্ভ্রম করি। সত্যিই ওকে আমার ভালো লাগে। একটু চঞ্চল মতি, তবে কথায় বলে—কাঁটাবিহীন গোলাপ হয় না। প্রবাদটা মিথ্যেও নয়: কাঁটা ফোটে। কিন্তু সে ফোটাও মানুষকে প্রলুব্ধ করে। আমার এ্যালেক্সি, গবেট হোলেও ওকে আমি খানিকটা ক্ষমা করেছি শুধু ওর এই ভালো পছন্দর জন্যে। এক কথায়, এই ধরণের মেয়েদের আমার ভালো লাগে, আর আমার,' এই বলে গভীর অর্থপূর্ণভাবে ঠোঁট দুটি চেপে বাকী কথা শেষ করেন—'অবশ্য, নিজস্ব কতগুলো মত আছে...তবে তা' পরে হবে···'

'প্রিন্স! দেখুন,' বলে বসলাম—'আপনার এই ঘনঘন মত আর দল পরিবর্ত্তনের নীতিটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না! তবে...ইচ্ছে হয়, দয়া করে অন্য কথা পাড়ুন।'

'আবার আপনি রেগে যাচ্ছেন! বেশ...তাই করছি! কিন্তু একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই: ওঁর ওপর আপনার কি খুব শ্রদ্ধা আছে?'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিলাম—ধৈর্য্যহীনতার সবটুকু রূঢ়তা কণ্ঠে নিয়ে।

'তাই তো, বটেই তো! আর, ওকে আপনি ভালোবাসেন?' প্রিন্স বললেন চোখ ঘুরিয়ে বেরসিকের মত বিশ্রী একটা ভঙ্গী করে।

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন নিজেকে!' বললাম।

'না, না, আর অমন বলবো না! কিছু মনে করবেন না! আজ আমার বড় ভালো লাগছে। বহুদিন এমন আনন্দ পাইনি। একটু শ্যাম্পেন চলবে? কি বলেন কবি?'

'না, আমার প্রয়োজন নেই।'

'ও কথা ব'লবেন না! আজ আপনাকে আমি আমার মত করে পেতে চাই। এত আনন্দ! আমার মত কোমল ও ভাবপ্রবণ মানুষ কি আর কাউকে ভাগ না দিয়ে একা ভোগ করতে পারে। কে জানে আজকের এই মদ্যপান হয়তো আমাদের মধ্যে চিরবন্ধুত্ব এনে দেবে। হা-হা-হা! তরুণ বন্ধু, আপনি আজও আমায় চিনতে পারেননি! তবে একদিন ঠিকই আমায় ভালো লাগবে। আজ রাতে আমি চাই আপনি আমার সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার ভাগ নেবেন—যদিও আশা করি আমায় অন্ততঃ তা হয়তো বর্ধন করতে হবে না। কি বলেন আপনি আইভান পেট্রোভিচ্? আপনারও দেখা উচিত আমি যা' চাই তা' যদি না পাই তবে আমার সমস্ত উৎসাহ উবে যাবে, উড়ে যাবে, আর আপনিও কিছু শুনতে পাবেন না। অথচ আপনি আজ এখানে এসেছেন কিছু জানবার জন্যে। তাই না? অতএব ঠিক ক'রে নিন, কি চান,' প্রিন্স বললেন, আবার সেই সৌজন্যহীন চোখের ইসারা ক'রে।

এ ভীতিপ্রদর্শন রহস্যোচ্ছলে নয়। আমি সম্মত হলাম। 'নিশ্চয়ই উনি আমাকে মদ খাওয়াতে চান না?' ভাবলাম। এইখানে, প্রসঙ্গতঃ, প্রিন্স সম্পর্কে বহু আগে আমি যে গুজব শুনেছিলাম তার উল্লেখ প্রয়োজন। শোনা যায়, সৌজন্যে ও শালীনতায় সমাজের শীর্ষস্থানীয় এই ব্যক্তিটি মাঝে মাঝে নৈশ-বিলাসে, মদ্যপানে, গোপন ব্যাভিচারে, ঘৃণিত পাপাচারে যথেষ্ট আনন্দ পান...বহু হীন গুজব আমি তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি। এ্যালোশাও জানে তার বাবা মাঝে মাঝে মদ খান এবং সে সকলের কাছে সেটা গোপন রাখতে চায়, বিশেষ করে নাটাশার কাছে। একবার সে হঠাৎ অসতর্কভাবে আমার কাছে সামান্য প্রকাশ করে ফেলে, তবে তা' ঢাকবার জন্যে তৎক্ষণাৎ অন্য কথার অবতারণা করে এবং আমার প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না। অবশ্য ব্যাপারটা আমি তার কাছ থেকে শুনিনি, এবং বলতে কি বিশ্বাসও করিনি। এখন দেখা যাক কতদূর কি হয়।

শ্যাম্পেন দিয়ে গেল। প্রিন্স নিজের জন্যে এক গ্লাস ঢেলে আমার জন্যেও আর এক গ্লাস ঢাললেন।

'মিষ্টি! ভারী মিষ্টি মেয়েটি! হাজারই আমায় গাল দিক,' বলতে লাগলেন পরম তৃপ্তিভরে মদে চুমুক দিয়ে, 'আর ওইসব মুহূর্তেই এই মধুময় সৃষ্টিরা আরও মধুরতর হয়ে ওঠে···আর জানেন, ও কিনা ভাবলে আমায় খুব অপমান করেছে; মনে পড়ে সেদিনকার সন্ধ্যার কথা যখন ও আমায় অণু-পরমাণুর মত গুঁড়িয়ে দিলে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! লজ্জায় লাল হয়ে উঠলে কত সুন্দরই না ওকে দেখায়! আপনি কি নারীর রূপের সমঝদার? অনেক সময় পাণ্ডুর গালে লজ্জার রক্তিমতা অদ্ভুত মানায়। লক্ষ্য করেছেন কখনও? আঃ! আবার হয়তো আপনি চটছেন!'

'হ্যাঁ, চটছি!' বললাম, আত্মসম্বরণ করতে না পেরে। 'আর নাটাল্যা নিকোলেভ্না সম্বন্ধে কোন কথা আপনাকে বলতে দেবো না...অর্থাৎ, ওই সুরে, ওই ভাবে...না, কখনই আমি তা' দেবো না!'

'ও-হোঃ! বেশ, আপনার যা অভিরুচি। অন্য কথা পেড়ে আপনাকে খুশি করছি। আমি স্রেফ ময়দার মত—যেদিকে নোয়াবেন সেদিকে নুই। বেশ আপনার কথা হোক। আমি আপনাকে স্নেহ করি আইভান পেট্রোভিচ্। আপনি যদি জানতেন আপনার বিষয় আমি কত আগ্রহশীল, কত আপনার মনে করি!'

'প্রিন্স অবান্তর কথা না বললেই কি ভালো হয় না?' বাধা দিলাম।

'আপনি চান আমাদের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা। বুঝেছি, আধখানা কথা শুনেই বুঝেছি। তবে আপনি টের পাচ্ছেন না আপনার কথাতেই আসল ব্যাপার এসে পড়ছে, আমায় বাধা দেবেন না, বলতে দিন। দেখুন, পেট্রোভিচ্, আপনি এক মহাসম্পদ, কিন্তু যেভাবে জীবন কাটাচ্ছেন, ওভাবে কাটানো মানেই আত্মহত্যা। বন্ধু হিসেবে আপনার এই ব্যক্তিগত প্রশ্নের জটিলতা নিয়ে আলোচনা করছি। আপনি গরীব, প্রকাশকের কাছ থেকে আগাম টাকা নেন, খুচ্‌রো দেনা শোধ করেন, তারপর যা থাকে তাই দিয়ে কোন রকমে স্রেফ চায়ের ওপর ছ'মাস কাটিয়ে দেন, আর ওই চিলে কোঠার অন্ধকূপে শীতে হি-হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে উপন্যাস লেখেন প্রকাশকের কাগজের জন্যে—বলুন, তাই না?'

'তাই যদি হয়, তবে তাই...'

'অনেক সম্মানজনক, চুরি-ডাকাতি, জাল-জোচ্চুরী, ঘুষ-জালিয়াতির চেয়ে অনেক শ্রেয়ঃ! জানি, জানি আপনি তাই বলবেন, আর সেসব কথা বহু আগে লোকে লিখে গেছে।'

'অতএব আপনার আর কিছু বলার দরকার নেই। প্রিন্স, আশা করি আপনাকে আর আমার কাছ থেকে শালীনতার পাঠ নিতে হবে না!'

'না, নিশ্চয়ই না। কিন্তু কি ক'রবো ও প্রসঙ্গ যে অনিবার্য্য। এড়াবার উপায় নেই। তবে যাক চিলেকোঠা না হয় ছেড়ে দিলুম। ও আমার ভালও লাগে না, অবশ্য দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া', প্রিন্স বলতে লাগলেন ঘৃণিত হাসি হেসে। 'তবে, সবচেয়ে অবাক লাগে আমার যখন দেখি আপনার মত মানুষের এক গৌণ চরিত্রে অভিনয় করার জন্যে এত ঝুঁকে পড়েছেন। অবশ্য আপনাদের কে একজন লেখক, মনে প'ড়ছে, কোথায় যেন লিখেছিলেন—জীবনের অপ্রধান ভূমিকায় আত্মসঙ্কোচ করার জ্ঞানার্জ্জনই হোল মানুষের চরম সাফল্য···মনে হয় আপনিও এই ব্রতই নিয়েছেন। নইলে, এ্যালোশা ছিনিয়ে নিয়ে গেল আপনার প্রণয়িনীকে আর আপনি? আপনি কিনা কোন এক মহাকবির মত উন্মুখ হয়ে আছেন তাদেরই জন্যে জীবনের সবকিছু উৎসর্গ করতে!...মাপ করুন বন্ধু, এ তোমার মহান বৃত্তির নিষ্ঠুর অবমাননা। আমি হোলে লজ্জায় অপমানে এতদিন মরে যেতাম!'

'প্রিন্স, মনে হোচ্ছে অপমান করার উদ্দেশ্যেই আপনি এখানে আমায় নিমন্ত্রণ করে এনেছেন!' চেঁচিয়ে উঠলাম ক্রোধে আত্মহারা হয়ে।

'না, না, না, মোটেই তা' নয়। এই মুহূর্ত্তে আমি আর প্রিন্স নই, নিছক একজন বৈষয়িক মানুষ, আপনার সুখশান্তি ছাড়া জীবনে যার আর কিছুই কাম্য নেই। আসলে সব মিটিয়ে ফেলাই আমার উদ্দেশ্য। যাক্ এখনকার মত ওসব কথা বাদ দিন, শেষ পর্য্যন্ত যা বলি শুনুন, চটবার চেষ্টা করবেন না—অন্ততঃ মিনিট দু'য়েকের জন্যে। আচ্ছা, বলুন তো আপনার বিয়ে হলে কেমন হয়? কিন্তু ওকি! অমন অবাক হয়ে আমার দিকে চাইছেন কেন?'

'আপনার কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছি,' বললাম, তাঁর দিকে বিস্ময়ে চেয়ে।

'কিন্তু এসব কথা বেশী বলার দরকার হয় না। আমি শুধু জানতে চেয়ে-

ছিলাম আপনার মনোভাব, যদি আপনার কোনো বন্ধু উদগ্রীব হ'য়ে থাকে আপনার সুখশান্তির জন্যে, যদি সে আপনার কাছে একটি মেয়ের প্রস্তাব করে—সুন্দরী ও তরুণী, তবে...কিছু অভিজ্ঞতাসম্পন্না ; আমি কিন্তু হেঁয়ালী করে বলছি তবে আপনি বুঝবেন, ধরুন, নাটাল্যা নিকোলেভ্‌নার মত, অবশ্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সমেত (দেখছেন, এটা আমাদের নয় কিন্তু, অন্য ব্যাপার); আচ্ছা, তাহোলে আপনি কি বলেন ?'

'আমি বলি আপনি···উন্মাদ।'

'হাঃ-হাঃ-হাঃ ! সেকি ! আমায় যে প্রায় মারতে উঠেছেন !'

সত্যই আমি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। আর বেশীক্ষণ আমার পক্ষে আত্মসম্বরণ করা সম্ভবপর হোত না। তাঁকে দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল তিনি যেন একটা সরীসৃপ, যেন একটা বিরাটকায় মাকড়শা। দেখছিলাম আর মনে হচ্ছিল এখনই পিষে মারি। আমাকে বিদ্রূপ করে তিনি তা' উপভোগ করছিলেন। আমার সঙ্গে খেলা করছিলেন, যেমন বেড়াল খেলা করে ইঁদুরের সঙ্গে। ভাবছিলেন আমি সম্পূর্ণ তাঁর কবলে। পরিষ্কার বুঝলাম,—এই যে নির্লজ্জতা, এই যে ঔদ্ধত্য, এই যে মানব-বিদ্বেষ যার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন এ থেকে তিনি আনন্দ পান, খোরাক সংগ্রহ করেন কোন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির। আমার আতঙ্ক ও বিস্ময়কে তিনি চেয়েছিলেন উপভোগ করতে। আমার প্রতি একটা অনাবিল ঘৃণা তিনি পোষণ করেন।

সুরু থেকেই কেমন যেন মনে হয়েছিল সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া পূর্ব্ব পরিকল্পিত এবং এর পেছনে কোন অভিসন্ধি আছে। কিন্তু আমার এমন অবস্থা যে তাঁর কথা শুনতে আমি বাধ্য। এখানে নাটাশার স্বার্থ জড়িত এবং তারই মুখ চেয়ে সবই আমায় সইতে হবে, কারণ হয়তো সেই মুহূর্ত্তে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হচ্ছিল। কিন্তু তার সম্ভ্রমের বিনিময়ে কত আর শোনা যায় সেই হীন শ্লেষ বিদ্বেষ, কত আর সহ্য করা যায় ধীর মস্তিষ্কে ! তবু আমি নিরুপায়। লাঞ্ছনা চরমে পৌঁছোয়, কারণ প্রিন্স আমার দুর্ব্বলতা বুঝতে পেরে আরও তীব্র হয়ে ওঠেন। কিন্তু আমাকেও তাঁর প্রয়োজন,—ভাবলাম এবং আমিও প্রত্যুত্তরে তীক্ষ্ণতা ও রূঢ়তা প্রকাশ করতে সুরু করলাম। তিনি তা' টের পেলেন।

'দেখুন পেট্রোভিচ,' তিনি বলতে লাগলেন আমার দিকে গম্ভীর হয়ে চেয়ে, 'এভাবে কোন মীমাংসা হোতে পারে না, তার চেয়ে বরং আসুন দু'জনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করি। আমি আপনাকে খোলাখুলি একটা ব্যাপার জানাবো বলেছি, আর আপনিও তা' চুপ করে শুনতে বাধ্য—যাই কেননা বলি। আমার যা খুশি তাই বলবো ; হ্যাঁ, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তা' প্রয়োজন। অতএব আপনিই বা বন্ধু চুপ করে থাকবেন কেন ?'

নিজেকে সংযত ক'রে নীরব হয়ে গেলাম। যদিও তিনি এত তীব্র ব্যঙ্গভরে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন যেন আমাকে স্পষ্ট প্রতিবাদে আহ্বান করছেন। কিন্তু তিনি বুঝলেন আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—যাবো না কথা দিয়েছি, তাই আবার সুরু করলেন।

'আমার ওপর রাগ করবেন না বন্ধু! আপনি আমার বাইরেটা দেখেই চটেছেন, ঘৃণা করছেন, কিন্তু দেখুন অন্তরে আমি কত অকপট, কত সরল! সব স্বীকার করছি আপনার কাছে, এমন কি আমার ছেলেমানুষী খেয়ালগুলো পর্য্যন্ত। আপনার কাছ থেকেও বন্ধু সরলতা আশা করি, আর দু'জনের একমত হওয়া উচিত যাতে শেষে আমরা পরস্পরকে ভালো ক'রে বুঝতে পারি। অবাক হবেন না আমার কথায়। আমার বিরক্ত ধরে গেছে এইসব সারল্যে, এ্যালোশার এইসব গ্রাম্য ন্যাকামীতে, এইসব কাব্যে, নাটাশার সঙ্গে জঘন্য ষড়যন্ত্রের এইসব মহত্ত্বে। এত বিরক্ত হয়ে পড়েছি যে, বলতে গেলে, আজকে তার বিরুদ্ধে এই বিষোদ্গারের সুযোগে সত্যিই আমি খুশি। তাছাড়া আপনার কাছে মনের কথা খুলে বলবার জন্যে আমি ছট্‌ফট্ করছিলাম। হাঃ—হাঃ—হাঃ।'

'আপনি আমায় বিস্মিত করেছেন, প্রিন্স। আপনাকে আর চিনতেই পারছি না। নীচতার সর্ব্বশেষ স্তরে আপনি নেমে গেছেন। এইসব অপ্রত্যাশিত প্রকাশ······'

'হাঃ—হাঃ—হাঃ! কতকটা ঠিক! সুন্দর বলেছেন—নীচতার শেষ স্তরে! হাঃ—হাঃ—হাঃ! সানন্দ বিহার, মাতালের রঙ্গে মেতেছি! নিজেকে উপভোগ করছি। আর আপনি কবি, আমায় দেবেন সব রকমের প্রশ্রয়। আসুন, একটু মদ খাওয়া যাক,' এই বলে আত্মতৃপ্তির পরিপূর্ণতায় আবার গ্লাস ভরে নিলেন মদে। সুরু করলেন—'সেদিন নাটাশার ওখানে সেই সন্ধ্যার

কথা মনে পড়ে? আমায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেছে। তার দিক থেকে সত্যিই সে সুন্দরী, কিন্তু সেদিন আমি চ'লে আসি নিদারুণ ক্রোধ নিয়ে, আর আজও সেকথা ভুলতে চাই না। ভুলতেও চাই না, গোপনও করতে চাই না। অবশ্য আমাদের সময়ও আসবে, আর আসছেও খুব তাড়াতাড়ি, তবে থাক এখন সে কথা। আমার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম। যেটা হয়তো আজও আপনি জানেন না। সেটা হোল এইসব জঘন্য অর্থহীন ন্যাকামী আর কাব্যিক প্রলাপের প্রতি ঘৃণা। অথচ এই সবের অভিনয় ক'রে মানুষকে ঠকিয়ে আমি সবচেয়ে আনন্দ পাই। আপনি হয়তো বুঝছেন না, ভাবছেন এ নোংরামী, অভদ্রতা—তাই না?'

'নিশ্চই তাই—'

'আপনি সরল। কিন্তু ওসব যে আমায় বিষিয়ে তোলে, কি করি বলুন? আমিও অত্যন্ত সরল, কিন্তু এ আমার স্বভাব। আমার জীবনের কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনা আপনাকে শোনাবো। তা' আপনার ভালোও লাগবে, আর তা' থেকে আমাকে আরও ভালো ক'রে বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, সত্যিই আমি হয়তো আজ নীচতার সর্ব্বশেষ স্তরে নেমে গেছি, তবে নীচের মানুষের মধ্যেও সারল্য দেখা যায়—নয় কি?'

'শুনুন প্রিন্স, অনেক রাত হয়ে গেছে, আর সত্যিই······'

'সেকি! এত অধৈর্য্য কেন! তাছাড়া, তাড়াটাই বা কিসের? ভাবছেন আমি মাতাল হয়েছি? তাতে কি! বরং ভালোই—হাঃ—হাঃ—হাঃ! প্রীতির পরিবেশে এই যে আলাপ পরিচয়—বহুদিন মনে থাকে মানুষের, আর তার স্মৃতি কতই না সুখকর! দেখছি আপনি মানুষ ভালো নন আইভান পেট্রোভিচ্। আবেগ উচ্ছ্বাস বলে পদার্থ আপনার নেই। আমার মত বন্ধুর জন্যে তুচ্ছ একটা কি দু'টো ঘণ্টা এমন কি? তাছাড়া, আর একটা বিষয়ের সঙ্গে এটা জড়িত······ সেটাও আপনার বোঝা উচিত, আর আপনি একজন সাহিত্যিকও বটেন; হ্যাঁ, এতবড় একটা সুযোগের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আমাকে দেখে চরিত্রসৃষ্টির উপাদান পাবেন—হাঃ—হাঃ—হাঃ। কি বলছি আমি! আজ আমার মনের দুয়ার খুলে গেছে!'

স্পষ্ট বুঝলাম প্রিন্স মাতাল হয়ে পড়েছেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হোয়ে বিদ্বেষে ভরে উঠলো। আক্রমণের এ যেন চরম প্রস্তুতি।

আজ তিনি আঘাত করতেই চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন দংশন করতে, ব্যঙ্গ করতে। 'মাতাল হওয়ায় এক পক্ষে ভালোই হয়েছে,' ভাবলাম, 'মত্ত অবস্থায় লোকে অনেক কিছুই বলে ফেলে।' কিন্তু প্রিন্স জ্ঞান হারান'নি।

'তরুণ বন্ধু!' সুরু করলেন, আত্মতৃপ্তির উচ্ছ্বাসে, 'এই মাত্তর আপনাকে বলছিলাম আমার একটা অবাধ্য অভিলাষ—অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে ব্যঙ্গ করা। এই স্বীকারোক্তির জন্যে আপনি আমায় হীনতম মানুষের সঙ্গে তুলনা করলেন, অবশ্য আমার তাতে আমোদই লাগলো। কিন্তু আপনি যদি বিস্মিত হন কিম্বা তিরস্কার করেন এই ভেবে যে আমি আপনার প্রতি রূঢ় হয়েছি, আর হয়তো ব্যবহার করেছি অসভ্য চাষার মত, ক্ষণে ক্ষণে আমার কথার সুর বদলে, তাহোলে ভুল করবেন। কারণ প্রথমতঃ এটা আমার অভ্যাস, আর দ্বিতীয়তঃ আমি আমার বাড়ীতে নেই, আছি বাইরে আপনার সঙ্গে......অর্থাৎ দু'জনে বন্ধুর মত প্রমোদ-রজনীতে বেরিয়েছি, আর তৃতীয়তঃ আমি বড় খেয়ালী মানুষ। শুনলে অবাক হবেন একবার আমার খেয়াল হয়েছিল আমি দার্শনিক হব, মানব সেবায় জীবন নিয়োগ করবো,—প্রায় আপনার ভাবধারা আমায় পেয়ে ব'সেছিল আর কি! কিন্তু সে আজ যুগ যুগ আগে, যৌবনের স্বর্ণময় দিনে। মনে পড়ে, তখন দেশের বাড়ীতে যেতাম সেবার ব্রত নিয়ে, অবশ্য শেষটায় বিরক্তিতে মরবার দাখিল হোয়ে পড়তাম। বললে বিশ্বাস করবেন না আমার জীবনে তখন কি ঘটেছিল। বিরক্তিতে ক্লান্ত হ'য়ে সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাতে সুরু করলাম।···কি এরই মধ্যে মুখ ব্যাঁকাতে সুরু করেছেন! না, না, না, আপনাকে আজ অন্তরঙ্গ ভেবেই বলছি। কখনও ভোগ, কখনও ত্যাগ—এইতো জীবন! দেখুন আমি খাঁটি রাশিয়ান, রুশ ধারা আমার মজ্জায়। আমি দেশপ্রেমিক, সবকিছু ত্যাগ করতেই ভালোবাসি; তবুও মানুষের প্রয়োজন—জীবনের ক্ষণিক উপভোগ। মৃত্যু একদিন আসবেই—আর তারপর! তাইতো আমি ছুটে ছিলাম নারীর পেছনে। মনে আছে—ছোট্ট এক রাখাল মেয়ে, তার স্বামী অতি সুশ্রী, তরুণ। আমি তাকে খুব মেরেছিলাম, ভেবেছিলাম সৈন্য ক'রে পাঠাবো (সে আমার একটা অতীত বিলাস), তবে পাঠাইনি সেনা বিভাগে। সে মারা গেল হাসপাতালে। গ্রামে একটা ভালো হাসপাতাল করেছিলাম,—বারোটা বেড, সাজ-সরঞ্জাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পাকা মেঝে। তবে, বহুদিন আগে তা' তুলে দিয়েছি। তখন কিন্তু ও নিয়ে খুব গর্ব্ব

করতাম। আমি যে তখন মানবহিতৈষী। আর আমিই কিনা সেই তরুণ চাষীটিকে মারতে মারতে মেরে ফেললাম তার বৌয়ের জন্যে… আবার মুখ ব্যাঁকাচ্ছেন? শুনতে খুব খারাপ লাগছে—না? আপনার মহান আদর্শকে আঘাত করছে? কাতর হবেন না বন্ধু! সবই সে অতীত। তখন নিজেকে মনে করতাম কোন উপন্যাসের নায়ক। চেয়েছিলাম মানুষের সেবা করতে, ভেবেছিলাম এক মানবহিতৈষী সঙ্ঘ গড়ে তুলবো…আর তখনই কিনা মেতেছিলাম অত্যাচারে। এখন আর করি না। আজকাল লোকে অত্যাচারের নামে মুখ ব্যাঁকায়—এটা এখনকার রীতি… তবে সবচেয়ে হাসি পায় সেই নির্ব্বোধ নিকোলাইটার কথা মনে পড়লে। দৃঢ় বিশ্বাস চাষীদের সঙ্গে আমার সেই ব্যাপারের সব কথাই ও জানতো… আপনার কি মনে হয়? ওর মনটা উদার, বুঝিবা মধু দিয়ে তৈরী, আমাকে ভালোওবাসতো, তাই বিশ্বাস ক'রতে চায় নি আমার কাহিনীর একটি বর্ণও। আর তাই বারোটা বছর ও দাঁড়িয়েছিল আমার হয়ে অবিচল দৃঢ়তায় পাহাড়ের মত। কিন্তু শেষটায় আমার আঘাত প'ড়লো ওরই ওপর। হাঃ—হাঃ—হাঃ! থাক্ ওসব বাজে কথা! আসুন বন্ধু, একটু মদ খাওয়া যাক। আচ্ছা, মেয়েমানুষ আপনার ভালো লাগে?'

জবাব দিলাম না। শুধু শুনে যেতে লাগলাম তাঁর কথা। এক বোতল নিঃশেষ হ'য়েছে, দ্বিতীয় বোতল সুরু করেছেন ইতিমধ্যেই।

'আমি কিন্তু নৈশ-ভোজনে নারী-ঘটিত আলোচনায় আনন্দ পাই। খাওয়ার পর আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো মাদাম ফিলিবার্টের—আমার একজন পরিচিতা,—কি বলুন? কিন্তু হোল কি? আপনি আমার দিকে তাকাবেনও না!…হুঁ!'

এই বলে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর সহসা মাথা তুললেন এবং আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আবার বলতে সুরু করলেন:

'দেখুন কবি, আজ আপনাকে মানব মনের একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধান দিচ্ছি, আপনি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। হয়তো ভাবছেন আমি দুরাচারী, দুরাত্মা, যত কিছু অপকর্ম্মের দানব। কিন্তু যদি সম্ভব হোত মানুষের পক্ষে অকুণ্ঠ চিত্তে তার গোপন চিন্তা প্রকাশ করা, যা সে করে না কারও কাছে, যা সে সভয়ে লুকিয়ে রাখে তার প্রিয়তমের কাছ থেকে, এমন কি সময় সময়

যা সে নিজের কাছেও উদ্‌ঘাটন করে না—তাহোলে দেখতেন যে পৃথিবী ভরে যেতো এমন এক পূতিগন্ধে যে আমাদেব সবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতো। আব সেই কারণেই, আমাব মতে, আমাদেব সামাজিক নীতি ও অনুশাসনগুলোর এত প্রয়োজন। সেগুলো অত্যন্ত মূল্যবান, নৈতিকতার দিক থেকে নয়, নিছক আত্মরক্ষার দিক থেকে, মানুষের সুখ-শান্তির দিক থেকে। সুখ-শান্তির খাতিরেই তাদেব উদ্ভাবন। তবে এসব কথা পরে হবে। মূল বক্তব্য থেকে আমি সরে যাচ্ছি, পরে আমায় মনে করিয়ে দেবেন, বলবো। হ্যাঁ যা বলছিলাম—দুরাচার দুর্নীতির জন্যে আপনি আমায় অভিযুক্ত করছেন, কিন্তু হয়তো আমাব একমাত্র অপবাধ যে আমি আব সবাব চেয়ে বেশী অকপট, অপরাধ যে, মানুষ যা নিজেব কাছেও গোপন করে আমি তা' প্রকাশ করি... এটা আমাব কাছে খুব প্রীতিকর নয়, তবুও আজ বলবো ঠিক কবেছি। আপনি যেন অস্বস্তি বোধ করবেন না!' এই বলে শ্লেষভবে আব এক দফা হেসে নিয়ে আরম্ভ করলেন,—'আমি আমাব অপবাধেব কথাই বলেছি, কিন্তু ক্ষমা চাই নি। এও মনে রাখবেন—আমি আপনাকে লজ্জা দিতে চাই না। নিজেব দোষ ক্ষালনেব জন্যে, নিজেকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ কবার জন্যে, আপনাব মনেও গোপন কিছু আছে কিনা তা' জিজ্ঞাসা করবো না। ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রেখেই চলছি। জানবেন সব সময়ই আমি সজ্জন '

'এ আপনার নিছক নির্বোধ প্রলাপ,' ঘৃণাভবে তাঁব দিকে চেয়ে বললাম।

'প্রলাপ! হাঃ—হাঃ—হাঃ! বল্‌বো আপনি কি ভাবছেন? ভাবছেন কেন আমি আপনাকে এখানে আনলাম, আর কেনই বা আপনাকে অকাবণে মনের কথা সব খুলে বলছি,—তাই না?'

'হ্যাঁ—'

'বুঝবেন, পবে।'

'এর কারণ অতি সহজঃ আপনি দু'বোতল শেষ ক'বেছেন...প্রকৃতিস্থ নন।'

'বলতে চান মাতাল হয়েছি? তাও হয়তো হোতে পাবে। "প্রকৃতিস্থ নন!" সোজাসুজি মাতাল না বলে মোলায়েম কবে বললেন। সঙ্কোচে উপচে পড়ছেন দেখছি!...আঃ! আবাব আমরা নিজেদেব মধ্যে বিবাদ সুরু কবেছি!

এমন একটা রসের কথা হোচ্ছে এখন! হ্যাঁ, কবি, পৃথিবীতে যদি কিছু মধুরতম আর সুন্দরতম থেকে থাকে তবে তা' হোল নারী।'

'দেখুন প্রিন্স, আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কেন আপনি আমাকে আপনার মনের গোপন কামনা বাসনার কাহিনী শোনাবার মত বিশ্বাসভাজন হিসাবে নির্ব্বাচন করলেন।'

'হুঁঃ! তবে বলেইছি তো, পরে বুঝবেন। উত্তেজিত হবেন না। আর তাছাড়া কারণ যদি নাই থাকে তাতেই বা কি! আপনি কবি, আপনি আমার বড় সমঝদার। হ্যাঁ যা বলছিলাম—হঠাৎ মনের মুখোস খুলে ফেলায় মানুষ পায় এক অদ্ভুত পরিতৃপ্তি। পরিতৃপ্তি পায় অপরের সামনে তার বিদ্বেষ-বিষাক্ত মন উন্মুক্ত করায়, শালীনতা ক্ষুণ্ণের কথা একবারও ভেবে দেখে না। একটা কাহিনী বলি শুনুন। প্যারিসে এক পাগলাটে অফিসার ছিলেন। যখন জানা গেল যে সত্যিই তিনি পাগল তখন তাঁকে উন্মাদ আশ্রমে পাঠানো হোল। পাগল অবস্থায় চিত্তবিনোদনের এক অদ্ভুত উপায় তিনি অবলম্বন করেছিলেন। বাড়ীতে উলঙ্গ হোতেন, সম্পূর্ণ উলঙ্গ—আদিম মানুষের মত। শুধু তাঁর পায়ে থাকতো জুতোমোজা, আর তার ওপর গোড়ালী অবধি লম্বা এক বিরাট আলখাল্লা চাপিয়ে আমিরী চালে রাস্তায় বেরোতেন। পাশ থেকে দেখলে মনে হোত স্বাভাবিক মানুষ, মনের খেয়ালে অমন এক সাজ ক'রে চলেছেন। কিন্তু নির্জ্জনে যখন কারও সঙ্গে তাঁর দেখা হোত, নীরবে তাঁর কাছে এগিয়ে যেতেন, আর তারপর বেশ গম্ভীর হোয়ে হঠাৎ তার সামনে দাঁড়িয়ে আলখাল্লাটা সম্পূর্ণ খুলে ফেলতেন, নিজেকে প্রকাশ করতেন...মনের নির্ম্মলতায়! মিনিটখানেকের জন্যে; তারপর আবার ঢেকেঢুকে নিঃশব্দে চলে যেতেন স্তম্ভিত দর্শকের সামনে দিয়ে। মুখে তাঁর সামান্যতম বিকৃতিও দেখা যেতো না। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সকলের সঙ্গেই তিনি এমনি করতেন। আর ঠিক এমনি খানিকটা পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় যখন কেউ অপ্রত্যাশিতভাবে শ্লেষের তীব্র কশাঘাত করে কোন উদার কবি প্রেমিককে। "কশাঘাত"—কি সুন্দর কথাটি! কোথায় যেন দেখেছি আপনাদের আধুনিক সাহিত্যিকদের লেখায়।'

'তবে, তিনি ছিলেন উন্মাদ, আর আপনি...'

'আমি আছি সুস্থ মনে?'

'হ্যাঁ—'

প্রসন্ন হাসিতে ফেটে পড়লেন প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি।

'ঠিক বলেছেন আপনি।' মন্তব্য করলেন, মুখে একটা বিশ্রী উদ্ধত ভাব নিয়ে।

'দেখুন প্রিন্স,' বললাম, তাঁর ঔদ্ধত্যে উষ্মা প্রকাশ ক'রে,...'আমার এবং আমাদের সকলের বিরুদ্ধে আপনি বিদ্বেষ পোষণ করেন, আর তাই আমার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছেন সকলের জন্যে এবং সব কিছুর জন্যে। এ আপনার তুচ্ছ আভিজাত্যের প্রক্রিয়া! আমাদের ওপর আপনার রাগ, আর তা' সবচেয়ে বেশী হোয়েছে সেদিন সন্ধ্যার ব্যাপারে। অবশ্য এই-ভাবে বিদ্বেষ দেখানো ছাড়া প্রতিশোধ নেবার আর কোন পথ নেই। তবে এটা বড় বেশী হীন ও ঘৃণিত হোয়ে প'ড়ছে নাকি? মানুষের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক সার্ব্বজনীন শালীনতা, তাও আপনি জলাঞ্জলি দিয়েছেন। তাই আমার সামনে নিজের মনের নোংরা মুখোস খুলে নীতি-বিদ্বেষের নগ্ন রূপ প্রকাশ করতেও দ্বিধা নেই আপনার...'

'এসব কথা আপনি বলছেন কেন?' প্রশ্ন করেন প্রিন্স আমার দিকে কর্কশ দৃষ্টিতে চেয়ে। 'আপনার অন্তর্দৃষ্টি দেখবার জন্যে?'

'দেখাতে যে আমি আপনাকে চিনি, আর তা সরলভাবে ব্যক্ত করতে।'

আমার কথায় সহসা প্রিন্সের স্বর বদলে গেল। আবার তিনি পূর্ব্বেকার লঘু ও মজলিশি সুরে সুরু করলেন: 'আপনিই স্রেফ আমার কথার মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। বন্ধু, আমাকে আপনার পানপাত্র পূর্ণ করার অনুমতি দিন। আপনাকে আমি এক ভারী চিত্তাকর্ষক আর কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা শোনাবো ভেবেছিলাম। সংক্ষেপে বলছি। এককালে এক মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাঁর তখন প্রথম যৌবন নয়, সাতাশ আটাশ বছর বয়েস। রূপে অবশ্য প্রথম শ্রেণীর। যেমনও গঠন, তেমনি তনুশ্রী! চোখ দুটি ঈগলের মত তীক্ষ্ণ, অথচ দৃঢ়। ব্যবহারে সমুন্নত আভিজাত্য, এবং অনধিগম্য। লোকে তাকে ভয় করতো, তার মত কঠোর প্রকৃতির মেয়ে আশপাশে কেউ ছিল না। শুধু অন্যায়ের বিরোধিতা করতো তাই নয়, নারীর সামান্যতম দুর্ব্বলতাকেও ক্ষমা ক'রতো না, নির্দ্দয়ভাব বিচার করতো। তার মহলে খুব প্রতিপত্তি ছিল তার। বুড়িরাও

পর্য্যন্ত তাকে সমীহ করতো, তরুণীরা তো তার চোখের সামনে রীতিমত কাঁপতো। সমাজে তার এত প্রভাব ছিল যে তার শুধু একটি কথা কিম্বা ইঙ্গিতে লোকে একজনকে একঘরে করতো। এমন কি পুরুষরাও তাকে ভয় করতো। শেষটায় সে ধীরে ধীরে কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগলো... আর বললে বিশ্বাস করবেন না, এমন হোল যে তার মত ভ্রষ্টা ও দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আমার ভাগ্য ভালো, তার একমাত্র বিশ্বাস-ভাজন হয়ে দাঁড়ালাম। বলতে গেলে আমিই ছিলাম তার গোপন প্রেমিক, এমন কৌশলে লুকিয়ে-চুরিয়ে আমাদের প্রেমালাপ আর অভিসার হোত যে বাড়ীর কেউ কিছুমাত্রও সন্দেহ করতে পারতো না। শুধু তার দাসী, একটি ফরাসী মেয়ে, ব্যাপারটা জানতো, তবে সে ছিল খুব বিশ্বাসী। এতে তারও খানিকটা হাত ছিল, সে কথা পরে বলবো। আমার প্রণয়িণীর ইন্দ্রিয়াশক্তি এত প্রখর ছিল যে তার কাছে অন্য মেয়ে হার মানে। তবে আকর্ষণ সেখানে নয়, তার গোপনীয়তায়, লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার আনন্দে ও নির্ভীকতায়। যে নারী সমাজ শাসন করে এসেছে, যে কেবল সত্য, শিব ও সুন্দরের পুজারিণী হিসাবে সম্মানিতা, সে কিনা হেলায় সবকিছু নীতিবাদকে উপেক্ষা করে গোপন ব্যভিচারের চরম ও কল্পনাতীত কামুকতায় মেতে উঠলো! পরিতৃপ্তি সেইখানেই। হ্যাঁ, সত্যিই সে ছিল মূর্ত্তিমতী দানবী, তবে পরম লোভনীয়। আজও তার কথা মনে হোলে আমি আত্মহারা হয়ে পড়ি। অতন্থর শেষ শিখরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সে হেসে উঠতো আমায় অধিকার করার গর্ব্বে, আমিও বুঝতাম, বুঝতাম সে হাসি, হেসেও উঠতাম আমি। আজ তা' স্মরণে দীর্ঘশ্বাস পড়ে,—তবু সে আজ কত, কত দিন হোল! এক বছরের মধ্যে সে আমায় পরিত্যাগ করলে। ইচ্ছে থাকলেও আমি তার অপযশ দিতে পারতাম না। কে আমায় বিশ্বাস করতো? তার মত চরিত্রের বিরুদ্ধে! আপনি কি বলেন, বন্ধু?'

'অসহ্য! বিরক্তিকর!' জবাবে বলে উঠলাম, গভীর বিতৃষ্ণায় তাঁর এই হীন লাম্পট্যের কাহিনী শুনে।

'ঠিক বলেছেন, অন্য কিছু বললে ভাবতাম আপনি আমার বন্ধু নন। জানতাম এ কথা বলবেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সবুর করুন বন্ধু, আরও অভিজ্ঞতা হোলে বুঝবেন, জীবনে এখনও পোড় খেতে হবে। না, দেখছি আপনি কবি

হওয়ার যোগ্য নন, এই যখন আপনার ধারণা! সে নারী জীবনকে উপলব্ধি করেছিল, আর জানতো তার সদ্ব্যবহার।'

'কিন্তু তাই বলে নামতে হবে পশুত্বের স্তরে ?'

'পশুত্ব ?'

'হ্যাঁ, যেখানে সেই স্ত্রীলোকটি নেমেছিলেন, আর তাঁর সঙ্গে আপনিও।'

'একে পশুত্ব বলছেন! আপনি দেখছি এখনও নাবালক। অবশ্য বুঝি যে সাবালকত্ব দেখাবার উল্টো পথও আছে। আসুন বন্ধু, আরও খোলাখুলি আলোচনা হোক আপনিও স্বীকার করবেন, এ সবই অর্থহীন।'

'অর্থহীন কোনটা নয় ?'

'অর্থহীন নয় ব্যক্তিত্ব—আমিত্ব। সবই আমার জন্যে, সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি আমার জন্যে। শুনুন বন্ধু, আমি আজও বিশ্বাস করি শান্তিতে সংসারে বাস করা সম্ভব। এই হোল পরম বিশ্বাস, এ ছাড়া মানুষ এমনকি অসুখী হয়েও থাকতে পারে না: বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার আর কিছুই থাকে না। লোকে বলে নির্বোধরাই এমনি করে। দার্শনিক বিলাসে তারা ধ্বংস ক'রে সব, সবকিছু। এমনকি স্বাভাবিক মানবিক কর্তব্যগুলো পর্য্যন্ত, ধ্বংস করে যতক্ষণ না দেউলে হ'য়ে পড়ে। জমার অঙ্ক দাঁড়ায় শূন্যে, আর তাই জাহির করে জীবনের পরম উপকরণ হোল বিষ—প্রুসিক এ্যাসিড। আপনি বলবেন হ্যামলেট। কিন্তু আসলে এ হোল চরম ব্যর্থতা, এমন একটা চমৎকার জিনিষ যা আমরা কল্পনা করতেও পারি না। তবে, আপনি কবি, আর আমি হোলাম সামান্য মরজগতের মানুষ, তাই বলিকি জীবনে সহজ সরল বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রয়োজন। এই ধরুন আমি,—আমি বহুদিন সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে উঠেছি, এমন কি কর্তব্যেরও। কর্তব্য বলতে আমি বুঝি লাভ। আপনি অবশ্য ওভাবে দেখতে পারেন না, কারণ পায়ে আপনার বেড়ি, আর আপনার রুচিও বিকৃত। আপনি দেখেন আদর্শ, পাপপুণ্য। তবে বন্ধু, আপনি যা বলেন আমি শুনবো, কিন্তু কি করি বলুন, যদি বুঝে থাকি যে মানুষের সব পুণ্যের মূলে রয়েছে সোহংত্ব ? পুণ্য যত বেশী, সোহংভাবের প্রাচুর্য্যও সেখানে ততই। একমাত্র সোহং নীতিকেই আমি বুঝি, স্বানুবক্তিই আমার আদর্শ। জীবন হোল ব্যবসায়িক লেন-দেন, আপন অর্থের অপচয় করো না, শুধু ব্যয় কর আত্মসুখে, তাহোলেই প্রতিবেশীর প্রতি তোমার সমস্ত কর্তব্য করা হবে। যদি সত্যিই

শুনতে চান—এই [illegible] আসল কথা বলতে কি আমার মতে যদি নিখরচায় [illegible] তে পারেন তবে তা' আরও ভালো। আমার কোন আ[illegible]' কোনদিন গ্রহণও করিনি, আর তার জন্যে কখন আকাঙ্ক্ষাও অনুভব করি নি। আদর্শ ছাড়াই মানুষ সুন্দর সুখময় জীবন কাটিয়ে দিতে পারে...আর অত্যন্ত আনন্দের কথা প্রুসিক এ্যাসিড না হোলেও আমার চলে তবে, আর একটু যদি পুণ্যবান হোতাম তাহো[illegible] আর এটি নাহোলে চলতো না—নির্ব্বোধ দার্শনিকদের মত। না। তবু[illegible] জীবনে অনেক কিছু মহান রয়ে গেছে! আমি ভালোবাসি সামাজিক খ্যাতি, পদমর্য্যাদা, বাড়ী, তাসের মোটা অঙ্কের জুয়ো (তাসে আমার ভীষণ [illegible]শা) তবে, সবচেয়ে, সবচেয়ে ভালোবাসি—নারী ..হঁ্যা নারী, যে কোন ভাবে[illegible] হোক: এমন কি প্রচ্ছন্ন গোপন ব্যভিচার, কিছু অসাধারণ আর মৌ[illegible]সিক, এমনকি নতুনত্বের খাতিরে কিছু নোংরামী,—হাঃ—হাঃ হাঃ। আপনার মুখ দেখছি: কি ভীষণ ঘৃণাভরে আপনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন।'

'ঠিক ধরেছেন,' জবাব দিলাম

'আচ্ছা, ধরুন আপনার মতই ঠিক, তবুও নোংরামী প্রুসিক এ্যাসিডের চেয়েও ভালো, নয় কি ?'

'না। প্রুসিক এ্যাসিডই ভালো '

'ইচ্ছে করেই এ প্রশ্ন করলাম, শুধু আপনার উত্তর উপভোগ করবো বলে। জবাব আপনার জানতাম। না বন্ধু যদি সত্যিই মানব দরদী হয়ে থাকেন, তবে বুদ্ধিমান মানুষদের আমার নীতিতে দীক্ষা দিন, পারেন তো আরও একটু নোংরামীর মিশেল দিয়ে, নইলে অচিরেই বুদ্ধিমানের দল লোপ পেয়ে বুদ্ধিহীনে পৃথিবী ছেয়ে যাবে। তবু এমনই মজা, আজও প্রবাদ চলে আসছে যে বোকারাই ভাগ্যবান। তবে বোকাদের সঙ্গে বাস করা, আর তাদের সমর্থন করার চেয়ে আ[illegible]মদায়ক আর কিছু নেই; এতে লাভ আছে! আমার এই সব রীতি নীতি [illegible] চ্ছেন? অবশ্য এটাও বুঝি যে আমি বাস করছি [illegible] তারই মধ্যে আছে স্বাচ্ছন্দ্য, তাকে মেনে চলি, [illegible] দৃঢ় সমর্থন আছে। যদিও প্রয়োজনে আমি তাকে [illegible] ত্যাগে [illegible] আধুনিক জীবনাদর্শ আমার জানা. [illegible]আছে, তা আমি রেগে পড়েছেন আর হঠাৎ ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার

বিবেকের দংশন বলে কোন কিছু অনুভব করিনি [illegible] নিজে ঠিক আছি ততদিন সব কিছুতেই আমার সম্মতি আ[illegible] [illegible]বের অভাব নেই, আর সবাই আমরা সত্যিই ভালো [illegible] [illegible]থিবীর সব কিছু ধ্বংস হোতে পারে, আমরা হব না। [illegible] ততদিন যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে। সারা পৃথিবী ডুবে [illegible] পারে কিন্তু আমরা ভাসবো, ভাসবো সবার ওপরে। ভেবে দেখুন: আমা[illegible] মত মানুষের কত প্রাণ-প্রাচুর্য্য! জীবন যুদ্ধে আমাদের অদ্ভুত দৃঢ়তা [illegible] ও তা চোখে পড়েছে? আমরা বাঁচি আশী-নব্বুই বছর পর্য্যন্ত, প্রকৃতি [illegible] আমাদের রক্ষা করে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি বিশেষ ক'রে নব্বুই অবধি [illegible] চাই। মরণ বিলাস আমার নেই, বরং ভীতি আছে। জানি [illegible] কেমন জিনিষ হবে! কিন্তু এসব কথা কেন? সেই যে আপনাদের [illegible] দার্শনিক [illegible] বিষ পান করেছিল সেই আমায় এ পথ দেখিয়েছে। চুলোয় [illegible] দর্শন! সুন্দরী নারীই জীবনে সব…সেকি বন্ধু! আপনি যাচ্ছেন কোথা[illegible]

'বাড়ী! আপনারও যাওয়ার সময় হয়েছে।'

'বোকা কোথাকার! আমি আমার মনের কবাট খুলেছি, আর আপনি কিনা সে বন্ধুত্বের এতটুকুও মর্ম্ম বুঝলেন না! হাঃ—হাঃ—হাঃ! দেখছি কবি, আপনার শরীরে একটুও দয়ামায়া নেই। একটু বসুন, আর এক বোতল আমার চাই…'

'তৃতীয়?'

'হ্যাঁ। পাপপুণ্যের কথা তো বন্ধু আগেই বলেছি: [illegible] প্রাচুর্য্য, আমিত্বের সেখানে আতিশয্য! কে জানে বন্ধু [illegible] একদিন আমার নীতিই প্রয়োজনে লাগতে পারে। এ সম্বন্ধে [illegible] ঘটনা বলি শুনুন। এককালে একটি সুন্দরী মেয়েকে আমি [illegible] প্রা[illegible] অকপটে। সেও আমার জন্যে অনেক কিছু বিসর্জ্জন দিয়েছি[illegible]

'যাকে আপনি হীন প্রতারণা করেছিলেন?' জিজ্ঞাসা [illegible] আত্মসম্বরণে অনিচ্ছুক হয়ে।

প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি চমকে উঠলেন। মুখমণ্ডলের পরিব[illegible] আমার দিকে তিনি রক্তচক্ষুতে তা[illegible] [illegible] ছিল রোষ

'দাঁড়ান, দাঁড়ান একটু', বলতে লাগলেন, অনেকটা নিজের মনেই, 'আমাকে ভাবতে দিন। সত্যিই দেখছি মাতাল হয়ে পড়েছি, কিছুতেই মনে পড়ছে না।'

এই ব'লে কিছুক্ষণ তিনি থামলেন এবং আগের মতই অনুসন্ধানী আর বিদ্বেষভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, আমার হাতখানি ধ'রে—পাছে চলে যাই এই তাঁর ভয়। বেশ বুঝলাম তিনি ভাবছেন, চেষ্টা করছেন আবিষ্কার ক'রতে কি ক'রে আমি এ ব্যাপার টের পেয়েছি যা কেউ জানে না, এবং আমার এই জানায় তাঁর কোন বিপদ আছে কি না। মিনিটখানেক এইভাবে কাটলো, তারপর হঠাৎ তাঁর চোখে মুখে আবার সেই পূর্ব্বের রহস্যপ্রিয়তার ছাপ ফুটে উঠলো। তিনি হাসলেন।

'হাঃ—হাঃ—হাঃ! আপনি দেখছি ধর্ম্মপুত্তুর! সেই মেয়েটি যখন তেড়ে এলো প্রতারণা করেছি ব'লে আমি তো অবাক! সে কি তার আস্ফালন আর গালমন্দ! স্রেফ ডাকসাইটে মেয়েমানুষ, আত্মসংযমের ধার ধারে না। কিন্তু আপনিই ভেবে দেখুন: প্রথমতঃ আমি তাকে ঠকাইনি। সেই তার টাকা আমায় দিয়েছিল, ব্যস্ ওমনি তা' আমার হয়ে গেল। হবে না? ধরুন আপনি আমায় একটা ভালো ড্রেস-কোট দিলেন,'—উদাহরণটি দেবার সময় তিনি আমার গায়ের ড্রেস কোটটির দিকে তাকাতে লাগলেন। ওইটিই আমার একমাত্র কোট, বেয়াড়া দেখতে বেঢপ, বছর তিনেক আগে এক সাধারণ দর্জ্জিকে দিয়ে করিয়েছিলাম) 'আমিও আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ব্যবহার করতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ বছরখানেক পর আপনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করলেন, আর ওমনি সেটা ফেরৎ চাইলেন তখন সেটা পরতে প'রতে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে...এটা কিন্তু ঠিক ভদ্রতা নয়; তা-হোলে দেওয়াই বা কেন? আর দ্বিতীয়তঃ টাকাটা আমার হোয়ে গেলেও হয়তো নিশ্চয়ই ফেরৎ দিতাম, কিন্তু ভাবুন—অত টাকা একসঙ্গে যোগাড় করি কোত্থেকে? তাছাড়া আসল কথা হোল—ওসব ভাবালুতা আর কাব্যিক ন্যাকামী আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না। আগেই তো বলেছি, আর এর পেছনেও তাই ছিল। আপনি ভাবতেও পারবেন আমার মঙ্গলের জন্যে কি তার ন্যাকামী, জানালে টাকাটা আমায় সে দিয়ে দেবে। শেষটায় আমি রেগে পড়েছেন আর হঠাৎ ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার

হো'য়ে গেল, কারণ কখনও আমি উপস্থিত বুদ্ধি হারাই না। ভাবলাম টাকাটা ফিরিয়ে দিলে হয়তো তার মনে আঘাত লাগবে। হয়তো তাকে বঞ্চিত ক'রবো আমার হয়ে দুঃখবরণের আনন্দ থেকে। আর এর জন্যে সারাজীবন সে আমায় অভিশাপ দেবে। এই ধরণের দুঃখবরণের মধ্যে অপূর্ব্ব এক সুখকর অনুভূতির আমেজ আছে, নিজেকে মনে হয় কত উদার, কত আদর্শবাদী, আর সেইসঙ্গে পাওয়া যায় অপরকে ঘৃণা করবার দাবী। অবশ্য এই ঘৃণার আনন্দ প্রায়ই দেখা যায় সেই মানুষদের মধ্যে যারা উদারতা নিয়ে ন্যাকামী করে, আর হয়তো এর ফলে তাদের কাটাকে হয় উপবাসে। তবে আমার স্থির বিশ্বাস সে এতে সুখী হোয়েছিল। আমি চাইনি তাকে এ সুখ থেকে বঞ্চিত করতে, তাই টাকাটাও দিইনি ফিরিয়ে। আর এ থেকেই প্রমাণ হয় আমার নীতি—যেখানেই উদারতার ঘটা, সেখানেই আত্মসর্ব্বস্বতার ছটা বুঝেছেন ব্যাপারটা?...কিন্তু বন্ধু, আপনি চেয়েছিলেন আমায় জব্দ করতে, ধরতে...স্বীকার করুন সত্যি কিনা...'

'আমি চললাম,' জানালাম উঠে পড়ে।

'এক মিনিট! শেষের দু'টো কথা!' চেঁচিয়ে উঠলেন, ঘৃণিত শ্লেষের সুরে নয়, রীতিমত গাম্ভীর্য্য নিয়ে। 'শেষ কথাটা শুনে যান; এতক্ষণ যা বললাম তা' থেকে নিশ্চয়ই পরিষ্কার বুঝেছেন যে পৃথিবীতে কারও জন্যে আমি আমার স্বার্থকে ক্ষুন্ন করতে রাজী নই। টাকা আমার একমাত্র কাম্য, আর আমি তা' চাই। ক্যাটারিনার প্রচুর আছে। তার বাবার দশ বছরের আবগারী কনট্রাক্ট ছিল। তার তিরিশ লক্ষ টাকা আছে, আমার তা' প্রয়োজন। এ্যালোশা আর ক্যাটারিনায় মানাবে ভালো। দু'জনেই বোকা। আমার পক্ষে তা' সুবিধাজনক। আর তাই আমি চাই যত শীঘ্র সম্ভব তাদের বিয়েটা চুকে যাক। দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে কাউন্টেস ক্যাটারিনাকে নিয়ে দেশে যাচ্ছেন। এ্যালোশা তাদের পৌছে দেবে। নাটাল্যা নিকোলেভ্‌নাকে সাবধান করে দেবেন তারা যেন প্রেম নিয়ে ন্যাকামী আর কাব্য ক'রে আমার বিরোধিতা করতে না আসে। আমি অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ। আমিও আমার অধিকার বজায় রাখতে জানি, তাকে ভয় করি না। সবই আমার ইচ্ছানুযায়ী হবে, অতএব আমি যদি তাদে সতর্ক করি তবে সে তারই মঙ্গলের জন্যে। দেখবেন যেন সে বোকামী া দ ন না করে। তাহোলে

তার পক্ষে খুব ভালো হবেনা। আমার কাছে তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এই কারণে যে এ ব্যাপারে আমি আইনের আশ্রয় নিইনি, যেটা উচিত ছিল নেওয়া। আপনাকে একবার আইনের কর্তব্য বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিই: আইন পরিবারের শান্তি রক্ষা করে, পিতার প্রতি পুত্রের আনুগত্যকে বজায় রাখে, আর যারা পুত্রকে প্রলোভন দেখিয়ে পিতামাতার প্রতি পবিত্র কর্তব্যকে অবহেলা ক'রতে শেখায় আইন তাদের ক্ষমা করে না। এও মনে রাখবেন যে ওপর মহলে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা, তার কিছুই নেই আর···আপনি হয়তো বোঝেন আমি তার কি করতে পারতাম...তবে তা' করিনি, কারণ এখনও পর্যন্ত সে অনুচিত কিছু করেনি। কাতর হবেন না আমার কথায়! গত ছ'মাস থেকে প্রতি মুহূর্ত্তে তাদের প্রতিটি কাজ আমি লক্ষ্য ক'রে আসছি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তুচ্ছ খুঁটিনাটি অবধি আমার নখাগ্রে। তাই চুপ ক'রে অপেক্ষা করেছিলাম এ্যালোশা কখন তাকে ছাড়বে। সে ত্যাগপর্ব্ব সুরুও হয়েছে, আর এর মধ্যে এ্যালোশা সুন্দর একটা আকর্ষণ পেয়ে গেছে। অথচ তার চোখে আমি যেমনকার তেমনি সহৃদয় পিতাই রয়ে গেলাম, আর থাকবোও তাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মনে পড়ে সেদিন নাটাল্যাকে প্রায় প্রশংসা করেছিলাম ওকে বিয়ে না করার উদারতা আর নিঃস্বার্থতার জন্যে! জানতে চাই কি ক'রে সে ওকে বিয়ে ক'রতো। সেদিন গিয়েছিলাম শুধু সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে, নিজের চোখে সব জিনিষ যাচাই করতে...শোনার আকাঙ্খা মিটেছে আপনার? হয়তো আরও একটা কথা জানতে চান। জানতে চান কেন আপনাকে এখানে নিয়ে এলাম কেনই বা এমন মন খুলে বন্ধুর মত আলাপ করলাম অথচ এত অকপটে সব কথা না ব'ললেও চ'লতো—তাই না?'

'হ্যাঁ—'

নিজেকে সংযত ক'রে আগ্রহভরে শুনতে লাগলাম। প্রত্যুত্তরের আর প্রয়োজন ছিল না।

'কারণ, ও ছু'টি গবেটের চেয়ে আপনার মধ্যে কিছু সাধারণ বুদ্ধি আর দূরদৃষ্টি দেখেছিলাম। আপনি হয়তো আমাকে আগেই চিনতে পেরেছিলেন, আমার সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনাও করেছিলেন, তাই ভাবলাম কেন আর আপনাকে ভাবিয়ে কষ্ট দিই তার চেয়ে বরং সামনা-সামনি বুঝিয়ে দেওয়া ভালো—কোন মানুষের পাল্লায় আপনি পড়েছেন। সম্যক উপলব্ধি একটা মস্তবড় জিনিষ।

যাই হোক আপনি তাকে ভালোবাসেন এবং আশা করি আপনার সমস্ত প্রভাব নিয়োগ করে তাকে অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে বাঁচ'বেন। নইলে তার পক্ষে অত্যন্ত খারাপ হবে, আর বলে রাখি, মোটেই তা' হাসিঠাট্টার ব্যাপার হবেনা ...সবশেষে, আমার এই অকপটতার তৃতীয় কারণ...(তবে অবশ্য আপনি তা' টের পেছেন) হ্যাঁ, আমি সত্যিই চেয়েছিলাম সমস্ত ব্যাপারটার ওপর আমার ঘৃণা দেখাতে, আর তা' আপনার মুখের ওপরই।'

'আর আপনার সে উদ্দেশ্য সফলও হোয়েছে', বললাম রাগে কাঁপতে কাঁপতে, 'আমার বিরুদ্ধে, আমাদের সকলের বিরুদ্ধে আপনার এই বিদ্বেষ প্রকাশ সারল্য না দেখালে সফল হোত না। এই অকপটতার ফলে হয়তো নিজেকে আমার চোখে সন্দেহভাজন ক'রে তুলতে পা'বেন এমন ভীতি দূরে থাক, নিজেকে এভাবে আমার কাছে প্রকাশ করতে একটুও আপনার লজ্জায় বাধলো না। আপনি সেই আলখাল্লাপরা উন্মাদের মত করলেন। আমাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করেন নি।'

'ঠিক অনুমান করেছেন বন্ধু', প্রিন্স বললেন উঠে পড়ে, 'আপ'ন জিনিষটা ঠিক ধরে ফেলেছেন। নেহাৎ অকারণে লেখক হন নি। আশা করি বন্ধুরূপেই আমরা বিদায় নিচ্ছি। দু'জনে একবার বিদায় পান হবে না?'

'আপনি অপ্রকৃতিস্থ, আর সেইটাই একমাত্র কারণ যার জন্যে আপনার যোগ্য উত্তর আমি দিলাম না...'

'আবার নীরবতার প্রতিমূর্ত্তি! যা বলতে পারতেন তা' বলেন নি! হাঃ—হাঃ—হাঃ! আপনার হোয়ে দামটাও আমাকে দিতে দেবেন না?'

'ব্যস্ত হবেন না। নিজের দাম আমি নিজেই দেবো।'

'না, না, তাতে আর সন্দেহ নেই। আমরা একই পথে যাচ্ছি না?'

'আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না।'

'বিদায়, কবি! আশা করি আমায় বুঝেছেন . '

বলতে বলতে প্রিন্স বেরিয়ে গেলেন, স্খলিত পদে, আমার দিকে আর না ফিরে। সহিস এসে তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিল। আমি চললাম আমার পথে। রাত তখন প্রায় তিনটে। বৃষ্টি পড়ছিল। ঘন অন্ধকার রাত্রি...

সাইত্রিশ

রাগ যে কি রকম চ'ড়ে গেল, তা' বলার চেষ্টায় লাভ নেই। যদিও সব কিছুর জন্যই তৈরী ছিলাম তবু এ ব্যাপারে বিশেষ আঘাত পেলাম। যেন তিনি হঠাৎ আমার সামনে এসে হাজির তাঁর সমস্ত নীচতা নিয়ে।

কিন্তু আমার মনে আছে আমার সমস্ত অনুভূতিই এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল আমি যেন প্রবল ধাক্কা খেয়ে দলিত মথিত হ'য়ে গেছি, আর অন্তহীন দুঃখ সমস্ত হৃদয় তোলপাড় ক'রে ফেলছে। নাটাশার জন্যে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম, যেন আমি আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম ভবিষ্যতে কত দুর্ভোগ তার জন্যে তোলা রয়েছে, কি ক'রে তা' এড়ানো যায়, তার চরম দুঃখের দিনে কি শান্তি ও সান্ত্বনা তাকে জোগানো যায় ভেবে আমি হতবাক্ হ'য়ে পড়ি। সেই দুঃখের দিন যে ঘনিয়ে আসছেই তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কি আকার নিয়ে সেটা আসছে তাও উপলব্ধি করা অসম্ভব নয়।

সারা রাস্তা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কি ক'রে বাড়ী পৌঁছলাম তা টেরই পাই নি। রাত তখন তিনটে। আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়েছি কি দিই নি এমন সময় একটা গোঙানী শুনতে পেলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটার তালা খুলে গেলো মনে হলো যেন নেলী শোয়নি সারা রাত দরজার কাছে আমার অপেক্ষায় কাটিয়ে দিয়েছে। একটা মোমবাতি জ্বলছিলো। নেলীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ভয় পেয়ে গেলাম, মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে; জ্বরের ঘোরে তার চোখ দুটো জ্বলছে, চোখ মুখের অদ্ভুত ভাবে মনে হোল আমাকে যেন সে চিনতে পারে নি। খুব বেশী রকম জ্বর তখন তার।

'কি হয়েছে নেলী, তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে?' নীচু হয়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে জিগ্যেস করলাম।

কাঁপতে কাঁপতে সে আমাকে চেপে ধরে, মনে হোল কি ব্যাপারে যেন সে ভয় পেয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি আর প্রবল আবেগে কি যেন সে বললে, যেন সে শুধু এই কথাটি বলবার জন্যেই আমার আসার পথ চেয়ে ছিল। কিন্তু

তার কথাগুলি অদ্ভুত আর অসংলগ্ন; আমি কিছুই বুঝলাম না। বুঝলাম সে তখন বিকারের ঘোরে ভুল বকছে।

তাড়াতাড়ি তাকে বিছনায় শুইয়ে দিলাম। কিন্তু সে থেকে থেকে চমকে ওঠে আর ভয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরে, যেন কারও হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে মিনতি জানাচ্ছে। বিছানায় শুয়েও আমার হাতটা খুব জোরে চেপে ধ'রে রইলো যেন তার ভয়, পাছে আমি চলে যাই। আমি এত বিচলিত হোয়ে পড়েছিলাম আর এতে আমার স্নায়ুগুলি এত আন্দোলিত হোয়ে পড়েছিল যে তাকে দেখে সত্যিই আমি কেঁদে ফেললাম। আমার নিজের শরীরই ভালো ছিল না। আমার চোখে জল দেখে সে কিছুক্ষণ আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে একান্তমনে তাকালো জোর ক'রে যেন কি একটা ভেবে ঠিক ক'রে বোঝার চেষ্টা করছে। স্পষ্টই বোঝা গেল এতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। শেষে মুখের ওপর কি যেন একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো। বেশীরকম হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের পর সে সাধারণতঃ খানিকক্ষণ কিছু ভাবতে পারত না, স্পষ্ট করে কথাও উচ্চারণ করতে পারত না। তখনও সেই রকম হোল। কথা বলার প্রবল চেষ্টা ক'রেও যখন বুঝলো যে আমি তার কথার কিছুই বুঝলাম না তখন ছোট্ট হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে সে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে লাগল, তারপর আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে আমাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেলো। বুঝলাম, আমার আসার আগেই সে অচৈতন্য হোয়ে পড়ে আর সেটা হয় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই। সে অবস্থা কেটে যাবার পরও বোধ হয় সে অচেতন ভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই সময় বাস্তব আর বিকারে মিলিয়ে ভয়ঙ্কর কিছু একটা তার মনে পড়ে যায়। সেইসঙ্গে তার আবছা আবছা খেয়ালও ছিল, আমি ফিরে আসবো, কড়া নাড়বো, তাই সে ঠিক দরজার সামনেই মেঝের ওপর আমার আসার অপেক্ষায় শুয়েছিল আর আমার প্রথম দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দেই দাঁড়িয়ে ওঠে।

'কিন্তু ঠিক দরজার সামনেই বা কেন দাঁড়িয়েছিল সে,' আমি ভাবতে লাগলাম, আর হঠাৎ অবাক হোয়ে লক্ষ্য করলাম, বৃষ্টিতে পড়ে বেরোবার ছোট্ট কোটটি সে পরেছিল। (আমি ওটা এক বৃদ্ধা ফিরিওয়ালীর কাছ থেকে মাত্র ক'দিন আগে পেয়েছিলাম, তাকে আমি যে টাকা ধার দিতাম তা' এমনিধারা জিনিষপত্তর দিয়ে শোধ দেবার জন্য মাঝে মাঝে আমার ঘরে বুড়ি আসতো)

কাজেই নিশ্চয়ই সে বাইরে বেরোতে চেয়েছিল, আর মনে হয় দরজার তালা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সে হঠাৎ অচৈতন্য হোয়ে পড়ে। কোথায় সে যেতে চেয়েছিল? তবে কি তার আগেই তার বিকার আরম্ভ হোয়েছিল?

ইতিমধ্যে তার জ্বর ছাড়ে নি, আর সঙ্গে সঙ্গেই সে বিকারে আক্রান্ত হোয়ে অচৈতন্য হোয়ে পড়লো। আমার এই ফ্ল্যাটে আসার পর দু'বার সে এইরকম সংজ্ঞাহীন হোয়ে পড়েছিল কিন্তু সে দু'বারই অল্পের ওপর দিয়েই সে অবস্থা কেটে গিয়েছিল; এবার কিন্তু সঙ্গে যেন রয়েছে প্রবল জ্বর। তার পাশে আধ ঘণ্টা বসে থাকার পর সোফার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে জামা-কাপড় না খুলেই তার খুব কাছাকাছি শুয়ে পড়লাম যাতে সে ডাকা মাত্রই আমার ঘুম ভাঙে। মোমবাতি পর্য্যন্ত নিভোলাম না। ঘুম আসার আগে বারবার দৃষ্টি পড়ে তাব দিকে। ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে গেছে সে; ঠোঁটদুটি জ্বরের তাড়সে যেন ফেটে গেছে আর বোধ হয় পড়ে যাওয়ার জন্যে রক্তও লেগে ছিল তাতে। তখনও তার মুখে লেগে রয়েছে সেই আতঙ্কিত ভাব, মনে হোল ঘুমন্ত অবস্থাতেও কি যেন একটা বেদনার্ত্ত আক্রোশ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ঠিক করলাম, তার অবস্থা যদি আরও খারাপের দিকে যায় তাহলে যতটা সকালে পারি ডাক্তার ডেকে আনতে হবে। ভয় হোচ্ছিল শেষ পর্য্যন্ত এটা সত্যিই মেনিঞ্জাইটিস্-এ না দাঁড়িয়ে যায়!

'নিশ্চয়ই ঐ প্রিন্সই ওকে ভয় দেখিয়েছে!' ভেবে কেঁপে উঠলাম, আর তাঁর মুখের ওপর মেয়েটি টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলো—তিনি বলেছিলেন, 'ছাৎ' ক'রে সেটা মনে পড়ে গেল।

আটত্রিশ

দিন পনেরো কেটে গেলো। নেলী আস্তে আস্তে সেরে উঠছে। মেনিঞ্জাইটিস্ তার হয়নি কিন্তু অসুস্থ হোয়ে পড়ে সে সাঙ্ঘাতিকভাবেই। এপ্রিলের শেষে একদিন সে সেরে উঠল—এপ্রিলের সূর্য্যের বিরাট সমারোহ-উজ্জ্বল সেই দিনটি।

বেচারী! সে সেরে উঠেছে, ভয় কেটে গেছে। কিন্তু আজও আমি বুঝতে পারি না তার উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, বিষণ্ণ ছোট্ট হৃদয়ের অন্তঃসলিলা মর্ম্মবাণী।

মনে হোচ্ছে আমি যেন অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে আমি নেলীর কথাই ভাবতে চাই। বলতেও বিস্ময় লাগছে, আমি হাসপাতালের বিছানায় একাকী শুয়ে আছি, যাদের মনে প্রাণে ভালোবেসেছি তারা সবাই ছেড়ে চলে গেছে; আজ শুয়ে শুয়ে মনে পড়ছে অতীতের অনেক তুচ্ছ ঘটনাই যা তখন নজরেই পড়েনি এবং সঙ্গে সঙ্গেই যা ভুলেই গেছিলাম। আজ সেই ঘটনা হঠাৎ আমার মনে জেগে উঠছে নতুন তাৎপর্য্য নিয়ে, সেদিন পর্য্যন্ত যা বুঝতে পারিনি তা যেন পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

নেলীর অসুখের প্রথম চারদিন, ডাক্তার আর আমি, দুজনেই খুব ভয়ে ভয়ে কাটালাম, কিন্তু পঞ্চম দিনে ডাক্তারবাবু আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই আর সে নিশ্চয়ই সেরে উঠবে। ডাক্তারবাবুকে আমি অনেক দিন ধরে জানি, ব্যবহার তাঁর খুব ভাল, এই বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত অবিবাহিতই কাটিয়ে দিয়েছেন, তবে একটু পাগলাটে গোছের, নেলীর প্রথম অসুখের সময় তাঁকে ডেকে এনেছিলাম, তাঁর বুকের ওপর যে ষ্ট্যানিশ্লাভ ক্রশচিহ্নটি সর্ব্বদাই ঝুলতো তাতে নেলীর বিশেষ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিল তাঁর ওপর।

'তাহলে চিন্তার কোন কারণ নেই,' বললাম আমি, অনেকটা স্বস্তি বোধ করলাম।

'না। এবারে ও সেরে উঠবে, তবে পরে শীঘ্রই মারা যাবে।'

'মারা যাবে! কিন্তু কেন?' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, এই মৃত্যু দণ্ডের কথা শুনে বিচলিত হোয়ে।

'হ্যাঁ, খুব শীঘ্রই তার মৃত্যু অবধারিত। রোগীর জন্ম থেকেই বুকের দোষ আছে, সামান্যতম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়লেই ওকে আবার শয্যা নিতে হবে। বোধ হয়, খানিকটা সেরে উঠবে তবে আবার অসুস্থ হবে শেষকালে মারা যাবে।'

'আপনি কি বলতে চান ওকে বাঁচাবার কোন উপায়ই নেই? সেটা একান্তই অসম্ভব?'

'কিন্তু এটা অবশ্যম্ভাবী। যাই হোক প্রতিকূল অবস্থাগুলি দূর করতে পারলে, সেইসঙ্গে নিরুদ্বেগ আনন্দময় শান্ত জীবন কাটাতে পারলে মৃত্যুকে এড়াতে পারে আর সেবকম রোগী আছেও···অপ্রত্যাশিত...অদ্ভুত, অভাবনীয়...কার্য্যতঃ পরের পর অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারলে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পাবে তবে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হওয়া—কখনও হয় না।'

'কিন্তু, এখন কি কবা যাবে?'

'যে বকম ব্যবস্থা দিয়ে যাচ্ছি সেইভাবেই চল, শান্ত নিরুদ্বেগে কাটাতে দাও ওকে আর এই পুবিয়ার ওষুধগুলি নিয়মিত খেতে হবে। আমি লক্ষ্য কবে দেখেছি মেয়েটির মানসিক অবস্থা বেশ চঞ্চল, একটু দুর্ব্বল চিত্তের আর হাসতে ভালোবাসে। নিয়মিত পুবিয়ার ওষুধ খেতে চায় না, এমনকি একদমই খেতে চায়নি।'

'হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু। ও একটু অদ্ভুত ধরণের ঠিকই, কিন্তু তার এই অকর্ম্মণ্য অবস্থার জন্যেই এই রকম হোয়েছে বলে আমার মনে হয়। গতকাল যা বলেছি তাই শুনেছে; আজ যখন ওষুধ দিলাম তখন চামচেটাতে এমনভাবে ধাক্কা দিলে যেন হঠাৎ ধাক্কা লেগে গেছে আর ওষুধটাও উল্টে পড়ে গেল। আর একটা পুরিয়া তৈরী করতে গেলাম, ওষুধের বাক্সটা ছিনিয়ে নিলে, তারপর সেটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। আমার মনে হয় না যে তাকে ওষুধ খাওয়াবো বলেই এ রকম করছিল,' খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে এটুকুও তাঁকে বললাম।

'হুঁ! বিরক্তি! অতীত জীবনের লাঞ্ছনা আর দুর্গতি।' (আমি নেলীর

জীবনকথা সবিস্তারে খোলাখুলিভাবে ডাক্তারবাবুকে বলেছিলাম, আর সে কাহিনী তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিল)। 'এইসব যা কিছু ভোগান্তি, তার দরুনই এই ব্যায়রাম। সেরে উঠতে হোলে ওষুধ ওর খাওয়া দরকার, ওষুধ ওকে খেতেই হবে। আমি আর একবার ওকে বোঝাবার চেষ্টা করবো, ওষুধ খাওয়ার নিয়মগুলি ওর মেনে চলা উচিত, আর···মানে, সোজা-সুজি বলতে গেলে...ওষুধ খেতে হবে।'

আমরা দু'জনেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলাম (ওখানেই আমাদের কথাবার্ত্তা চলছিল) ডাক্তারবাবু আবার রুগ্ন মেয়েটির কাছে গেলেন। কিন্তু আমার মনে হয় নেলী আমাদের কথাবার্ত্তা নিশ্চয়ই আড়াল থেকে শুনতে পেয়েছিল। বালিশ থেকে মাথাটা তুলে কানটা আমাদের দিকে রেখে আমরা যা বলছিলাম তাই সারাক্ষণ আগ্রহভরে শুনে যাচ্ছিল। আধ-ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে এটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। যখন আমরা তার কাছে গেলাম দুষ্টু মেয়েটা বালিশে মাথাটা গুঁজে ফিক্‌ফিক্ করে হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। চারদিনের অসুখে মেয়েটা খুব রোগা হয়ে গেছে। চোখ বসে গেছে আর তখনও জ্বর ছিল, সেইজন্যে তার ঐ মুখের ভাব, দুষ্টুমিভরা চাহনি ডাক্তারবাবুর কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকলো। পিটার্সবুর্গে শান্তস্বভাব জার্মান ভদ্রলোকদের মধ্যে ডাক্তারবাবু একজন, তিনি নেলীর মুখের ভাব দেখে কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না।

গম্ভীরভাবে, কিন্তু গলার স্বরকে যতটা পারলেন নামিয়ে স্নেহভরা কণ্ঠস্বরে তিনি বলে যেতে লাগলেন, ওষুধ খাওয়া কতখানি প্রয়োজন, তাতে কত কাজ হবে আর যে অকর্ম্মণ্য হোয়ে পড়েছে তাকে ওগুলি খেতেই হবে। নেলী মাথাটা তুলছিল, কিন্তু হঠাৎ হাতখানা এমনভাবে সরালে যে চামচেখানা নড়ে গিয়ে সমস্ত ওষুধটাই মেঝেতে পড়ে গেল। নিঃসন্দেহে সে ইচ্ছে করেই ও রকম করলো।

'এ রকম অবহেলা ভালো নয়,' বৃদ্ধ ধীরভাবে বললেন, 'আমার সন্দেহ হয়, তুমি ইচ্ছে করেই এ রকম করেছো; এটা ভারী অন্যায়। কিন্তু... সব ঠিকঠাক করে আবার একটা পুরিয়া তৈরী ক'রে দেওয়া যাবে।'

নেলী তাঁর সামনেই হেসে উঠলো। ডাক্তারবাবু অভ্যাসমতই মাথাটি নাড়লেন।

'এটা খুবই অন্যায়,' তিনি বললেন, আর একটা পুরিয়া খুলতে খুলতে, 'ভারী অন্যায়, বড অন্যায়।'

'আমার ওপর রাগ কববেন না,' নেলী উত্তর দিলে, আবাব না হেসে ফেলে তার জন্যে বৃথা চেষ্টা করলে। 'আমি নিশ্চয়ই ওষুধ খাবো...কিন্তু আমাকে আপনার ভালো লাগে তো?'

'যেমনটী চাই তেমনিটি তুমি যদি মেনে চলো, তাহোলে তোমাকে আমার খুবই ভালো লাগবে।'

'খুব?'

'হ্যাঁ, খুব।'

'কিন্তু এখন, এখন কি আমাকে আপনাব ভালো লাগে না?'

'হ্যাঁ, এখনও তোমাকে আমার ভালো লাগে।'

'আমি যদি আপনাকে আদর কবতে চাই, আপনি আমাকে আদব করবেন?'

'হ্যাঁ, বেশ তো তুমি যদি তাই চাও।'

এতে নেলী আব নিজেকে সামলাতে পারলো না, আবাব হেসে উঠলো।

'বোগীব কিন্তু এখন বেশ উৎফুল্ল ভাব রয়েছে'—ডাক্তারবাবু ফিস্‌ফিস্ করে আমায় বললেন।

'বেশ, আমি ওষুধ খাচ্ছি,' হঠাৎ নেলী তার দুর্ব্বল, ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলো 'কিন্তু যখন আমি বড-সড় হবো আমাকে আপনি বিয়ে করবেন তো?'

আপাতদৃষ্টিতে তাব এই নতুন খেয়ালের ব্যাপারটা তাঁকে খুব আনন্দ দিল; তার চোখেব স্থিব দৃষ্টি আব কুঞ্চিত ঠোঁটে হাসিব রেখা দিল দেখা, বিস্ময়াহত ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে সে একটা জবাবের অপেক্ষায় ছিল।

'বেশ,' জবাব দিলেন তিনি এই বকম খেয়ালে হেসে, 'খুব ভাল কথা, যদি তুমি বেশ নম্র বিনয়ী যুবতী হও, যদি বেশ কথার বাধ্য হও, আব...'

'আর আমার ওষুধের পুরিয়াগুলি খাও?' নেলী যোগ করে দিল।

'ও-হো! ঠিক, ঠিক, ওষুধও খেতে হবে। এই তো লক্ষ্মী মেয়ে,' তিনি আবার ফিস্‌ফিস্ করে আমায় বললেন; 'ওর মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে···মেয়েটি ভারী চটপটে, চালাক-চতুর কিন্তু...বিয়ে করতে চায়...কি অদ্ভুত খেয়াল...'।

তিনি ওকে আবার ওষুধ খাওয়ালেন। কিন্তু এবারে আর কোন রকম ভনিতা না ক'রে সে টুক্ করে চামচেটাতে ধাক্কা দিয়ে দিলে, ওষুধটা ডাক্তার বেচারীর জামার সামনেটায় আর মুখের ওপর ছিটিয়ে পড়ে গেল। নেলী হো হো করে হেসে উঠলো, কিন্তু আগের মত প্রাণখোলা হাসি এ নয়। এতক্ষণ ধরে সে আমার দৃষ্টিপথ এড়িয়ে যেতে চাইছিল, ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়েছিল সমানে খানিকটা পরিহাসের ভাবেই। অস্বস্তিব ভাবও দেখা যাচ্ছিল এই 'তামাসা'র পরে ডাক্তারবাবু কি কবে তাই দেখার জন্যে।

'ও! তুমি আবার এ রকম করলে! কি মুস্কিল! কিন্তু...আমি আরও একটা পুরিয়া তৈরী করতে পারি তোমার জন্যে!' বৃদ্ধ বললেন, রুমালে তাঁর মুখ ও জামার সামনেটা মুছতে মুছতে।

এতে নেলী কিন্তু রীতিমত বিচলিত হোল। আমাদের রাগের জন্যে সে তৈরী হোয়েই ছিল, ভেবেছিল আমরা তাকে ভৎসনা আর তিরস্কার করবো, আর সেই মুহূর্ত্তটির জন্যে সে অচৈতন্যের মত অপেক্ষা কবে ছিল যখন সে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইবে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে।

কিছুমাত্র বকাবকি না ক'রে আরও একটা পুরিয়া তৈবী করতে সুরু করলেন ডাক্তারবাবু, এতে নেলী খুব দমে গেল। তার মুখে পরিহাসের দৃষ্টি সবে গিয়ে জ্যোতি ফিরে এলো, চোখদু'টি তার হয়ে উঠলো অশ্রুসজল। একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে। ডাক্তারবাবু ওষুধ নিয়ে এলেন। সে লজ্জায় চুপচাপ ক'রে তা খেলে, বৃদ্ধের হাত দু'টি ধরলে, আব আস্তে আস্তে তার মুখের দিকে তাকালে।

'আপনি...আমাব এই ব্যবহারে রেগে গেছেন,' সে বলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু শেষ করতে পারল না; বালিশের নীচে মাথাটি লুকোলো আর আর্ত্তস্বরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

'আহা, লক্ষ্মী কেঁদো না!·· কিচ্ছু হয় নি···শরীর খারাপ, একটু জল খাও।'

কিন্তু নেলী শুনলো না।

'শান্ত হও,...অস্থির হয়ো না,' তিনি বলে চললেন, একেবারে তার মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে, কারণ উনি বড় স্পর্শকাতর। আমি তোমায় ক্ষমা করবো, তোমাকে বিয়েও করবো, তুমি যদি লক্ষ্মী মেয়ের মত......'

'আমার পুরিয়াগুলো নিয়ে নিন', মৃদু ভয়চকিত হাসি হেসে বালিশের নীচ

থেকে বললে সে ভারী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। সে হাসি আমার খুব চেনা।

'লক্ষ্মী, বুদ্ধিমতী মেয়ে!' বিজয়োদ্দীপ্ত স্বরে ডাক্তারবাবু বললেন, চোখে প্রায় তাঁর একেবারে জল এসে গিয়েছিল। 'বেচারী!'

একটা অদ্ভুত আর বিস্ময়কর স্নেহের বাঁধন তাঁর আর নেলীর মধ্যে গড়ে উঠলো তার পর থেকে। ওদিকে আমার ওপর কেমন যেন বিরক্তির ভাব জেগে ওঠে—আচম্‌কা চটে যায়, ভয়ও পায়। আমি বুঝে উঠতে পারি না এর কারণ কি, বিশেষতঃ তার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে আমি বিস্ময়াভিভূত হোয়ে গিয়েছিলাম। তার অসুখের প্রথম কয়েকদিন আমার প্রতি তার ব্যবহার ছিল স্নেহ-আদর-ভরা। মনে হোত যেন সে আমার দিক থেকে চোখও ফেরাতে পারত না। তার কাছ থেকে আমাকে নড়তে দিতো না, যদি দেখতো আমি মনমরা আর চিন্তিত হয়ে আছি তাহোলেই আমাকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করতো হাসি-ঠাট্টা ক'রে শিশুর মত সমারোহে হেসে; বলা বাহুল্য, তার নিজেরও যাতনার বোঝা কমাবার চেষ্টা ছিল এর মধ্যে। রাত্তিরে লেখাপড়ার কাজ করি বা বসে থেকে তার দেখাশোনা করি, এটা তার পছন্দ হোত না, আর আমি কথা না শুনলেই সে দুঃখ পেতো। মাঝে মাঝে তার মুখে উদ্বেগের চিহ্নও লক্ষ্য করেছি; নানা প্রশ্ন ক'রে সে জানতে চাইতো কেন আমি মনমরা হ'য়ে থাকি বা আমার মনে কি এতো চিন্তা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যখনই নাটাশার প্রসঙ্গ উঠতো, তখনই সে কথাবার্ত্তা বন্ধ করে দিতো বা অন্য কথা পাড়তো। বোধ হয় সে নাটাশার বিষয় কিছু বলা এড়িয়ে যেতে চাইতো, আর এতে আমি অবাক হোতাম। বাড়ী ফিরলে সে ভারী খুসী হোত। টুপিটা খুলে রাখার সময় সে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাতো আমার দিকে, একদৃষ্টিতে দেখতো আমি কি করি না করি যেন খানিকটা ভৎর্সনার ভঙ্গীতে।

তার অসুখের চতুর্থ দিনে, সমস্ত সন্ধ্যেটাই কাটালাম নাটাশার কাছে, রইলাম তার কাছে অনেক রাত পর্য্যন্ত। আমাদের একটা বিষয় আলোচনা করার ছিল। যখন বেরিয়ে গেলাম তখন উত্থানশক্তিরহিত এলেনাকে বলে গেলাম খুব শীঘ্র ফিরে আসছি আর আমার সেই রকম ইচ্ছেও ছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে নাটাশার ওখানে আটকা পড়ে যাওয়ায় নেলীর সম্বন্ধে স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেললাম। আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌না তার পাশটিতে বসে অপেক্ষা করছিল, ম্যাস্‌লোবোয়েভের কাছে নেলীর অসুখের খবর পেয়ে। আমি খুব বিপদে পড়েছি, আর কোন সাহায্যই পাচ্ছি না এই ভেবে সে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা করতে এসেছিল। হায় ভগবান, কতই না উদ্বেগ স্পর্শকাতরতা আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌নার অন্তরে!

'সে নিশ্চয়ই এখন আমাদের সঙ্গে নৈশ-ভোজে যোগ দিতে আসবে না!··· আঃ, কি বিপদ! বেচারী ভীষণ একা পড়ে গেছে, একদম একা। বেশ, আমরাও এখন দেখিয়ে দিতে পারি তাকে, তার দুঃখে আমরা কতখানি কাতর। এই তো সুযোগ! কিছুতেই আমরা এটা ছাড়তে পারি না।'

এই ভেবে তখনই সে আমার ফ্ল্যাটে একটি ভাড়া গাড়ীতে ক'রে এসে হাজির, সঙ্গে তার রীতিমত একটি বিরাট ঝুড়ি। প্রথম কথাতেই সে বললে, আমার বিপদের দিনে সাহায্য করতে সে এসেছে এবং সে থেকেও যাবে। এই ব'লে সঙ্গের পোঁটলা-পত্তর সব খুলে ফেললে। তার মধ্যে ছিলনা এমন জিনিষ নেই—রোগীর খাদ্য, রোগী সেরে ওঠার সময় যা যা খেতে দিতে হবে সবই, আপেল, কমলালেবু, শুকনো ফল। আর তাছাড়া ছিল কাপড়-চোপড়, বিছানার চাদর, রাত্রে পরে শোবার পোষাক, ব্যাণ্ডেজ, সেঁক দেওয়ার সরঞ্জাম—একটি গোটা হাসপাতালের মালপত্তর।

'আমাদের সঙ্গে সমস্ত কিছু আছে,' বললে সে প্রতিটি কথাই বেশ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, 'আর আপনি আইবুড়ো কিনা, এসব কিছু আপনার নিশ্চয়ই নেই। অতএব আমাকে বাধা দেবেন না...ফিলিপ ফিলিপ্পিচ্‌ই আমাকে বলেছে এই সব নিতে। হাঁ, আপাততঃ কি করবো...বলুন না তাড়াতাড়ি এখন কি করতে হবে? ও কেমন আছে? জ্ঞান আছে তো? আহা, কত অস্বস্তিই না ভোগ করছে! বালিশটা সিধে করে দিই, তাহলে ও মাথাটা নীচু ক'রে শুতে পারবে, আর আপনার কি মনে হয়, চামড়ার বালিশ দিলে আরও ভালো হয় না কি? চামড়াতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাও লাগবে। আরে, কি বোকা আমি! চামড়ার বালিশটা আনবার কথা আমার মনেই এলো না। যাই চট্‌ ক'রে নিয়ে আসিগে। একটু আগুনও জ্বালতে হবে না কি? আমার বুড়ি ঝি'টাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো। আপনার তো কোন চাকর-বাকর নেই, আছে কি?···আচ্ছা, আপাততঃ কি করা যায়? ওটা কি? শেকড়-

বাকড়...ডাক্তারবাবু দিয়ে গেছে নাকি? মনে হোচ্ছে চায়ের সঙ্গে খেতে বলেছে? যাই, এখনই আগুনটা জ্বেলে ফেলি।'

আমি তাকে অত ব্যস্ত হ'তে বারণ করলাম, সেও খুব অবাক হোয়েছিল, এমনকি বিরক্তও হোয়ে উঠলো হাতে কোনো কাজ করার নেই ব'লে। এতে সে মোটেই কিন্তু দমলে না। নেলীর সঙ্গে তখনই সে ভাব জমিয়ে ফেললো আর যতদিন নেলী বিছানায় পড়েছিলো ততদিন সে আমার খুব উপকারে এসেছিলো। প্রায় প্রতিদিনই সে আসতো আর খোঁজ নিতো যেন আমাদের কোন কিছু খোয়া গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে আর তাহোলে তাড়াতাড়ি সেসব সে ঠিক করে দেবে। আর সব সময় সে জানিয়ে দিতো যে ফিলিপ্‌ ফিলিপ্পিচ্‌ই তাকে আসতে বলেছে। তাকে নেলীর খুবই ভালো লাগতো। তারা দুজনে যেন দুই বোনের মত, আর অনেক বিষয়ে লক্ষ্য করেছি আলেকজান্দ্রা সোমিয়োনোভ্‌না যেন নেলীর মতই কচি খুকীটি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেব ভালো লাগে এমন সব গল্প-গুজব নেলীকে শুনিয়ে তাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা সে করতো, আর সে বাড়ী চলে গেলে নেলী তাব অভাব বোধ করতো। তার প্রথম আগমনেই নেলী অবাক হয়েছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি আন্দাজ ক'রে নেয় অনাহুত আগন্তুকটী কেন এসেছে এবং যথারীতি মুখখানা বিকৃত ক'রে চুপচাপ অস্বস্তির ভাব দেখাতো।

'ও আমাদের এখানে আসে কেন?' জিগ্যেস করলে নেলী, আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌না চলে যাবার পর অসন্তুষ্ট হ'য়ে।

'তোমাকে সাহায্যে ক'রতে, নেলী, আর তোমার দেখাশোনা করতে।'

'কেন? কিসের জন্যে? আমি তো কখনও ওর জন্যে এ রকম কিছু করিনি।'

'ভালো লোক যারা তাবা এসবেব জন্যে অপেক্ষা করে না, নেলী। সাহায্যের যাদের দরকার তাবা তাদের সাহায্য করে, প্রতিদান না পেলেও। যাক্‌ যথেষ্ট হয়েছে, নেলী; এই পৃথিবীতে অনেক ভালো লোক আরো আছে। তোমার বরাত খারাপ তুমি তাদের দেখা পাও নি, যখন তোমার বিশেষ প্রয়োজন তখনও তাদের দেখা পাও নি।'

নেলী কিছু বললে না। তার কাছ থেকে আমি সরে গেলাম। প্রায়

মিনিট পনেরো পরে ক্ষীণকণ্ঠে আমাকে সে কাছে ডাকলে, একটু জল খেতে চাইলে তারপর হঠাৎ জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলে, অনেকক্ষণ আর আমাকে ছাড়লেই না। পরের দিন, আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌না আসার পর নেলী তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালে যদিও কোনও কারণে তখনও সে তার সামনে লজ্জা পাচ্ছিলো ব'লে মনে হোল।

ঊনচল্লিশ

সেইদিনই সাবা সন্ধ্যেটা নাটাশার ওখানে কেটে গেল আমার। বাড়ী ফিরলাম অনেক দেবীতে। নেলী তখন ঘুমোচ্ছিল। আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌নারও ঘুম পেয়েছিল তবুও আমার অপেক্ষায় তখনও রোগীর পাশে বসে ছিল সে। তখনই খুব তাড়াতাড়ি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলতে লাগলো, নেলী প্রথমে বেশ ভালো মেজাজেই ছিল এমনকি বেশ হাসাহাসিও কবেছিল, কিন্তু পরে মুষড়ে পড়ে আর আমি না আসার দরুন গুম্ মেরে যায় ও বেশ চিন্তিতও হোয়ে পড়ে। 'তারপব মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে জানাতে লাগলো, কান্নাকাটি কবতে লাগলো, হা-হুতাশ আরম্ভ কবলে, আমি তো বুঝতেই পাবলাম না, ওকে নিয়ে কি কবি,' আলেক্‌জান্দ্রা সোমিয়োনোভ্‌না সেই সঙ্গে বললে। 'ও আমার সঙ্গে নাটাল্যা নিকোলেভ্‌নাব কথা বলতে লাগলো, কিন্তু আমি ওকে কিছুই বলতে পারলাম না। প্রশ্ন কবা ছাডলে কিন্তু পরে সমানে কাঁদতে লাগলো, কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লো। আচ্ছা, চলি তাহোলে, আইভান পেট্রোভিচ্। দেখ্‌ছি তো কিছুটা ভালই আছে, আমাকে বাড়ী যেতেই হবে। ফিলিপ্ ফিলিপ্পিচ্ আমাকে আসতে বলেছে। বলতে বাধা নেই এবাবে মাত্র দু'ঘণ্টাব জন্যে আমাকে ও আসতে দিয়েছে, আমি নিজের খুশীমতই এতক্ষণ রয়ে গেলাম। কিন্তু যাকগে, আমাব সম্বন্ধে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। ও আমার ওপব রাগারাগি করতে সাহস করে না·· কেবল যদি···আঃ, হায়বে, লক্ষ্মীটি আইভান পেট্রোভিচ্, আমায় কি করতে হবে? আজকাল সে সবসময়ই মাতাল হয়ে বাড়ী ফেরে। কি একটা ব্যাপারে সে খুব ব্যস্ত, আমার সঙ্গে কথাই বলে না, খুব চিন্তিত থাকে; মাথায় কোনো জরুরী মতলব আছে। আমি দেখেই বুঝতে পারি, তবুও সে রোজ সন্ধ্যেবেলায়ই মদ খায়...ভাবছি, এতক্ষণে যদি বাড়ী ফিরে থাকে তো কে তাকে ধবে শুইয়ে দেবে? আচ্ছা, চলি, আসি তাহলে, বিদায়! বিদায় আইভান পেট্রোভিচ্! আমি আপনার বইগুলো দেখছিলাম। কত বই আপনার, আর ওগুলো

নিশ্চয়ই খুব ভাল। আমি মুখ্যসুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া তো কিছুই শিখিনি···
আচ্ছা, ফের কাল দেখা হবে···'

পরদিন সকালে নেলীর ঘুম ভাঙলো যেমন মুখ ভার তেমনি মুহ্যমান, আর জবাবও দিল বেশ অনিচ্ছার সঙ্গে। নিজে থেকে কোন কথা বললে না, আমার ওপর রেগে গেছে বলে মনে হোল। লক্ষ্য করলাম আমার দিকে তাকিয়ে আছে চোরা চাহনি মেলে আর বেশ কায়দা ক'রেই তাকিয়েছিল; সে চাহনিতে কি যেন লুকিয়েছিল, সে দৃষ্টি বেদনাময়, কি তার মধ্যে ছিল কোমলতা অভ্রান্তভাবেই। সেইদিনই ওষুধের ব্যাপার নিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ঐ ঘটনা ঘটেছিল। কিছুই ভেবে পাইনা।

নেলী আমার কাছে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তার অদ্ভুত চাল-চলন, আকস্মিক মনের পরিবর্ত্তন, আমার প্রতি সময় সময় তার যে ঘৃণা প্রকাশ পায়, সবকিছুই সেই থেকে তার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সমানভাবে ছিল, তারপর ঘটলো সেই দুর্ঘটনা আর সেইসঙ্গেই হোল আমাদের প্রণয়ের শেষ পরিণতি, কিন্তু তা ঘটেছিল অনেক পরে।

যাই হোক, প্রথম প্রথম আমার ওপর তার মায়া প্রকাশ পেত। সে কোমলতা দ্বিগুণ হয়ে উঠতো; এই সব সময় খুব কেঁদে উঠতো।

আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্নার সঙ্গেও একবার ঝগড়া করেছিল, তাকে বলেছিল তার কাছ থেকে সে কিচ্ছু চায় না। আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্নার সামনে তাকে বকতে লাগলাম এতে আমার ওপর রেগে উঠলো সে। পুঞ্জীভূত বিতৃষ্ণা নিয়ে ফেটে পড়লো আমার ওপর, কিন্তু হঠাৎ চুপ করে গেলো, দু'দিন ধরে আমার সঙ্গে একটিও কথা বললো না। ওষুধ খেলো না, পথ্য আর পানীয় কিছুই খেতে চায় না, একমাত্র ডাক্তারবাবু ছাড়া আর কেউ তাকে ধাতে আনতে বা লজ্জা দিতে পারলে না।

আগেই বলেছি, ওষুধ নিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যে ব্যাপার ঘটেছিল তার পর থেকে তারা পরস্পরে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাঁকে নেলীর খুব ভালো লাগতো আর তিনি আসার আগে যতই বিমর্ষ হ'য়ে থাক না সে, তিনি এলে কিন্তু সহাস্যে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতো। বৃদ্ধ রোজই আসতেন এমনকি নেলী যখন অসুখ থেকে সেরে উঠে হেঁটে বেড়াতে পারলো তখনও দিনে দু'বারও পর্য্যন্ত এসেছেন। মনে হয় তাঁকে সে এমন যাদু ক'রে

ফেলেছিল যে তিনি তার হাসি না শুনে বা তার সঙ্গে আমুদে গল্প-গুজব না ক'রে যেন একটা দিনও কাটাতে পারতেন না। তিনি সঙ্গে ক'রে ছবির বই আনতেন যাতে তাই দিয়ে তাকে কিছু শেখানো যায়। তার মধ্যে একখানা ওর জন্যেই কিনেছিলেন। তারপর ছোট ছোট বাক্স ভর্তি মুখরোচক খাবার আর মিষ্টি আনতে লাগলেন। তখন সব সময় তিনি বেশ একটা বিজয়োদ্দীপ্ত ভাব নিয়ে আসতেন যেন তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে কিছু এনেছেন, আর নেলীও আন্দাজ করে নিতো তিনি তার জন্যে কিছু এনেছেনই। কিন্তু তিনি উপ-হারগুলি ফলাও ক'রে দেখাতেন না, শুধু দুষ্টুমির হাসি হাসতেন, নেলীর পাশে বসতেন, তাকে বুঝিয়ে দিতেন জনৈকা যুবতী মেয়ে যদি জানত কি-ভাবে ব্যবহার করতে হয় বা তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রশংসার যোগ্যা হ'তে পারে তাহোলে সে ভালোরকম পুরস্কার পাবে। এই সময় সারাক্ষণ তিনি এমন সহজভাবে এতো স্নেহভরে তাকিয়ে থাকতেন যে তাতে নেলী প্রাণখোলা হাসিতে যেমন ফেটে পড়তো তেমনি তার চোখে মুখে অম্লান ভক্তি ও স্নেহ ঝলমল ক'রে উঠত। শেষে বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে আসন ছেড়ে উঠতেন, একটা মিষ্টির বাক্স নেলীর হাতে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বলতেন, 'আমার ভাবী প্রিয়াকে দিলাম।' সে সময় তিনি নেলীর চেয়েও বেশী খুশি হোতেন।

তারপর তাদের কথাবার্তা হোতো সুরু, সব সময়ই তিনি মিষ্টি কথায় জোর দিয়ে বলতেন তার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে, সেই সঙ্গে তাকে ডাক্তারী ব্যাপারে কিছু কিছু উপদেশও দিতেন।

'সবার আগে স্বাস্থ্যের দিকে সকলের নজর রাখা উচিত,' বলতেন তিনি বেশ জোরের সঙ্গে, 'প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ বাঁচার জন্যেই, আর দ্বিতীয়তঃ বরাবর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হ'য়ে জীবনে শান্তি লাভ করার জন্যে এটা দরকার। যদি তোমার কোন দুঃখ থেকে থাকে, ভুলে যাও সে সব, আরও ভাল হয় যদি সেসব মনে আনার চেষ্টাও না করো। যদি তোমার কোন দুঃখ-কষ্ট না থাকে……বেশ তবুও সেসব কথা মনে কখনও স্থানও দিও না। যা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় সেসব বিষয়ই ভাববার চেষ্টা করো……ভাববে শুধু যা কিছু মনকে আনন্দ দেয়, আমোদে ভরিয়া রাখে।'

'আমোদ-আহ্লাদ পাবার জন্যে আমি কি কি ভাববো?' নেলী জিগ্যেস করতো। ডাক্তারবাবু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তেন।

'হ্যাঁ...তোমার বয়সের উপযুক্ত কোন ভাল খেলা-ধূলোর কথা অথবা, আচ্ছা...এমন কিছু ...'

'খেলাধূলো আমি চাই না, খেলাধূলো আমি পছন্দ করি না,' বললে নেলী। 'আমি নতুন কাপড়-জামাই তার চেয়ে বেশী পছন্দ করি।'

'নতুন জামা-কাপড়! হুঁ! খ্যাখো, ওতে তেমন কোন লাভ নেই। আমাদের উচিত জীবনে প্রতিটি বিষয়ে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন তাই নিয়েই খুশি থাকা। যাই হোক...হয়তো...নতুন জামা-কাপড় বেশী পছন্দ করাতে অবশ্য কোনো দোষ নেই।'

'আপনাকে বিয়ে করলে অনেক জামা-কাপড় দেবেন তো?'

'কি বুদ্ধি তোমার!' বললেন ডাক্তারবাবু। তাঁর ভুরু কুঁচকানো ছাড়া উপায় ছিল না। দুষ্টু হাসি হাসলো নেলী, এমন কি সেই মুহূর্তে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে আমার দিকেও ক্ষণেক তাকালো।

'ঠিক আছে, তোমার ব্যবহারে যদি উপযুক্ত মনে করি তোমাকে জামা-কাপড় দেবো।' বলে চলেন ডাক্তারবাবু।

'আপনাকে বিয়ে করার প র রোজই কি আমাকে ওষুধ খেতেই হবে?'

'হ্যাঁ, তবে তখন হয়তো সব সময় ওষুধ খেতে নাও হতে পারে।' ডাক্তারবাবু হাসতে সুরু করলেন।

নেলী হেসে কথাবার্তায় বাধা দিল। বৃদ্ধ তার সঙ্গে হাসতে লাগলেন, স্নেহ-মাখা দৃষ্টিতে তার এই খুশির ভাব লক্ষ্য করতে থাকলেন।

'কি আমুদে খ্যাখো!' আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন। 'কিন্তু তবুও কেমন যেন রগচটা আর খামখেয়ালী।'

তিনি ঠিকই বলেছিলেন। আমি তো ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না কি অবস্থায় সে রয়েছে। মনে হোল আমার সঙ্গে সে কোন কথাই বলতে চায় না, যেন আমি তার প্রতি কোন রকম খারাপ ব্যবহার করেছি। খুব বিশ্রী লাগলো আমার। আমি বিরক্ত হোলাম, একবার তার সঙ্গে আমি পুরো এক দিনই কথা বলিনি, কিন্তু, পরের দিন আমি নিজেই লজ্জা পেলাম। প্রায়ই সে কাঁদতো, আমার ধারণায় আসতো না কি ক'রে তাকে সান্ত্বনা দেবো। আর একটা ব্যাপারে, কিন্তু, সে-ই প্রথম কথা বলেছিলো।

একদিন বিকালে ঠিক সন্ধ্যের আগে সবেমাত্র বাড়ী ফিরে দেখি,

নেলী তাড়াতাড়ি বালিশের নীচে একটা বই লুকোচ্ছে। আমার লেখা একখানা উপন্যাস সে টেবিলের ওপর থেকে নিয়ে আমার অনুপস্থিতিতে পড়ছিলো। আমার কাছ থেকে লুকোবার দরকার কি ছিল? 'ঠিক যেন লজ্জা পেয়েছে,' ভাবলাম আমি, কিন্তু ভাবটা দেখালাম যেন আমি কিছুই লক্ষ্য করিনি। মিনিট পনেরো পরে যখন রান্নাঘরে গেছি এক মিনিটের জন্যে, চট্ করে সে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে উপন্যাসখানা আগে যেখানে ছিল সেখানে রেখে দিল, ফিরে এসে দেখি ওটা টেবিলের ওপর রয়েছে। মিনিটখানেক পরে আমাকে তার কাছে ডাকলো, কণ্ঠস্বরে কিসের যেন একটা উচ্ছ্বাস। গত চারদিন সে আমার সঙ্গে প্রায় কোন কথাই বলেনি।

'তুমি কি...আজ...নাটাশার কাছে যাবে?' ধরা গলায় সে আমায় জিগ্যেস করলে।

'হ্যাঁ, নেলী। আজ তার সঙ্গে দেখা করা বিশেষ দরকার।' নেলী কিছু বললে না।

'তোমার...খুব...তাকে ভাল লাগে?' আবার সে জিগ্যেস করলে, ক্ষীণকণ্ঠে।

'হ্যাঁ, নেলী, তাকে আমার খুব ভাল লাগে।'

'আমিও তাকে ভালোবাসি,' বললে সে আস্তে আস্তে।

আবার চুপচাপ।

'আমি ওর কাছে যাবো, ওর কাছে একসঙ্গে থাকতে চাই,' আবার শুরু করলে নেলী, ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে।

'তা' হয় না, নেলী,' জবাব দিলাম আমি, তার দিকে কিছুটা বিস্ময়ে তাকিয়ে। 'আমাকে কি তোমার খুবই বিশ্রী লাগছে?'

'কিন্তু কেন তা অসম্ভব?' ব'লে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। 'কেন, আমাকে তো ওর বাবার সঙ্গে থাকবার জন্যে জেদ ধরেছিল; আমি ওখানে যেতে চাই না। ওর কি ঝি-চাকর আছে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, ওর ঝিকে ছাড়িয়ে দিক, আমি ওর ঝি হয়ে থাকবো। আমি ওর সব কাজ করে দেবো, কোনো মাইনে নেবো না। আমি ওকে ভালোবাসবো, ওর রান্না-বান্না সব করে দেবো। তুমি এই কথা আজ ওকে বলে দিও।'

'কিন্তু কিসের জন্যে ? কেন এরকম ভাবছো নেলী ! তার সম্বন্ধেই বা কি তুমি ভাবো ; তুমি কি মনে করো সে তোমায় রাঁধুনী হিসেবে রেখে দেবে ? যদি তোমায় সে রাখেই তবে তার নিজের মত ক'রেই রাখবে, ঠিক তার ছোট বোনের মত।'

'না, আমি তার সমান সমান হয়ে থাকতে চাই না। আমি ওরকম পছন্দ করি না…'

'কেন ?'

নেলী চুপ করে গেল। তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগলো। প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি !

'যাকে সে ভালোবাসতো সে কি ওকে ছেড়ে একা ফেলে চলে যাচ্ছে ?' শেষে জিগ্যেস করলে সে। আমি বিস্মিত হোয়ে গেলাম।

'কিন্তু, তুমি কি'রে জানলে নেলী ?'

'এসব তুমি নিজেই আমাকে বলেছো ; পরশু সকালে যখন আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌নার স্বামী এসেছিলেন তখন আমি জিগ্যেস করেছিলাম ; তিনি আমাকে সব বলেছেন।'

'ম্যাসলোবোয়েভ্‌ কি সকালে এসেছিলো ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলে সে, চোখ দু'টো বন্ধ ক'রে।

'সে এখানে এসেছিল তুমি আমাকে বলনি কেন !'

'বলতে হবে এটা আমি জানতাম না…'

একটু ভেবে নিলাম। 'ম্যাস্‌লোবোয়েভই জানে এমন লুকিয়ে লুকিয়ে আসার তার প্রয়োজনটা কি থাকতে পাবে। নেলীর সঙ্গে তার দরকারটা কিসের ? তার সঙ্গে একবার আমায় দেখা করতেই হবে,' ভাবলাম আমি।

'আচ্ছা, তাতে তোমার কি যায় আসে, নেলী, যদি সে ওকে ছেড়ে যায় ?'

'কারণ, তুমি ওকে এত ভালোবাসো,' বললে নেলী, আমার দিকে না তাকিয়েই, 'আর তুমি যখন ওকে ভালোবাসো, সে চলে গেলে তুমি ওকে বিয়ে করবে।'

'না, নেলী, আমি তাকে ভালোবাসলেও সে আমাকে ভালোবাসে না, আর আমি…না, সে কোনোদিনই না, নেলী।'

'আমি তোমাদের দু'জনেরই ঝি হয়ে থাকবো আর তোমরা দুজনে সুখেই থাকবে,' বললে সে, প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে, আমার দিকে না তাকিয়ে।

'ওর কি হোল ? কি হোল ওর ?' ভাবলাম আমি, মনের মধ্যে একটা ধাক্কা খেলাম। নেলী চুপ ক'রে রইলো, আর সারা সন্ধ্যেটা দ্বিতীয় কথাটিও বললে না। যখন বেরিয়ে গেলাম ও কাঁদতে লাগলো, সারা সন্ধ্যেটাই কাঁদলো, আলেকজান্ড্রা সেমিয়োনোভ্‌না আমায় বলেছিল কাঁদতে কাঁদতেই ও ঘুমিয়ে পড়ে। এমন কি রাত্রে ঘুমের ঘোরেও কেঁদেছিল আর কি যেন বলছিলও।

সেদিন থেকে সে আরও মনমরা হোয়ে গেল আর চুপচাপ মেরে গেল, আমার সঙ্গে কোনো কথাই বললে না। আমার দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে কটাক্ষ হানছিল এটা আমি ঠিকই লক্ষ্য ক'রেছি, সে চাহনিতে ছিল অপূর্ব্ব কোমলতা। এ অবস্থাটাও কেটে গেল, সেই আকস্মিক কোমলতাও মিলিয়ে গেল, আরও বিষণ্ণ হয়ে পড়তে লাগলো নেলী, এমন কি ডাক্তারবাবুর কাছেও, তিনি ওর হাবভাবের পরিবর্ত্তনে অবাক হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সে সম্পূর্ণ সেরে উঠলো, শেষে ডাক্তারবাবু ওকে খোলা যায়গায় বেড়াতে যাবার অনুমতি দিলেন, অবশ্য খুব অল্প সময়ের জন্যেই। আবহাওয়াটা ছিল একই রকম উজ্জ্বল রৌদ্রের আলোকে আলোকিত। সকাল বেলা বেরিয়ে পড়লাম ; নাটাশার ওখানে গিয়ে খুশিই হলাম, ইচ্ছা ছিল তাড়াতাড়ি ফিরে নেলীকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরোবো। ততক্ষণ পর্য্যন্ত নেলীকে বাড়ীতে একা রেখেই এলাম।

বাড়ীতে আমার অপেক্ষায় ছিল, বোঝাতে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। ফিরে এসে দেখলাম বাইরে থেকে তালায় চাবিটা লাগানো রয়েছে। ভেতরে গেলাম। ভেতরে কেউ নেই। ভয়ে অসাড় হয়ে উঠি। তাকিয়ে দেখলাম, টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজ রয়েছে, অসমান, বড় বড় অক্ষরে পেন্সিলে লেখা রয়েছে :

'আমি চলে যাচ্ছি, তোমার কাছে আর কখনও ফিরে আসবো না। কিন্তু তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি।

তোমারই নেলী।'

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। বাড়ী ছেড়ে ছুটলাম বাইরে।

চল্লিশ

তখনও পথে ছুটে বেরোবার সময় পাই নি, স্থির ক'রে উঠতে পারি নি কি ক'রবো না ক'রবো, হঠাৎ দেখি আমাদের বাড়ীর সামনে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে। গাড়ী থেকে আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্না নামছে নেলীর হাত ধ'রে। নেলীর হাতখানা সে এত শক্ত ক'রে ধরে রয়েছে যেন তার ভয় আছে পাছে নেলী আবার পালিয়ে যায়। আমি তাদের কাছে ছুটে গেলাম।

'নেলী, ব্যাপার কি!' চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কোথায় ছিলে, ? কেন গিয়েছিলে ?'

''দাঁড়ান, ব্যস্ত হবেন না; চলুন তাড়াতাড়ি ওপরে যাই। সেখানে সব শুনবেন,' ব'লে উঠলো সেমিয়োনোভ্না। 'যা বলবো, আইভান পেট্রোভিচ্, ; যেতে যেতে দ্রুত ফিসফিস ক'রে সে বললে, 'অবাক হয়ে যাবেন শুনে...আসুন, এখনই সব টের পাবেন।'

তার মুখ দেখে মনে হোল অত্যন্ত জরুরী কোন সংবাদ আছে।

'যাও নেলী, যাও, একটু শুয়ে থাকগে,' বললে সে, যেই আমরা ঘরে ঢুকলাম। 'তুমি খুব ক্লান্ত। অতটা পথ ছুটে যাওয়া চাবটিখানি কথা নয়, তার ওপর এই ভারী অসুখের পর। লক্ষ্মীটি, শুয়ে পড়ো। চলুন আমরা বরং একটু ও ঘরে যাই। ওর ব্যাঘাত করবো না, ও ঘুমোক।'

এই বলে সে আমায় ইসারা করলে তার সঙ্গে রান্না ঘরে যেতে।

নেলী কিন্তু শুলো না, বসে রইলো সোফার ওপর দু'হাতে মুখ ঢেকে।

আমরা ও ঘরে গেলাম। সংক্ষেপে সেমিয়োনোভ্না সব বললে কি হোয়েছিল। পরে এ সম্বন্ধে আরও সবিস্তারে শুনলাম। ব্যাপারটা এই রকম :

আমার ফেরার ঘণ্টা দুয়েক আগে চিঠিখানা লিখে রেখে নেলী বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে ছুটে যায় বুড়ো ডাক্তারের কাছে। পূর্ব্বেই কি ক'রে যেন তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করেছিল। ডাক্তারবাবু আমায় বললেন যে তিনি ওকে দেখে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন, এবং 'নিজের চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে

পারছিলেন না' যতক্ষণ ও সেখানে ছিল। 'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারি না,' তিনি জানালেন তাঁর কাহিনী শেষ করে, 'আর বিশ্বাসও কখন করবো না।' তবু নেলী সত্যিই তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিল। তিনি তখন পড়ার ঘরে আরাম করে ইজিচেয়ারে বসে কফি পান করছিলেন। সহসা নেলী ছুটে গিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে। সে কাঁদছিল। তাঁকে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুম্বন করে হাতে। অসংলগ্ন ও আকুলভাবে তাঁকে মিনতি জানায় তাঁর কাছে ওকে রাখবার জন্যে। বলে—আর সে আমার সঙ্গে থাকবে না, থাকতে পারে না, আর সেই কারণেই সে আমায় ছেড়ে চ'লে এসেছে; ভারী অসুখী সে, আর সে তাঁকে বিদ্রূপ করবে না কিম্বা নতুন পোষাকের কথা বলবে না, লক্ষ্মী হয়ে থাকবে, কাজ শিখবে, শিখবে কি ক'রে তাঁর সার্ট কেচে কড়া ইস্ত্রী করতে হয়, (হয়তো এসব কথা সে আসবার সময় রাস্তায় ভেবে এসেছিল, কিম্বা তারও আগে) এবার থেকে সত্যিই সে তাঁর বাধ্য হবে এবং যত পুরিয়ার ওষুধই তিনি দিন না কেন রোজ সে তা' খাবে। আর সে যে তাঁকে বিয়ে করবে বলেছিল তা' নিছক রসিকতা করবার জন্যেই, তেমন কোন ইচ্ছা তার ছিল না। বৃদ্ধ তার কথায় এতই অবাক হয়ে পড়েছিলেন যে সারাক্ষণ হাঁ করে বসেছিলেন এবং নিভে যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত খেয়ালই হয় নি যে তাঁর হাতে জ্বলন্ত চুরুট ছিল।

অবশেষে বৃদ্ধের বাকশক্তি ফিরে আসে। মুখে তাঁর কথা ফোটে,—'তোমার কথা শুনে যা বুঝলাম তাতে মনে হয় তুমি আমার এখানে কাজ চাইছো। কিন্তু তা' সম্ভব নয়। দেখতেই পাচ্ছো আমি নিজেই খুব বিব্রত, আর আয়ও তেমন নেই·· আর, বলতে কি, এভাবে না ভেবেচিন্তে হুট্ করে কিছু করা...ভয়ের কথা! যেটুকু বুঝলাম তাতে মনে হচ্ছে বাড়ী থেকে তুমি পালিয়ে এসেছো। এটা তোমার অন্যায়, ঠিক হয় নি···তাছাড়া আমি তোমায় স্বাস্থ্যের জন্যে শুধু আইভানের সঙ্গে একটু-আধটু বেড়াতে বলেছিলাম, আর তুমি কিনা ছুটে এখানে চ'লে এলে! শরীরের ওপর যত্ন নেওয়া উচিত ছিল, আর...আর...নিয়মমত ওষুধ খাওয়া উচিত ছিল। বলতে কি...বলতে কি... কিছুই আমি বুঝে উঠতে পারছি না···'

নেলী তাঁকে শেষ করতে দেয় না। কাঁদে আর মিনতি করে। কিন্তু ফল কিছুই হয় না। বৃদ্ধ ক্রমশঃই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং সব তাঁর

বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। শেষটায় নেলী ব্যর্থতার আর্তনাদ করে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। 'সেদিন সারাটাক্ষণ অসুস্থ ছিলাম', বৃদ্ধ ডাক্তার বললেন পরিশেষে, 'সন্ধ্যায় ওষুধ খেলাম…'

এরপর নেলী ছোটে ম্যাস্‌লোবোয়েভের ওখানে। তাদের ঠিকানাও সে জোগাড় করে রেখেছিল। বাড়ী খুঁজে ঠিক বার করে, তবে একটু বেগ পেতে হয়। ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ বাড়ীতেই ছিল। আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌না বিস্ময়ে তার হাত চেপে ধরে যখন শোনে নেলী তাদের কাছে আশ্রয় চায়। যখন সে নেলীকে প্রশ্ন করে—কেন সে চলে এসেছে, কি তার হয়েছে, আমার কাছে থাকায় সে অসুখী কিনা, নেলী তার কোন জবাব দেয় না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে একখানা চেয়ারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'এত ভয়নাক ও কাঁদছিল,' বললে সেমিয়োনোভ্‌না, 'ভয় হোল পাছে মেয়েটা না মারা যায়।' নেলী তাদের ওখানে থাকতে চায় অন্ততঃ ঝি কিম্বা রাঁধুনী হিসাবে, বলে—ঘর মুছবে, বাসন মাজবে। সেমিয়োনোভ্‌নার ইচ্ছা ছিল যতক্ষণ না ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় নেলীকে রাখে এবং ইত্যবসরে আমাকে খবর দেয়। কিন্তু ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ তাকে নিষেধ করে এবং বলে তক্ষুনি নেলীকে আমার কাছে পৌঁছে দিতে। পথে আসতে আসতে সেমিয়োনোভ্‌না ওকে খুব আদর করে, জড়িয়ে ধ'রে চুমু খায়। নেলী আরও কাঁদতে থাকে। ওকে দেখে সেমিয়োনোভ্‌নার চোখেও জল আসে। পথে দুজনেই তারা গাড়ীতে কেঁদে ভাসায়।

'কিন্তু নেলী, কেন তুমি ওঁর কাছে থাকতে চাও না? উনি কি তোমার ওপর খারাপ ব্যবহার করেছেন?' সেমিয়োনোভ্‌না জিজ্ঞাসা করে অশ্রুতে বিগলিত হয়ে।

'না—'

'তবে?'

'কিছুনা...ওঁর কাছে থাকতে চাই না...উনি এত ভালো, এত দয়া,—কিন্তু আমি ওঁর কিছুই করতে পারি না...তবে আপনাদের এখানে আমি, কাজ করবো,' নেলী বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'কিন্তু নেলী, কেন তুমি ওঁর কিছু করতে পার না?'

'কিছু্ছু না...'

'শুধু এইটুকু ওর কাছ থেকে বার করতে পেরেছিলাম,' বললে সেমিয়োনোভ্না চোখের জল মুছে। কেন এমন ও অসুখী? এও কি ওর সেই মনের অসুখ নাকি? আপনার কি মনে হয় আইভান পেট্রোভিচ্?'

আমরা নেলীর ঘরে গেলাম। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে শুয়ে ও কাঁদছিল। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ওর হাত তুলে নিয়ে চুমু খেতে লাগলাম। হাতখানা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে আবও আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো। ভেবে পেলাম না কি ওকে বলবো। ঠিক সেই সময় বৃদ্ধ নিকোলাই ঘরে ঢুকলেন।

'তোমার কাছে একটা কাজে এসেছি আইভান,—কেমন আছো?' বৃদ্ধ বললেন আমাদের দিকে চেয়ে, এবং আমার হাঁটু গেড়ে বসা দেখে অবাক হয়ে।

সম্প্রতি বৃদ্ধের স্বাস্থ্যটা ভালো যাচ্ছে না। অত্যন্ত শীর্ণ ও পাণ্ডুর হোয়ে পড়েছেন। কার ওপর যেন রাগ করে শরীরের ওপর অযত্ন কবছেন। এ্যানা এ্যান্ড্রিয়েভ্নার কথা মোটে শোনেন না। আগের মতই প্রাত্যহিক কাজকর্ম্ম কবে বেড়াচ্ছেন, কিছুতেই বিশ্রাম নেবেন না।

'এখনকার মত চলি,' সেমিয়োনোভ্না বললে, বৃদ্ধের দিকে চেয়ে। 'ও আবার তাডাতাড়ি ফিরতে বলেছিল। আমরা একটু ব্যস্ত আছি। তবে সন্ধ্যাব সময় আপনাকে কিন্তু আশা করছি,—ঘণ্টা দু'য়েক থাকতে হবে।

'ও কে?' বৃদ্ধ আমায় ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলেন, মনে হোল অন্যকিছু চিন্তা ক'রে।

আমি তাঁকে সব বুঝিরে দিলাম।

'হুঁ! একটা কাজে এসেছি আইভান।'

জানতাম কি কাজে তিনি এসেছেন এবং তাঁব আগমনের আশাও করছিলাম। তিনি এসেছেন আমাকে বলতে এবং নেলীকে রাজী করাতে তাঁদের ওখানে থাকতে। শেষটায় এ্যানা সম্মত হয়েছেন কোন অনাথা মেয়েকে পালন করার প্রস্তাবে। এটা অবশ্য আমার সঙ্গে তাঁর গোপন পরামর্শের ফল। এ্যানাকে আমিই রাজী করিয়েছি এই বলে যে, এ মেয়েটির মা ও এর পিতার নিষ্ঠুর অত্যাচারে লাঞ্ছিতা এবং হয়তো একে দেখে বৃদ্ধের মতিগতি ফিরতে পারে। এমন সুন্দরভাবে আমার পরিকল্পনাটি বুঝিয়েছিলাম যে এখন স্বয়ং এ্যানাই তাঁর স্বামীকে তাগাদায় উদ্ব্যস্ত করে তুলছেন মেয়েটিকে আনবার জন্যে। বৃদ্ধও সহজে

সম্মত হয়ে গেছেন; কারণ, প্রথমতঃ তিনি চান এ্যানাকে খুশি করতে, আর তাছাড়া নিজেরও কতকগুলি উদ্দেশ্য আছে...তবে সেসব কথা পরে সবিস্তারে বলবো। আগেই বলেছি বৃদ্ধকে প্রথম দর্শন থেকেই কেমন যেন খারাপ লেগেছিল নেলীর। পরে লক্ষ্য করেছি যখনই ওর সামনে নিকোলাইয়ের নাম করি তখনই ওর মুখে যেন ঘৃণার ভাব ফুটে ওঠে। বৃদ্ধ আর অন্য কিছু না বলে তৎক্ষণাৎ কথাটা পেড়ে বসলেন। নেলী তখনও শুয়েছিল বালিশে মুখ ঢেকে। বৃদ্ধ সটান ওর কাছে গিয়ে হাত ধরে জিজ্ঞাসা করেন ও তাঁর কাছে থাকতে চায় কিনা।

'আমারও মেয়ে ছিল। নিজের চেয়েও আমি তাকে ভালোবাসতাম,' বৃদ্ধ নেলীর কাছে তাঁর আবেদন শেষ করেন,—'কিন্তু আজ আর সে আমার কাছে নেই। সে মরেছে। তুমি কি তার শূন্য স্থান পূরণ করবে আমার বাড়ীতে...আমার অন্তরে?' চোখদুটি তাঁর সজল হয়ে ওঠে। জ্বরের তাপে যে চোখ মনে হচ্ছিল শুষ্ক, উত্তপ্ত—সেখানে অশ্রু চিক্‌চিক্ করে।

'না, আমি যাবো না,' নেলী জবাব দেয়, মাথা না তুলে।

'কেন মা? তোমার তো সংসারে কেউ নেই। আইভান চিরদিন তোমায় রাখতে পারে না, আর আমার কাছে তুমি নিজের বাড়ীর মত থাকবে।'

'যাবো না, আপনি খারাপ লোক। হ্যাঁ, খারাপ, খারাপ,' নেলী বলতে থাকে, মাথা তুলে বৃদ্ধের দিকে মুখ করে। 'আমি খারাপ, আমরা সবাই খারাপ, কিন্তু আপনি সবার চেয়ে খারাপ।''

বলতে বলতে নেলী পাণ্ডুর হয়ে যায়, চোখ দু'টো তার জ্বলে ওঠে। এমনকি তার কম্পমান ঠোঁট দু'টি পর্য্যন্ত বর্ণহীন হয়ে পড়ে, আবেগের আতিশয্যে কুঁচিয়ে ওঠে। বৃদ্ধ বিপন্নের মত চেয়ে থাকেন তার দিকে।

'হ্যাঁ, আমার চেয়েও আপনি খারাপ, কারণ আপনি আপনার নিজের মেয়েকে ক্ষমা করেননি। আপনি তাকে একেবারে ভুলতে চান, আর একটি মেয়েকে চান নিতে। কি ক'রে নিজের সন্তানকে আপনি ভুলবেন? কি ক'রে আপনি আমায় ভালোবাসবেন? যখনই আমায় দেখবেন মনে হবে আমি অনাত্মীয়া, মনে পড়বে আপনার নিজের মেয়ে ছিল যাকে আপনি ভুলে গেছেন,—কারণ আপনি নিষ্ঠুর। আমি নিষ্ঠুর মানুষের কাছে থাকতে চাই না। চাই না! চাই না!'

নেলী ফোঁপাতে ফোঁপাতে আমার দিকে তাকায়।

'আগামী পরশু ঈষ্টার পর্ব্ব। সেদিন সবাই যোগ দেবে প্রীতি সম্মেলনে। পরস্পর চুমু আর কোলাকুলিতে বিভেদ ভুলবে, ক্ষমা করবে, আনন্দ করবে·· জানি...কিন্তু আপনি...শুধু আপনি·· ওঃ কি নিষ্ঠুর মানুষ। যান আপনি!

অশ্রুতে বিগলিত হ'য়ে পড়ে নেলী। নিশ্চয়ই ও এসব কথা আগে থাকতে তৈরী করে রেখেছিল, মুখস্থ করে রেখেছিল, বৃদ্ধ যদি আবার এসে ওকে নিয়ে যাবার কথা বলেন তাহোলে ও তাঁকে শোনাবে ব'লে।

বৃদ্ধ অভিভূত হয়ে পড়েন এবং রীতিমত ফ্যাকাশে দেখায়। মুখে তাঁর ভেসে ওঠে অন্তরের বেদনার ছাপ।

'আর কেন, কেনইবা সবাই আমায় নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন? না, না, আমি চাই না, চাই না তা'।' নেলী চেঁচিয়ে ওঠে উন্মাদের মত। 'আমি যাবো, রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষে করবো।'

'নেলী, কি হোল তোমার? নেলী, লক্ষ্মীটি,' ব'ললাম অনিচ্ছাসত্ত্বে। কিন্তু আমার কথায় শুধু আগুনে ঘৃতাহুতিই হোল।

'হ্যাঁ, আমি বরং রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াবো। এখানে থাকবো না!' কাঁদতে কাঁদতে চেঁচিয়ে উঠলো। 'আমার মাও রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করেছেন, মরবার সময় তিনি বলেছিলেন—"গরীব হওয়াও ভালো, ভিক্ষে করাও ভালো তবু"..."ভিক্ষে করায় অপমান কিছু নেই। আমি সবার কাছে ভিক্ষে করি, আর তা' একজনের কাছে ভিক্ষে করার মত নয়। শুধু একজনের কাছ থেকে ভিক্ষে নেওয়ায় লজ্জা, দশজনের কাছ থেকে নেওয়ায় নয়"—এ কথা আমায় বলেছিল এক ভিখারী মেয়ে। আমার বয়েস অল্প, উপার্জ্জনের আর কোন উপায় আমার নেই। আমি সবার কাছে ভিক্ষে চাইবো। না, না, আমি চাইবো না! চাইবো না। আমি খারাপ, সবার চেয়ে খারাপ। দ্যাখো আমি কত খারাপ।'

এই বলে নেলী হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে টেবিল থেকে একটা কাপ তুলে নিয়ে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

'ওইযে! ওটা ভেঙ্গে গেল!' বললে কেমন যেন একটা গর্ব্বিত উল্লাসে। 'মোটে দু'টো কাপ আছে। আর একটাও ভাঙবো...তাহোলে তুমি কিসে চা খাবে?'

মনে হোল ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গেছে নেলী এবং এ থেকে সে পরিতৃপ্তিও পাচ্ছে। জানে এটা অন্যায় এবং লজ্জার তবুও উন্মত্ততাব আবেগে নিজেকে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

'মেয়েটা অসুস্থ, ভান্না, তাই হবে,' বৃদ্ধ বললেন, 'কিম্বা...কিম্বা আমি হয়তো ওকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমি চল্লাম!'

টুপিটা তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন। বুঝলাম তিনি আহত হয়েছেন, ভেঙ্গে পড়েছেন। নেলী তাঁকে ভীষণ অপমান করেছে। তাঁর মধ্যে তুমুল আলোড়ন চলেছে।

'ওঁর ওপর তোমার একটুও দয়ামায়া নেই নেলী!' বললাম, বৃদ্ধ চ'লে যাওয়ার পর ওকে একা পেয়ে। 'তোমার লজ্জা হোল না? মুখে বাধলো না? না, তুমি ভালো মেয়ে নও! সত্যিই তুমি দুষ্টু!'

এই বলে যেমন অবস্থায় ছিলাম, টুপি ছাড়া, ছুটলাম বৃদ্ধের পেছনে। ভেবেছিলাম তাঁকে গেট অবধি পৌছে দেবো, দু'একটা অন্ততঃ কথা বলবো সান্ত্বনা দিতে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নেলীর মুখখানা কেবলই ভেসে উঠছিল আমার চোখের ওপর—আমার ভং'সনায় ভয়ঙ্কর পাণ্ডুর হয়ে গেছে তার মুখ।

তাড়াতাড়ি বৃদ্ধকে ধরে ফেললাম।

'জানো আইভান, অভাগী মেয়েটা চিরকাল লাঞ্ছনা পেয়ে এসেছে, নিজের মনেও অনেক বেদনা জমে আছে, তার ওপর আমার দুঃখের কাহিনী ওকে শোনালাম,' বৃদ্ধ বললেন কষ্টের হাসি হেসে। 'আমি ঠিক ওর ব্যথার জায়গাটিতে স্পর্শ করেছি। লোকে বলে—যার পেট ভরা সে কখনও ক্ষুধার জ্বালা বোঝে না, কিন্তু আমি বলি—যে ক্ষুধার্ত্ত সেও অনেক সময় ক্ষুধিতের ব্যথা বোঝে না। আচ্ছা আমি চলি!'

হয়তো আমি ওঁকে অন্য কিছু বলতাম। কিন্তু সময় পেলাম না। তার আগেই বৃদ্ধ আমায় হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন।

যেতে যেতে কেমন যেন একটা উত্তেজনায় বলে উঠলেন—'আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসো না, বরং দেখোগে মেয়েটি না আবার তোমায় ছেড়ে পালায়। সেই রকমই ওর ধরণ-ধারণ।' এই বলে দ্রুতপায়ে চ'লে গেলেন, ছড়ি ঘুড়িয়ে, ফুটপাতে ঠুকতে ঠুকতে।

বৃদ্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা কিম্বা অবতার নন। তবু ঘরে ফিরে দেখি নেলী আবার নিরুদ্দেশ! অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলাম। ছুটলাম খুঁজতে। সিঁড়িতে, আশে-পাশে দেখলাম, নাম ধরে ডাকলাম, প্রতিবেশীদের দরজা ধাক্কিয়ে ওর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু খুঁজে পেলাম না, তবে বিশ্বাসও হোল না যে আবার ও পালিয়ে গেছে। কি ক'রে পালাতে পারে? বাড়ীটার একটাই বেরোনোর দরজা; হয়তো আমি যখন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কইছিলাম তখন ও সরে পড়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হোল হয়তো প্রথমে সিঁড়ির কোথাও লুকিয়েছিল তারপর যেই আমি ঘরে ফিরেছি সেও পালিয়েছে যাতে আমি ধরতে না পারি। তবে যাই হোক এখনও বেশী দূর যেতে পারেনি।

গভীর উদ্বেগে তখনই আবার বেরোলাম খুঁজতে। ঘর খোলা রেখে গেলাম যদি ও ফিরে আসে।

প্রথমে গেলাম ম্যাস্‌লোবোয়েভের ওখানে। তাদের কাউকে বাড়ীতে পেলামনা। একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে এলাম এই নতুন বিপদের কথা এবং অনুরোধ করে এলাম নেলী যদি ওখানে যায় তক্ষুনি আমায় খবর দিতে। তারপর গেলাম বৃদ্ধ ডাক্তারের ডেরায়। তিনিও বাড়ী ছিলেন না। চাকর জানালে যে সেদিনের পর আর ও সেখানে যায়নি। তাহোলে কি করা যায়? ছুটলাম মাদাম বুবনভের আড্ডায়। কফিন-মিস্ত্রীর স্ত্রীর মুখে শুনলাম তাদের বাড়ীওয়ালী কোন কারণে আজ দু'দিন পুলিশ হাজতে বন্দী হয়ে আছে, এবং সেদিনের পর থেকে নেলী আর সেখানে একদিনও যায়নি। ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হোয়ে ফিরে গেলাম ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌দের ওখানে। সেই একই উত্তর,—কেউ আসেনি, আর ওরাও দু'জন তখন বাড়ী ফেরেনি। আমার চিঠিখানা পড়ে রয়েছে টেবিলের ওপর। কি করি এখন?

বিরাট ব্যর্থতায় বাড়ীর দিকে ফিরলাম। সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে গেছে। নাটাশার কাছে যাওয়া উচিত ছিল, সকালে সে আমায় জানিয়েছে। কিন্তু সারাটা দিন আমার খাওয়া হয়নি, এমন কি এক ফোঁটাও কিছু পেটে পড়েনি। নেলীর চিন্তায় মন আমার চঞ্চল।

'কি এর অর্থ হয়?' অবাক হয়ে ভাবলাম। 'অসুখের কি কোন অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া? পাগল হয়ে যাচ্ছেনা তো? কোথায় এখন গেল? কোথায় ওকে খুঁজবো?' মনে মনে এই কথা ভাবছি হঠাৎ দেখি নেলী কিছুদূরে একটা

পোলের ধারে,—রাস্তার আলোর নীচে দাঁড়িয়ে। ও আমায় দেখতে পায়নি। আমি প্রায় ছুটে যাচ্ছিলাম আর কি, কিন্তু তখনই সংযত করে নিলাম নিজেকে। 'ওখানে ও কি করছে?' ভাবলাম বিব্রত হয়ে। ঠিক করলাম আর ওকে হারাবো না, দেখবো ও কি করে। মিনিট দশেক কাটলো। তখনও ও দাঁড়িয়ে, পথচারীদের দেখছে। শেষে এক সুসজ্জিত বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওর সামনে দিয়ে যেতেই ও তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হোল। ভদ্রলোক না থেমেই পকেট থেকে কি যেন বার করে ওকে দিলেন। ও তাঁকে ধন্যবাদ জানালো। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে যে কি হোয়েছিল তা আমি বোঝাতে পারি না। দুঃসহ বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। মনে হোল যেন আমার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যাকে আদর করি, লালন করি, আমারই চোখের সামনে কে যেন তার ওপর হেনে গেল নির্মম অপমান। অশ্রু গড়িয়ে প'ড়তে লাগলো—অনুভব করলাম।

হ্যাঁ অশ্রু, অভাগী নেলীর জন্যে। তবে সেই সঙ্গে রাগও আমার হোল। অভাবের তাড়নায় এ ভিক্ষা তো নয়। আজ আর ও অনাথা নয়, ভাগ্যের খেয়ালের মাঝে পরিত্যক্তাও নয়। কারও নিষ্ঠুর অত্যাচারের ভয়ে ও পালিয়ে আসেনি, এসেছে ওর পরম সুহৃদ, যে ওকে সবচেয়ে ভালোবাসে তারই আশ্রয় থেকে। যেন ও ইচ্ছা করেই এ সব করছে কাউকে দেখাবার জন্যে, যেন ও চায় কাউকে আতঙ্কিত করতে। তবে মনে হোল ওর গোপন মনে কি যেন একটা পরিণতি লাভ করছে·· হ্যাঁ, বৃদ্ধ নিকোলাই ঠিক ধরেছেন। চিরজীবন ও লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে; সে ক্ষত মিলোবার নয়। আর হয়তো ইচ্ছা করেই সে ক্ষত বাড়াতে চায় এই রহস্যময় আচরণে, আমাদের সকলের ওপর এই সন্দিগ্ধতায়। যেন এই আত্মনির্য্যাতনে ও পায় আনন্দ। জানি—এমন ও একা নয়। অগণিত লাঞ্ছিত, ভাগ্য বিড়ম্বিত, অবিচারে উৎপীড়িত মানুষ এ তৃপ্তি পেয়ে আসছে, পেয়ে আসছে আপন আঘাতকে তীব্রতর ক'রে তোলার অদ্ভুত আনন্দ। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কোন অবিচারের অভিযোগ আছে নেলীর? যেন ও চায় ওর এই উন্মাদ খেয়ালে, এই আরণ্যক কৌতুকে আমাদের বিস্মিত ও আতঙ্কিত করতে, যেন সত্যিই ও চায় আমাদের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে···কিন্তু না! এখন ও একা। কেউ তো দেখেনি ও ভিক্ষা করছিল। ও কি এ থেকে আনন্দ পায় নিজের জন্যে? কেন ও দান চায়? টাকার ওর কি প্রয়োজন থাকতে পারে? ভিক্ষা নিয়ে পোলের ধার থেকে সরে গিয়ে দাঁড়ালো একটা

দোকানের উজ্জ্বল আলোকিত জানালায়। ভিক্ষালব্ধ পয়সা হিসাব করতে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম কয়েক পা' দূরে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পয়সা ওর হাতে এসেছে। মনে হোল সকাল থেকেই ভিক্ষা সুরু করেছে। পয়সাগুলি হাতের মুঠোয় ক'রে রাস্তা পার হয়ে ছোট্ট একটি মনিহারী দোকানে ঢুকলো। তখনই আমি দোকানের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। দরজা পুরো খোলা ছিল। দেখতে লাগলাম কি ও করে।

দেখলাম দোকানীর সামনে পয়সাগুলি ধ'রে দিল। ওরা ওকে একটা কাপ দিল—অতি সাধারণ একটা চায়ের পেয়ালা। দেখতে অনেকটা সেই পেয়ালাটার মত যেটা সেদিন সকালে ও ভেঙেছিল, নিকেলাইকে নিজের দুষ্টুমীর পরিচয় দিতে। চার পেনির বেশী দাম নয়, হয়তো আরও কম। দোকানী কাগজে মুড়ে বেঁধে নেলীর হাতে দিল। সেও অমনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে প'ড়লো খুশি মনে।

'নেলী!' চেঁচিয়ে উঠলাম, যখন ও আমার খুব কাছে এসে পড়েছে, 'নেলী!' নেলী চমকে উঠে তাকালো আমার দিকে। পেয়ালাটা হাত থেকে খসে ফুটপাতে পড়ে ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখে নেমে এলো অদ্ভুত পাণ্ডুরতা। কিন্তু পরক্ষণেই আমার দিকে চেয়ে যখন বোঝে আমি সব টের পেয়েছি, লাল হয়ে ওঠে। সে রক্তিমতার মাঝে স্পষ্ট চোখে পড়ে একটা তীব্র দুঃসহ লজ্জা। আমি ওর হাত ধ'রে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। পথ খুব বেশী নয়। পথে কোন কথা হোল না। বাড়ী ফিরে আমি বসে পড়লাম। নেলী দাঁড়িয়ে আমার সামনে, অপ্রতিভ চিন্তাকুল, পূর্ব্বের মতই পাণ্ডুর, মেঝের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিছুতেই আর আমার দিকে তাকাতে পারছে না।

'নেলী, তুমি ভিক্ষে করছিলে?'

'হ্যাঁ,' বললে ফিসফিস করে, আর মাথাটা ওর আরও ঝুলে পড়লো।

'আজ সকালে যে পেয়ালাটা ভেঙেছো তার বদলে একটা কিনে দেবার জন্যে পয়সা জোগাড় করতে?'

'হ্যাঁ...'

'কিন্তু আমি কি তোমায় কিছু বলেছি, বকেছি পেয়ালা ভাঙার জন্যে? নেলী, তোমার বোঝা উচিত তোমার আচরণে কতকগুলো অন্যায় তুমি করছো, বল সত্যি কিনা? তুমি কি লজ্জিত নও? নিশ্চয়ই...'

'হ্যাঁ'—বললে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে। গাল বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

'নেলী, লক্ষ্মীটি, আমি যদি তোমার সঙ্গে কোন নিষ্ঠুর আচরণ করে থাকি, আমায় ক্ষমা কর, এসো আমরা বন্ধুত্ব পাতাই।'

ও আমার দিকে চায়। উদ্বেলিত অশ্রুর বন্যা নেমে আসে চোখ ফেটে। ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার বুকের ওপর।

ঠিক সেই মুহূর্তে ছুটে আসে আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্না।

'কি হোল? বাড়ী ফিরেছে নেলী? আবারও? আঃ নেলী, নেলী, কি হোল তোমার? যাক্ ফিরে এসেছো ভালোই। কোথায় ওকে পেলেন আইভান পেট্রোভিচ্?'

ইসারায় সেমিয়োনেভ্নাকে প্রশ্ন করতে নিষেধ করলাম। সে বুঝলো আমার ইঙ্গিত। অনেক আদর ক'রে ছাড়া পেলাম নেলীর কাছ থেকে। তখনও ও খুব কাঁদছিল, মিনতি করছিল সেমিয়োনোভ্নাকে ওর কাছে থাকতে যতক্ষণ না আমি ফিরি। আমি ছুটলাম নাটাশার ওখানে। দেরী হয়ে গেছে অনেক।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের ভাগ্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে চলেছে। নাটাশার এবং আমার অনেক কথা ছিল। তবু তারই অবসরে নেলীর বিষয় বলার সুযোগ করে নিলাম। সবিস্তারে ওকে সব জানালাম। আমার কাহিনী ওর অন্তর স্পর্শ ক'রলো, রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়লো ও।

'জানো ভান্না,' বললে, এক মুহূর্ত চিন্তা করে, 'আমার মনে হয় ও তোমায় ভালোবেসেছে।'

'সেকি!...কি ক'রে তা' হোতে পারে?' বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ, এ হোল প্রেমের সূচনা, সত্যিকার পরিণত প্রেম।'

'কি ক'রে তুমি একথা বলতে পারলে নাটাশা! বাজে কথা! ও যে ছেলেমানুষ!'

'ছেলেমানুষ—যে আজ বাদে কাল চোদ্দ বছরে পা দেবে! এই যে ওর উত্তেজনা, অসন্তোষ—কেন জানো? তুমি ওর প্রেম বোঝো না ব'লে, আর হয়তো ও নিজেও বোঝে না। এ উত্তেজনার মাঝে অনেক ছেলেমানুষী থাকে, তবু ঐ আন্তরিক, বেদনাদায়ক। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা হোল, ও আমার ঈর্ষা করে। তুমি আমায় ভালোবাসো, আর তাই হয়তো যখন তুমি বাড়ীতে

থাকো তখনও আমার কথা ভাবো, চিন্তা কর, অলোচনা কর,—অথচ ওর দিকে তেমন নজর দাও না। সেটা ও লক্ষ্য করেছে, আর আঘাতও পেয়েছে মনে। ও হয়তো চায় তোমার সঙ্গে দু'টো কথা বলতে, তোমার কাছে ওর সবকিছু প্রকাশ করতে—কিন্তু জানে না কি ক'রে তা ক'রবে। লজ্জা পায়, আর বোঝেও না নিজেকে ভালো ক'রে। সুযোগ খোঁজে আর তুমি ওকে সে সুযোগ না দিয়ে স'রে থাকো দূরে, ছুটে আসো আমার কাছে। এমনকি ওর অসুখের সময় পর্য্যন্ত তুমি ওকে ছেড়ে ছিলে দিনের পর দিন। ও তোমায় পায়না, ও কাঁদে এর জন্যে। আর সবচেয়ে ওর আঘাত লাগে বেশী যখন দেখে যে তুমি ওর এ দুঃখ বোঝনা। এই ছাখো না, এখন এমনি একটা মুহূর্ত্তে তুমি ওকে একা রেখে চলে এসেছো আমার জন্যে। হ্যাঁ, ঠিক দেখো এর জন্যে কাল ওর একটা কিছু অসুস্থতা দেখা দেবে! আর কি ক'রেই বা ওকে রেখে আসতে পারলে? এখনই ফিরে যাও ওব কাছে...'

'ছেড়ে আসতাম না, কিন্তু···'

'হ্যাঁ, আমি জানি। অনেক ক'রে বলেছিলাম আসতে। কিন্তু এবার তুমি যাও।'

'হ্যাঁ যাবো, কিন্তু তোমার কথাব এক বর্ণও আমার বিশ্বাস হয় না।'

'হয় না তার কারণ, এটা ঠিক আর সকলের মত নয়। ভুলে যেওনা, ওর কাহিনী ভেবে দেখো—বিশ্বাস হবে। ও ঠিক তোমার আমার মত মানুষ হয় নি।'

যাই হোক বাড়ী ফিরলাম। ফিরতে একটু রাত হোল। আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্না জানালে যে নেলী গত সন্ধ্যার মতই খুব কেঁদেছিল এবং কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে।

'এখন আমি চলি আইভান পেট্রোভিচ্। ও হয়তো আমার জন্যে ভাবছে।'

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বসে পড়লাম নেলীর বালিশের পাশে। নিজেরও মনে হোতে লাগলো এ সময়ে ওকে ছেড়ে যাওয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার কাজ হয়েছে। অনেকক্ষণ, অনেক রাত অবধি, ওর কাছে বসে ছিলাম, গভীর চিন্তায় আত্মবিস্মৃত হয়ে······সে এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত্ত আমাদের সকলের।

কিন্তু তার আগে এখানে গত পনেরো দিনের ঘটনা বর্ণনা করার প্রয়োজন।

একচল্লিশ

প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কির সঙ্গে রেস্তোরাঁয় সেদিনকার সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার পর থেকে কয়েকদিন নাটাশার সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তিত হোয়ে থাকে। 'কি তাঁর অভিসন্ধি? কিভাবে তিনি ওর ওপর শোধ নেবেন ভেবেছেন?' প্রতি মুহূর্ত্তেই নিজেকে প্রশ্ন করি, আর নানান ভাবনা এসে ঘিরে ধরে। শেষে ভাবি—এসব ভীতি প্রদর্শন নেহাৎই শূন্যগর্ভ নয়, নিস্ফল আস্ফালনও নয়; যতদিন ও এ্যালোশার সঙ্গে আছে প্রিন্স হয়তো সত্যিই ওর কিছু অনিষ্ট করতে পারেন। তাঁর মত হীন, কুচক্রী, প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ এতখানি অপমান সহ্য করে নিশ্চয়ই কোন প্রতিশোধের সুযোগ হারাবেন না। একটা বিষয় অন্ততঃ তিনি পরিস্কার করেই জানিয়েছেন: তিনি চান এ্যালোশার সঙ্গে নাটাশার সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়, এবং আশা করেন যে আমিই নাটাশাকে বুঝিয়ে সে বিচ্ছেদের জন্যে ওকে তৈরী করি এবং দেখি যাতে ও প্রেমের ভাবপ্রবণতার ঝোঁকে কোন কেলেঙ্কারী না করে বসে। সর্ব্বোপরি তিনি চান এ্যালোশার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য না হয় এবং এ ব্যাপারের পরেও সে তাঁকে স্নেহবৎসল পিতা হিসাবেই মনে করে। ক্যাটারিনার টাকা হস্তগত ক'রতে হোলে এটি তাঁর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমার কাজ হোল আসন্ন বিচ্ছেদের জন্যে নাটাশাকে প্রস্তুত করা। কিন্তু সম্প্রতি নাটাশার মধ্যে বিরাট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছি। আমার প্রতি ওর সরলতার লেশমাত্র আর এখন নেই, এমন কি ও যেন আমাকে সন্দেহ করতেও সুরু করেছে। সান্ত্বনা দিতে গেলে বিরক্ত হয়, প্রশ্ন করলে রেগে ওঠে। অনেক সময় চুপচাপ পাশে বসে ওকে লক্ষ্য করি। ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণ অবধি পায়চারি ক'রে বেড়ায় হাত দু'টি এক ক'রে, বিষণ্ণ, বিবর্ণ, যেন ভুলে গেছে পারিপার্শ্বিক সবকিছু, এমন কি খেয়ালও নেই যে আমি বসে আছি পাশে। আমার দিকে তাকায় না। যদি দৈবাৎ চোখ পড়ে, সরিয়ে নেয়। দেখি ওর মুখে চোখে একটা অধীর বিরক্তির ভাব। মনে হয়, হয়তো ও নিজেই

এই আসন্ন বিচ্ছেদের পথ খুঁজছে, ভাবছে বেদনা ও তিক্ততা এড়িয়ে কি ক'রে তা' সম্ভব করা যায়? এবং আমার বিশ্বাস ইতিমধ্যেই ও বিচ্ছেদের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। তবুও ওর বিষন্ন ভাব দেখে অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হ'য়ে পড়ি। কিন্তু কথা বলতে কিম্বা সান্ত্বনা দিতে সাহস হয় না, সভয়ে অপেক্ষা করি শেষ মুহূর্ত্তটির জন্যে।

নাটাশার এ রূঢ় আচরণে মনে মনে আঘাত পেলেও, উদ্বিগ্ন হোলেও, ওর ওপর আমার আস্থা আছে, ওর হৃদয় আমি বুঝি। বেচারী মর্ম্মাহত ও চিন্তাক্লিষ্ট হ'য়ে পড়েছে। এমন অবস্থায় বাইরের কোন ব্যাঘাত মানুষের বিরক্তি ও ক্রোধের উদ্রেক করে, বিশেষ ক'রে তা' যদি আসে কোন নিকটতম বন্ধুর তরফ থেকে যার কাছে তার গোপন মনের পরিচয় অজ্ঞাত নয়, তবে সে বিরক্তি আরও তীব্রতর হয়ে দেখা দেয়। তবে এও বেশ জানি, শেষ মুহূর্ত্তে নাটাশা আমারই কাছে আসবে এবং আমারই প্রেমের মাঝে খুঁজবে সান্ত্বনা।

প্রিন্সের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তার বিষয় অবশ্য ওকে কিছু জানাইনি, সে কাহিনী ওকে আরও উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন ক'রতো। শুধু কথায় কথায় বলেছিলাম যে প্রিন্সের সঙ্গে আমি কাউন্টেসের ওখানে গিয়েছিলাম এবং বেশ বুঝেছি যে প্রিন্স একটি হীন বদমায়েস। ও কিন্তু একটিও প্রশ্ন করে না তাঁর সম্বন্ধে, তবে ক্যাটারিনার সঙ্গে দেখা করার কথাটা সাগ্রহে শোনে। তার বিষয়েও কিছু জিজ্ঞাসা করে না, তবে ওর পাণ্ডুর মুখ আরক্তিম হয়ে ওঠে এবং সেদিন সারাটাক্ষণ বিশেষ উত্তেজিত বলে মনে হয় ওকে। ক্যাটারিনার বিষয় কিছুই ওকে গোপন করিনা এবং অকপটে স্বীকারও করি যে আমাকেও সে মুগ্ধ করেছে। হ্যাঁ করেছে, তা গোপন করে লাভ কি? নাটাশা ঠিক ধ'রে ফেলতো, বুঝতো আমি কিছু লুকোচ্ছি, আর তাতে শুধু ওর রাগ বাড়ানো ছাড়া কোন ফল হোত না। সুতরাং ইচ্ছে করেই সবকথা খুলে বললাম, দেখতে চাইলাম ও কোন প্রশ্ন করে কিনা তার সম্বন্ধে, কারণ ওর মত অবস্থায় কিছু জিগ্যেস করা আমার পক্ষে শক্ত হোত। নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর গুণাগুণ সম্পর্কে উদাসীন হ'য়ে প্রশ্ন করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

বুঝলাম কাউন্টেস ও ক্যাটারিনার সঙ্গে তাদের দেশের বাড়ীতে যাবার জন্যে এ্যালোশাকে যে প্রিন্স হুকুম দিয়েছেন সে কথা ও এখনও জানে না।

অনেক কষ্টে অনেক মোলায়েম ক'রে সে সংবাদ ওকে জানাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বিস্ময় আমার সীমা ছাড়িয়ে যায় যখন প্রথম কথাতেই আমাকে থামিয়ে ও বলে যে ওকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন নেই, গত পাঁচদিন হোল ও সব টের পেয়েছে।

'সেকি!' চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কে তোমায় বললে?'

'এ্যালোশা!'

'কি? এরই মধ্যে সে তোমায় বলেছে?'

'হ্যাঁ, আর মনে মনে আমি সব ঠিক করে'ও রেখেছি, ভান্যা,' বললে এমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে যেন ও চায় না যে আমি এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর আলোচনা করি।

এ্যালোশা আজকাল প্রায়ই নাটাশার ওখানে আসে, তবে ক্ষণিকের জন্যে। একবার শুধু একসঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ছিল, আমি সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। আজকাল সে সাধারণতঃ আসে মনমরা হয়ে, ভয়ে ভয়ে ওর দিকে চায়। কিন্তু নাটাশা তাকে এত অনুরাগ ও আবেগে ভ'রে তোলে যে মুহূর্ত্তে সে সবকিছু ভুলে গিয়ে আবার খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমার কাছেও সে ঘনঘন আসে, প্রায় প্রত্যেক দিনই। রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়েছে, একা সে দুর্ভাবনার মধ্যে এক মিনিটও থাকতে পারে না, তাই প্রতি মুহূর্ত্তে ছুটে আসে আমার কাছে সান্ত্বনা পেতে।

কিন্তু আমি তাকে কি সান্ত্বনা দেবো? অভিযোগ করে—আমি নাকি নিষ্ঠুর, উদাসীন, এমন কি তাকে সুনজরেও দেখিনা। দুঃখ করে, কাঁদে, আবার চলে যায় ক্যাটারিনার কাছে, সেখানে গিয়ে সান্ত্বনা পায়।

যেদিন নাটাশা আমায় বলেছিল যে ও জানে এ্যালোশা চ'লে যাচ্ছে (প্রিন্সের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তার এক সপ্তাহ পরে) সে দিন এ্যালোশা হতাশ হয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মত কাঁদতে থাকে। আমি কোন কথা বলিনা, চুপ করে দেখি সে কি বলে।

'আমি হীন, অতি নীচ আমি, ভান্যা,' বলতে থাকে, 'আমায় বাঁচাও আমার হাত থেকে। আমি দোষী বলে অনুতাপ করছিনা, তবে আমারই জন্যে নাটাশার সমস্ত সুখ ধ্বংস হ'য়ে যাবে। আমি ওকে ছেড়ে যাচ্ছি দুঃখের

মধ্যে……ভান্না, বল, বল আমি কি ক'রবো ? ওদের মধ্যে—নাটাশা আর ক্যাটারিনার মধ্যে বল আমি কা'কে বেশী ভালোবাসি ?'

'তা' আমি কি ক'রে বলবো, এ্যালোশা ?' জবাব দিলাম। 'আমার চেয়ে তুমিই ভালো বোঝ……'

'না ভান্না, ব্যাপারটা তা' নয়। এতো সোজা হোলে তোমায় আর জিজ্ঞাসা ক'রবো কেন ? ততটা বোকা আমি নই। আসলে আমি নিজেই এটা ঠিক করে উঠতে পারছিনা। নিজেকে প্রশ্ন করি কিন্তু জবাব দিতে পারিনা। কিন্তু তুমি দেখো বাইরে থেকে, তাই হয়তো আমার চেয়েও তোমার দৃষ্টি আরও পরিষ্কার……না জানিলেও অন্ততঃ বল তোমার কি মনে হয় ?'

'মনে হয় ক্যাটারিনাকেই তুমি বেশী ভালোবাসো।'

'তোমারও মনে হয় তাই ! না, না, না, মোটেই তা' নয় ! ঠিক ধ'রতে পারনি। সবচেয়ে আমি ভালোবাসি নাটাশাকে। কিছুতেই ওকে ছাড়তে পারিনা, না, কিছুতেই না। ক্যাটারিনাকে একথা জানিয়েছি, সেও তাই বলে। তুমি চুপ করে রইলে কেন ? এই মাত্তর দেখলাম হাসছিলে। আঃ ভান্না ! তুমি আমাকে একটি বারও সান্ত্বনা দেবেনা ! আমার এতবড় একটা দুঃখে……আমি চললাম !'

এই বলে এ্যালোশা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। নেলী রীতিমত বিস্মিত হয়ে পড়ে। ও নীরবে আমাদের কথা শুনছিল। তখনও বেচারী অসুস্থ, শয্যাগত, শুধু ওষুধের ওপরে আছে। এ্যালোশা যখন আসতো ওর সঙ্গে কখনও কথা কইতো না, নজরও দিতো না।

ঘণ্টা দু'য়েক পরে আবার এ্যালোশা ফিরে আসে। এবার ওর হর্ষোজ্জ্বল মুখ দেখে অবাক হয়ে যাই। ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে,—'সব মিটে গেছে ! যত ভুল বোঝাবুঝি সব চুকে গেছে ! তোমার এখান থেকে সোজা নাটাশার কাছে যাই। ভারী কাতর হয়ে পড়ি, ওকে ছাড়া বাঁচবো কি ক'রে ? গিয়ে অনুতাপের আবেগে ওর হাতখানা ধ'রে চুমু খেতে লাগলাম। না খেলে হয়তো দুঃখে অনুশোচনায় মরে যেতাম। ও নীরবে কাঁদতে কাঁদতে আমায় জড়িয়ে ধরলে। তখন সোজা ওকে বললাম যে ওর চেয়ে ক্যাটারিনাকেই আমি বেশী ভালোবাসি।'

'ও কি বললে ?'

'কিছু বললে না। শুধু আমায় শান্ত করতে লাগলো! ও জানে কি করে আমায় সান্ত্বনা দিতে হয়! চোখর জলে সমস্ত ব্যথা ওর কাছে ধুয়ে ফেললাম—সব ওকে বললাম। জানালাম—আমি ক্যাটারিনাকে খুব ভালোবাসি, তবে হাজার ভালোবাসলেও নাটাশাকে ছাড়া আমি কিছুতেই বাঁচবো না। না ভান্যা, ওকে ছাড়া আমি কখনও বাঁচতে পারি না! তাই দু'জনে ঠিক ক'রলাম এখনই বিয়ে ক'রে ফেলবো। কিন্তু তার উপায় নেই, আমার যাওয়ার আগে বিয়ে হোতে পারে না। কারণ এখন বিয়ের দিন নেই, উপবাসের পর্ব্ব চ'লেছে—চল্লিশ দিন লাগবে শেষ হোতে। আমি ফিরে এলেই হবে, তার মানে জুন মাসের প্রথম দিকে। বাবা নিশ্চয়ই অমত করবেন না। আর ক্যাটারিনার কথা, সে যা হয় হবে! নাটাশাকে ছাড়া আমার জীবনই বৃথা, তুমিতো জানো···বিয়ে করে একেবারে ক্যাটারিনার কাছে হাজির হব...'

বেচারী নাটাশা! কত ক'রেই না ওকে শান্ত ক'রতে হোয়েছে এ্যালোশাকে, শুনতে হোয়েছে তার প্রলাপ, আবিষ্কাব কয়তে হোয়েছে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলার কাহিনী। এই অকপট আত্মশ্লাঘী মানুষটিকে প্রবোধ দিতে নাটাশাকে কম ক্লেশ ভোগ করতে হয়নি! তবে সত্যিই এ্যালোশা দিন-কয়েকের মত শান্ত হয়। সে যে কেবলই নাটাশার ওখানে ছুটে ছুটে যায় তার কাবণ তাব দুর্ব্বল হৃদয় একা এ আঘাত সইতে অসমর্থ। কিন্তু তবুও, যতই বিচ্ছেদের দিন আসন্ন হয়ে আসে ততই সে আবার দুঃখে ভেঙ্গে পড়তে থাকে, আমার কাছে আসে নিজের বেদনা জানাতে। সম্প্রতি নাটাশার মোহ তাকে এত পেয়ে বসেছে যে ছ' সপ্তাহ ছেড়ে থাকা তো দূরের কথা এক দিনের জন্যেও ওকে ছাড়তে পারে না। তবে বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে নিজের মনকে প্রবোধ দেয় এই ব'লে যে, এ তো শুধু ছ'সপ্তাহেব জন্যে ছেড়ে যাওয়া, ফিরে এ'সে ঠিক ওকে বিয়ে ক'রবে। নাটাশা কিন্তু বোঝে ওর জীবনে আসছে একটা আমূল পরিবর্ত্তন, বোঝে এ্যালোশা আর ফিরে আসবে না ওর কাছে, এটা অবশ্যম্ভাবী।

বিচ্ছেদের দিন ঘনিয়ে আসে। নাটাশা অত্যন্ত কাতর হোয়ে পড়ে। থাকে থাকে নিজের মনে কথা বলে, দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার ওপর—

কি যেন খোঁজে। চোখের জল ফেলে না, আমার প্রশ্নের জবাব দেয় না, শুধু গাছের পাতার মত কাঁপে এ্যালোশার কণ্ঠস্বর শুনে। সূর্য্যাস্তের আভায় আরক্তিম হয়ে ছুটে যায় তার কাছে সে এলে। উন্মাদের মত আত্মহারা হোয়ে চুমু খায়, জড়িয়ে ধরে, হাসে···এ্যালোশা ওর দিকে চায়, ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে কেমন আছে, চেষ্টা করে সান্ত্বনা দিতে এই বলে যে,—বেশী দিনের জন্যে সে যাচ্ছে না, ফিরে এলে বিয়ে হবে। অনেক কষ্টে নাটাশা সংযত করে নিজেকে, দমন করে উদ্গত অশ্রুর বেগ। তার সামনে ও কাঁদে না।

একবার এ্যালোশা ওকে বলেছিল যে যাবার সময় সে ওকে যথেষ্ট টাকা দিয়ে যাবে। যাতে তার অবর্ত্তমানে ওর চলে। ভাবনার কিছু নেই। তার বাবা তাকে যাবার খরচ বাবদ প্রচুর টাকা দিয়েছেন। শুনে নাটাশা শুধু একটু ভ্রূকুটি করেছিল। সে চ'লে যেতে নাটাশাকে বলি যে ওর প্রয়োজনের জন্যে আমি দেড়শো রুবল্ রেখে দিয়েছি। ও জিজ্ঞাসা করে না কোথা থেকে টাকাটা পেয়েছি। এ কথা হয় এ্যালোশা যাবার দু'দিন আগে এবং নাটাশা ও ক্যাটারিনার প্রথম ও শেষ সাক্ষাতের আগের দিন। সেদিন এ্যালোশার মারফৎ ক্যাটারিনা চিঠি লেখে নাটাশাকে, পরদিন ওর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা ক'রে এবং সেইসঙ্গে আমাকেও উপস্থিত থাকবার জন্যে মিনতি জানায়।

ঠিক করলাম হাজার বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বারোটা নাগাদ (ক্যাটারিনার নির্দ্ধারিত সময়) নিশ্চয়ই নাটাশার ওখানে যাবো। অবশ্য প্রতিবন্ধক অনেক ছিল। নেলী ছাড়াও গত এক সপ্তাহ ধ'রে নিকোলাইদের নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলাম।

একদিন সকালে এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌না ডেকে পাঠালেন। অত্যন্ত জরুরী দরকার, বিলম্ব করা চলবেনা। গিয়ে দেখি তিনি একা। চকিত ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের অধীর প্রতীক্ষায়। কি যে তাঁর হোয়েছে, কেনইবা এত উদ্বিগ্ন, তারি কারণ বার ক'রতে অন্যান্য দিনের মত সেদিনও আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়! শেষটায় আমার না আসার অভিযোগে অজস্র তিরস্কার ক'রে জানান যে, গত তিন দিন হোল নিকোলাই সার্গেইচ্ নাকি এমন উন্মাদের মত হোয়ে পড়েছেন যা আর বলে বোঝানো যায় না।

'ও যেন আর আগের মত মানুষটি নেই,' এ্যানা বলেন, 'একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। রাতে চুপি চুপি হাঁটু গেড়ে ঠাকুরের সামনে প্রার্থনা করে, ঘুমের মাঝে বিড়্‌বিড়্‌ করে বকে, আর দিনের বেলায় তো স্রেফ আধ পাগ্‌লা হোয়েই থাকে। কাল খাবার সময়, হাতের পাশেই চাম্‌চে, অথচ খুঁজেই পায় না। এক কথা জিজ্ঞাসা কর, জবাব দেবে ঠিক উল্টো। রোজই প্রায় মিনিটে মিনিটে বাড়ী থেকে ছুটে ছুটে বেরোয়, ব'ললে বলে—কাজে বেরোচ্ছি, উকিলের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আর আজ সকালে তো পড়ার ঘরে খিল এঁটে বসেছিল। বললে—মামলা সংক্রান্ত কি একটা জরুরী জবানবন্দী লিখতে হবে। শুনে ভাবলাম যে মানুষ হাতের চাম্‌চে চোখে দেখে না সে আবার আইনের কথা লিখবে কি ক'রে? তবু একবার দরজার ফুটো দিয়ে উঁকি দিলাম। দেখি বসে বসে লিখছে, আর ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে। এ আবার কেমন ধারা ফিরিস্তি লেখা! হয়তো আমাদের ইচমেনভ্‌কার জমিজমার জন্যে দুঃখু করছে। তবে কি ওটা সত্যিই গেল! ভাবছি, হঠাৎ দেখি কলম ছুঁড়ে ফেলে টেবিল থেকে লাফিয়ে উঠলো। চোখ দু'টো আগুনের মত রাঙা হোয়ে জ্বলছে। টুপিটা তুলে নিয়েই বেরিয়ে এসে আমায় বললে—এখনই আসছি এ্যানা। যেই বেরোলো তক্ষুনি ওর ঘরে গেলাম। দেখি টেবিলের ওপর মামলার কাগজপত্তর স্তূপাকার করা। কোনদিনও তা' আমায় হাত দিতে দেয় না। কতবার বলেছি একবারটি আমায় সরাতে দাও টেবিলটা, ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার ক'রবো। অম্‌নি হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ওঠে—খবরদার ওসব ছুঁয়োনা বলছি! পিটার্সবুর্গে এসে ও যে কি খিটখিটে হোয়ে পড়েছে তা' আর তোমায় কি বলবো। যাক্‌, খুঁজতে লাগলাম কি ও লিখছিল। বেরোবার সময় যে সেটা নেয়নি তা' লক্ষ্য করেছি। টেবিল ছেড়ে ওঠবার সময় সেখানা আর কোন কাগজের মধ্যে গুঁজে রেখেছিল। এই ঢ্যাখো, ভান্যা, কি ও লিখছিল, খুঁজে পেয়েছি।'

এই ব'লে এ্যানা আমার হাতে একখানা কাগজ দিলেন। অর্দ্ধেকটা লেখা কিন্তু এতই জেবড়ে গেছে যে স্থানে স্থানে পাঠোদ্ধার করাই দুঃসাধ্য।

বেচারী নিকোলাইয়ের জন্যে ভারী দুঃখ হোল। প্রথম লাইনটি দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় কি তিনি লিখছিলেন এবং কা'কে লিখছিলেন। 'চিঠিখানি লেখা নাটাশাকে, তাঁর প্রাণাধিকা নাটাশাকে। সুরু করেছেন সস্নেহে, ক্ষমার

আশ্বাস জানিয়ে। তাগিদ দিয়েছেন তাঁর কাছে ওকে ফিরে আসবার জন্যে। এমন এলোমেলো আর তাড়াহুড়ো করে লেখা যে পুরো চিঠিটা পড়া দুষ্কর—তারওপর বহু জায়গায় কালি প'ড়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবুও বেশ বোঝা যায়, প্রথমে যে স্নেহ আর করুণার আতিশয্য নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন শেষ পর্য্যন্ত তা' বজায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। পরের দিকে বৃদ্ধ মেয়েকে গাল দিতে সুরু করেন। তীব্র ভাষায় নাটাশার আচরণের নিন্দা করেন, তিরস্কার করেন পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যে এই নিষ্ঠুরতাব এবং শেষ করেন এই ব'লে যে, যদি ও তাড়াতাড়ি ভালো মেয়ের মত ফিবে এসে আবাব লক্ষ্মী হয়ে এখানে থাকে তবেই শুধু তিনি ওকে ক্ষমা করবেন। চিঠিব এই ভাববৈচিত্র্যের বিষয় লক্ষ্য করে মনে হোল প্রথম কয়েক লাইনের কোমলতা পবে বৃদ্ধেব কাছে তাঁর দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বলে ধারণা হওয়ায় তিনি লজ্জিত হোয়ে পড়েন এবং পিতৃত্বের আহত গৌরবের জালায় শেষে মেয়ের ওপর রুষ্ট হোয়ে ওঠেন। এ্যানা আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন স্থানুর মত, চিঠি পড়ে আমি কি বলি না বলি তাই শোনবাব জন্যে উদ্বেগে কাতর হয়ে।

চিঠি পড়ে আমার যা মনে হয় তাঁকে তা' খোলাখুলি বলি। তাঁর স্বামী আর নাটাশাকে ছাড়া থাকতে পারছেন না। তাঁদের পুনর্ম্মিলন অবশ্যম্ভাবী, তবে সবই নির্ভর করছে ঘটনার ওপর। আমার বিশ্বাস মামলায় পরাজয় তাঁর মনে ভয়ানক লেগেছে, প্রিন্সের জয়লাভে তাঁর লাঞ্ছিত মর্য্যাদার মর্ম্মপীড়ার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এমন সব মুহূর্ত্তে মন চায় অপরের সহানুভূতি, তাই হয়তো বৃদ্ধের নাটাশাকে মনে পড়েছে আরও বেশী করে। হয়তো তিনি শুনেছেন এ্যালোশা ত্যাগ করছে নাটাশাকে, বুঝেছেন মেয়ের ব্যথা, বুঝেছেন এখন ওব প্রয়োজন সান্ত্বনার। তবুও তিনি তা' দিতে পারছেন না; মনে পড়ছে মেয়ে তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে। হয়তো তাঁর মনে হয়েছে—নাটাশা সম্ভবতঃ তাঁর কথা ভাবছেনা, ফিরে আসার ওর ইচ্ছা নেই। 'নিশ্চয়ই তিনি তাই ভেবেছেন,' শেষ করি এই ব'লে, 'তাই চিঠিটা শেষ করেননি, আর হয়তো এ থেকে নতুন কোন আঘাত পেতেন—যেটা পূর্ব্বের চেয়ে আরও বেশী ক'রে লাগতো, আর কে জানে হয়তো পুনর্ম্মিলনের এই সম্ভাবনাকে অনির্দ্দিষ্টকাল পেছিয়ে দিতো…'

আমার কথা শুনে এ্যানার চোখে জল এসে পড়ে। শেষে যখন তাঁকে

বললাম যে আমাকে নাটাশার কাছে যেতে হবে এবং দেরী হয়ে গেছে, তখন তিনি চমকে উঠলেন এবং জানালেন যে আসল কথাটি আমাকে বলতে তিনি ভুলে গেছেন। টেবিল থেকে চিঠিখানা নেবার সময় অসাবধানে তার ওপর কালি ফেলেছিলেন। একদিকটা একেবারে জেবড়ে গেছে। তাই তাঁর আর ভয়ের শেষ নেই! কালির এই দাগ দেখে বৃদ্ধ হয়তো টের পাবেন যে তিনি বেরিয়ে গেলে এ্যানা তাঁর কাগজপত্তর হাঁতিপাঁতি করেছেন এবং নাটাশাকে লেখা তাঁর চিঠিখানিও পড়েছেন। অবশ্য এ্যানার এ ভীতির যথেষ্ট কারণও আছে। বৃদ্ধ যদি একবার জানতে পারেন যে আমরা তাঁর গোপন মনের কথা টের পেয়েছি তাহোলে আর রক্ষে নেই। লজ্জায় অপমানে আরও রেগে উঠবেন।

অনেক ভেবে এ্যানাকে আশ্বাস দিলাম ভয়ের কিছু নেই ব'লে। বৃদ্ধ লিখতে লিখতে উত্তেজনার বশে উঠে পড়েছিলেন, তাঁর পক্ষে চিঠির খুঁটিনাটি সব মনে রাখা সম্ভব নয়, তাই হয়তো ভাববেন নিজেই কখনও তার ওপর কালি ফেলেছিলেন। এইভাবে এ্যানাকে শান্ত করে চিঠিটি আবার যথাস্থানে রাখলাম। ভাবলাম এইবার একবার নেলীর কথাটা তাঁর কাছে পাড়ি। অনেকদিনই মনে হয়েছিল হয়তো নেলীর দুঃখের কাহিনী, ওর মা'র লাঞ্ছনার ইতিহাস বৃদ্ধকে অভিভূত ক'রবে, স্পর্শ করবে তাঁর অন্তরের কোমলতাকে। এখন তার উপযুক্ত সময় এসেছে, মন এখন তাঁর তৈরী। মানসম্ভ্রম, লাঞ্ছনা অপমানের ঊর্দ্ধে মেয়েকে ফিরে পাবার উদগ্র বাসনা তাঁর দেখা দিয়েছে। এখন শুধু প্রয়োজন সামান্য একটু উত্থাপনের, কোন একটা অনুকূল ঘটনার, আর সে সুযোগ হয়তো নেলীই ক'রে দেবে। এ্যানা আমার কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকেন। আশা আর উৎসাহে মুখ তাঁর উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে। তখনই আমায় বকাবকি সুরু করেন কেন তাঁকে একথা আগে বলিনি। নেলীর বিষয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং জানান যে তিনি নিজেই তাঁর স্বামীকে তাগিদ দিয়ে মেয়েটিকে বাড়ীতে আনবেন। এরই মধ্যে নেলীর ওপর তাঁর মায়া পড়ে গেছে। তার অসুখের খবরে অত্যন্ত ব্যস্ত হোয়ে পড়েন। তখনই ছুটে গিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে তার জন্যে এক শিশি জ্যাম এনে দেন। ডাক্তার ডাকার মত হাতে আমার টাকা নেই ভেবে অমনি আমায় পাঁচ রুবল্ দিতে আসেন। আমি নেবো না বলে সে কি তাঁর রাগ! কিছুতেই আর থামাতে পারিনা।

শেষটায় অনেক ক'রে তাঁকে শান্ত করি এই ব'লে যে, ওর চেয়ে নেলীকে কিছু জামা-কাপড় দিলে বরং উপকার হয়। তাই শুনে তক্ষুনি বাক্স-প্যাটরা, আলনা-আলমারী, যা যেখানে ছিল সব ঘাঁটতে স্বরু করলেন নেলীকে কি দেওয়া যায় তাই খুঁজতে।

আমি রওনা হলাম নাটাশার ওখানে। আগেই বলেছি নাটাশার বাসার সিঁড়িটা ঘোরানো। শেষ ক'টা সিঁড়ি উঠতে উঠতে হঠাৎ নজরে প'ড়লো কে যেন ওর দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়বার উপক্রম করছে, কিন্তু আমার পায়ের শব্দ পেয়েই তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে ব্যস্ত হয়ে নীচে নামতে লাগলো। সিঁড়ির বাঁকের মুখে তার সঙ্গে দেখা হোয়ে গেল। বিস্ময়ে পাষাণ হয়ে গেলাম বৃদ্ধ নিকোলাইকে চিনতে পেরে। দিনের বেলাতে-ও সিঁড়িটা অত্যন্ত অন্ধকার। বৃদ্ধ দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন আমাকে পথ দিয়ে। দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ আমার ওপর। আজও মনে পড়ে সেদিন তাঁর চোখে সে কি এক অদ্ভুত উজ্জ্বলতা দেখেছিলাম। মনে হয় লজ্জায় নিৰ্ম্মমভাবে লাল হয়ে ওঠেন। যাই হোক রীতিমত বিস্মিত ও অপ্রতিভ হয়ে পড়েন।

'আরে ভান্যা! তুমি! তুমি!' কোন রকমে বলতে থাকেন, স্বর তাঁর কেঁপে ওঠে। 'আমি, আমি এসেছিলাম একজনের সঙ্গে দেখা করতে···একজন নকল নবীশ কেরানীর সঙ্গে·· বিশেষ কাজে···সম্প্রতি এখান থেকে উঠে গেছে ···এখানেই কোথাও·· তবে এ বাড়ীতে থাকে না মনে হোল···ভুল করেছি··· আচ্ছা চলি··'

বলতে বলতে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

ঠিক করলাম নাটাশাকে এ কথা জানাবো না। জানানোর উপযুক্ত সময়ও এটা নয়। যতদিন না এ্যালোশা যায়, যতক্ষণ না ওকে একা পাই, বলা চলে না। মন ওর চঞ্চল হয়ে আছে, তবু বললে হয়তো বুঝতো, কিন্তু চরম বেদনা ও ব্যর্থতার মুহূর্ত্ত ছাড়া এর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো না।

সেদিন আবার হয়তো নিকোলাইদের ওখানে যেতাম, যাবার ইচ্ছাও খুব ছিল। কিন্তু যাইনি। ভাবলাম, আমায় দেখে বৃদ্ধ বিব্রত হোয়ে পড়বেন, অস্বস্তি অনুভব করবেন। হয়তো মনে করবেন তাঁর সঙ্গে দেখা হোয়েছিল বলেই আবার এসেছি। তাই দুদিনের আগে আর ওঁদের ওখানে গেলামনা।

গিয়ে দেখি বৃদ্ধ খুব মনমরা। কথাবার্ত্তা বললেন বটে তবে কতকটা যেন নির্ব্বিকারভাবে, আর যা বললেন তা' সবই তাঁর মামলা সংক্রান্ত।

'আচ্ছা, সেদিন কার কাছে অত ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছিলে বলতো? মনে নেই—সেই যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হোল? সেটা যেন কবে? হ্যাঁ, মনে পড়েছে—গত পরশুদিন', হঠাৎ বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা ক'রে বসেন, যেন কিছু নয় এইভাবে। অথচ আমার দিকে চোখ তুলে তাকান না।

'আমার একজন বন্ধু ওখানে থাকে,' জবাব দিলাম। আমিও তাকাইনা তাঁর দিকে।

'ও-ও! আমিও খুঁজছিলাম আমার পরিচিত সেই কেরানী আসতায়েভ্‌কে। বললে ওই বাড়ীটা··গিয়ে দেখলাম—না, ভুল করেছি··হ্যাঁ, যা বলছিলাম তোমায়···বড় আদালতের রায়··' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

'বলতে বলতে নিকোলাই লজ্জায় লাল হোয়ে ওঠেন।

সেইদিনই এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌নাকে সব কথা বলি তাঁকে খুশি করবার জন্যে। তবে সেইসঙ্গে নিষেধও করে দিই এখন থেকে তিনি যেন আর বৃদ্ধকে আকারে ইঙ্গিতে কিছু না বলেন, কিম্বা কোন রকমে প্রকাশ করে না ফেলেন যে বৃদ্ধের সব দুর্ব্বলতা তিনি ধরে ফেলেছেন। শুনে এ্যানা এত বিস্মিত ও আনন্দিত হোয়ে পড়েন যে প্রথমটা আমার কথা তাঁর প্রায় বিশ্বাসই হয় না। এ্যানাও তাঁর তরফের কথা আমায় জানান। জানান যে, তিনি নিকোলাইকে নেলীর বিষয় আভাষে বলেছেন। বৃদ্ধ কিন্তু জবাব দেননি। অথচ তিনিই রোজ নেলীকে বোঝাচ্ছেন, রাজী করাচ্ছেন তাকে তাঁদের ওখানে নিয়ে যাবার জন্যে। যাই হোক শেষ পর্য্যন্ত দু'জনে ঠিক করি যে আকার ইঙ্গিত ছেড়ে পরদিন এ্যানা তাঁকে সোজাসুজি সবকথা খুলে বলবেন। কিন্তু পরদিন দু'জনেই আমরা অত্যন্ত চিন্তিত ও ভীত হয়েছিলাম।

কারণ, ব্যাপারটা হয়কি, সেদিন সকালে নিকোলাইয়ের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর মামলা যিনি তদ্বির করছিলেন সেই ভদ্রলোকের। ভদ্রলোক তাঁকে জানান যে তিনি প্রিন্সের কাছে গিয়েছিলেন এবং যদিও প্রিন্স ইচ্‌মেনভ্‌কার সম্পত্তির দখল নিচ্ছেন তবুও তিনি 'কোন পারিবারিক ব্যাপারের ফলে' স্থির করেছেন যে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বৃদ্ধকে হাজার দশেক রুবল্‌ দান করবেন। কথাটা শুনেই বৃদ্ধ রাগের মাথায় ভদ্রলোকের কাছ থেকে সোজা ছুটে আসেন আমার কাছে।

চোখ দু'টো তাঁর ক্রোধে আগুন বর্ষণ করছে। এসেই জানি না কেন, আমাকে ঘর থেকে বাইরে সিঁড়ির কাছে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং তখনই একবার প্রিন্সের কাছে আমায় যেতে বললেন। তিনি একবার প্রিন্সকে দেখে নিতে চান! এবং তাঁর এই যুদ্ধে আহ্বানের খবরটা প্রিন্সের কাছে আমায় পৌঁছে দিতে হবে।

আমি এতই স্তম্ভিত হোয়ে পড়ি যে সম্বিৎ ফিরে পেতে অনেক সময় লাগে। প্রথমটা চেষ্টা করলাম বৃদ্ধকে এই বিবাদ থেকে নিবৃত্ত করতে। কিন্তু তিনি এতে আরও রেগে ওঠেন এবং শেষটায় ক্রোধের প্রাবল্যে অসুস্থ হোয়ে পড়েন। তখনই ঘরে ছুটে যাই জল আনতে কিন্তু ফিরে এসে দেখি সিঁড়ির কাছে নিকোলাই আর নেই।

পরদিন তাঁর ওখানে গেলাম। দেখি বাড়ী নেই। তিন দিন তাঁর আর পাত্তা পাওয়া গেলনা, বা'ড়ী থেকে নিরুদ্দেশ।

তৃতীয় দিন ঘটনাটা জানা গেল। সেদিন আমার ওখান থেকে নিকোলাই সোজা ছুটেছিলেন প্রিন্সের বাড়ী। প্রিন্সকে না পেয়ে একখানা চিঠি লিখে আসেন। চিঠিতে জানান যে প্রিন্সের অভিপ্রায় তিনি শুনেছেন, তা' অত্যন্ত অপমানকর, প্রিন্সকে তিনি হীন বদমায়েস বলে মনে করেন, তাই যুদ্ধে আহ্বান করেছেন এবং সে আহ্বান যদি প্রিন্স গ্রহণ না করেন তবে তাঁকে তিনি প্রকাশ্যে অপদস্থ করবেন।

এ্যানা আমায় বলেন যে সেদিন বৃদ্ধ এত উত্তেজিত হো'য়ে বাড়ী ফেরেন যে তখনই তাঁকে শয্যা গ্রহণ করতে হয়। তবে তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না ক'রলেও বৃদ্ধ তাঁর কোন কথার জবাব দেননা এবং কিসের প্রতীক্ষায় যেন অধীর হোয়ে থাকেন। পর'দিন সকালে ডাকে একখানা চিঠি আসে। চিঠিটা প'ড়ে বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়ে বিকট চীৎকার করে ওঠেন। এ্যানা ভয়ে অসাড় হয়ে পড়েন। বৃদ্ধ কিন্তু তৎক্ষণাৎ টুপি আর লাঠি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যান।

চিঠিখানা প্রিন্সের লেখা। নীরস, সংক্ষিপ্ত ও সৌজন্যপূর্ণ উত্তরে প্রিন্স নিকোলাইকে জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর উকিলকে কি বলেছেন তা' আর কাউকে বলবার জন্যে বাধ্য নন এবং তিনি নিকোলাইয়ের পরাজয়ে দুঃখিত হোলেও এটা কোন কারণেও সঙ্গত বলে মনে করেন না যে, যে লোক হেরে যায় সে তার প্রতিশোধের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করবে। তাছাড়া

'প্রকাশ্যে অপদস্থ' করার যে ভীতি প্রদর্শন করা হোয়েছে সে বিষয়ে তিনি নিকোলাইকে অনুরোধ ক'রছেন যেন তা' করার চেষ্টা না হয়। সেটা নিকোলাইয়ের পক্ষে অসম্ভব ও অপ্রীতিকর হবে, কারণ নিকোলাইয়ের চিঠিখানি সঙ্গে সঙ্গে যথাস্থানে প্রেরণ করা হবে এবং পুলিশও যে তৎক্ষণাৎ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

চিঠিখানা হাতে ক'রে নিকোলাই যান প্রিন্সের বাড়ী। এবারও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়না বৃদ্ধের। ভৃত্যের কাছে খবর পান হয়তো প্রিন্স কাউন্ট নায়নস্কির বাড়ীতে আছেন। ভেবে সময় নষ্ট না ক'রে বৃদ্ধ তখনই সেখানে ছোটেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখে কাউন্টের দরোয়ান তাঁকে বাধা দেয়। উত্তেজনার বশে বৃদ্ধ তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে ধ'রে টেনে বার করা হয় এবং পুলিশের হাতে সমর্পন কবা হয়। পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে যায়। কাউন্টকে এ খবর জানানো হয়। প্রিন্স তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সব শুনে তিনি সেই লম্পট বৃদ্ধ কাউন্টকে বুঝিয়ে বলেন যে, ধৃত ব্যক্তির নাম নিকোলাই এবং সে হোল সেই রূপসী মেয়েটির পিতা (স্ত্রীলোক-ঘটিত হীন কাজে একাধিকবার প্রিন্স বৃদ্ধ কাউন্টেব সহায়তা করেছেন)। ব্যাপারটা শুনে কাউন্ট শুধু একটু হাসেন এবং তাঁর রাগ প'ড়ে যায়। হুকুম দেওয়া হয় নিকোলাইকে মুক্তি দেবার। কিন্তু দু'দিনেব আগে তিনি ছাড়া পাননা, সেটা প্রিন্সেরই কারসাজি। অথচ তাঁকে জানানো হয় যে প্রিন্স নিজে তাঁর হোয়ে কাউন্টকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তাঁর দণ্ড লঘু হয়।

হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে বৃদ্ধ বাড়ী ফেরেন প্রায় উন্মাদের মত। এসেই শয্যা গ্রহণ করেন এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আর নড়েন না। শেষে উঠে পড়েন এবং এ্যানাকে জানান যে চিরদিনের মত তিনি মেয়েকে অভিশাপ দিলেন, বঞ্চিত করলেন তাকে তাঁর স্নেহের সম্পদ থেকে।

এ্যানার চিত্ত আশঙ্কায় শিহরিত হয়ে ওঠে। তবুও তাঁকে দেখতে হয় বৃদ্ধকে। সেদিন সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি বৃদ্ধের শুশ্রূষা করেন, মাথায় বরফ দেন, ভিনিগার দেন। বৃদ্ধের জ্বর ও বিকার দেখা দেয়। সেদিন আমি যখন তাঁদের বাসা থেকে ফিরি তখন রাত দু'টো বেজে গেছে। পরদিন বৃদ্ধ শয্যা ছাড়েন এবং সেইদিনই আমার ওখানে আসেন নেলীকে নিয়ে যাবার জন্যে। নেলীর সঙ্গে তাঁর কি কথাবার্ত্তা হয় সে কথা আগেই বলেছি। নেলীর

ব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েন। বাড়ী গিয়ে আবার শয্যা নেন। এ সবই ঘটে গুডফ্রাইডের দিন, যেদিন ক্যাটারিনা ও নাটাশার সাক্ষাৎকার হবার কথা, এ্যালোশা ও ক্যাটাবিনাব পিটার্সবুর্গ ত্যাগের পূর্ব্ব দিন। সাক্ষাৎকারেব সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেটা হয় খুব সকালে, নিকোলাইয়েব আসার আগে এবং নেলীব প্রথমবার পলায়নের পূর্ব্বে।

বিয়াল্লিশ

সাক্ষাৎকারের এক ঘণ্টা আগে এ্যালোশা আসে নাটাশাকে প্রস্তুত করতে। আমি যখন এলাম সেই মুহূর্তেই ক্যাটারিনার গাড়ী এসে থামলো গেটের সামনে। ক্যাটারিনার সঙ্গে ছিলেন জনৈকা বৃদ্ধা ফরাসী মহিলা। অনেক বলা-কওয়ার পর, অনেক ইতস্ততঃ করে তিনি ক্যাটারিনাকে সঙ্গে আসতে রাজী হোয়েছেন। এমনকি বলেছেন যে একা ক্যাটারিনাকে ওপরে গিয়ে নাটাশার সঙ্গে তিনি দেখা ক'রতে দিতে পারেন তবে একটা সর্ত্তে—তিনি যতক্ষণ গাড়ীতে অপেক্ষা ক'রবেন ততক্ষণ এ্যালোশা তাঁকে পাহারা দেবে। আমাকে দেখে ক্যাটারিনা ডাকলো এবং গাড়ী থেকে না নেমেই এ্যালোশাকে নীচে ডেকে দেবার জন্যে আমায় অনুরোধ জানালো। গিয়ে দেখি নাটাশা কাঁদছে, এ্যালোশাও তাই। ক্যাটারিনা এসেছে শুনে চোখ মুছে নাটাশা উঠে দাঁড়ালো এবং ব্যস্ত হয়ে দরজার কাছে গিয়ে হাজির হোল। সেদিন ওর পরনে ছিল শুভ্র পোষাক। কালো চুল সুন্দর ক'রে আঁচড়ে পেছনে খোঁপা বাঁধা। ওর এই কেশবিন্যাশ ভারী ভালো লাগে আমার। নীচে গেলাম না দেখে আমায় ও বললে অতিথিকে অভ্যর্থনা করে আনতে।

'এর আগে আমি নাটাশার এখানে আসতে পারিনি,' বললে ক্যাটারিনা সিঁড়িতে উঠ্তে উঠ্তে। 'কি ক'রবো, আমাকে যে ওরা নজরবন্দী ক'রে রাখে! আজ দিন পনেরো হোল মাদাম এ্যাল্‌বার্টকে কত খোসামোদই না করছি, যাক্ শেষটায় তিনি রাজী হোলেন। আর আপনিও তো একবারও গেলেন না আইভান পেট্রোভিচ্! আমিও অবিশ্যি আপনাকে লিখতে পারি নি। আসলে লিখতে আমার ভালো লাগেনা। চিঠিতে মানুষ কতই আর লিখতে পারে! আপনাকে দেখবার জন্যে মন আমার উন্মুখ হয়ে থাকে...হৃদয় ছন্দিত হো'য়ে ওঠে...'

'দেখবেন! সিঁড়িটা একটু উঁচু', বললাম তার জবাবে।

'হ্যাঁ,... সিঁড়িটা···আচ্ছা, বলুন তো আপনার কি মনে হয় নাটাশা আমার ওপর রাগ করবে, না ?'

'না, কেন ক'রবে ?'

'তাইতো, রাগইবা করবে কেন ? এখনই তো নিজে যাচ্ছি, দেখবো ক'রেছে কিনা। জিজ্ঞাসা ক'রে আর লাভ কি !'

আমার হাতখানা তাকে এগিয়ে দিলাম। দেখলাম, রীতিমত পাংশু হোয়ে উঠলো, মনে হোল অত্যন্ত ভয় পেয়েছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে একটু থামলো নিঃশ্বাস নেবার জন্যে, তারপর আমার দিকে চেয়ে আবার দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চললো।

আর একবার সে থামলো দরজার কাছে। থেমে আমায় ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো,—'তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বলবো, তাঁকে আমি এত বিশ্বাস করি যে আসতে ভয় পাইনি···কিন্তু কেন এ কথা বলছি! নাটাশার মত ভাল মন জগতে আর কার আছে! তাই না ?'

অতি ভয়ে ভয়ে ক্যাটারিনা ঘরে ঢোকে, যেন সে দোষী। তাকায় নাটাশার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে। নাটাশা মৃদু হাসে। অমনি ক্যাটারিনা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে নাটাশার হাত চেপে ধরে, তাকে চুম্বন করে। তার-পর নাটাশাকে কিছু না বলে একটু যেন শাসনের ভঙ্গীতে এ্যালোশাকে চ'লে যেতে বলে।

'রাগ ক'রোনা এ্যালোশা,' বললে সে, 'কারণ নাটাশার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, অনেক জরুরী কথা, যা তোমার শোনা উচিত নয়। লক্ষ্মী ছেলেটির মত কথা শোন, যাও। আপনি কিন্তু থাকুন আইভান পেট্রোভিচ্। আমাদের আলাপ আলোচনা আপনার শোনা দরকার।'

'আসুন আমরা বসি,' বললে নাটাশাকে যখন এ্যালোশা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। 'আমি এইখানটায় বসি, আপনার ঠিক মুখোমুখি। প্রথমে যে আপনাকে ভালো করে দেখতে চাই।'

নাটাশার ঠিক বিপরীত দিকে ব'সে ক্যাটারিনা কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে নাটাশার পানে। একটা অনিচ্ছাকৃত হাসি ফুটে ওঠে নাটাশার মুখে।

'আমি আপনার ফটো দেখেছি,' বললে ক্যাটারিনা। 'এ্যালোশা আমায় দেখিয়েছিল।'

'আচ্ছা, আমি কি আমার ছবির মত দেখতে ?'

'তার চেয়েও সুন্দর,' বললে ক্যাটারিনা সরল মনে। 'আপনি সত্যিই সুন্দর।'

'সত্যি ? আর আমিও আপনাকে চেয়ে চেয়ে দেখছি,—কি রূপ আপনার !'

'আমার ! আপনি তাই বললেন !' বলতে বলতে নাটাশার কম্পমান হাতখানি তুলে নিলো নিজের হাতে। দু'জনে চেয়ে রইলো দু'জনের পানে, নীরবতায় নিমগ্ন হয়ে।

ক্যাটারিনাই নীরবতা ভঙ্গ করলে—'আধ ঘণ্টার মত সময় আমাদের হাতে আছে। এর বেশী আর দিতে রাজী হবেন না মাদাম এ্যালবার্ট। আমাদের অনেক কথা…তাই বলি কি…হ্যাঁ, আচ্ছা, আপনি কি এ্যালোশার বিষয়ে খুব আগ্রহশীল ?'

'হাঁ, খুব—'

'তাহোলে…তাহোলে, ও যাতে সুখী হয় আপনি তা' চান নিশ্চয়ই ?'

'হাঁ, আমি চাই ও জীবনে সুখী হোক…'

'হাঁ ··তবে প্রশ্ন এই— আমি কি ওকে সুখী করতে পারবো ? এ কথা বলছি, কারণ আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি আপনার কাছ থেকে। যদি বোঝেন, আমার চেয়ে আপনাকে পেলেই ও বেশী সুখী হয়, তবে · তবে…'

'সে কথা আর কেন ক্যাটারিনা ? জানেনই তো তার মীমাংসা অনেক দিন হয়ে গেছে,' কোমলভাবে জবাব দিলে নাটাশা, মাথাটা হেঁট করে। মনে হোল এ আলোচনায় অত্যন্ত বেদনা বোধ করছে।

স্পষ্টই বুঝলাম—এ্যালোশাকে ওদের মধ্যে কে সুখী ক'রবে, কে ওর ওপর তার দাবী বিসর্জ্জন দেবে, তাই নিয়ে এক দীর্ঘ আলোচনার জন্যে ক্যাটারিনা প্রস্তুত হোয়ে এসেছিল। কিন্তু নাটাশার জবাব শুনে সে জানতে পারে যে, এ মীমাংসা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে এবং এ নিয়ে আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভাবী বিব্রত হয়ে পড়ে। নাটাশার দিকে চেয়ে থাকে বেদনায় সানুকম্প দৃষ্টিতে, তখনও ওর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে।

'আপনি ওকে খুব ভালোবাসেন ?' সহসা প্রশ্ন করলে নাটাশা।

'হ্যাঁ। আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আর সেইজন্যেই আমি এসেছি : কিসের জন্যে আপনি ওকে ভালোবাসেন ?'

'জানি না,' জবাব দিলে নাটাশা। ওর কণ্ঠে তীব্র একটা অধৈর্যের স্বর ফুটে ওঠে।

'ওকি চালাক-চতুর, কি আপনার মনে হয়?' জিজ্ঞাসা করলে ক্যাটারিনা।

'না, শুধুই আমি ওকে ভালোবাসি···'

'আর আমিও। ওর জন্যে ভারী দুঃখ হয় আমার।'

'আমারও,' বললে নাটাশা।

'ওকে নিয়ে এখন কি করা যায়? আর কি ক'রেই বা আমার জন্যে আপনাকে ও ছেড়ে যাবে!' বললে ক্যাটারিনা। 'আপনাকে দেখে অবধি সেই কথাই ভাবছি!'

নাটাশা চোখ নামিয়ে বসে রইলো নীরবে। ক্যাটারিনাও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর চেয়ার থেকে উঠে এসে জড়িয়ে ধরলো নাটাশাকে। দু'জনের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। নাটাশাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ক্যাটারিনা ওর চেয়ারের হাতলের ওপর বসলো। ওর হাতখানা তুলে নিয়ে অজস্র চুম্বন করতে লাগলো।

'তুমি যদি জানতে তোমায় আমি কত ভালোবাসি!' বললে ক্যাটারিনা চোখের জলে। 'তুমি আমার বোনের মত·····তোমায় আমি চিঠি লিখবো......তুমিও লিখো আমায়......তোমায় আমি ভালোবাসি......'

'ও কি তোমায় জুন মাসে আমাদের বিয়ের কথা বলেছে?' জিজ্ঞাসা করলে নাটাশা।

'হ্যাঁ। বললে—তুমি রাজী হয়েছো। সেটা শুধু ওকে সান্ত্বনা দিতে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও তাই মনে করেছিলাম। নাটাশা, আমি ওকে সত্যিই ভালোবাসবো। তোমায় সব লিখে জানাবো। শীগ্‌গিরই ও আমার স্বামী হবে। আয়োজনও সম্পূর্ণ, লোকেও তাই বলছে। নাটাশা, তুমি এখন কি ক'রবে?···মা'-বাবার কাছে ফিরে যাবে?'

নাটাশা জবাব দিলেনা। নীরবে ওকে শুধু চুম্বন করতে লাগলো। বললে,—'তুমি সুখী হও বোন!'

'আর···আর তুমি···তুমিও সুখী হও বোন!' বললে ক্যাটারিনা।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো এ্যালোশা। অতক্ষণ অপেক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব হোয়ে উঠেছিল। ঘরে ঢুকে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে দেখে দুর্ব্বল মনোবেদনায় সেও এসে বসলো ওদের সামনে হাঁটু গেড়ে।

'কেন তুমি কাঁদছো?' নাটাশা তাকে জিজ্ঞাসা করলে। 'আমায় ছেড়ে যাচ্ছো ব'লে? কিন্তু এ তো বেশী দিনের জন্যে নয়। জুন মাসে তুমি ফিরবে না?'

'আর তখন তোমাদের বিয়ে হবে,' চোখের জলে তাড়াতাড়ি বলে ফেললে ক্যাটারিনা, এ্যালোশাকে শান্ত করতে।

'কিন্তু, তোমায় ছেড়ে আমি যেতে পারি না, একদিনের জন্যেও পারিনা নাটাশা। তোমায় ছাড়া আমি বাঁচবো না··· জান না, এখন তুমি আমার কাছে কত মূল্যবান! বিশেষ করে এখন!'

'তাহোলে, তুমি একটা কাজ করতে পারো,' নাটাশা বললে, হঠাৎ যেন পূর্ব্বভাব ফিরে পেয়ে। 'যাওয়ার পথে কাউন্টেস দু'একদিনের জন্যে মস্কোয় থাকবেন। তাই না?'

'হ্যাঁ, প্রায় সপ্তাহখানেক,' জবাব দিলে ক্যাটারিনা।

'এক সপ্তাহ! তবে তো ভালোই! কাল তুমি তাকে মস্কোয় পৌঁছে দিয়ে এসো। একদিন মোটে লাগবে, তারপর আবার ফিরে এসো। যখন ওঁরা মস্কো ছেড়ে চলে যাবেন তখন অবিশ্যি আমাদের মাসখানেকের মত ছাড়াছাড়ি হবে। তুমি মস্কোয় গিয়ে ওঁদের সঙ্গ নেবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক কথা···ঠিক কথা···এতে তুমি আরও চারদিন বেশী পাবে। তবু যাহোক দু'জনে কয়েকটা দিন একত্রে কাটাতে পারবে,' বললে ক্যাটারিনা বিমুগ্ধ হয়ে, নাটাশার সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে।

এই নতুন পরিকল্পনায় এ্যালোশার আনন্দ বলে বোঝাতে পারবো না। সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হোল। খুশিতে মুখ উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো। আনন্দের আতিশয্যে নাটাশাকে জড়িয়ে ধ'রলো, ক্যাটারিনার হাতে চুমু খেল, আমাকেও আলিঙ্গন করলো। তা দেখে নাটাশা তার দিকে তাকালো দুঃখের হাসি হেসে। ক্যাটারিনা কিন্তু সহ্য করতে পারলো না। উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত চোখ তুলে আমার দিকে চাইলো এবং নাটাশাকে আলিঙ্গন ক'রে উঠে

দাঁড়ালো। ঠিক সেই সময় ফরাসী মহিলার কাছ থেকে একজন ভৃত্য এসে জানালো যে সাক্ষাৎকারের নির্দ্ধারিত আধঘণ্টা পার হয়ে গেছে।

নাটাশা উঠে প'ড়লো। দু'জনে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ালো, হাত ধরাধরি ক'রে যেন চেষ্টা করছে চোখে চোখে মনের সঞ্চিত ভাব দু'জনের মধ্যে বিনিময় করতে।

'হয়তো আর দু'জনের কখনও দেখা হবেনা বোন!' বললে ক্যাটারিনা।

'না, বোন!'

'তাহোলে···তাহোলে বিদায়!'

দু'জনে গভীরভাবে আলিঙ্গন করলে।

'আমায় অভিশাপ দিও না বোন!' ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললে ক্যাটারিনা, 'আমি···আজীবন···বিশ্বাস কর আমায়...ও সুখী হবে···এসো এ্যালোশা, আমায় নীচে নিয়ে চল!' তাড়াতাড়ি বলতে বলতে এ্যালোশার হাত ধরলো।

'ভান্না,' বললে নাটাশা দুঃখে ব্যাকুল হয়ে। যখন ওরা চ'লে গেল, 'তুমিও যাও ওদের সঙ্গে···এখন আর তোমার আসার দরকার নেই। এ্যালোশা থাকবে আমার কাছে সন্ধ্যা অবধি, আটটা পর্য্যন্ত। তারপরে আর থাকতে পারবে না। ও চ'লে যাচ্ছে। আমি একা থাকবো। তুমি যদি একবার ন'টার সময় আসো তো ভালো হয়!'

ন'টার সময় আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্‌নার কাছে নেলীকে রেখে (পেয়ালা ভাঙ্গা ঘটনাটির পর) যখন নাটাশার এখানে এলাম তখন ও একা, আমার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হ'য়ে বসেছিল। মাভ্‌রা কেটলীতে জল ফুটিয়ে এনে দিল। নাটাশা আমায় চা তৈরী ক'রে দিয়ে সোফায় গিয়ে বসলো। তারপর আমায় ডাকলো ওর কাছে বসবার জন্যে। 'তাহোলে সব শেষ, কি বল ভান্না!' ও বললে, আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। জীবনে সে দৃষ্টির কথা কোনদিনও ভুলবো না।

'আমাদের প্রেমেরও শেষ। জীবনের ছ'টা মাস! তবু মনে হয় এ যেন সমস্ত জীবন,' বললে, আমার হাত মুঠো ক'রে চেপে ধ'রে।

ওর হাত যেন পুড়ে যা'চ্ছে। আমি ওকে বোঝাতে লাগলাম, গায়ে একটা কিছু দিয়ে তখনই শুয়ে পড়তে।

'শুচ্ছি ভান্না, এখনই শুচ্ছি! আর একটু আমায় বলতে দাও, ভাবিতে

দাও সেই মধুর স্মৃতির কথা। মনে হোচ্ছে যেন আজ আমি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছি...কাল আমি ওকে দেখবো শেষবারের মত, দশটায়, জানাবো শেষ বিদায়!'

'নাটাশা, তোমার জ্বর এসেছে। এখনই কাঁপুনী সুরু হবে· একটিবার নিজের কথা ভেবে ছাখো।'

'ভান্যা, ও চলে যাওয়ার পর থেকে এতক্ষণ তোমার অপেক্ষায় অধীর হয়েছিলাম। কি ভাবছিলাম মনে হয়? কি ভেবে অবাক হচ্ছিলাম? ভাবছিলাম—ওকে কি সত্যিই ভালোবেসেছি? না, বাসিনি? কেমন সে ভালোবাসা? ভাবছো—কি অদ্ভুত। আজ কেন সে প্রশ্ন নিজেকে করছি?'

'নাটাশা। ছিঃ অত কাতর হ'য়োনা!'

'জানো ভান্যা, এতদিনে বুঝেছি ওকে আমি ভালোবেসেছি আমার উপযুক্ত ভেবে নয়, যেমন নারী ভালোবাসে পুরুষকে—তেমনও নয়। ভালোবেসেছি অনেকটা মায়ের মত আমি কি ভাবি জানো? যেখানে পুরুষ আর নারী পরস্পরকে ভালোবাসে সমানের মত সেখানে প্রেম কখনও গড়ে ওঠেনা। তোমার কি মনে হয় ভান্যা?'

গভীর উৎকণ্ঠায় ওর দিকে চাইলাম। ভয় হোল হয়তো এ জ্বর বিকারের লক্ষণ। কিসের আবেগে যেন আবিল হয়ে পড়েছে, ভেসে চলেছে প্রলাপের বন্যায়। কোন কোন কথা সম্পূর্ণ অসংলগ্ন এবং মাঝে মাঝে তা' অস্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। অত্যন্ত শঙ্কিত হোয়ে পড়লাম।

'ও আমারই ছিল,' আবার সুরু করে নাটাশা। 'প্রথম যেদিন ওকে দেখি, মনে একটা তীব্র কামনা জাগে—ওকে আমার করে নেবো, একান্ত আমার, আর কারও দিকে ও চাইবে না, কাউকে ও জানবেনা শুধু আমি ছাড়া...ক্যাটারিনা আজ বড় সুন্দর বলেছে: আমি ওকে ভালোবাসি যেন ওর জন্যে আমার সব সময় চিন্তা আমি শুধু চাই, আমার মন কেবল চায়—ও সুখী হোক, খুব সুখী হোক। ওর মুখের দিকে চাইলে আমার মায়া হয়, মন আমার না টলে পারে না। অমন সুখের ভাব আর কারও দেখিনি, আর যখন ও হাসে আমি শিউরে উঠি...সত্যি!...'

'নাটাশা, লক্ষ্মীটি শোন।·'

'লোকে বলে...আর তুমিও বল—ওর নাকি মনের দৃঢ়তা নেই, ও

নাকি···বুদ্ধিহীন, শিশুর মত। আর শুধু ওই জন্যেই ওকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি···ও যদি অন্যরকম হোত, যদি আর সবার মত চালাক হোতো, হয়তো ওকে অত ভালোবাসতাম না। আজ তোমার কাছে একটা কথা বলি ভান্না। তোমার হয়তো মনে আছে মাসতিনেক আগে ওর সঙ্গে আমার একবার ঝগড়া হয়েছিল, কারণ ও গিয়েছিল অন্য একটি মেয়ের কাছে—কি যেন নাম তার—মিন্না···আমি জানতাম, টের পেয়েছিলাম, আর বলতে কি ভারী আঘাত লেগেছিল মনে। তবে সেইসঙ্গে খুব খুশিও হোয়েছিলাম···জানি না কেন···হয়তো ভেবেছিলাম ও ওতে আনন্দ পায়, তাই। কিম্বা হয়তো এই ভেবে যে, সেও আর দশ জনের মত বন্ধুবান্ধব নিয়ে সুন্দরী মেয়েদের পেছনে ছোটে!···কত আনন্দই না পাই সে ঝগড়া থেকে, আর তারপর ওকে তার জন্যে ক্ষমা করে...'

আমার মুখের দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে ও হেসে উঠলো। তারপর ডুবে গেল চিন্তায়—যেন সমস্ত স্মৃতির সন্ধানে। বহুক্ষণ ওইভাবে বসে রইলো—মুখে মৃদু হাসি, অতীত সুখস্বপ্নে বিভোর।

'ওর সব ত্রুটী ক্ষমা করতেই আমার ভালো লাগে ভান্না', বলতে লাগলো নাটাশা। 'ও যখন আমায় একা ফেলে চ'লে যেতো, চোখের জল ফেলে শুধু ভাবতাম—যত তীব্র ক'রে আমায় ও ব্যথা দেয় ততই ভালো...হ্যাঁ, সত্যিই ভালো! ওকে সব সময়ই আমি ভাবি ছোট্ট ছেলের মত। ভাবি: আমি বসি ওর পাশে, ও শোয় আমায় কোলে মাথা রেখে, ঘুমিয়ে পড়ে, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিই, আদর করি···ও যখন থাকেনা আমার কাছে ভারী ভালো লাগে—এমনি ধারা কল্পনা করতে···শোন, ভান্না,' হঠাৎ ও বললে, 'কি সুন্দর এই ক্যাটারিনা!'

মনে হোল ইচ্ছে করেই ওর হৃদয়ের ক্ষমতাকে ও আরও বিক্ষত ক'রে তুলছে। আত্মনিপীড়নের তীব্র বাসনা ওকে পেয়ে বসেছে, ব্যর্থতা ও বেদনাজনিত এ বাসনা···মানুষের এমনি হয় চরম ক্ষতির মুহূর্ত্তে।

'মনে হয় ক্যাটারিনা ওকে সুখী করতে পারবে,' ব'লতে লাগলো। ক্যাটারিনার চরিত্রের দৃঢ়তা আছে, ওর সঙ্গে সে ঠিকভাবে চলতে পারে, কথা বলে বিজ্ঞের মত যেন সে নিজেই কত বর্ষীয়সী। অথচ সেইতো শিশুর মত! ভান্না! ওরা সুখী হোক! সুখী হোক!'

বিগলিত অশ্রু প্রবলধাবে ঝ'রে পড়তে লাগলো। আধ ঘণ্টার আগে আর তা' থামে না। তারপর কিছুটা সুস্থ হয়ে নিজেকে সংযত করে।

ভারী দুঃখ হয় নাটাশার জন্যে। সেদিন নিজের শত ব্যথা সত্ত্বেও আমার জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে যখন ওকে ভোলাতে নেলীর কথা তুলি। সেদিন অনেক রাতে বাড়ী ফিরলাম। ও ঘুমিয়ে না পড়া পর্য্যন্ত ছিলাম এবং ফেবার সময় মাভ্‌রাকে বলে আসি যেন সারারাত ওর পাশে থাকে।

পরদিন সকাল ন'টার সময় আবার ওর কাছে গেলাম। এ্যালোশাও ঠিক সেই সময় এলো···ওকে বিদায় জানাবে। সে দৃশ্যের বর্ণনা আমি দেবোনা, তা' মনে ক'রতেও আমি চাইনা। নাটাশা চেয়েছিল নিজেকে সংযত করতে, চেয়েছিল ফুটিয়ে তুলতে নির্ব্বিকার আনন্দের ভাব, কিন্তু পারলে না। গভীর আবেগে প্রকম্পিত হোয়ে জড়িয়ে ধরলো এ্যালোশাকে। মুখে কিছু বললো না বটে তবে ব্যথাতুর উন্মাদ দৃষ্টিতে বহুক্ষণ চেয়ে রইলো তার দিকে। এ্যালোশার প্রতিটি কথা ও শুনতে লাগলো লোলুপের মত কিন্তু মনে হোল তার কিছুই ওর কানে গেল না। মনে পড়ে এ্যালোশা ওর ক্ষমা চাইলো, ক্ষমা চাইলো ওর ওপর অবিচার ক'রেছে ব'লে, ক্যাটারিনাকে ভালোবেসেছে বলে, ওকে আজ ছেড়ে যাচ্ছে ব'লে...ব'লতে ব'লতে অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো এ্যালোশার। মাঝে মাঝে ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে,—মোটে তো এক মাসের জন্যে যাচ্ছে, খুব দেরী হোলে পাঁচ সপ্তাহ। আবার ফিরে আসবে, এসে ওকে বিয়ে ক'রবে, বাবা আর অমত ক'রবেন না। তাছাড়া আগামী পরশু দিনই তো সে মস্কো থেকে ফিরছে, আবার দিনচারেক একসঙ্গে কাটানো যাবে। ব'লতে গেলে আজকের বিদায় শুধু এক দিনের জন্যে ··'

ভারী অদ্ভুত! এ্যালোশা যা বললে তা' সে নিজেও জানে, জানে দু'দিনের মধ্যেই ফিরবে মস্কো থেকে...তবে কেন এই কাতরতা, কেন এই চোখের জল?

শেষে এগারোটা বাজলো। অনেক কষ্টে এ্যালোশাকে বিদায় করলাম। ঠিক বারোটার সময় মস্কোর ট্রেন ছাড়ে। আর মোটে এক ঘণ্টা আছে। পরে আমায় নাটাশা বলে—ওর মনে পড়ে না কিভাবে ও চেয়েছিল তার পানে শেষ বিদায়ের মুহূর্ত্তে। আমার কিন্তু মনে আছে এ্যালোশার মঙ্গল কামনা ক'রে ও

ক্রুশচিহ্ন এঁকেছিল, তাকে চুমু খেয়েছিল, তারপর দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে ছুটে পালিয়েছিল ঘরে। আমাকেই শেষ পর্য্যন্ত এ্যালোশাকে পৌঁছে দিতে হয় নীচে, গাড়ী অবধি, নইলে সে আবার ফিরে আসতো সিঁড়ি থেকে, নীচে আর কখনও পৌঁছোতে পারতো না।

'তুমিই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা,' সিঁড়িতে নামতে নামতে এ্যালোশা আমায় বলে। 'ভান্যা! আমি তোমায় আঘাত দিয়েছি, তোমার স্নেহের আমি যোগ্য নই। তবে, আমাকে তোমার ভাই বলেই মনে ক'রো। ওকে তুমি দেখো, ত্যাগ ক'রো না। আমায় চিঠি লিখো, সব খুঁটিনাটি দিয়ে, যত পার লিখো। পরশু আমি ফিরছি, নিশ্চয়ই ফিরবো! কিন্তু তারপর যখন চ'লে যাবো, আমায় চিঠি দিও।'

আমি তাকে তার গাড়ীতে তুলে দিলাম।

'আবার পরশু দেখা হবে। নির্ঘাৎ দেখা হবে!' চেঁচিয়ে বলে উঠলো এ্যালোশা, গাড়ী যেই ছেড়ে দিল।

অবসন্নচিত্তে আবার ফিরে গেলাম ওপরে নাটাশার কাছে। ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে ও চেয়ে রইলো আমার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে যেন আমায় চিনতেই পারছে না। আলুলায়িত এক গোছা চুল ঝুলে পড়েছে মুখের এক পাশে, চোখের চাউনিতে শূন্যতা আর বিভ্রান্তি। দরজায় দাঁড়িয়ে মাভ্রা, ওর দিকে চেয়ে আছে ভয়ে।

সহসা নাটাশার চোখ দু'টো জ্ব'লে উঠলো।

'ও ও। তুমি! তুমি!' চেঁচিয়ে উঠলো আমাকে লক্ষ্য ক'রে। 'আজ থেকে তুমি একা! তুমি ওকে ঘৃণা করতে। আমি ওকে ভালোবেসেছি ব'লে তুমি ওকে ক্ষমা ক'রতে পারনি কোনদিন···আবার তুমি এসেছো আমার কাছে! এসেছো আমায় সান্ত্বনা দিতে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাবার কাছে,—যে বাবা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন, অভিশাপ দিয়েছেন। আমি জানতাম এই হবে, কাল, দু'মাস আগে···কিন্তু আমি যাবো না, যাবো না! আমিও তাঁদের অভিশাপ দিচ্ছি· চ'লে যাও! চলে যাও তুমি! তোমাকে আমার অসহ্য লাগছে! আর আমি দেখতে পারছি না! যাও! চ'লে যাও!'

বুঝলাম উন্মাদের লক্ষণ। আমাকে দেখে রাগ ওর চরমে পৌঁছেছে।

মনের এ অবস্থা ওর অনিবার্য্য। তাই ভাবলাম চ'লে যাওয়াই ভালো। কিন্তু গেলাম না। বাইরে সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে দরজা খুলে ইসারায় মাভ্রার কাছ থেকে খবর নিতে লাগলাম। সে বেচারীও কাঁদছে।

এইভাবে ঘণ্টা দেড়েক কাটে। আমার সে সময়কার মানসিক পরিস্থিতি বলে বোঝাতে পারবো না। অসহ্য বেদনায় হৃদয় গুমড়ে উঠ্‌ছিলো। হঠাৎ দরজা খুলে নাটাশা ছুটে বেরোলো,—গায়ে আংরাখা, মাথায় টুপি। মনে হোল সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য, জানেনা কি ও করছে। পরে ও নিজেই আমায় বলেছিল যে সেদিন সত্যিই ওর খেয়াল ছিলনা কোথায় এবং কেন ও ছুটছিল।

লাফিয়ে উঠে লুকিয়ে পড়ার আগেই ও আমায় দেখে ফেল্‌লে এবং দাঁড়িয়ে প'ড়লো হঠাৎ যেন অবাক হয়ে 'আমি তখনই বুঝেছিলাম ভান্যা,' পরে ও আমায় বলেছিল, 'আমারই উন্মত্ততা আর নিষ্ঠুরতা তোমায় বিতাড়িত করেছিল। ভান্যা। তুমিই আমার বন্ধু, ভাই, ত্রাণকর্ত্তা। যখন দেখলাম আমি অপমান করার পরও তুমি যাওনি, বসে আছো সিঁড়ির কাছে, আমারই ডাকের অপেক্ষায়, তখন হায় ভগবান! সে যে আমার কি মনের অবস্থা। মনে হোল ভান্যা, কে যেন আমার হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করলো..'

'ভান্যা, ভান্যা!' ও চেঁচিয়ে উঠলো, হাত দু'খানি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে। 'তুমি এখানে।'

বলতে বলতে আমার বাহুবন্ধনের মাঝে এসে প'ড়লো।

আমি ওকে ধীরে ঘরে নিয়ে গেলাম। অজ্ঞান হ'য়ে পড়ছে। 'এখন কি করি?' ভাবলাম। 'নিশ্চয়ই জ্বরবিকার দেখা দেবে।'

ঠিক করলাম ডাক্তার ডাকবো। কিছু একটা তো করতে হবে, রোগটা যাতে না বাড়ে। আমার সেই বৃদ্ধ ডাক্তার দু'টো অবধি বাড়ীতেই থাকেন। মাভ্রাকে নাটাশার কাছে রেখে তখনই ছুটলাম ডাক্তারের বাড়ীতে। যাবার সময় মাভ্রাকে বলে গেলাম সে যেন এক মুহূর্তের জন্যেও ওর পাশ থেকে না নড়ে এবং ওকে না বাইরে যেতে দেয়। আমার বরাত ভালো। আর একটু দেরী হোলে ডাক্তারকে বাড়ীতে পেতাম না। বৃদ্ধ বাড়ী থেকে

বেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়েছেন, ঠিক এম্‌নি সময় আমি গিয়ে উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে নাটাশার ওখানে রওনা দিলাম। সমস্ত ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে বৃদ্ধ বিস্মিত হবার সময়টুকু পর্য্যন্ত পেলেন না।

হ্যাঁ, ভাগ্য আমাব ভালো। যখন ডাক্তারেব ওখানে যাই আমার অনুপস্থিতিতে আধঘণ্টার মধ্যে নাটাশাব যা হোয়েছিল তাতে হয়তো ওর মৃত্যু হোত যদিনা ঠিক সময়ে ডাক্তাব নিয়ে হাজিব হোতে পাবতাম। আমার যাওয়াব মিনিট পনেরো পরেই প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি এসেছিলেন। ওদের ট্রেনে তুলে দিয়ে ষ্টেশন থেকে সোজা তিনি নাটাশার ওখানে আসেন। তাঁর এ আগমন যে পূর্ব্বপরিকল্পিত তাতে আর সন্দেহ নেই। নাটাশা আমায় বললে যে প্রথমটা ও তাঁকে দেখে এমনকি বিস্মিতও হয় নি। 'আমার মাথা তখন ঘুরছিল,' বললে।

প্রিন্স এসে ওর সামনে বসেন. চেয়ে থাকেন ওব দিকে স্নেহ ও সমবেদনার ভাব নিয়ে

'লক্ষ্মীটি, শোন।' বলেন তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, 'আমি বুঝি তোমার দুঃখ, বুঝি ত'' কত অসহনীয় এ মুহূর্ত্তটিতে। তাইতো তোমার কাছে আসা আমাব কর্ত্তব্য বলে মনে করলাম। শান্ত হও, অন্ততঃ এই ভেবে যে এ্যালোশাকে পবিত্যাগ ক'রে তুমি তাকে সুখী ক'রেছো। আমার চেয়ে তুমিই এব মর্ম্ম ভালো ক'রে বোঝ, কারণ তুমিই প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে তোমার মহত্বের ওপব '

'আমি বসে বসে শুনতে লাগলাম,' নাটাশা আমায় বললে, 'কিন্তু প্রথমে আমি ওঁর কথা বুঝিনি। মনে পড়ে আমি শুধু তাকিয়ে ছিলাম। উনি আমাব হাতখানা তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দিতে লাগলেন। ভাবলেন হয়তো এতে খুব আদর করা হচ্ছে। আমি এত আত্মহারা হোয়ে পড়েছিলাম যে হাত সরিয়ে নেবার কথা একবারও ভাবিনি।'

'তুমি তো বোঝ', প্রিন্স বলতে থাকেন, এ্যালোশাব স্ত্রী হোলে হয়তো তুমি ভবিষ্যতে একদিন ওরই ঘৃণার পাত্রী হয়ে দাঁড়াতে, কিন্তু তোমাব আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে—তাই বলছি কি মন ঠিক কর......তবে, আমি তোমার প্রশংসা করতে এখানে আসিনি' আমি শুধু জানাতে চাই যে আমার চেয়ে সত্যকার

বন্ধু তুমি আর কোথাও পাবেনা। আমি তোমার দুঃখে দুঃখী। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে অংশ গ্রহণ করতে হোয়েছে এ ব্যাপারে—কিন্তু কি ক'রবো সেটা যে আমার কর্ত্তব্য। আশা করি তোমার মত ভালো অন্তঃকরণের মেয়ে তা' উপলব্ধি ক'রে আমায় ভুল বুঝবেনা......তবে, বিশ্বাস কর—তোমার চেয়েও এ আঘাত আমার আরও বেশী লেগেছে।'

'যথেষ্ট হোয়েছে, প্রিন্স', নাটাশা বলে, 'আমায় শান্তিতে থাকতে দিন।'

'নিশ্চয়ই, আমি এখনই যাচ্ছি,' জবাব দেন তিনি, 'কিন্তু তোমায় আমি নিজের মেয়ের মতই মনে করি, মাঝে মাঝে এসে তোমায় দেখাশুনা করতে দিও। এখন থেকে আমাকে তুমি তোমার নিজের পিতার মতই মনে ক'রো, আর সুযোগ দিও আমায় তোমাব কাজে লাগবার।

–'কিছুরই আমার প্রয়োজন নেই। আমায় একা থাকতে দিন,' আবাব নাটাশা বাধা দেয়।

'জানি, তুমি দাম্ভিক......কিন্তু আমি অকপটে অন্তর থেকেই বলছি। এখন কি ক'রবে? বাবা-মা'র সঙ্গে মিটমাট? সেটা ভালোই হবে। কিন্তু তোমার বাবা যা অসৎ, গর্ব্বান্ধ ও অত্যাচারী— মাপ ক'রো আমায়, তবে এব মধ্যে কোন ভুল নেই। বাড়ীতে গেলে আজ তুমি শুধু লাঞ্ছনা আর গঞ্জনাই পাবে। তোমার স্বাধীন হয়ে থাকা উচিত। আর আমার এখন কর্ত্তব্য তোমায় দেখা এবং সাহায্য করা। এ্যালোশা আমায় অনেক করে বলেছে তোমায় যেন না ত্যাগ করি। তোমায় আপন জন বলেই মনে করি। তবে আমি ছাড়া আরও অনেকে আছে যারা তোমার অকপট ভক্ত হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। আশা করি কাউন্ট নায়নস্কিকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার অনুমতি আমায় দেবে। তিনি একজন মহৎ অন্তঃকরণের মানুষ, আমাদের আত্মীয় এবং বলতে কি আমাদের গোটা পরিবারের রক্ষাকর্ত্তা। এ্যালোশার জন্যে তিনি অনেক করেছেন। যেমনও ক্ষমতাশালী, তেমনি তাঁর প্রতিপত্তি। বয়েস হোয়েছে, বুড়ো মানুষ, অতএব তোমার মত মেয়ের কাছে এলে মোটেই অশোভন হবে না। তোমার কথা তাঁকে বলেছি। তিনি তোমায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। আর যদি চাও তবে একটা সুরাহাও করে দিতে পারেন····· তাঁর কোন আত্মীয়ের সঙ্গে। বহু আগেই তাকে আমাদের ব্যাপারটা সব খুলে বলি তাতে তিনি খুব দয়া আর উদারতা দেখান।

রোজই আমায় উদ্ব্যস্ত ক'বে তুলছেন তোমাব সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দেবার জন্যে .....ওঁব মত সৌন্দর্য্যবোধ আর কাবও মধ্যে আমি দেখিনি, বিশ্বাস কব—বৃদ্ধ অতি উদার, সম্ভ্রান্ত এবং পাকা জহুরী—মানুষেব সত্য মূল্য বিচাবে অত্যন্ত পাবদর্শী। এইতো খুব বেশী দিনেব কথা নয়, কোন একটা ব্যাপাবে তোমাব বাবাকে উনি যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছিলেন।'

হঠাৎ নাটাশা লাফিয়ে ওঠে, যেন কিসে ওকে দংশন কবে। এতক্ষণে বোঝে প্রিন্সেব আসল উদ্দেশ্য।

'যান, এই মুহূর্ত্তেই চলে যান।' ও চেঁচিয়ে ওঠে।

'কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো কাউন্ট তোমার বাবারও প্রয়োজনে লাগতে পারেন ·'

'বাবা আপনাদেব কিছুবই প্রত্যাশী নন। যান আপনি!' আবাব নাটাশা চেঁচিয়ে ওঠে।

'কি অন্যায়। কি অবিশ্বাসী তুমি! এই ব্যবহাব কবলে আমাব সঙ্গে।' প্রিন্স বিস্ময় প্রকাশ কবেন, অস্বস্তিভবে ওব দিকে চেয়ে। তবুও, আমাব যা কর্ত্তব্য তা' কবতেই হবে,' বলতে থাকেন, পকেট থেকে একতাড়া নোট বাব কবে, 'আশা কবি আমাব সমবেদনাব এই প্রমাণ বেখে যাবাব সুযোগ তুমি দেবে, আর বিশেষ ক'বে এটা কাউন্ট নায়নস্কিবই করুণা, তাঁবই আদেশ আমি পালন কবছি। এই তাড়াব মধ্যে দশ হাজার রুবল আছে। একটু দাঁড়াও লক্ষ্মীটি,' তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, নাটাশাকে তাব আসন থেকে সক্রোধে লাফিয়ে উঠতে দেখে। 'স্থিব হয়ে সব কথা শোন। জানো বোধ হয় তোমাব বাবা আমার বিরুদ্ধে মামলায় হেবে গেছেন। এই দশ হাজাব তাব ক্ষতিপূবণ হিসাবে......'

'বেরিয়ে যান।' নাটাশা গর্জ্জে ওঠে, বেবিয়ে যান টাকা নিয়ে। বুঝেছি আপনাব ছলনা! ছিঃ ছিঃ! কি হীন। কি ইতোর মানুষ আপনি!'

বোষে বিবর্ণ হয়ে প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি উঠে পড়েন চেয়াব ছেড়ে।

সম্ভবতঃ তিনি এসেছিলেন পবখ ক'রতে, পবিস্থিতিটা উদ্ধাবক ক'বতে। দশ হাজাব রুব্‌লেব লোভ দেখিয়ে সম্বলহীনা, পবিত্যক্তা নাটাশাকে যে হাত ক'বতে চেয়েছিলেন তাতে আব সন্দেহ নেই। বৃদ্ধ কাউন্ট নায়নস্কি দুশ্চবিত্র ও লম্পট। অতীতে প্রিন্স অনেক ক্ষেত্রে তাঁর গোপন ব্যভিচারের খোরাক

জুগিয়ে এসেছেন। কিন্তু নাটাশার কাছে প্রলোভন টেঁকেনা। সমস্ত জিনিষটা বান্চাল হয়ে যায় দেখে তিনি ওর ওপর রেগে ওঠেন এবং নিষ্ঠুর উল্লাসে তীব্র ভাষায় ওকে অপমান ক'রতে উদ্যত হন।

'রাগ দেখিয়ে মোটেই ভালো ক'রলে না,' প্রিন্স চেঁচিয়ে ওঠেন, স্বর তাঁর কাঁপতে থাকে অপমানের ফল উপভোগের ধৈর্য্যহীনতায়। 'এটা খুব ভালো হোলনা। তোমায় দিলাম নিরাপদ আশ্রয়ের আশ্বাস, আর তুমি কিনা নাক শিঁটকোলে...আমার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নয়কি? আমার ছেলেকে ভুলিয়ে বেহাত করার অপরাধে আমি তোমাকে জেলে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু পাঠাইনি,—হাঃ-হাঃ-হাঃ!'

ইতিমধ্যে আমরা এসে পৌঁছোই। রান্নাঘর থেকে ওদের গলা পেয়ে ডাক্তারকে মুহূর্ত্তের জন্যে থামিয়ে প্রিন্সের শেষ কথা ক'টি শুনলাম। তার পরপরই কানে এলো তাঁর ঘৃণিত কাসি আর নাটাশার নৈরাশ্যজনক আর্ত্তনাদ। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ছুটে গেলাম প্রিন্সের দিকে।

সজোরে এক চড় কষিয়ে দিলাম তাঁর গালে। তিনি হয়তো আমাকে আক্রমণ করতেন কিন্তু আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখে ছুটে পালালেন, টেবিল থেকে নোটের তাড়াটা চট্ ক'রে নিয়ে। হ্যাঁ, তিনি ছুটেই পালালেন, স্বচক্ষে দেখলাম এবং কিছুটা তাড়া ক'রে গিয়ে হাতের বেলনাটা তাঁর দিকে ছুঁড়ে মারলাম। আসবার সময় রান্নাঘর থেকে রুটি বেলার বেলনাটা এনেছিলাম···ঘরে ফিরে এসে দেখি ডাক্তার নাটাশাকে ধ'রে আছেন। নাটাশা ক্রমাগত কাঁপছে আর ছট্‌ফট্ করছে, যেন ও তড়কায় আক্রান্ত হয়েছে। ডাক্তার আর কিছুতেই ওকে সুস্থ করতে পারছেন না। শেষটায় কোনরকমে ওকে বিছানায় ফেললেন। মস্তিষ্ক-প্রদাহ দেখা দিয়েছে ব'লে মনে হোল।

'ডাক্তার বাবু, কি হোয়েছে ওর?' জিজ্ঞাসা করলাম দারুণ আশঙ্কায়।

'সবুর কর,' জবাব দিলেন ডাক্তার, 'আরও একটু ভালো ক'রে পরীক্ষা করে নিই আক্রমণের হালটা তারপর সিদ্ধান্ত ক'রবো...তবে মনে হোচ্ছে জিনিষটা ভালো নয়। হয়তো এর পরিণাম মস্তিষ্ক-প্রদাহও হোতে পারে··· তবে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক'রতে হবে···'

এমন সময় হঠাৎ যেন আমি নতুন আশার আলো দেখতে পেলাম। ডাক্তারকে

আরও দু'তিন ঘণ্টার জন্যে নাটাশা'র কাছে থাকবার অনুরোধ জানালাম। তিনি সম্মত হোতেই আমি আমার বাসায় ছুটে গেলাম।

নেলী এক কোণে বসেছিল মনমরা হয়ে। আমি যেতেই আমার দিকে তাকালো অদ্ভুতভাবে। আমাকে তখন নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত দেখাচ্ছিলো।

আমি ওর হাত ধরলাম। সোফা'র ওপর বসে কোলের কাছে টেনে নিয়ে গভীর আবেগে ওকে চুমু খেতে লাগলাম। লজ্জায় ও লাল হয়ে উঠলো।

'নেলী, লক্ষ্মীটি।' বললাম, 'তুমি কি আমাদের মুক্তি দিতে চাও? বাঁচাতে চাও আমাদের সবাইকে?'

বিস্ময়ে ও আমার দিকে চেয়ে রইলো।

'নেলী, তুমিই আজ আমার একমাত্র আশা। শোকাহত এক বৃদ্ধ বাপ আছেন। তুমি তাঁকে চেনো, দেখেছো। তিনি তাঁর মেয়েকে অভিশাপ দিয়ে ত্যাগ ক'রেছেন। কাল এসেছিলেন তোমাকে তাঁর মেয়ের স্থানে গ্রহণ করতে। আজ তাঁর সেই মেয়ে, নাটাশা, (যাকে তুমি ভালোবাসো বলেছিলে) তার চরম দুঃখের দিন। যাকে ও ভালোবাসতো, যার জন্যে ও ওর প্রিয় বাপ মাকে পর্যন্ত ছেড়ে এসেছে, সেই মানুষ ওকে আজ প্রত্যাখ্যান করলে। সে হোল প্রিন্সের ছেলে। মনে আছে প্রিন্সকে? একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তুমি তখন একা ছিলে, তাঁকে দেখে ভয়ে পালিয়েছিলে, তারপর তোমার অসুখ ক'রেছিল তুমি তাঁকে নিশ্চয়ই চেনো, চেনোনা? ভারী দুষ্টু লোক তিনি।'

'হ্যাঁ, চিনি' বললে নেলী। ভয়ে ওর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো, মুখ পাণ্ডুর হোয়ে গেল।

'হ্যাঁ, সত্যিই তিনি খারাপ মানুষ। নাটাশার ওপর তাঁর রাগ, কারণ ও চেয়েছিল তাঁর ছেলে এ্যালোশাকে বিয়ে করতে। এ্যালোশা আজ চ'লে গেল। তার ঠিক এক ঘণ্টা পরে এসে তার বাবা নাটাশাকে অপমান আর বিদ্রূপ করে গেছেন, এমন কি শাসিয়েও গেছেন ওকে জেলে পাঠাবেন ব'লে। বুঝলে নেলী, আমি কি বললাম?'

ওর কালো চোখ দু'টো একবার চকচক্ করে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

'বুঝলাম,' বললে ফিস্‌ফিস্ করে, অতি অস্পষ্ট স্বরে।

'নাটাশা এখন একা, অসুস্থ। আমাদের বুড়ো ডাক্তারের কাছে তাকে রেখে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। শোন নেলী, চল আমরা নাটাশার বাবার কাছে যাই। তুমি তাঁকে পছন্দ কর না, তাঁর কাছে যেতে চাও না। চল তবে আমরা এখন দু'জনে যাই। গিয়ে তাঁদের বলিগে, তুমি তাঁদের নাটাশার মতোই তাঁদের কাছে থাকতে চাও। মেয়ের জন্যে বুড়ো বাপ অসুস্থ হোয়ে প'ড়েছেন, তার ওপর সেদিন এ্যালোশার বাবাও তাঁকে যথেচ্ছ অপমান করেছেন। এখন আর তিনি কিছুতেই মেয়ের কথা শুনবেন না, তবে তিনি ওকে ভালোবাসেন, খুব ভালোবাসেন, ওর সঙ্গে মিটমাটও করতে চান। আমি তা' জানি নেলী। সব জানি। শুনছো নেলী?'

'শুনছি,' আগের মতই ফিস্‌ফিসিয়ে বললে।

ওকে বলতে বলতে আমার চোখে জল এসে গেল। ভয়ে ভয়ে ও আমার দিকে চেয়ে রইলো।

'তুমি এ বিশ্বাস কর?'

'হাঁ—'

'তাহোলে চল আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই। তাঁরা তোমায় আদর ক'রে নেবেন, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবেন। আমি তখন এমনভাবে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবো যাতে তাঁরা তোমার অতীত জীবনের কাহিনী শুনতে চান, জানতে চান তোমার মা আর দাদুর সম্বন্ধে তুমি আমায় যেমন বলেছো, তেমনি ক'রে তাঁদেরও সব বলো নেলী। সব ব'লো, কিছু লুকিয়োনা। ব'লো,—কি ক'রে তোমার মাকে সেই নিষ্ঠুরটা ত্যাগ করে, কেমন ক'রে তিনি মাদাম বুবনভের বাড়ীর অন্ধকূপে মারা যান, কেমন ক'রে তুমি আর তোমার মা রাস্তায় ভিক্ষে করতে, কি তিনি বলতেন, মরবার সময় তোমায় তিনি কি বলে গিয়েছিলেন ..সেই সঙ্গে দাদুর কথাটাও ব'লো। কি করে তিনি তোমার মাকে ক্ষমা করেন নি, কেমন করে মৃত্যুর আগে তোমার মা তোমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন · সব বলো, সব তাঁদের বলো। এসব কথা শুনলে বুড়ো বাপের মন গলে যাবে। তিনি জানেন আজ এ্যালোশা তাঁর মেয়েকে ত্যাগ করে গেছে। লাঞ্ছিত, অপমানিত, সম্বলহীন, আশ্রয়হীন অবস্থায় তাঁর নাটাশা পড়ে রয়েছে,—শত্রুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করবার কেউ নেই! তিনি সব জানেন···নেলী, লক্ষ্মীটি! বাঁচাও, বাঁচাও, নাটাশাকে। যাবে তুমি?'

'হ্যাঁ, ও জবাব দিলে কাতর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। আমার দিকে তাকালে রহস্যময় এক সুদীর্ঘ দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টির মাঝে একটা যেন ভৎর্সনার ইঙ্গিত ছিল, অনুভব করলাম মর্মে মর্মে।

কিন্তু আশা আমি ছাড়তে পারি না। এ ব্যবস্থার ফলাফলের ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে আমার। নেলীর হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম। বেলা তখন দুটো বেজে গেছে। আকাশে ঝড়ের সূচনা দেখা দিয়েছে। দিনকয়েক হোল অসহ্য গরম পড়েছে। দূর মেঘে আশু বসন্তের প্রথম বজ্র নির্ঘোষ শোনা গেল। ধূলিমলিন রাস্তার বুক বেয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে চলেছে।

আমরা একখানা গাড়ীতে উঠে পড়লাম। সারা পথে একটিও কথা কইলে না নেলী, শুধু মাঝে মাঝে আমার দিকে চাইতে লাগলো সেই অদ্ভুত ও প্রহেলিকাময় চোখ দুটি তুলে, বুক ওর কাঁপছিল। গাড়ীতে ওকে ধরে বসেছিলাম। ওর ছোট্ট হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করছিলাম আমার হাতের ওপর, আর মনে হচ্ছিল এই বুঝি সেটা বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে যায় ওর দেহ থেকে।

তেতাল্লিশ

পথ যেন আর ফুরোয় না। শেষটায় আমরা পৌঁছে গেলাম নিকোলাইদের বাসায়। রীতিমত শঙ্কিত হয়েই ভেতরে ঢুকলাম। জানিনা কি ক'রে ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নেবো। তবে এটা ঠিক, যে ক'রেই হোক ওঁদের ক্ষমা আর মিটমাটের ব্যবস্থা না ক'রে আর ফিরছি না।

ইতিমধ্যে তিনটে বেজে গেছে। রোজকার মতই আজও ওঁরা নিঃসঙ্গ। নিকোলাই সার্গেইচ দুর্ব্বল এবং পীড়িত, পাণ্ডুর এবং পরিক্লান্ত। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আরাম কেদারায় বসে আছেন। তাঁর মাথায় একখানা রুমাল বাঁধা। পাশে বসে এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌না মাঝে মাঝে তাঁর কপালে ভিনিগার দিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছেন, আর অবিরাম তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছেন প্রশ্নভরা সমবেদনার ভাবে। বৃদ্ধ কিন্তু এতে বিরক্ত হ'চ্ছেন ব'লে মনে হোল। তিনি অবিচল মৌনতায় আচ্ছন্ন রয়েছেন। এ্যানা তাই কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না। আমাদের হঠাৎ আবির্ভাবে দু'জনেই অবাক হয়ে গেলেন। এ্যানা, কি জানি কেন, নেলীকে নিয়ে এসেছি দেখে ভয় পেলেন এবং প্রথমটা আমাদের দিকে তাকালেন যেন হঠাৎ কোন অপরাধ করে ফেলেছেন।

'এই দেখুন, আমার নেলীকে এনেছি,' বললাম ঘরে ঢুকে। 'ও রাজী হোয়েছে, ইচ্ছে ক'রেই আজ এলো। নিন, এখন আদর-যত্ন করুন।'

বৃদ্ধ সন্দেহভরে আমার দিকে চাইলেন। তাঁর চোখ দেখে বোঝা যায় তিনি সব জানেন যে নাটাশা আজ সঙ্গহীনা, পরিত্যক্তা, আর এরই মধ্যে হয়তো লাঞ্ছিতাও হয়েছে। আমাদের আগমনের অর্থ জানবার জন্যে বৃদ্ধ ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং আমাদের দু'জনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান। নেলী কাঁপছে আর আমার হাতখানা মুঠো ক'রে চেপে ধ'রে চারদিকে চাইছে ফাঁদে পড়া কোন ছোট্ট বন্য জন্তুর মত। তবে এ্যানার বিস্ময়ের ভাব কেটে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হয় না। ছুটে এসে

তিনি নেলীর ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আদরে আর চুমোয় ওকে ভরে তোলেন। এমনকি কেঁদেও ফেলেন, এবং ওকে তাঁর পাশে বসিয়ে ওর হাতখানা তুলে নেন নিজের হাতে। নেলী ও'র দিকে কৌতূহল আর বিস্ময়ভরে আড়চোখে তাকায়। নেলীকে পাশে বসিয়ে, আদর ক'রে তারপর যে কি ক'রবেন এ্যানা ভেবে পান না। আমার দিকে অকপট প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকেন। বৃদ্ধ ভ্রূকুটি করেন। তাঁর যেন সন্দেহ হয় নেলীকে আনার মধ্যে। তাঁর এই অস্বস্তি আর ভ্রূকুটি লক্ষ্য করছি দেখে তিনি হঠাৎ মাথায় হাত দিয়ে বললেন,—'মাথার যন্ত্রণা হোচ্ছে ভান্না।'

এতক্ষণ আমরা নীরবে বসেছিলাম। ভাবছিলাম কিভাবে সুরু করবো। ঘরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। আকাশ ছেয়ে আসছে একখানা কালো ঝড়ো মেঘে। আবার দূরে মেঘ গর্জ্জন শোনা গেল।

'ঝড় বাদলা এবার আগেই দেখা দেবে,' বৃদ্ধ বললেন। 'তবে সেবার '৩৭ সালে, মনে আছে, এর চেয়েও আগে দেখা দিয়েছিল।'

এ্যানা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

'সমোভারটা আনবো?' জিজ্ঞাসা করলেন ভয়ে ভয়ে। কিন্তু কেউই আমরা জবাব দিলাম না দেখে পুনরায় নেলীর ওপর মনোযোগ দিলেন।

'তোমার নাম কি মা?' প্রশ্ন করলেন

অস্পষ্ট স্বরে নেলী তার নাম বললে, মাথাটা আরও একটু নীচু ক'রে। বৃদ্ধ ওর দিকে একদৃষ্টে চাইলেন।

'নেলীও মা এলেনাও তাই—তাই না?' এ্যানা বলে ওঠেন বেশ একটু সজীব হ'য়ে।

'হ্যাঁ'—জবাব দিলে নেলী।

আবার জেগে ওঠে মুহূর্ত্তের নিস্তব্ধতা।

'প্রাশকোভায়া এ্যানড্রিয়েভ্‌নার বোনের এক ভাগ্নী ছিল তার নামও এলেনা। তাকে সবাই নেলী বলেই ডাকতো, মনে আছে,' নিকোলাই মন্তব্য করলেন।

'আচ্ছা তোমার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই? বাবা-ও না, মা-ও না?' এ্যানা আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

'না'—সভয়ে নেলী ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ, সেই রকমই শুনেছি বটে। তোমার মা কি অনেক দিন মারা গেছেন ?'

'না, খুব বেশী দিন নয়।'

'আহা! মা আমার বড় অনাথা!' সমবেদনায় এ্যানা বিগলিত হোয়ে পড়েন।

বৃদ্ধ অধীরভাবে টেবিলের ওপর টোকা মেরে চলেছেন।

'তোমার মা ভিন্ দেশের মানুষ,—না? তুমি তো তাই বলেছিলে আইভান পেট্রোভিচ, বলনি?' এ্যানা ভয়ে ভয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন।

নেলী চুপি চুপি আমার দিকে চায়, যেন মিনতি করে ওর হোয়ে আমায় বলতে। তখন ওর বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠছে ঘন ও অসম শ্বাস স্পন্দনে।

'ওর মা ছিলেন এক ইংরেজ বাপ আর রাশিয়ান মায়ের মেয়ে, তাই বলতে গেলে তিনি রাশিয়ানই ছিলেন। নেলীর জন্ম হয় বিদেশে।'

'কেন? ওর মা কি বিয়ের পর বিদেশে গিয়েছিলেন?'

নেলী হঠাৎ লজ্জায় লাল হোয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ এ্যানা বোঝেন কথাটা বলে তিনি ভুল করেছেন। স্বামীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বিদ্ধ হ'য়ে ভয়ে তিনি কাঁপতে থাকেন। বৃদ্ধ তাঁর দিকে ভয়াল দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে আস্তে আস্তে জানালার দিকে সরে গেলেন।

'ওর মা এক হীন ইতর ব্যক্তি দ্বারা প্রতারিত হয়,' হঠাৎ নিকোলাই বলে উঠলেন এ্যানাকে উদ্দেশ করে। 'অথচ তারই জন্যে ওর মা তার বাবাকে পরিত্যাগ করে, ভালোবেসে বাবার সমস্ত টাকা তাকে দেয়। আর সেই ইতরটা তাকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে টাকাগুলো হস্তগত ক'রে তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন তার এক সৎ বন্ধু তার দেখাশোনা করে। কিন্তু পরে বন্ধুটি মারা যেতে সে দু'বছর আগে তার বাবার কাছে এখানে ফিরে আসে। তুমিই তো এসব কথা বলেছিলে ভান্যা, তাই না?' বৃদ্ধ আমায় জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন।

নেলী অত্যন্ত চঞ্চল হোয়ে পড়ে এবং দরজার দিকে এগিয়ে যাবার উপক্রম করে।

'এসো নেলী,' বৃদ্ধ বললেন, ওর দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে। 'বসো এখানে, আমার পাশে, ব'সো।'

ঝুঁকে পড়ে বৃদ্ধ ওকে চুম্বন করেন, আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলোতে থাকেন। নেলীর সারা শরীর কাঁপতে থাকে, তবুও ও নিজেকে সংযত করে নেয়। আশা ও আনন্দে এ্যানা লক্ষ্য করেন, শেষটায় ওই অনাথা মেয়েটার ওপর তাঁর স্বামীর মায়া প'ড়তে সুরু করেছে।

'আমি জানি নেলী, এক উশৃঙ্খল বদমায়েস তোমার মাকে ধ্বংস করেছে। তবে এও জানি, তোমার মা তার বাবাকে ভালোবাসতো, ভক্তি ক'রতো,' বৃদ্ধ ব'ললেন নেলীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, আমাদের প্রতি একটা কটাক্ষ করার লোভ সামলাতে না পেরে।

মৃদু একটা ঔজ্জ্বল্য তাঁর পাণ্ডুর কপোলে ফুটে উঠলো। তবে আমাদের দিকে না তাকাবার চেষ্টা করলেন।

'দাদু যেমন মাকে ভালোবাসতো তার চেয়েও মা তাকে ভালোবাসতো বেশী,' নেলী বললে, ভীরু অথচ বেশ দৃঢ়তার ভঙ্গীতে। সে-ও কারও দিকে চাইলে না।

'কি করে জানলে তুমি?' বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলেন শিশুর মত উত্তেজিত হোয়ে, যদিও মনে হোল তিনি লজ্জিত হয়ে পড়লেন এই ধৈর্য্যহীনতার জন্যে।

'আমি জানি,' নেলী জবাব দিলে চট্ করে· 'দাদু মাকে নিতে চায়নি, আর ···তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ..'

দেখলাম নিকোলাই যেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। হয়তো জবাব দিতে যাচ্ছিলেন এই ব'লে যে, বাপের নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল মেয়েকে না নেওয়ার, কিন্তু আমাদের দিকে চেয়ে চুপ করে গেলেন।

'তোমার দাদু যখন তোমাদের নিলে তখন তোমরা কোথায় ছিলে?' এ্যানা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর যেন হঠাৎ জেদ চেপে গেল প্রসঙ্গটাকে খুঁচিয়ে তোলবার।

'এখানে ফিরে বহুদিন ধ'রে আমরা দাদুর খোঁজ করি,' নেলী জবাব দিলে,—'কিন্তু তাকে কিছুতেই খুঁজে পাই না। মা তখন আমায় বলে যে দাদু এককালে নাকি খুব বড়লোক ছিল, মস্তবড় কারখানা করার সখ ছিল, কিন্তু তখন অতি গরীব হোয়ে পড়েছে, কারণ যে লোকের সঙ্গে মা চলে যায় সে মা'র কাছে থেকে দাদুর সব টাকা নিয়ে নেয়, আর ফিরিয়ে দেয় না। মা নিজে মুখে আমায় এসব কথা বলেছিল।'

'হুঁ!' বৃদ্ধ সায় দেন।

'মা আমাকে আরও বলে,' নেলী বলতে থাকে ক্রমশঃই উৎসাহিত হয়ে। এ্যানাকে সম্বোধন ক'রে ব'ললেও মনে হয় আসলে নিকোলাইকে শোনাবার জন্যেই ও উদ্‌গ্রীব। 'বলে যে, দাদু তার ওপর খুব রাগ করে, কারণ মা দাদুর সঙ্গে ভারী দুর্ব্যবহার করে। অথচ দাদুর মত আপনার জন ইহসংসারে মা'র আর কেউ নেই। বলতে বলতে মা কেঁদে ফেলে··· "বাবা আমায় কখনও ক্ষমা করবে না," মা বলে, যখন আমরা এখানে প্রথম আসি, "তবে হয়তো তোকে দেখে তার মায়া হবে, আর হয়তো তোর মুখ চেয়ে আমায় ক্ষমা করবে।" মা আমায় খুব ভালোবাসতো, এসব কথা বলতে বলতে কেবলই চুমু খেতো, আর ভারী ভয় পেতো দাদুর কাছে যেতে। আমায় শেখাতো দাদুর জন্যে প্রার্থনা করতে, নিজেও ক'রতো। পুরনো দিনের কত কথা শুনতাম। মা বলতো তার ছোটবেলার কথা, দাদু তাকে কত ভালোবাসতো—তার গল্প! মা দাদুকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতো, সন্ধ্যার সময় কাগজ পড়ে শোনাতো, আর দাদু তাকে আদর ক'রে চুমু খেয়ে নানান উপহার দিত। এমন জিনিষ ছিল না যা দাদু মাকে না দিত। একবার মা'র জন্মদিনে দাদুর সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়, কারণ, দাদু ভেবেছিল মা হয়তো জানে না কি উপহার সে দেবে তার জন্মদিনে, অথচ মা তা' আগেভাগে টের পেয়ে বসে আছে। মা চেয়েছিল কানের দুল, আর দাদু তাকে ঠকাবার জন্যে বলেছিল—না, দুলের বদলে ব্রোচ্। কিন্তু মাকে তাক্ লাগিয়ে দাদু যখন দুল দিতে গিয়ে বোঝে যে মা আগেই টের পেয়েছে ব্রোচ্ না দিয়ে দাদু তাকে দুলই দেবে, ব্যস্ দাদু অমনি রেগে অস্থির! মা আগে জানতে পেরেছে বলে দাদু চটে গিয়ে তার সঙ্গে একবেলা কথাই বন্ধ করে দিলে। পরে অবিশ্যি নিজেই এসে চুমু-টুমু খেয়ে মাকে কিছু না মনে করতে বললে।'

নেলী ওর কাহিনীর আবেগে তলিয়ে যায়। ম্লান গাল দু'টিতে লালিমা ফুটে ওঠে। মনে হয় এ কাহিনী ওর একদিনের শোনা নয়। অনেক অনেক দিন আলো-বাতাসহীন বস্তির অন্ধকার প্রকোষ্ঠের কোণে বসে মা তাঁর এই ছোট্ট নেলীটিকে জীবনের একমাত্র সম্পদ এই মেয়েটিকে শোনাতেন তাঁর অতীতের সুখময় কাহিনী। বলতে বলতে আদরে ওকে জড়িয়ে ধরতেন,

অজস্র চুম্বনে ভরে তুলতেন, চোখের জল ফেলতেন। একবারও তাঁর মনে হয় না এ কাহিনী ওই অভিমানী ও স্পর্শকাতর মেয়েটির ওপর কি গভীর প্রভাব বিস্তার করছে।

কিন্তু হঠাৎ নেলী নিজেকে সামলে নিল। চারদিকে তাকালো সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে, তারপর আবার চুপ করে গেল। বৃদ্ধ ভ্রূকুটি ক'রে পুনরায় আঙুলে টেবিল বাজাতে সুরু করে দিলেন। এ্যানার চোখ জলে চক্‌চক্‌ করে উঠলো। নীরবে রুমাল দিয়ে মুছে ফেললেন।

'মা এখানে আসে অসুখ নিয়ে,' নেলী বলতে থাকে খুব নীচু গলায়। 'বুকের অবস্থা খুব খারাপ। দাদুর খোঁজ ক'রে যখন পাওয়া গেল না, তখন আমরা বস্তির এক অন্ধকূপে গিয়ে উঠলাম।'

'অসুখ নিয়ে অন্ধকূপে!' এ্যানা চেঁচিয়ে উঠলেন বিস্ময়ে।

'হ্যাঁ ..অন্ধকূপের এক কোণে...' নেলী জবাব দিলে। 'মা যে আমার গরীব। মা বলতো—গরীব হওয়া পাপ নয়, পাপ বড়লোক হওয়া, মানুষকে লাঞ্ছনা দেওয়া, ভগবান তাকে শাস্তি দিচ্ছেন'

'ভ্যাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ডে তোমরা থাকতে? মাদাম বুবনভের ওখানে—তাই না?' বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, আমার দিকে ফিরে, প্রশ্নের মাঝে একটা নির্লিপ্ততার সুর সংযোজনার চেষ্টা ক'রে তাঁর এ জিজ্ঞাসা যেন চুপ করে থাকার বিশ্রী ভাবটা কাটানোর জন্যেই করা।

'না, ওখানে নয়। প্রথমে ছিলাম মেসচ্যান্স্কী স্ট্রীটে,' নেলী বললে। 'কি ভীষণ অন্ধকার আর স্যাঁৎসেঁতে সেখানে!' ক্ষণিক নীরব থেকে আবার বললে 'মা'র অসুখ আরও বেড়ে গেল তবে তখনও ওঠা হাঁটা করতো। আমি তার পোষাক-আসাক কাচতাম ব'লে মা ভারী কাঁদতো। ওখানে আর একটা বুড়ি থাকতো, সৈন্যদের এক ক্যাপ্‌টেনের বিধবা বৌ। এক অবসরপ্রাপ্ত কেরানীও ছিল। রোজ রাত্তিরে সে মদ খেয়ে এসে চেঁচামেচি করতো। আমি তাকে খুব ভয় করতাম। যখন সে মাতাল হয়ে গাল মন্দ দিতো মা আমায় বিছানায় শুইয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতো, মাও ভয়ে কাঁপতো। একবার সে বিধবা বুড়িকে মারতে যায়, বুড়ি একেবারে থুড়থুড়ি, লাঠি নিয়ে হাঁটতো। বুড়িকে মা খুব ভালোবাসতো। মাতালটা তাকে মারতে এলে মা গিয়ে বাধা দেয়। মাকেও সে মেরেছিল। আমিও এমনি তাকে মেরেছিলাম'

নেলী থেমে যায়। স্মৃতি ওকে বেদনার্ত্ত করে গেলে। চোখ দু'টো লকলকিয়ে ওঠে আগুনের মত।

'কি সর্ব্বনাশ!' অভিভূত হোয়ে এ্যানা চেঁচিয়ে উঠলেন নেলীর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। নেলী প্রধানত তাঁকেই শোনাচ্ছিল।

'তারপর আমায় নিয়ে মা ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ে,' নেলী আবার বলতে থাকে। 'তখন দিনের বেলা। রাস্তায় রাস্তায় আমরা ঘুরে বেড়ালাম সন্ধ্যা অবধি। মা'র সেকি কান্না! আমার হাত ধ'রে হাঁটে আর সারাক্ষণ কাঁদে। সেদিন আমাদের খাবার কিছু জোটে না। আমায় কি শুনিয়ে নিজের মনেই মা বলে—"নেলী! মা তুই গরীবই থাকিস্, আমি ম'রে গেলে কারও কথা শুনিস্ না। কারও কাছে যাস্‌নে, নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব হয়েই থাকিস্। কাজ করিস্, কাজ না পেলে ভিক্ষে করিস্, তবুও ওর কাছে যাস্‌নে।" সন্ধ্যা নাগাদ আমবা একটা বড রাস্তা পার হোলাম। হঠাৎ মা চেঁচিয়ে উঠলো "আজোবকা! আজোবকা!" বলে। ওম্‌নি একটা মস্তবড় কুকুর, গায়ের লোমগুলো উঠে উঠে গেছে, মা'র কাছে ছুটে এলো কেঁউ কেঁউ ক'রে লাফাতে লাফাতে। ভয়ে মা'র মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে যায়। আর্ত্তনাদ ক'রে এক দীর্ঘকায় বৃদ্ধের পায়েব ওপর প'ড়ে মা তার পা দু'খানা জড়িয়ে ধরলো। বৃদ্ধ যাচ্ছলো লাঠি নিয়ে, মাথা নীচু ক'রে। সেই বৃদ্ধই আমার দাদু। উঃ সে কি ভীষণ রোগা, আর গায়ে কি বিশ্রী ছেঁড়া-খোঁড়া পোষাক! দাদুকে আমি সেই প্রথম দেখলাম। দাদুও খুব ভয় পায়, আর মাকে পায়ের ওপর পড়তে দেখে ধাক্কা দিয়ে পা সরিয়ে নিয়ে সজোরে ফুটপাতে লাটি ঠুকে হন্‌হন্ ক'রে চ'লে যায়। আজোবকা কিন্তু যায় না, কেঁউ কেঁউ করে আর মা'র গা চাটতে থাকে। তারপর দাদুব পেছন পেছন ছুটে গিয়ে তার কোটের ধার কামড়ে টেনে তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে। আর দাদু ওম্‌নি বেচারীকে লাঠি দিয়ে মারলে। মার খেয়েও আজোরকা আমাদের কাছে ফিরে আসছিল, কিন্তু দাদু তাকে ডাকলে। কেঁউ কেঁউ করতে সে দাদুর পেছনে ছুটলো। মা প'ড়ে রইলো ফুটপাতে মরার মত। দেখতে দেখতে রাস্তায় ভীড় জমে গেল, পুলিশ এলো। আমি চেঁচিয়ে মাকে ডেকে তোলবার চেষ্টা করলাম। মা উঠলো, চারদিকে একবার তাকালো, তারপর আমার সঙ্গে চলতে লাগলো। আবার ফিরে

গেলাম আমাদের পুরনো আস্তানায়। সবাই এসে আমাদের দিকে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ, আর মাথা ঝাঁকাতে লাগলো।'

নেলী থামলো নিঃশ্বাস নিতে, নতুন ক'রে আবার সুরু করবার জন্যে। অত্যন্ত ম্লান দেখাচ্ছিল ওকে। তবে চোখে ছিল দৃঢ়তার দীপ্তি। শেষটায় সমস্ত কিছু ব্যক্ত করবে বলেই যেন ও ঠিক করেছে। একটা যেন বেপরোয়া ভাব ওকে তখন পেয়ে বসে।

'তবে, তোমার মা তোমার দাদুর মনে আঘাত দিয়েছিল, তাই তিনি তোমার মাকে ফিরিয়ে দেন,' বৃদ্ধ মন্তব্য করলেন অস্থির কণ্ঠে, কেমন যেন একটা অপ্রীতিকর রূঢ়তার সঙ্গে।

'মা আমায় তাও বলেছে,' তীব্র প্রত্যুত্তর দিলে নেলী। 'বাসায় ফেরার পথে মা শুধু আক্ষেপ করে—"নেলী! ওই তোমার দাদু। আমি তাঁর মনে ব্যথা দিয়েছি, তাই তিনি আমায় অভিশাপ দিয়েছেন, আর ভগবানও তাই আমায় শাস্তি দিচ্ছেন।" সেদিন সারারাত, এমনকি তার পরদিনও মা কেবল এই অনুশোচনাই করে, পাগলের মত আত্মহারা হয়ে…'

বৃদ্ধ নীরব।

'কি ক'রে তোমরা অন্য ঠাই পেলে?' এ্যানা জিজ্ঞাসা করলেন। তখনও তিনি নীরবে অশ্রু বর্ষণ করছেন।

'সে রাত্রে মা'র অসুখ বাড়ে। আমাদের বাসার সেই বিধবা বুড়ি মাদাম বুবনভের বাসায় ঘর ঠিক করে। দু'দিন পরে আমরা সেখানে উঠে যাই, বুড়িও আমাদের সঙ্গে যায়। সেখানে গিয়ে মা শয্যাগত হোয়ে পড়ে, তিন সপ্তাহ আর উঠতে পারে না। আমিই দেখাশোনা করতাম। টাকা-পয়সা সামান্য যা ছিল সব ফুরিয়ে যায়। বুড়ি আমাদের সাহায্য ক'রতো, আর করতেন আইভান আলেকজান্দ্রিচ্।'

'কফিন-মিস্ত্রী, ওদের বাড়ীওলা,' বুঝিয়ে দিলাম আমি।

'তারপর মা যখন উঠলো, ঘোরাঘুরি করতে লাগলো, তখন আজোরকার কথা আমায় সব বললে।'

নেলী থামলো। কুকুরের প্রসঙ্গটা এসে পড়ায় বৃদ্ধ যেন স্বস্তি পেলেন ব'লে মনে হোল।

'আজোকার সম্বন্ধে মা তোমায় কি বলেছিল?' জিজ্ঞাসা করলেন, চেয়ার

থেকে ঝুঁকে পড়ে, নীচু হ'য়ে দেখবার অছিলায় নিজের মুখকে আরও ঢাকতে।

'বহুদিন আগে আজোরকাকে মা কিনেছিল'...নেলী বলতে লাগলো। 'একদিন একপাল দুষ্টু ছেলে মিলে আজোরকাকে নদীর ধারে আনে ডুবিয়ে মারতে। তাইনা দেখে মা ওম্‌নি ওদের টাকা দিয়ে আজোরকাকে কিনে নেয়। দাদু ওকে দেখেতো হেসেই খুন! আজোরকাও তাই পালিয়ে গেল। আর মা'র সে কি কান্না! দাদু ভয় গেল। তক্ষুনি সবাইকে জানিয়ে দিলে,—আজোরকাকে যে খুঁজে এনে দেবে দাদু তাকে একশো রুবল্‌ পুরস্কার দেবে। দু'দিন বাদে একজন ওকে ধরে আনলে। দাদু তাকে একশো রুবল্‌ দিলে, আর সেই কুকুরটার ওপর কেমন যেন মায়া পড়ে গেল দাদুর। মা ওকে এত ভালোব'সতো যে বিছানায় নিয়ে শুতো। আজোরকা নাকি আগে এক বাজীকরের সঙ্গে রাস্তায় খেলা দেখিয়ে বেড়াতো। অনেক কসরৎ ও জানতো,—পিঠের ওপর একটা বাঁদর চাপিয়ে ঘুরতে পারতো, জানতো কি ক'রে বন্দুক ছুঁড়তে হয়, আরও অনেক কিছু। মা চলে গেলে দাদু আজোরকাকে কাছে রাখতো, যখনই বেরোতো ওকে সঙ্গে নিতো তাইতো সেদিন অজোরকাকে পথে দেখে মা ভেবেছিল নিশ্চয়ই দাদু ধারে-কাছে কোথাও আছে।'

আজোরকার কাহিনী বৃদ্ধের যেন আশানুরূপ হয় না। ভুরু কুঁচিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। আর জিজ্ঞাসাবাদ করেন না।

'তাহোলে, দাদুর সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি,' এ্যানা প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, হয়...মা যখন একটু ভালো হয়ে ওঠেন। দোকানে যাচ্ছিলাম রুটি আনতে, হঠাৎ আজোরকার সঙ্গে একজনকে দেখলাম। ভালো ক'রে ঠাওর করে দেখি দাদু। চট্‌ করে সরে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। দাদু আমার দিকে তাকালো,—এত কর্কশ আর ভয়ঙ্কর সে দৃষ্টি যে আমি আতঙ্কে পাশ কাটিয়ে গেলাম। আজোরকা আমায় চিনতে পারে। আমাকে ঘিরে লাফাতে থাকে আর আমার হাত চাটতে থাকে। তাড়াতাড়ি বাসার দিকে রওনা হোলাম। যেতে যেতে ফিরে দেখি দাদু সেই দোকানে ঢুকলো, ভাবলাম,—'নিশ্চয়ই আমার খোঁজ নিচ্ছে।' আরও ভয় পেয়ে গেলাম। বাড়ী ফিরে মাকে আর কিছু বললাম না পাছে আবার তার অসুখ হয়। পরদিন

দোকানে গেলাম না, বললাম মাথা ধরেছে। তারপর দিন গিয়ে কাউকে আর দেখিনি, তবে খুব ভয়ে ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্ দিয়েছিলাম। কিন্তু তারও একদিন পরে দোকানে যেতে যেই মোড় ঘুরেছি দেখি আজোরকাকে নিয়ে দাদু আমার সামনে দাঁড়িয়ে। অমনি ছুটে আর এক রাস্তা দিয়ে তবে দোকানে যাই। কিন্তু আবারও হঠাৎ দাদুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এত ভয় হোল যে পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়লাম, নড়তে পারলাম না। আমার সামনে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ দাদু আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। তারপর আদর ক'রে মাথা চাপড়ে আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চললো, আর আজোরকা আমাদের পেছনে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আসতে লাগলো। সেদিন দেখলাম দাদু ভালো ক'রে হাঁটতে পারে না। লাঠিতে ভর দিয়ে ঝুঁকে হাঁটে, আর সারাক্ষণ তার হাত দু'খানা কাঁপতে থাকে। দাদু আমায় নিয়ে গেল মোড়ের একটা দোকানে। সেখানে মেঠাই আর ফল বিক্রী হয়। আমায় একটা আপেল আর গোটা দুই মিষ্টি কিনে দিলে। চামড়ার ব্যাগ থেকে পয়সা বার করতে গিয়ে ভীষণভাবে দাদুর হাত কাঁপতে লাগলো। পয়সা একটা পড়ে গেল, আমি কুড়িয়ে দিলাম। দাদু আমায় সে পয়সাটা দিলে, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলে। কিন্তু তখনও অবধি একটি কথাও কইলে না, নীরবে চলে গেল।'

'মা'র কাছে ফিরে দাদুর কথা সব বললাম। বললাম প্রথমটা দেখে কেমন ভয় পেয়ে পালিয়েছিলাম। মা আমার কথা প্রথমে বিশ্বাস করে না। পরে এত খুশি হয় যে সারা সন্ধ্যা আমায় সে কথা জিজ্ঞাসা করে, চুমু খায় আর কাঁদে। সব শুনে মা বলে, আর যেন কোনদিনও দাদুকে দেখে অমন আঁৎকে না উঠি। আমার ওপর দাদুর মায়া প'ড়ে গেছে নিশ্চয়ই নইলে ইচ্ছে ক'রে কাছে আসতো না। দাদুর সঙ্গে মা আমায় কথা বলতে বললে, ভালো ব্যবহার করতেও বললে। পরদিন সকালে মা আমায় বারবার করে দোকানে পাঠালে,—আমি বললাম যে দাদু সন্ধ্যা ছাড়া কোনদিনও বেরোয় না, তবুও। আমার পেছনে পেছনে গিয়ে মা একটা কোণে লুকিয়ে রইলো। পরদিনও তাই করলে, কিন্তু দাদু এলো না। সে ক'দিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার সঙ্গে দাদুর খোঁজে দোকানে যাতায়াত ক'রতে ক'রতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে মা আবার বিছানায় প'ড়লো।'

'এক সপ্তাহ' পরে আবার দাদুর সঙ্গে দেখা হোল। আবারও আমায় মেঠাই আর আপেল কিনে দিলে, কিন্তু সেবারও একটিও কথা কইলে না। যখন চলে যাচ্ছিলো নীরবে আমি পেছু নিলাম। ঠিক করলাম দাদু কোথায় থাকে দেখে এসে মাকে বলবো। তাই, দাদু যাতে না দেখতে পায় এমনি ভাবে রাস্তার অপর পাড় দিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। অনেকটা হাঁটতে হোল, দাদু খুব দূরে থাকতো। মরবার আগে যেখানে ছিল তখন সেখানে থাকতোনা, গোরোহোভয় ষ্ট্রীটে মস্ত একখানা বাড়ীর চারতলায় থাকতো। খুঁজে বার করলাম, বাড়ী ফিরতে অনেক দেরী হোল। মা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, জানতোনা কোথায় আমি গেছি। যখন সব জানালাম খুশি হয়ে বললে কালই দাদুকে দেখতে যাবে! কিন্তু পরদিন ভেবে চিন্তে মা'র ভয় ধ'রলো। শেষটায় ভয়ে ভয়ে আর যাওয়াই হোলনা। মা আমায় ডেকে বললে,—"শোন নেলী, আমার শরীর খারাপ, আমি আর যেতে পারলাম না, তবে তোমার দাদুকে একখানা চিঠি দিয়েছি। চিঠিখানা তাঁকে দিও, খেয়াল ক'রো চিঠি প'ড়ে তিনি কি বলেন, কি করেন না করেন। তাঁর সামনে নতজানু হ'য়ে চুমু খেয়ে মিনতি ক'রো যাতে তোমার মাকে তিনি ক্ষমা করেন।" ব'লতে ব'লতে মা কেঁদে ফেললো, আমায় চুমু খেল, তারপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রার্থনা করলো। তার সঙ্গে আমাকেও হাঁটু গেড়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা-করতে হোল। তারপর আমি যখন দাদুর ওখানে রওনা হই অসুস্থ শরীরেও মা আমায় সদর দরজা অবধি পৌঁছে দিলে। দূর থেকে ফিরে দেখলাম মা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে আমি যাচ্ছি···'

'দাদুর ওখানে গিয়ে ঠেলা দিয়ে দরজাটা খুললাম। দরজায় খিল ছিল না। ঢুকে দেখি দাদু টেবিলের কাছে বসে পাঁউরুটি আর আলু খাচ্ছে, আর আজোরকা সামনে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে আর দাদুর খাওয়া দেখছে। সে বাসাতেও জানালাগুলো খুব নীচু, আর অন্ধকার—একটুও আলো ঢোকে না। সেখানেও শুধু একখানা চেয়ার আর একখানা টেবিল ছিল। দাদু থাকতো একা। আমায় ঢুকতে দেখে দাদু ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে পড়লো, অসম্ভব কাঁপতে লাগলো। আমিও ভয় পেলাম, একটিও কথা বললাম না। শুধু টেবিলের কাছে গিয়ে চিঠিখানা রাখলাম। চিঠি দেখে দাদু বেগে লাফিয়ে উঠে লাঠিটা তুলে নিয়ে ঘোরাতে লাগলো। কিন্তু আমায় মারলে না।

ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিলে। গোটা কয়েক সিঁড়ি নামতে না নামতেই দেখি দাদু দরজা খুলে চিঠিটা আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। চিঠিটা খোলেই নি। বাড়ী ফিরে মাকে সব বললাম। মা আবার অসুস্থ হয়ে শয্যা নিল…'

চুয়াল্লিশ

ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশে বজ্র হেঁকে গেল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি ঝ'রে পড়তে লাগলো জানালার শার্সির ওপর। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো ঘরে। এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌না ভীত হ'য়ে পড়লেন। আমরা সবাই চম্‌কে উঠলাম।

'এক্ষুনি থেমে যাবে,' জানলার দিকে চেয়ে বৃদ্ধ বললেন। তারপব উঠে ঘরে পায়চারি সুরু করে দিলেন।

নেলী তাঁর দিকে আড় চোখে তাকালে। ও অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। আমার দিকে না তাকালেও, ভাব দেখে আমি বুঝলাম।

'হ্যাঁ, তারপর?' বৃদ্ধ প্রশ্ন ক'রলেন, পুনরায় তাঁর ইজিচেয়ারে বসে।

নেলী একবার চারপাশে চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়।

'তাহোলে আর তোমার দাদুকে দেখতে পাওনি?'

'হ্যাঁ, পেয়েছিলাম...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! বলো মা, বলো সব,'—এ্যানা তাগিদ দিলেন ব্যস্ত হ'য়ে।

'তিন সপ্তাহ আর দেখা হয়নি', নেলী ব'লতে লাগলো,—'শীতের আগে আর নয়, শীত তখন এসে গেছে, চারদিকে বরফ প'ড়ছে। আবার দাদুকে দেখলাম, ঠিক সেই একই জায়গায়, মন আমার খুশিতে ট'লে উঠলো... মা দুঃখ করছিল দাদু আর আসেনা বলে। দাদুকে দেখে ইচ্ছে ক'রে আমি রাস্তার ওপারে ছুটলাম যাতে দাদু দেখে যে আমি তাকে দেখে পালাচ্ছি। তারপর ফিরে দেখি দাদু আমার পেছনে পেছনে ছুটছে আব চেঁচাচ্ছে—নেলী! নেলী! আজোয়কাও ছুট্‌ছে। ভারী কষ্ট হোল আমার, থামলাম। কাছে এসে হাত ধ'রে দাদু আমায় নিয়ে চ'ললো। আমি তখন কাঁদছিলাম। 'তাই দেখে ঝুঁকে প'ড়ে দাদু আমায় চুমু খেলো। আমার পায়ে ছেঁড়া পুবনো জুতো দেখে জিজ্ঞাসা ক'রলে আর কোন জুতো আছে কিনা। সেই ফাঁকে তাড়াতাড়ি তাকে বলে ফেল্‌লাম যে মা'র হাতে একটিও পয়সা নেই, আমায় আর সব ভাড়াটেরা নেহাৎ দয়া ক'রে

দু'মুঠো খেতে দেয়। দাদু কিছুই ব'ললে না, তবে আমায় বাজারে নিয়ে গিয়ে জুতো কিনে দিলে, বললে তক্ষুনি সেটা পায়ে দিতে। তারপর আমায় নিয়ে বাসার দিকে রওনা হোল। রাস্তায় একটা দোকান থেকে কিছু মিষ্টি আর মাংসের পিঠে কিনলে। বাসায় পৌঁছে সেগুলো আমায় খেতে ব'ললে। নিজে সামনে ব'সে আমার খাওয়া দেখতে লাগলো। আজোরকাও টেবিলের ওপর থাবা তুলে পিঠে চাইলে আমি তাকে কিছু দিলাম, দাদু হাসতে লাগলো। তারপর আমাকে পাশে দাঁড় করিয়ে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে দাদু জিজ্ঞাসা ক'রলে আমি লেখাপড়া শিখেছি কিনা, কতদূর জানি। সব শুনে ব'ললে, যে দিনই পারি বিকেল তিনটে নাগাদ এলে দাদু আমাকে নিজে পড়াবে। শেষটায় আমাকে পেছন ফিরে জানালার দিকে তাকাতে বললে। যতক্ষণ না আবার ফিরতে বলে ততক্ষণ সেইভাবে থাকতে হবে। আমি কিন্তু চালাকী ক'রে আড়চোখে টুক ক'রে দেখে নিলাম। দেখি দাদু বালিশের কোন থেকে চার রুব্‌ল বার ক'রলে। তারপর আমার কাছে এনে ব'ললে,—"এ শুধু তোমার জন্যে।" প্রথমটা নিতে যাচ্ছিলাম, পরে ভেবে ব'ললাম,—"শুধু যদি আমার জন্যেই হয়, আমি ও ছোঁবো না।" দাদু হঠাৎ রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে বললে,—"যা খুশি তাই কর, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।" আমিও বেরিয়ে গেলাম, সেবার দাদু আমায় চুমু খেলোনা।'

'ঘরে ফিরে মাকে সব বললাম মা'র অসুখ আরও শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়ালো। কফিন-মিস্ত্রীর কাছে এক ডাক্তারী পড়া ছাত্র আসতো। সে মাকে দেখে শুনে ওষুধ খেতে বললে।'

'আমি তখন প্রায়ই দাদুকে দেখতে যেতাম। মা আমায় বলতো। দাদু একখানা নিউ টেষ্টামেণ্ট আর একখানা ভূগোল কিনেছিল, আমাকে পড়াতো। মাঝে মাঝে আমাকে গল্প শোনাতো। নানান দেশের কথা, কত রকমের জাতি আছে পৃথিবীতে, সাত সমুদ্দুরের কাহিনী, পুরাকালে কেমন ছিল, ঈশ্বর কেমন ক'রে আমাদের ক্ষমা ক'রলেন,—এমনি ধারা হাজারো গল্প। প্রশ্ন ক'রলে দাদু খুব খুশি হোত। প্রায়ই আমি জিজ্ঞাসা করতাম, আর কত কথাই না দাদু আমায় বলতো, ভগবানের বিষয়েও অনেক কিছু বলতো। অনেক দিন আবার কিছুছু পড়াতো না, শুধু আজোরকার সঙ্গে খেলা করতো। ধীরে ধীরে আমিও আজোরকার প্রিয়

হ'য়ে উঠলাম। ওকে লাঠির ওপর দিয়ে লাফাতে শেখাতাম, আর দাদু তাই দেখে হাসতো আর আমার মাথায় আদর ক'রে চাপড় মারতো। তবে দাদু খুব বেশী হাসতো না। এক এক সময় খুব গল্প ক'রতে ক'রতে হঠাৎ নীরব হ'য়ে যেতো, মনে হোত ঘুমিয়ে প'ড়েছে, কিন্তু চোখ দু'টো খোলা থাকতো। আর ওইভাবে ব'সে থাকতো সন্ধ্যে অবধি। তারপর যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসতো, দেখলে ভয় করতো, যেন কত বুড়ো হ'য়ে গেছে...অনেক সময় এসে দেখতাম চুপ্‌টি ক'রে চেয়ারে ব'সে কি যেন ভাবছে, একটিও কথা কানে যেতো না, আর আজোরকা প'ড়ে থাকতো তার পাশে। আমি এসে দাঁড়িয়েই আছি, দাঁড়িয়েই আছি, কাশছি, তবু কিন্তু দাদু ফিরেও তাকাতো না। হতাশ হ'য়ে যেতাম। মা আমার পথ চেয়ে উতলা হয়ে থাকতো। আমি তাকে সব কথা বলতাম। বলতে বলতে রাত এসে প'ড়তো, মা তবুও শুয়ে শুয়ে শুনতেন দাদুর কথা: সেদিন দাদু কি করলে, আমায় কি বললে, কি কি গল্প হোল, কি কি পড়ালে। তারপর যখন ব'লতাম কেমন ক'রে আজোরকাকে লাঠির ওপর দিয়ে লাফানো শিখিয়েছি, আর তাই দেখে দাদু কেমন হেসেছিল—শুনে মা'ও হঠাৎ হেসে উঠতো। হাসি যেন আর থামতোনা, আর বারবার আমায় শুধু সেই গল্পটাই ক'রতে ব'লতো। তারপর মা প্রার্থনা ক'রতো। আমি কেবল ভাবতাম, মা এত দাদুকে ভালোবাসে, অথচ দাদু তাকে একটুও বাসে না। তাই একদিন ইচ্ছে ক'রেই দাদুকে গিয়ে বললাম মা তাকে কত ভালোবাসে, তার কথা কত আমায় জিজ্ঞাসা করে। দাদু শুনলো, রেগেও খুব উঠলো, তবুও সব শুনলো, কিন্তু একটিও জবাব দিলে না। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—"কেন মা-ই শুধু তোমাকে ভালোবাসে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে, অথচ তুমি তো মা'র কথা ভুলেও বলনা?" ওম্‌নি রেগে আগুন হ'য়ে দাদু আমায় তক্ষুনি ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে। কিছুক্ষণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ দেখি দোর খুলে দাদু আমায় আবার ডাকলে। তখনও তার রাগ আছে, কথা কইছে না। তারপর যখন দু'জনে মিলে প্রার্থনা সুরু করি তখন আবার দাদুকে জিজ্ঞাসা করলাম,—"কেন ঈশ্বর বলেছেন,—পরস্পর ভালোবেসে আঘাত ক্ষমা কর? আর তবু তুমি মাকে ক্ষমা করবে না?" শুনে দাদু

ওম্‌নি লাফিয়ে উঠে বল্‌লে যে, মা নাকি আমায় সব শিখিয়ে দিয়েছে। আবার আমায় ঘর থেকে বার ক'রে দিয়ে বল্‌লে—আর যেন কখনও তার কাছে না আসি। আর কোন দিনও আসবো না ব'লে আমিও বেরিয়ে গেলাম...আর তার পরদিনই দাদু সে ঘর ছেড়ে চ'লে গেল...'

'ব'লেছিলাম না জল এক্ষুনি থেমে যাবে,—গ্যাখো, আলো ফুটেছে...গ্যাখো ভান্না,' নিকোলাই সার্গেইচ বলে উঠলেন জানালার দিকে ফিরে।

এ্যানা বৃদ্ধের দিকে তাকালেন বিপুল বিস্ময়ে, এবং হঠাৎ তাঁর চোখে রোষের আভাষ ফুটে উঠলো। এতক্ষণ তাঁর কোন উত্তেজনা দেখা যায়নি। নিঃশব্দে নেলীর হাত ধরে তাকে তাঁর কোলের কাছে টেনে নিলেন।

'বল মা, বল,' নেলীকে তিনি বললেন, 'আমি তোমার কথা শুনবো। ওই নিষ্ঠুর পাষাণ বুড়ো যদি ..'

কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নেলী আমার দিকে চাইলে, যেন ইতস্ততঃ করছে, ভয় পেয়েছে। আমার দিকে চেয়ে বৃদ্ধ যেন একবার কাঁধটা ঝাঁকালেন বলে মনে হোল, কিন্তু পরক্ষণেই ফিরে দাঁড়ালেন।

'ব'লে যাও নেলী,' আমি ওকে আশ্বাস দিলাম।

'তিনদিন আর দাদুর কাছে যাইনি,' নেলী আবার সুরু করলে। 'মা'র তখন অবস্থা খুব খারাপ। টাকাকড়ি সব নিঃশেষ, ওষুধ কেনার মত একটিও পয়সা নেই, খাবারও নেই। খাবার নেই তার কারণ কফিন মিস্ত্রীদের ঘরেও তখন খাবার ছিলনা, তারা আমাদের তখন গাল দিতে সুরু ক'রেছে, তাদের পয়সায় খাই বলে। তিন দিনের দিন আর থাকতে পারলাম না, বেরিয়ে প'ড়লাম। মা জিজ্ঞাসা করলে কোথায় বেরোচ্ছি। বললাম—দাদুর কাছে, টাকা আনতে। মা খুশি হোল, কেননা এর আগে মা আমায় অনেক সাধ্য সাধনা করেছিল দাদুর কাছে যেতে, কিন্তু যাইনি। বলে'ছিলাম আর দাদুর কাছে যাবোনা, গেলে সে তাড়িয়ে দেয়। সেদিন গিয়ে দেখি দাদু সেখান থেকে চ'লে গেছে। নতুন আস্তানা খুঁজতে বেরোলাম। নতুন বাসায় আমাকে দেখেই দাদু লাফিয়ে তেড়ে এসে আমায় লাথি মারলে। তবু আমি তক্ষুনি বললাম যে, মা'র খুব অসুখ; পয়সা নেই বলে ওষুধ কেনা হোচ্ছেনা, অন্ততঃ পঞ্চাশ কোপেক চাই, তাছাড়া খাবারও

কিছু নেই...ভীষণ চেঁচিয়ে উঠে দাদু আমায় সিঁড়িতে বার ক'রে দিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিলে। সিঁড়িতে বসে রইলাম। তাড়ানোর সময় বলেছিলাম টাকা না দিলে আর দোর ছেড়ে নড়ছিনা! কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে আমাকে দেখতে পেয়েই আবার বন্ধ করে দিলে। আবারও অনেকক্ষণ পরে আমাকে দেখে ঠিক ওম্‌নিই করলে। এইভাবে অনেকক্ষণ চললো। শেষটায় আজোরকাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর বন্ধ করে। চলে গেল আমারই পাশ দিয়ে, কিন্তু একটিও কথা বললেনা। আমিও বললামনা, যেমন ছিলাম বসেই রইলাম। বসে থাকতে থাকতে সন্ধ্যা হয়ে এলো ·'

'আ-হা হা। শীতে না জানি তোমার কতই কষ্ট হোয়েছিল! ঠাণ্ডার দিনে বাইরে সিঁড়িতে ব'সে থাকা!' এ্যানার কাতরোক্তি শোনা গেল।

'গায়ে একটা গরম কোট ছিল!' নেলী জবাব দিলে।

'কোট! সত্যিই! ব্যাচারী! কত দুঃখুই না তোমরা পেয়েছো! তারপর তোমার দাদু কি ক'রলেন?'

নেলীর ঠোঁট দু'টি কাঁপতে লাগলো, তবু সে চেষ্টা করে নিজেকে সংযত ক'রতে।

'দাদু ফিরলো সন্ধ্যায়। অন্ধকারে তার পায়ে আমার ধাক্কা লাগলো। হুম্‌ড়ি খেয়ে দাদু চেঁচিয়ে উঠলো,—কে এখানে? বললাম—আমি ভেবেছিলো নিশ্চয়ই আমি চলে গেছি। তাই আমায় দেখে অত্যন্ত অবাক হ'য়ে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ সিঁড়ির ওপর বারকয়েক লাঠির আঘাত করে ছুটে গিয়ে ঘর খুললে। মিনিটখানেক পরে গোটাকয়েক পয়সা এনে সিঁড়ির ওপর আমার দিকে ছুঁড়ে দিলে।

'"এই নাও," দাদু চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। "যা ছিল সব দিলাম। গিয়ে তোমার মাকে ব'লো আমি তাকে অভিশাপ দিচ্ছি" এই বলে ঝনাৎ করে দরজা বন্ধ করে দিলে। পয়সা ক'টা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। অন্ধকারে হাঁতড়ে হাঁতড়ে কুড়িয়ে নিলাম। দাদু হয়তো বুঝেছিল যে অন্ধকারে পয়সা খুঁজতে আমার কষ্ট হবে তাই দেখলাম দরজা খুলে একটা মোমবাতি নিয়ে বেরিয়ে এলো আলোয় আমার কুড়োবার সুবিধা হোল। দাদুও কিছু কিছু কুড়িয়ে দিলে, বললে মোট সতের কোপেক আছে। তারপর আবার ঘরে চলে গেল। বাড়ী

ফিরে মাকে পয়সা দিয়ে সব বললাম। মা'র অসুখ আরও বেড়ে গেল। সে রাতে আমারও জ্বর এলো, পরদিনও জ্বর ছিল। দাদুর ওপর ভারী রাগ হোচ্ছিল, খালি সেই কথা মনে প'ড়ছিল। তারপর মা যখন ঘুমিয়ে প'ড়লো আমি দাদুর ওখানে রওনা হোলাম। সেখানে যাওয়ার আগে পোলের কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়ালাম, আর ঠিক সেই সময় ও যাচ্ছিলো······'

'মানে আর্‌হিপভ্‌ যাচ্ছিলো আর কি,' বললাম, নিকোলাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে। 'যে লোকটার কথা আপনাকে আমি আগে বলেছিলাম, সেই যে, যে ব্যাটা মাদাম বুবনভের ওখানে উত্তম মধ্যম খেয়েছিল। নেলী ওকে তখন প্রথম দেখে···হ্যাঁ, বলে যাও নেলী।'

'ওকে যেতে দেখে কিছু ভিক্ষে চাইলাম—এক রুবল্‌। ও জিজ্ঞাসা করলে—"এক রুবল্‌?" বললাম—হ্যাঁ। শুনে ও হেসে বললে,—"এসো আমার সঙ্গে," ভেবে ঠিক ক'রতে পারলাম না যাবো কি না। এমন সময় আর একটি বুড়ো ভদ্রলোক—চোখে সোনার চশমা, ওখান দিয়ে যেতে যেতে আমার এক রুবল্‌ ভিক্ষে চাওয়ার কথা শুনতে পেলেন। কাছে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন কেন আমি অত চাইছি। বললাম তাঁকে যে মা'র খুব অসুখ, তাই ওষুধ কেনবার জন্যে এক রুবল্‌ প্রয়োজন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার ঠিকানা জেনে লিখে নিলেন, আর আমায় এক রুবল্‌ দিলেন। চশমা চোখে বুড়োকে দেখে আগের লোকটা সরে পড়লো, আর আমায় তার সঙ্গে যাওয়ার কথা বলতে সাহস পেলে না। একটা দোকানে গিয়ে রুবল্‌টা ভাঙ্গিয়ে নিলাম। তিরিশ কোপেক একটা কাগজে জড়িয়ে মা'র জন্যে আলাদা করে রেখে দিলাম। বাকি সত্তোর কোপেক ইচ্ছে ক'রে হাতে নিয়ে দাদুর ওখানে গেলাম। গিয়ে দরজা খুলে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়েই পয়সাগুলো ছুঁড়ে দিলাম, যাতে সেগুলো মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ে।'

' "এই নাও তোমার পয়সা!"—দাদুকে শুনিয়ে বললাম, মা তোমার পয়সা ছোঁবে না, কারণ তুমি তাকে অভিশাপ দিয়েছো।" তারপর দরজাটা সশব্দে বন্ধ ক'রে তক্ষুনি ছুটে পালালাম।'

বলতে বলতে নেলীর চোখ জ্ব'লে ওঠে। নিকোলাইয়ের দিকে ও তাকায় মরিয়া হ'য়ে, কেমন যেন একটা অগ্রাহ্যের ভাব নিয়ে।

'ঠিক ক'রেছো মা,' এ্যানা ওকে সমর্থন করলেন, নিকোলাইয়ের দিকে

না তাকিয়ে, ওর হাতে চাপ দিয়ে। 'তোমার দাদু যেমন নিষ্ঠুর, তুমি তাঁর উপযুক্ত প্রতিদান দিয়েছো......'

'হুঁঃ!' অস্ফুটে বেরোলো নিকোলাইয়ের মুখ থেকে।

'তারপর ? তারপর কি হোল ?' এ্যানা অধীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'তারপর থেকে আমি আর দাদুর কাছে যেতাম না, দাদুও আর আমার সঙ্গে দেখা করতো না,' বললে নেলী।

'তোমার আর তোমার মা'র তাহোলে কিভাবে চলতো ?'

'মা'র তখন খুব খারাপ অবস্থা, বিছানা থেকে আর উঠতে পারতো না,' নেলী বলতে লাগলো। গলা ওর কাঁপতে কাঁপতে মাঝে মাঝে যেন বুজে আসতে লাগলো। 'হাতে একটিও পয়সা ছিল না, তাই ক্যাপ্টেনের সেই বিধবা বুড়ির সঙ্গে বেরোতে সুরু করলাম। বাড়ী বাড়ী আর রাস্তায় রাস্তায় বুড়ি ভিক্ষে করতো, ওইভাবেই কোনরকমে ওর দিন চলতো। বুড়ি আমায় বলতো সে ভিখিরী নয়, বংশ-মর্য্যাদা প্রমাণ করার মত কাগজ-পত্তর তার আছে, তবে সে গরীব বটে। সে ওই কাগজ-পত্তর দেখাতো, আর লোকে তাকে পয়সা দিত। বলতো দশজনের কাছে হাত পাতায় কোন অপমান নেই। আমিও ওর সঙ্গে বেরোতাম, লোকে আমাদের পয়সা দিতো, আর এমনি করেই আমাদের চলতো। মা একদিন টের পেল যখন আর সব ভাড়াটেরা এসে ভিক্ষে করার জন্যে তাকে গালাগাল দিলে। মাদাম বুবনভ্ এসে মাকে বললে রাস্তায় ভিক্ষে করার চেয়ে আমাকে বরং তার কাছে রাখতে। এর আগেও সে এসেছিল মাকে টাকা দিতে। মা কিছুতেই নেয় না। তখন মা'র জন্যে খাবার-দাবার পাঠিয়েছিল। আমাকে রাখার কথা শুনে ভয়ে মা কেঁদে ফেলে। বুবনভ্ তখন মাতাল হ'য়ে ছিল, মাকে খুব গালি-গালাজ করে, বলে—আমি ভিখিরী হ'য়ে গেছি, বিধবা বুড়ির সঙ্গে ভিক্ষে করে বেড়াই, সেইদিন রাত্তিরেই বুড়িকে সে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। মা শুনে খুব কাঁদতে থাকে, তারপর হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে আমার হাত ধ'রে বেরিয়ে পড়লো। আইভান আলেক্জান্দ্রিচ্ এসে অনেক ক'রে আমাদের যেতে নিষেধ করলে, মা কিন্তু শুনলেনা। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। মা এত দুর্ব্বল যে হাঁটতে পারছিল না, প্রতি মুহূর্ত্তেই রাস্তায় বসে পড়ছিলো। আমি তাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিলাম। মা কেবলই বলছিল তাকে দাদুর কাছে নিয়ে যেতে। তখন রাত্তির। হঠাৎ আমরা

একটা বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। সেখানে একটা মস্তবড় বাড়ীর সামনে অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম, অনেক লোকজন বেরোচ্ছে। জানালায় জানালায় আলো, ভেতর থেকে গান বাজনা শোনা যাচ্ছে। মা হঠাৎ থেমে আমায় জড়িয়ে ধ'রে বললে,—"নেলী! তুই গরীব! চিরজীবন গরীবই থাকিস্, কেউ ডাকলে যাস্নে তার কাছে। যে কেউ আসুক না কেন। আজ তুই হয়তো এখানে আসতে পারতিস্, বড়লোক হ'য়ে, দামী দামী পোষাক পরে—কিন্তু আমি তা চাইনা। ওরা বড় হীন, নিষ্ঠুর। আমি তোকে শুধু এই বলে যাচ্ছি,—গরীব থাকিস্, কাজ করিস্, ভিক্ষেও করিস্। তবু কারও কাছে যাস নি।" অসুখের সময় মা আমায় এই মন্ত্রই দিয়েছিল, আর আমি তা সারা জীবন সাধন করে যাবো', নেলী বলে উঠলো আবেগে কাঁপতে কাঁপতে, মুখে এক উদ্ভাসিত দীপ্তি নিয়ে; 'আর কাজ করবো, আজীবন ঝি-গিরি করবো, তবুও মা'র কথা অমান্য করবো না। আপনাদের এখানেও আজ এসেছি কাজ করতে, ঝি হয়ে, আপনাদের মেয়ে হয়ে নয় ······ '

'ছিঃ মা! ও কথা বলতে নেই!' এ্যানা বলে উঠলেন সস্নেহে নেলীকে জড়িয়ে ধরে,—'তোমার মা যখন ও কথা বলেছিল তখন সে অসুস্থ।'

'তার মাথার ঠিক ছিলনা', বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন।

'তাতেই বা কি!' নেলী চেঁচিয়ে উঠলো বৃদ্ধের দিকে ফিরে। 'মাথার ঠিক না থাকলেও মা যখন বলেছে তখন আমি আজীবন তা পালন করবো।' বলতে বলতে মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় —

'হায় ভগবান!' এ্যানা আর্তনাদ করে ওঠেন। 'সেই শীতের দিনে রাস্তায় অসুখ হয়ে পড়লো!'

'লোকেরা হয়তো আমাদের পুলিশে নিয়ে যেতো, কিন্তু এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। তিনি আমায় ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন, দশ রুবল্ দিলেন আর তাঁরই গাড়ী করে মাকে আর আমাকে বাসায় পৌঁছে দিতে বললেন। তার পর থেকে মা আর একদিনের তরেও ওঠেনি, তিন্ সপ্তাহ পরে মা আমার মারা যায়···

'আর তোমার দাদু? এর পরেও তিনি তাকে ক্ষমা করেননি?' এ্যানা জিজ্ঞাসা করলে গভীর সমবেদনায়।

'না, ক্ষমা সে করেনি,' জবাব দিলে নেলী, অনেক কষ্টে নিজের আবেগকে

দমন করে। 'মৃত্যুর দিন সাতেক আগে মা আমাকে কাছে ডেকে বললে,—"নেলী, আর একবার তোমার দাদুর কাছে যাও, শেষবারের মত, গিয়ে বল একবারটি এসে আমায় ক্ষমা করতে। বলো—আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, তোমায় সংসারে একা রেখে আমি চিরবিদায় নিচ্ছি। আর এও বলো যে, মরেও আমি স্বস্তি পাবো না"···তক্ষুনি দাদুর কাছে গিয়ে দরজা ধাক্কালাম। দোর খুলে যেই দেখলে যে আমি ওম্‌নি আবার বন্ধ করে দিতে গেল, কিন্তু আমি দু'হাতে দরজা আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম,—মা আমার মৃত্যু শয্যায়, সে তোমায় দেখতে চায়, এক্ষুনি চল। কিন্তু দাদু আমায় ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ঝনাৎ করে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। আমি ফিরে গেলাম। মার কাছে শুয়ে তাকে আমার বুকে জড়িয়ে ধরলাম। মাও নীরবে আমায় জড়িয়ে ধরলে বুকে, একটিও প্রশ্ন করলে না।'

ঠিক এই সময় টেবিলে ভর দিয়ে নিকোলাই উঠে দাঁড়ালেন, এবং আমাদের সকলের দিকে একবার অদ্ভুত ও নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে চেয়ে তৎক্ষণাৎ আবার ইজি-চেয়ারে বসে পড়লেন হতাশভাবে। এ্যানা আর তাঁর দিকে তাকালেন না। তিনি তখন নেলীর দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করছেন...

'শেষ দিন, তখন সন্ধ্যা, মৃত্যুর কিছু আগে মা আমায় কাছে ডেকে হাতখানা জড়িয়ে ধরে বললে,—"নেলী, আজ আমি তোকে ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যাচ্ছি।" আরও যেন কি বলতে গেল, কিন্তু পারলো না। আমি চেয়ে রইলাম মা'র দিকে, মনে হোল মা যেন আমায় দেখতে পাচ্ছে না, শুধু আমার হাতখানা ধ'রে আছে শক্ত করে। আলগোছে হাতখানা সরিয়ে দিয়ে তক্ষুনি ছুটলাম দাদুর কাছে। দাদু আমায় দেখে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চেয়ে রইলো এক দৃষ্টে। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে কাঁপতে লাগলো। আমি তার হাত ধরে বললাম,—মা'র সময় ফুরিয়ে এসেছে।'

'সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে লাঠিটা তুলে নিয়ে দাদু আমার পেছনে ছুটলো, এমনকি সেই দুরন্ত শীতেও টুপিটা পর্য্যন্ত নিতে ভুলে গেল। আমি টুপিটা তুলে মাথায় দিয়ে দিলাম। দুজনে ছুটতে লাগলাম। তাড়াতাড়ির জন্যে দাদুকে একখানা গাড়ী করতে বললাম, নইলে আর মাকে দেখতে পাবোনা। কিন্তু দাদুর কাছে মোটে তখন সাত কোপেক ছিল। একখানা গাড়ী ধ'রে ভাড়া করতে গেল কিন্তু দাদুকে আর আজোরকাকে দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি

হেসে গাড়োয়ান চলে গেল। আজোরকাও আমাদের সঙ্গে ছুটছিলো। ছুট্‌তে ছুট্‌তে দাদু হাঁপাতে লাগলো, তবুও ছুট্‌লো। শেষটায় হঠাৎ পড়ে গেল, টুপিটা মাথা থেকে গড়িয়ে পড়লো। আমি তাকে ধরে তুললাম, টুপিটা কুড়িয়ে মাথায় পরিয়ে দিলাম। তারপর হাত ধরে তাকে নিয়ে চললাম। পৌঁছোতে রাত হোল। মা তখন মারা গেছে। মাকে দেখে দাদু অসম্ভব কাঁদতে লাগলো, তার ওপর ঝুঁকে পড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। একটিও কথা কইলেনা। আমি মার কাছে গিয়ে দাদুর হাত ধরে তাকে চেঁচিয়ে বললাম,—দ্যাখো,! দ্যাখো একবার নিষ্ঠুর পাষাণ মানুষ!…আর্ত্তনাদ করে দাদু মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো, যেন মারা গেছে…"

বলতে বলতে নেলী এ্যানার বাহু বন্ধন ছিন্ন করে লাফিয়ে উঠলো। ভীষণ সন্ত্রস্ত, পাণ্ডুর আর পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল ওকে। এ্যানা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলো।

'নেলী, আজ থেকে আমি তোমার মা, আর তুমি আমার মেয়ে হবে। হ্যাঁ নেলী, তাই হবে, এসো আজ থেকে আমরা এইসব দয়ামায়াহীন পাষাণ মানুষদের সংশ্রব পরিত্যাগ করি। দিক ওরা মানুষকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। ভগবান ওদের ভুল ভাঙবেন। এসো নেলী, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই!'

এর পূর্ব্বে কিম্বা পরে এ্যানাকে আমি কখনও এতখানি উত্তেজিত হোতে দেখিনি, এবং ভাবতেও পারনি যে তিনি এত চঞ্চল হোতে পারেন। নিকোলাই চেয়ার ছেড়ে উঠে ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো,—'তোমরা কোথায় যাচ্ছো এ্যানা?'

'যাচ্ছি তার কাছে, আমার মেয়ের কাছে, নাটাশার কাছে!' এ্যানা চেঁচিয়ে উঠলেন, নেলীর হাত ধ'রে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও এ্যানা!'

'না, দাঁড়াবার আর প্রয়োজন নেই—নিষ্ঠুর পাষাণ! অনেক অপেক্ষা ক'রেছি, সেও অপেক্ষা ক'রেছে, কিন্তু আর নয়, বিদায়!………'

এই ব'লে এ্যানা ফিরে স্বামীর দিকে চেয়ে বিস্ময়ে পাথর হ'য়ে পড়েন। দেখেন নিকোলাই টুপি নিচ্ছেন, কম্পিতহস্তে কোট গায়ে দিচ্ছেন।

'তুমি, তুমিও!…তুমিও আসছো আমাদের সঙ্গে!' অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন এ্যানা, অনুনয়ের ভঙ্গীতে হাত দু'টি এক ক'রে, নিকোলাইয়ের

দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে,—যেন এত আনন্দ তাঁর বিশ্বাস ক'রতে সাহস হচ্ছে না।

'নাটাশা! কোথায় আমার নাটাশা? কোথায় সে? কোথায় আমার মেয়ে?' বৃদ্ধের উচ্ছ্বাস ভেঙে প'ড়লো, 'ফিরিয়ে দাও আমার নাটাশাকে! কোথায়, কোথায় সে?' বলতে বলতে তিনি দরজার দিকে ছুটলেন। আমি তাঁর হাতে লাঠিটা তুলে দিলাম।

'যাক্, ক্ষমা ক'রেছে! ও তাহোলে ক্ষমা করেছে!' এ্যানা চেঁচিয়ে উঠলেন সানন্দে।

কিন্তু বৃদ্ধকে আর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছোতে হোলনা। হঠাৎ নাটাশা ছুটে এলো ঘরে,—মুখখানা পাণ্ডুর, চোখ দু'টি তাপক্লিষ্ট—যেন জ্বর এসেছে। পরনের পোষাক কুঁকড়ে গেছে, ভিজে গেছে বৃষ্টির জলে। মাথার রুমালখানা আলগা হ'য়ে ঝুলে পড়েছে গলায়, উন্মুক্ত ঘন কুঞ্চিত চুলে চকচক্ করছে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জল। ছুটে এসে সে তার বাবার সামনে নতজানু হয়ে তাঁর দিকে দু'হাত এগিয়ে দিল।

পঁয়তাল্লিশ

কিন্তু তখন তিনি তাকে জড়িয়ে ধরেইছিলেন!

ওকে ছোট ছেলের মত পাঁজাকোলা ক'রে তুলে চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসালেন তিনি, তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। ওর গায়ে হাতে চুমু খেলেন, গালে চুমু খেলেন, একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে আবার তিনি ওকে কাছে পেয়েছেন বা তার সঙ্গে কথা বলছেন—ও তাঁর মেয়ে, তাঁরই নাটাশা। এ্যানা এ্যানড্রিয়েভ্‌না তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন, তার মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন, মনে হোল জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে গেছেন, একটা কথা বলারও শক্তি নেই।

'লক্ষ্মী আমার!···ধন আমাব!···সোনা আমার!'...অসংলগ্নভাবে বলে চলেন বৃদ্ধ, নাটাশার হাত দু'টি চেপে ধরে থাকেন, তার পাণ্ডুর, শীর্ণ, কমনীয় মুখ আর অশ্রুসজল চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যেন প্রেমিকের দৃষ্টিতে। 'সোনা আমার, মা-মণি আমার!' আবার তিনি বললেন, তারপর থামলেন, স্নেহকোমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। 'কেন, কেন তুমি বলছিলে ও রোগা হয়ে গেছে?' বললেন তিনি তাড়াতাড়ি আমাদের দিকে ফিরে ছোট ছেলের মত হাসতে হাসতে, তখনও কিন্তু তিনি তার সামনে হাঁটুগেড়েই বসেছিলেন। 'রোগা হয়ে গেছে সত্যি, ফ্যাকাশেও হয়ে গেছে কিন্তু দ্যাখো তো কত সুন্দর! আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে, হ্যাঁ, আরও সুন্দর!' বললেন তিনি দুঃখ ও আনন্দের মিশ্রিত আবেগের আতিশয্যে কণ্ঠস্বর তাঁর বিকৃত হ'য়ে এলো, অন্তর যেন তাঁর দু'টুকরো হয়ে গেল।

'ওঠো, বাবা! আঃ, ওঠো না,' বললে নাটাশা। 'আমি তোমায় আদর করবো, আর'···

'আহা, লক্ষ্মীটি আমার! শুনছো তো আনুশ্‌কা, কত মিষ্টি ওর কথাগুলো।'

তিনি ওকে সজোরে জাপটে ধরলেন।

'না, নাটাশা, আমিই তোমার কাছে নতজানু হ'য়ে থাকবো যতক্ষণ না আমার অন্তর বলছে, তুমি আমায় ক্ষমা করেছো, এখন আর আমি তোমার ক্ষমা পেতে পারি না, কখনও না! আমি তোমায় ত্যাগ করেছিলাম, আমি তোমায় অভিশাপ দিয়েছি; শুনছো, নাটাশা, আমি তোমায় অভিশাপ দিয়েছিলাম! তখন পেরেছিলাম!···আর তুমি, তুমি, নাটাশা, তুমি বিশ্বাস করতে পারো কি আমি তোমায় অভিশাপ দিয়েছিলাম! ও বিশ্বাস করেছিল, হ্যাঁ, ও বিশ্বাস করেছিল! ওর বিশ্বাস করা কিন্তু ঠিক হয়নি! ওর বিশ্বাস করা উচিত হয়নি, বিশ্বাস করা একেবারেই উচিত হয় নি! দুষ্টু মেয়ে! কেন তুমি আমার কাছে আসো নি? তোমার জানা উচিত ছিল আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতামই···আহা, নাটাশা, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে তোমায় কত ভালোবাসতাম! হ্যাঁ, এখন আমি তোমায় দ্বিগুণ ভালোবাসি, আগের চেয়ে হাজার গুণ ভালোবাসি। প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে ভালোবাসি আমি তোমায়। অন্তর আমার টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলতে পারি, তোমার পায়ের কাছে রেখে দিতে পারি। আহা! সোণা আমার!'

'বেশ, তাহোলে আমায় চুমু খাও, আমার ঠোঁটে চুমু খাও, আমার মুখে চুমু খাও, মা যেমন চুমু খায়!' ক্ষীণ, দুর্ব্বল কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে নাটাশা, আনন্দাশ্রুতে ভরপুর হ'য়ে।

'আর তোমার সুন্দর চোখেও! কত সুন্দর তোমার চোখ! আগে যা করেছি, মনে পড়ে তোমার?' অনেকক্ষণ সস্নেহে আলিঙ্গন ক'রে থাকার পর আবার বললেন বৃদ্ধ। 'আহা, নাটাশা! কখনো কি স্বপ্নে আমাদের দেখেছো? প্রতি রাত্রেই আমি তোমায় স্বপ্নে দেখেছি, প্রতি রাত্রেই তুমি আমার কাছে এসেছো, তোমায় দেখে আমি কেঁদেছি। একবার তুমি এসেছিলে ছোট্টটি হোয়ে, যেন দশ বছরের ছোট্ট মেয়েটি, সবেমাত্র গান শিখতে সুরু করেছো, মনে আছে তোমার? স্বপ্নে দেখলাম, ছোট্ট ফ্রক প'রে তুমি এলে, পায়ে কি সুন্দর জুতো, ছোট্ট লাল হাত দু'টো···তখন ও হাত দু'টো ওই রকম লাল রংয়ের ছিল, মনে আছে তোমার, আন্নুশ্‌কা? ও আমাকে দেখতে এসেছিল, আমার কোলের ওপর বসে আমায় জড়িয়ে ধরলে···আর তুমি, তুমি দুষ্টু মেয়ে! তুমি মনে করতে আমি তোমায় অভিশাপ দিয়েছি,

তুমি এলে আমি তোমায় আদর ক'রে ঘ'রে নিতাম না কি? কেন, আমি··· শোনো নাটাশা, কেন, আমি প্রায়ই তোমাকে দেখতে গেছি, তোমার মাও জানতো না, আর কেউ জানতো না; কতদিন তোমার জানালার নীচে দাঁড়িয়ে থাকতাম, বেলা গড়িয়ে দুপুর হ'য়ে যেতো, তোমার গেটের সামনে ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে কাটিয়েছি, যদি তোমার বেবিয়ে আসার সময় একটিবারও তোমায় দেখতে পাই এই ভেবে! কতদিন সন্ধ্যায় দেখেছি তোমার জানালায় আলো জ্বলছে; কতবার তোমার জানালার ধারে গেছি, নাটাশা, শুধু তোমার আলোটা জ্বালা দেখতে, জানালার শার্সিতে তোমার ছায়াটুকু শুধু দেখতে, রাত্তিরে তোমায় আশীর্ব্বাদ জানিয়ে আসতে। তুমি কি রাত্তিরে আমার শুভ কামনা ক'রেছো, তুমি কি আমার কথা ভেবেছো? মনে মনে তুমি কি জানতে পেরেছিলে যে আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম? সেই শীতের সময় কতদিন আমি তোমার সিঁড়ি পর্য্যন্ত গেছি, তোমার দরজায় কান পেতে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছি, যদি তোমার একটুও শব্দ শুনতে পাই। তুমি হাসছো? আমি অভিশাপ দোবো তোমায়? কেন, একদিন সন্ধ্যায় তোমার কাছে আমি গেছি; চেয়েছি তোমায় ক্ষমা ক'রতে, কিন্তু দরজা থেকেই ফিরে এসেছি ···আহা, নাটাশা!'

তিনি উঠে পড়লেন, নাটাশাকে চেয়ার থেকে ধরে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

'এই তো নাটাশা, এই তো আবার আমার বুকের কাছে রয়েছো!' চেঁচিয়ে উঠলেন। 'হে আমার অন্তর্যামী, তোমাকে সবকিছুর জন্যেই ধন্যবাদ জানাই, সবকিছুব জন্যে, তোমার আক্রোশের জন্যে, তোমার করুণার জন্যে!···কোনো ভয় নেই, নাটাশা...তোমার হাত ধরে আমি যাবো, তাদের বলবো, "এই আমার লক্ষ্মী মেয়ে, আমার প্রাণের নাটাশা, এ নির্দ্দোষ আর তোমরা একে আঘাত করেছো, অপমান করেছো, কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি, তাকে আমি আশীর্ব্বাদ করছি চিরকালের মত, চিরদিনের মত!" '

'ভান্না, ভান্না,' দুর্ব্বল কণ্ঠে নাটাশা ব'লে উঠলো, তার বাবার বাহুবন্ধন থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমার দিকে হাত বাড়ালে।

আহা, কখনো ভুলবো না সেই মুহূর্ত্তকে, আমার কথা তার মনে হোল, আমাকে সে সম্ভাষণ জানালো।

'নেলী কোথায় ?' বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করেন, চারদিক দেখে নিয়ে।

'আরে, কোথা গেল সে ?' তাঁর স্ত্রী বলে ওঠেন। 'আমার লক্ষ্মী নেলী ! আমরা তাকে ভুলেই যাচ্ছি !'

কিন্তু নেলী তখন সে ঘরে ছিল না। সে সকলের অলক্ষ্যে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। আমরা সকলে সে ঘরে গেলাম। নেলী তখন দরজার আড়ালে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল, ভীতচকিত হয়ে আমাদের সামনে থেকে লুকোবার চেষ্টা করছিল।

'নেলী, কি হয়েছে তোমার, মা আমার ?' বৃদ্ধ বলে উঠলেন, তাকে বাহুর মধ্যে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলেন।

সে কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো দীর্ঘ বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে।

'মা, মা কোথায় ?' মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে এলো যেন বিকারের ঘোরে। 'আমার মা কোথায় ?' আরও একবার বলে সে কেঁদে উঠলো, কম্পিত হাত দু'টি বাড়িয়ে দিলে আমাদের দিকে।

হঠাৎ তার বুকের ভেতর থেকে একটা ভয়ার্ত, তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে এলো; তার সমস্ত মুখ কুঞ্চিত বিকৃত হ'য়ে উঠলো, পরক্ষণেই সে অজ্ঞান হোয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

ছেচল্লিশ

জুন মাসের গোড়া। দিনটা গুমোট গরম। সহরে থাকা যায় না, চারদিকে ধূলো-বালি, নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে, গরমে রাস্তা তেতে রয়েছে, কেমন যেন হাঁসফাঁস ভাব। কিন্তু এখন—আনন্দ আর ধরে না—বহু দূর থেকে শোনা যাচ্ছে ঐ মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি। এক ঝলক দমকা হাওয়ায় সহরের ধূলো-বালি দূরে সরিয়ে দিল। বৃষ্টির বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা পড়লো মাটিতে, তারপর সমস্ত আকাশের আগল যেন খুলে গেল, সহরের বুকে নামলো অবিরাম বর্ষণ ধারা। আধ ঘণ্টা পরে যখন সূর্য্য দেখা গেল আবার, আমি ছাদের চিলে কোঠার জানালা খুলে প্রাণ ভ'রে মুক্ত বায়ু পুরে নিলাম অবসন্ন দেহের মধ্যে। সেই প্রচণ্ড আনন্দের মধ্যে মনে হোল লেখার কাজ ফেলে, অন্য সব কাজ ভুলে, প্রকাশকের চিন্তা দূরে ঠেলে ছুটে যাই ভ্যাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ডে—বন্ধুদের কাছে। ইচ্ছায় যেন বাধা দিতে পারি না। তবু নিজেকে সংযত করতে হয়, মনকে জোর-জবরদস্তি করে টেনে এনে আবার লেখার কাজে বসাতে হয়। যে কোরেই হোক আজ লেখাটা শেষ করতেই হবে। আমার প্রকাশক জোর তাগিদ দিয়েছেন, লেখাটা শেষ না করতে পারলে টাকাটাও পাওয়া যাবে না। প্রকাশকের ওখানে আমার আজ যাওয়ারও কথা। কিন্তু এই সন্ধ্যেবেলা মুক্তির আনন্দ আমাকে পেয়ে বসেছে। বন্ধনহীন এই মাতাল ঝড়ের মতন। মনে হয় আজকের এই সন্ধ্যেটিতে ক্লান্তি জুড়িয়ে নিই গত দু'দিন আর দু'রাত্তিরের—অবিশ্রান্ত লেখার সে ক্লান্তি।

যাক্‌ শেষ পর্য্যন্ত লেখাটা শেষ হোল। কলম ছেড়ে উঠে পড়লাম। বুকে পিঠে কেমন যেন একটা ব্যথা, মাথাটাও ঝিমঝিম করছে। বুঝলাম শরীরের সমস্ত স্নায়ুর ওপর চাপ পড়েছে চরম। মনে পড়ে গেল প্রবীণ ডাক্তারের শেষ কথাটি: 'না, কোনো লোকের শরীরই এত পরিশ্রম সহ্য করতে পারে না, কারণ এটা অমানুষিক।'

যাই হোক তখনও পর্য্যন্ত কিন্তু সেটা সম্ভব হোয়েছে। মাথা ঘুরছে, ঠিক সোজা হোয়ে যেন দাঁড়াতে পারছি না, কিন্তু মন ভ'রে রয়েছে খুশীতে,

অপরিসীম আনন্দে। যাক্, উপন্যাসখানা শেষ হোয়েছে আর যদিও প্রকাশকের কাছে আমার ঋণের সীমা-পরিসীমা নেই তবু কিন্তু তিনি এমন একটা মূল্যবান জিনিষ হাতে পেলে কিছু না কিছু দেবেনই—রুবল্ পঞ্চাশেক, তাই বা মন্দ কি, এতটাও জোটেনি অনেকদিন। এক দিকে এই মুক্তির আনন্দ অন্যদিকে হাতে টাকা! আনন্দে টুপিটা টেনে তুলে নিয়ে পাণ্ডুলিপিটি বগলদাবা ক'রে এক ছুটে চলে গেলাম আলেক্‌জাণ্ডার পেট্রোভিচের ওখানে।

তিনি সেখানে ছিলেন, তবে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম করছিলেন। তিনিও তখন সবেমাত্র বেশ একটা বাণিজ্য সেরেছেন, অবশ্য সেটা সাহিত্যের কারবার নয়। আমার হাতে হাত মিলিয়ে মধুর সম্ভাষণে তিনি আমার কুশলবার্ত্তা জিগ্যেস করলেন। ভদ্রলোকের শরীরে দয়ামায়া আছে, আর ঠাট্টা-পরিহাসের কথা বাদ দিলেও তাঁর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। সারা জীবন শুধু যে প্রকাশকরূপে তিনি কাটিয়ে গেলেন সেটা কি তাঁর দোষ? তিনি বেশ বোঝেন সাহিত্যের পক্ষে প্রকাশক একান্ত অপরিহার্য্য, আর সেটা তিনি বেশ ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, তাঁর বাড়-বাড়ন্ত হোক!

বেশ একটা দেঁতো হাসি হেসে তিনি জেনে নিলেন উপন্যাসটা শেষ হোয়েছে, অতএব প্রধান আকর্ষণের দিক দিয়ে তাঁর কাগজের পরবর্ত্তী সংখ্যা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত। বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললেন কোনো লেখাই নাকি আমি শেষ ক'রে উঠতে পারি না, আর এ নিয়ে বেশ সরস পরিহাসও জুড়ে দিলেন তিনি। লোহার সিন্দুকের কাছে গেলেন, প্রতিশ্রুতি মত পঞ্চাশ রুবল্ দেবেন বলে, সেইসঙ্গেই আমার সামনে শত্রুপক্ষীয় একখানি মোটাসোটা পত্রিকা আমার হাতে দিলেন, তাতে আমার সব শেষের উপন্যাসখানি সম্বন্ধে যে মতামত বেরিয়েছে তা পড়ে দেখার জন্যে। আমি একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। এই সমালোচনায় সোজাসুজি আমাকে গালাগালও দেয়নি আবার প্রশংসাও করেনি, তাতেই আমি খুশী হোলাম। সমালোচনায় আরও বলা হোয়েছে যে আমার লেখায় নাকি 'ঘামের গন্ধ' পাওয়া যায়, অর্থাৎ লিখতে আমি ঘেমে যাই, রীতিমত কসরৎ ক'রতে হয়, এত প্রাণান্তকর চেষ্টা ক'রতে হয় যে লেখা পড়লে সেটা নাকি বেশ বোঝা যায়। দু'জনেই আমরা হেসে উঠলাম—আমি ও আমার প্রকাশক। আমি তাঁকে জানালাম যে আমার এই উপন্যাসখানা লেখা হোয়েছে দু'রাত্তিরে, আর তাঁর হাতে যে পাণ্ডুলিপিটি দিলাম সেটি দু'দিন

দু'রাত্তিরের পরিশ্রমের ফল, ঐ সমালোচক ভদ্রলোক যদি এই হাড়ভাঙা খাটুনির কথাটা জানতো !

'সেটা আপনারই দোষ কিন্তু আইভান পেট্রোভিচ্,' বললেন তিনি, 'লেখার ব্যাপারে এত পিছিয়ে পড়েন কেন যে রাত জেগে লিখতে হয় ?'

আলেক্‌জাণ্ডার পেট্রোভিচ্ লোকটি ভারী চমৎকার, যদিও অবশ্য একটা দুর্ব্বলতা তাঁর আছে—সেটা হোল, স্থানে অস্থানে নিজের সাহিত্যিক বিচার-বুদ্ধি সম্বন্ধে জোর গলায় বড়াই করা, বিশেষ ক'রে তাদের কাছে যারা তাঁকে ভালো রকম জানে বলে তাঁর ধারণা। ..কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করার কোন স্পৃহা আমার ছিল না। টাকাটা নিয়ে টুপিটা তুলে নিলাম। আলেক্‌জাণ্ডার পেট্রোভিচ্ ভ্যাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ডে নিজের বাড়ীতে ফিরছিলেন। আমিও ওই দিকে যাবো জেনে আমায় একসঙ্গেই গাড়ীতে যেতে বললেন।

'নতুন গাড়ী কিনলাম, আপনি বোধ হয় দেখেন নি। এ গাড়ীটা ভারী চমৎকার।'

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ীটা অবশ্য চমৎকার, আর প্রথম প্রথম আলেক্‌জাণ্ডার পেট্রোভিচ্ বন্ধু-বান্ধবকে গাড়ীতে চড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে বেশ আনন্দ পেতেন এমনকি সে আনন্দটুকু পাবার রীতিমত ছট্‌ফটানি ছিল তাঁর। গাড়ীতে যেতে যেতে কয়েকবারই তিনি বর্ত্তমান সাহিত্য নিয়ে আলোচনা পাড়তে চেষ্টা করলেন। আমার সঙ্গে আলাপ-ব্যবহারে তাঁর কোনো অস্বস্তি ছিল না এবং ধীরেসুস্থে পুরনো বুলি কিছু কিছু কপচাতেন আমার সামনে—সেসব হয়তো তিনি দু'একদিন আগে মাত্র শুনেছেন সাহিত্যজগতে যাঁদের ওপর তাঁর আস্থা বেশী এবং যাঁদের মতামতকে তিনি শ্রদ্ধা করেন তাঁদের কাছ থেকে। এর ফলে মাঝে মাঝে তিনি দু'চারটে খুব অসাধারণ নতুন কথাও বলতে পারতেন। মাঝে মাঝে আবার কোন কোন কথা তিনি নিজে ভুল বুঝতেন অথবা ভুল প্রয়োগ করতেন। সেসব কথার কোন মাথামুণ্ডু ছিল না। আমি চুপচাপ বসে শুনে যেতে লাগলাম, মাঝে মাঝে অবাকও হচ্ছিলাম। ভাবলাম, এই একটি লোক যে পয়সা করতে পারতো, করেছেও ঢের ; প্রতিপত্তিও চাই, চাই সাহিত্যিক খ্যাতি, চাই সবচেয়ে বড় প্রকাশক হওয়ার গৌরব, সমালোচকের গর্ব্ব !

তখন তিনি আমাকে সবিস্তারে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন একটা বিশেষ সাহিত্যিক মতবাদ যা তিনি আমারই কাছ থেকে শুনেছেন দিনদিনেক আগে। তখনঁ অবশ্য তিনি সেই মতবাদের বিপক্ষে তর্ক করেছিলেন আর এখন সেটাকে চেষ্টা করছেন নিজের বলে চালাতে এরকম ভুলে যাওয়াটা তাঁর অভ্যেস এবং যারা তাঁকে জানে তারা তাঁর এই নিজের অজানিত দুর্ব্বলতার কথাও জানতো। নিজের গাড়ীতে বসে এই রকম আলোচনায় তিনি কত খুশি, কত পবিতৃপ্ত! কথাবার্ত্তায় তিনি বেশ একটা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক মর্য্যাদা বজায় রেখে চলছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরেও যেন সংস্কৃতির ছাপ। ক্রমশঃ বিষয়ে থেকে বিষয়ান্তরে চলতে লাগলেন, আমাদের সাহিত্যে বা অন্য কোনো সাহিত্যেই নাকি সৎবৃত্তি বা ভদ্রতা সম্ভব নয়, কাজেই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমার মনে হোল যে কোনো নিষ্ঠাবান লেখককে তিনি গোবেচারী ব'লে ভাবেন, মূর্খও না ভাবেন তা নয়, বোধ হয় তাঁর নিজের সততা ও নিষ্ঠার জন্যেই। তাঁর কথা শোনার ধৈর্য্য শেষ পর্য্যন্ত আর আমার ছিল না। ভ্যাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ডে পৌঁছে আমি নেমে পড়লাম, ছুটলাম বন্ধুদের কাছে। পৌঁছোলাম থার্টিন্থ্ ষ্ট্রীটে। সেখানেই তাদের ছোট্ট বাড়ী। আমাকে দেখতে পেয়ে এ্যানা এ্যান্ড্রিয়েভ্না আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাত নাড়লেন এবং মুখে 'হিস্' শব্দ করে কথা কইতে বারণ করলেন।

'সবেমাত্র নেলীর ঘুম এসেছে, আহা ব্যাচারী!' তাড়াতাড়ি বললেন তিনি ফিস্ফিস্ ক'রে। 'চুপ, চুপ, এখনই জেগে উঠবে। বড় দুর্ব্বল হোয়ে পড়েছে। ওকে নিয়ে আমরা বড় ভাবনায় পড়ে গেছি। ডাক্তার তো বলে কিছু ভয় নেই। ডাক্তারের কাছ থেকে খোলসা ক'রে কিছুই জানা যায় না। তোমারই বা কি আক্কেল, আইভান পেট্রোভিচ্! তোমার অপেক্ষায় রয়েছি আমরা। আমরা আশা করেছিলাম রাত্তিরে খাবার সময় তুমি থাকবে···দু'দিন তোমার কোনো পাত্তাই নেই!'

'কেন, আমি তো পরশু দিন বলে গেছি এ দু'দিন আসতে পারবো না,' বললাম চাপা গলায় এ্যানা এ্যান্ড্রিয়েভ্নাকে, 'লেখার কাজটা শেষ করতে হোল কিনা···'

'কিন্তু তুমি কথা দিয়েছিলে আজ রাত্তিরে এখানে খাবে। এলে না কেন? নেলী যেন কি মনে ক'রে একবার উঠেছিল, আমরা আবার

ওকে ইজি চেয়ারে শুইয়ে দিলাম, দিয়ে খাবার ঘরে নিয়ে গেলাম! "আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো," বললে সে। কিন্তু ভান্নারই দেখা নেই। কি করছিলে এতক্ষণ? ও এমন মুষড়ে পড়েছিল যে আমি আর ঠাণ্ডা করতে পারি না···যাক্ এখন একটু ঘুমিয়েছে। বুড়ো গেছে সহরের দিকে (এখনই ফিরবে, চা'য়ের সময় হোল তো)। আমি এই এখানে একা বসে বসে সেলাই করছি। জানো ভান্না, বুড়ো একটা চাকরীর খোঁজ পেয়েছে। তবে যেতে হবে পার্ম-এ। শুনে তো আমার চক্ষু স্থির...'

'নাটাশা কোথায়?'

'বাগানে। যাও না...ওর যেন কি হোয়েছে ·····ওর রকম-সকম আমি কিছু বুঝে পাই না। জানো ভান্না, ওকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ও বলে ওর কিছুই হয় নি, বেশ আছে। আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না। যাও না ভান্না ওর কাছে একবার। পরে এক ফাঁকে আমায় বলো ওর কি হয়েছে···শুনছো?'

কিন্তু তখন এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌নার কথা আমার কানেই গেল না। আমি তখন ছুটেছি বাগানের দিকে—বাড়ীর পাশেই বাগান—নেলীর খুব প্রিয় বাগান। প্রায়ই তাকে ইজি-চেয়ারে শুইয়ে বাগানে আনা হোত। তখন বাড়ীর সকলেই নেলীকে নিয়ে ব্যস্ত।

দেখতে দেখতে নাটাশার কাছে গিয়ে পড়লাম। হাসিমুখে সে সম্ভাষণ করলে, হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে। কত রোগা হ'য়ে গেছে সে, চোখমুখ যেন বসে গেছে, সেও তখন সবে অসুখ থেকে উঠেছে কিনা।

'লেখা শেষ হোল ভান্না?' জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ, হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলাম। আজ সন্ধ্যেটা ছুটি।'

'যাক। আর তাড়া নেই তো! এতো তাড়াহুড়োয় কি লিখলে?'

'কি করি বলো? ওতেই মোটামুটি চলে যাবে—তাগাদা না থাকলে লেখাও এগোয় না! আর এতে আমার চিন্তা বেশ খেলে, লেখার বেশ ভাব আসে, কাজেই তাগাদা থাকার দরুণ লেখা ভালোই হয়। যাক্······'

'আঃ, ভান্না!···'

ইদানীং আমার লেখার খ্যাতি ও সাফল্যের ওপর নাটাশার যেন

কেমন ঈর্ষ্যান্বিত দৃষ্টি রয়েছে। গত এক বছরের মধ্যে আমার যা কিছু লেখা বেরিয়েছে সে বারবার তা' পড়েছে, প্রায় আমায় জিগ্যেস করে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা, আমার লেখার সমালোচনায় তার নতুন আগ্রহ প্রকাশ পায়, কোন কোন সমালোচনায় চটেও যায়। সাহিত্য জগতে খুব একটা উঁচু আসন দখল করে থাকি এটা তার একান্ত ইচ্ছা। দেখে আমার অবাক লাগে।

'লিখে লিখেই তুমি শরীর পাত করবে', বললে সে, 'কিন্তু এতে তোমার শরীর থাকবে না। জানো অমুক লেখক বছরে একখানা উপন্যাস লেখেন আর অমুক তো লিখেছেন দশ বছরে মাত্র একখানা। তাতে তাঁদের লেখাও কত ভাল হয় ত্মাখো। কোন জিনিষই নজর এড়িয়ে যায় না।'

'ওদের ঘরে ভাত আছে তাই সময় মতো তাগাদা মাফিক না লিখলেও চলে। আমার ব্যাপারটা তো তা নয়—আমার হোল রুজি-রোজগার। যাকৃগে, ও কথা ছাড়ান দাও। তারপর, কি খবর বলো ?'

'খবর তো অনেক কিছুই। প্রথম কথা ওর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি।'

'আবার ?'

'হ্যাঁ আবার।'

এই বলে এ্যালোশার চিঠিটা সে আমার হাতে দিল। ওদের ছাড়াছাড়ির পর এই হোল তৃতীয় পত্র। প্রথমটা লিখেছিল মস্কো থেকে, বেশ যেন বিভ্রান্ত হোয়ে। তাতে সে জানিয়েছিল, পিটার্সবুর্গে আসা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় চিঠিতে জানিয়েছিল, কয়েক দিনের মধ্যেই সে আসছে নাটাশার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করার জন্যে। বিয়ে ঠিকই হোয়ে আছে, তার আর নড়চড় হবার জো নেই। গোটা চিঠিটা পড়েই বোঝা যায়, তার ওপর বাইরের লোকের প্রভাব খুব বেশী, সে যা লিখেছে সেটা সে বিশ্বাস করে না। সে লিখেছে, ক্যাটারিনাই তার কাছে দেবতার মতন, তার কাছে সে শান্তি ও সমর্থন পায়। তাই আমি এই তৃতীয় পত্রটি সাগ্রহে খুললাম।

দু'টুকরো কাগজে চিঠিটা লেখা, কেমন যেন ছাড়াছাড়া অপরিষ্কারভাবে তাড়াহুড়োয় লেখা। কালির সঙ্গে যেন মিশে আছে চোখের জল। সে লিখেছে নাটাশা যেন তাকে ভুলে যায়, সে নিজে নাটাশাকে ভোলার

চেষ্টা করবে—কেননা তাদের বিয়ে হওয়া অসম্ভব। বাইরের প্রভাব অতি ভয়ানক। আর তা'ছাড়া নাটাশা আর সে সুখী হতে পারবে না, কারণ কোথাও তাদের মিল নেই। কিন্তু এই ভাবও সে বজায় রেখে চলতে পারে নি। এর পরেই আবার স্বীকার করেছে যে নাটাশার প্রতি সে ব্যবহার করেছে অত্যন্ত নির্দ্দয়। বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই। এইভাবে লিখেছে যেন অনেকটা প্রলাপের মতন, একবার যা' লিখেছে পরক্ষণেই গেয়েছে তার উল্টো সুর। তবে হ্যাঁ, লিখেছে বিশেষ অভিভূত হোয়েই। পড়তে পড়তে আমার চোখে জল এলো। আর একখানা চিঠি নাটাশা আমার হাঁতে দিল, ক্যাটারিনার চিঠি। একই খামে এসেছে এই চিঠিটিও। খুব অল্প কথায় বেশ যেন সংক্ষেপেই ক্যাটারিনা জানিয়েছে এ্যালোশার ব্যথাতুর অবস্থার কথা, তবে সে যখন তার পাশে আসে তখন সান্ত্বনা সে পাবেই, দেরী অবশ্য হবেই, নাটাশার বিরহে দুঃখটা তার সামান্য নয়। 'ও তোমায় কোনদিনই ভুলতে পারবে না,' লিখেছে ক্যাটারিনা, 'ভুলতে পারবে না, তোমার ওপর ওর ভালোবাসা অপরিসীম। তোমার প্রতি এই ভালোবাসা যদি ওর কোনোদিন কখনো কমে যায়, তোমায় যদি ও ভুলে যেতে বসে তবে আমার ভালোবাসাও সে তখনি হারাবে…'

চিঠি দু'খানা নাটাশাকে ফিরিয়ে দিলাম। দুজনে মুখ চাওয়াচায়ি করলাম, কোনো কথা আসে না মুখে। এ্যালোশার অন্য দু'খানা চিঠির ভাষাও ঐ একই। যা' ঘটে গেছে সেকথা আমরা এড়িয়ে চলি, যেন ওকথা না তোলাটাই আমরা ঠিক ক'রে নিয়েছি। নাটাশার দুঃখের শেষ নেই, দেখলাম, কিন্তু সেকথা সে আমাকেও বুঝতে দিতে চায় না। বাবার কাছে ফিরে আসার পর তিন হপ্তা ধরে সে জ্বরে শয্যাগত হ'য়ে ছিল, সবেমাত্র একটু সেরেছে। ভবিষ্যতের কথা পাড়তেও আমরা ভরসা পাই না। সে কিন্তু জানতো তার বাবা নতুন চাকরী পেয়েছেন এবং খুব শীঘ্রই ছাড়াছাড়ি হবে। কথাবার্ত্তায়, আমার প্রসঙ্গে সে যেন অতীতের ব্যাপারের জন্য আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার এ ভাবটাও শীগ্‌গিরই কেটে গেল। বুঝলাম সে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু একটা চাইছিলো, সোজা কথায় আমায় সে ভালোবাসে, মনেপ্রাণে ভালোবাসে আমাকে, আমার

ছাড়া সে বাঁচবে না, আমার সম্পর্কে সবকিছুতেই আগ্রহী না হোলে তার চলবেই না; আমি বিশ্বাস করি আমার প্রতি নাটাশার যে ভালোবাসা, সে রকম ভালোবাসা নিয়ে আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় কোনো বোনই তার ভাইকে ভালোবাসেনি। বেশ উপলব্ধি ক'রলাম আসন্ন বিচ্ছেদ তার অন্তরকে ভারাতুর ক'রে তুলেছে, বেদনার্ত্ত করেছে নাটাশাকে; সেও জানতো, আমিও বাঁচবো না তাকে ছাড়া; কিন্তু তা নিয়ে আমাদের কোনো কথা হয় নি, আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ খোলাখুলিভাবেই দু'জনের মধ্যে কথাবার্ত্তা হোয়ে গেছে।

নিকোলাই সার্গেইচের খবর জিজ্ঞাসা করলাম।

'মনে হোচ্ছে তিনি শীগ্‌গিরই ফিরে আসবেন,' বলে নাটাশা; 'চায়ের সময় তিনি ফিরবেন ব'লে কথা দিয়েছেন।'

'সেই চাকরীটা পাবার জন্যে কি এখনও উনি চেষ্টা করেছেন?'

'হ্যাঁ, সে কাজটা সম্বন্ধে এখন আর কোন সন্দেহই নেই; আজ তার জন্যে যাওয়ার সত্যিই কোনো দরকার আছে ব'লে আমার মনে হয় না,' বললে সে, ভেবে নিয়ে। তিনি তো কালকেও যেতে পারতেন।'

'তাহোলে, গেলেন কেন?'

'কারণ আমি এই চিঠিটা পেয়েছি···আমার ওপর খুব চটে গেছেন', বললে নাটাশা, 'সত্যি এতে খুব কষ্টপাই আমি, ভান্না। মনে হয় আমাকে ছাড়া তাঁর আর কাউকে মনে পড়ে না। কিভাবে আমার দিন কাটছে, আমার কেমন লাগছে, কি আমি ভাবি এ ছাড়া তাঁর আর কোনো চিন্তা নেই। দেখেছি মাঝে মাঝে নিজেকে সামলাতে গিয়ে তিনি কি রকম অপ্রস্তুত হো'য়ে পড়েন, আমার জন্যে তাঁর ভাবনা হয় না এ রকম ভানও তিনি করেছেন। আনন্দে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। এসব মুহূর্ত্তে মা কিন্তু তাঁর হাসিতে বিশ্বাস করেন না, দীর্ঘশ্বাস ফেলেন···এত অপ্রস্তুত তিনি হোয়ে পড়েন...এত ক্ষিপ্ত হোয়ে ওঠেন,' হেসে বললে সে। 'আজ যখন এই চিঠিটা পেলাম, আমার নজর এড়াবার জন্যে তক্ষুনি ছুটে পালিয়ে গেলেন তিনি। নিজের চেয়েও তাঁকে আমি বেশী ভালোবাসি, পৃথিবীতে আর সকলের চেয়ে, সবার চেয়ে, ভান্না,' বললে সে, মাথাটি নীচু ক'রে আমার হাতটি চেপে ধরে, 'তোমার চেয়েও···'

আমরা বাগানে দু'বার পায়চারি করি, তারপর সে সুরু করলে।

'ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ আজ এখানে এসেছিল, কালও এসেছিল', বললে সে।

'হ্যাঁ, আজকাল সে প্রায়ই তোমায় দেখতে আসছে।'

'জানো, কেন সে এখানে আসে? মা তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। উনি ভাবেন এ সমস্ত ও খুব ভালো বোঝে (আইন-কানুন এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপার), সে সবকিছুর ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারে। মা'র মনে মনে যে কি চিন্তা খেলছে তা' তুমি কল্পনাও করতে পারবে না! অন্তরে অন্তরে তিনি খুব দাগা পেয়েছেন আর খুব দুঃখিত হোয়েছেন আমি 'প্রিন্সেস্‌' হোতে পারলাম না ব'লে। এই ভাবনায় তিনি একটুও শান্তি পাচ্ছেন না, এবং আমার বিশ্বাস এ ব্যাপারে তিনি ম্যাস্‌লোবোয়েভের কাছে মনের কথা খুলে বলেছেন। এ কথা তিনি বাবার কাছে ব'লতেও ভয় পান আর ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ কেন যে তাঁর জন্যে কিছু করতে পারে না এটা তিনি ভেবে পান না। আইনের আশ্রয় নিয়ে কিছুই করা যায় না। আমার মনে হোচ্ছে ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ ওঁর কথায় বাধা দেয় নি, আর উনিও মদ্যপানে তাকে পরিতৃপ্ত করিয়েছেন,' বললে নাটাশা হেসে উঠে।

'ঐ তো ওর ব্যয়রাম! কিন্তু তুমি কি ক'রে জানলে?'

'কেন, মা তো আমায় নিজেই এ কথা বলেছে......ইঙ্গিতে।'

'নেলীর কি খবর? কেমন আছে ও?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'তোমার রকম-সকমে আমি অবাক হয়ে যাই, ভান্যা। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তার খোঁজই নাও নি,' ভর্ৎসনার স্বরে বললে নাটাশা।

সারা বাড়ীতে সকলের মনেই তখন নেলীর চিন্তা। নাটাশার কাছে নেলী খুব প্রিয় হোয়ে উঠেছে আর সেও নাটাশার প্রতি খুব অনুরাগী হোয়ে পড়েছে। বেচারী! কখনও সে এ রকম বন্ধুত্ব প্রত্যাশা করে নি, এত ভালোবাসাও সে পাবার আশা করে নি, আমি লক্ষ্য ক'রে আনন্দিতও হোয়েছি, তার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ও বিগলিত হোয়ে উঠেছে, আমাদের সকলের কাছেই তার অন্তর পাপড়ির মত পাখা মেলছে। অতীতে সেই যে অবিশ্বাস, ঘৃণা আর অশ্রদ্ধা জেগে উঠেছিল তার মধ্যে তার তুলনায় এখন এই যে সকলের কাছ থেকেই স্নেহ পাচ্ছে চারিদিক থেকে তাতে সে ব্যথিত ও ভীরু আগ্রহে সাড়া দেয়। এখনও নেলী মাঝে মাঝে দূরে দূরে সরে থাকে; আনন্দের অশ্রু সে অনেকদিন ধ'রে ইচ্ছা ক'রেই চেপে রেখেছিল, শেষে কিন্তু সে আর ধরা না দিয়ে পারে নি। নাটাশার খুবই ন্যাওটা হোয়ে উঠেছিল সে, তার পরে নিকোলাই সার্গেইচেরও।

আমাকে ছাড়া তার চলে না, আমি দূরে থাকলে সে মনমরা হোয়ে পড়ে। সম্প্রতি উপন্যাসখানা শেষ করবার জন্যে দু'দিন তার কাছে যেতে পারিনি তারপর গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে আমায় বেশ বেগ পেতে হোয়েছিল···অন্য উপায়ে অবশ্যই। তবুও নেলী খোলাখুলিভাবে বিনা দ্বিধায় তার মনোভাব ব্যক্ত করতে বেশ লজ্জা পেতো।

তার জন্যে আমরা সকলেই অস্থির হোয়ে পড়লাম। কোনো কথাবার্ত্তা না হোলেও ইঙ্গিতে এইটাই ঠিক হ'য়েছিল যে সে নিকোলাই সার্গেইচ্ পরিবারেই বরাবর থেকে যাবে; ইতিমধ্যে বিদায়ের দিনও ঘনিয়ে আসতে লাগলো এবং তারও অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে লাগলো। যেদিন আমি তাকে নিকোলাই সার্গেইচের ওখানে নিয়ে যাই, সেদিন থেকেই ও অসুস্থ হোয়ে পড়ে। ব্যয়রামটা তাকে আরও চেপে ধরছিলো, কিন্তু এখন থেকে তা অতি দ্রুত খারাপের দিকে যেতে লাগলো। আমি বুঝতেও পারি না আর ঠিক বোঝাতেও পারিনা তার অসুখের কথা। আগের চেয়ে ঘন ঘন সে মূর্চ্ছা যায়। যতই অসুখ তাকে চেপে ধরে ততই সে আরও কোমল, মধুর হো'য়ে ওঠে আমাদের কাছে। দিন তিনেক আগে, তার বিছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছি, সে হাত বাড়িয়ে আমাকে তার কাছে টেনে নিলে। ঘরে কেউ ছিল না। খুবই রোগা হোয়ে গেছে সে; জ্বরের ঘোরে মুখ লাল হোয়ে উঠেছে, চোখ দু'টো যেন ভাটার মতন জ্বলছে। বিকারের ঘোরে আমায় চেপে ধরলো, আমি একটু নীচু হোতেই আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে খুব জোরে চেপে ধরলো তার সেই ছোট্ট শীর্ণ হাত দু'টি দিয়ে, আবেগে আমায় চুমু খেলে, আবার হঠাৎ তখুনি নাটাশাকে ডাকতে বললে। আমি ডাকলাম নাটাশাকে; নেলী জেদ ধরলে, নাটাশা তার বিছানার ওপর বসুক, ব'লে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো······

'আমি তোমাকে দেখতে চাই,' বললে সে। 'কাল রাত্তিরে আমি তোমায় স্বপ্নে দেখেছি, আজ রাত্তিরে আবার তোমায় স্বপ্ন দেখবো...প্রায়ই আমি তোমায় স্বপ্নে দেখি...রোজ রাত্তিরে...'

যেন কিছু বলতে চায় সে; ভাবাবেগে অভিভূত হোয়ে পড়ে, কিন্তু নিজের মনের ভাব নিজেই বুঝতে পারলে না আর তা প্রকাশও করতে পারলে না...

আমাকে ছাড়া আর যাঁকে সে ভালোবেসেছিল তিনি হোলেন নিকোলাই

সার্গেইচ্। তিনিও ভালোবেসেছিলেন নেলীকে ঠিক যেমন বাসতেন নাটাশাকে। নেলীকে আমোদে আহ্লাদে রাখবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। রুগ্ন মেয়েটি কচি মেয়ের মতই হাসিখুশিতে ভরপুর হোয়ে উঠতো, নানান্ হাবভাবে বৃদ্ধকে জমিয়ে রাখতো, তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতো, জানাতো তার স্বপ্নের কথা।

বৃদ্ধ এত চমৎকৃত হোতেন, এত খুশি হোতেন তাঁর 'ছোট্ট মেয়ে নেলী'র ওপর যে, প্রতিদিনই তাঁর আনন্দের আতিশয্য উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো।

'যে কষ্ট আমরা পেয়েছি তা' পূরণ করবার জন্যে ঈশ্বরই ওকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন,' রাত্তিরে একদিন নেলীর কাছ থেকে যাবার সময় বললেন তিনি আমাকে।

সন্ধ্যায় যখন আমরা সকলে একত্রিত হোতাম (ম্যাস্লোবোয়েভ্ও থাকতো' সেখানে, প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই), আমাদের বৃদ্ধ ডাক্তারবাবুটিও মাঝে মাঝে আসতেন। ইচ্মেনভ্ পবিবারের সঙ্গে তিনি বেশ অন্তরঙ্গ হোয়ে উঠেছিলেন। ইজি-চেয়ারে ক'রেই নেলীকে গোল টেবিলটার কাছে নিয়ে যাওয়া হোত। বারান্দায় যাবার দরজাটি রাখা হোত খুলে। সূর্য্যাস্তের আভায় সবুজ বাগানটীর পরিপূর্ণ দৃশ্য চোখ জুড়িয়ে দিত আমাদের, কচি পাতা আর সদ্য-ফোটা ফুলের গন্ধ আসতো ভেসে। ইজি-চেয়ারে বসে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে নেলী দেখতো আমাদের আর মন দিয়ে শুনতো আমাদের কথাবার্ত্তা; মাঝে মাঝে সে বেশ প্রাণ-চঞ্চল হোয়ে উঠতো, ক্রমশঃ আমাদের কথাবার্ত্তাতেও যোগ দিতো। বেশ অস্বস্তির সঙ্গেই শুনতাম তার কথাবার্ত্তা, কারণ তার পূর্ব্বস্মৃতি থেকে যে সব কাহিনী সে আমাদের শোনাতো তা শোনা যায় না। নাটাশা, আমি আর সার্গেইচ্ দম্পতি যেন ক্ষুব্ধ হোতাম। ডাক্তারবাবু আপত্তি করতেন এই সমস্ত কথায়। তিনি অন্য কথা পাড়বার চেষ্টা করতেন। সে সময় নেলীও এমন ভাব দেখাতো যেন সে আমাদের ঐ চেষ্টা লক্ষ্যই করে নি, ববং ডাক্তারবাবু এবং নিকোলাই সর্গেইচের সঙ্গে হাসিতামাসা সুরু ক'রে দিতো।

তবুও দিনের পর দিন তার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। ডাক্তারবাবু সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, যে কোন মুহূর্ত্তেই তার মৃত্যু হোতে পারে।

পাছে ইচ্মেনভ্ দম্পতি শুনে কষ্ট পান তাই এ কথাটা আমি তাঁদের কানে

ভুলিনি। নিকোলাই সার্গেইচের স্থির বিশ্বাস ছিল, সে যাত্রা নেলী অল্প সময়ের মধ্যে ভালো হোয়ে উঠবে।

'বাবা আসছেন' বললে নাটাশা, তাঁর গলার স্বর শুনতে পেয়ে। 'চলো, আমরা যাই, ভান্না।'

... ...

চৌকাঠ ডিঙোতে না ডিঙোতেই নিকোলাই সার্গেইচ্ প্রতিদিনকার মত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে এলেন। এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌না তাঁর দিকে চেয়ে হাত নেড়ে ইসারা ক'রতে লাগলেন। বৃদ্ধ তখনই চুপ ক'রলেন এবং নাটাশা ও আমাকে দেখে একেবারে এক নিঃশ্বাসে ফিস্‌ফিস্ ক'রে তাঁর দৌড়ঝাঁপের ফলাফল সম্বন্ধে বলে গেলেন। যে চাকরীর প্রত্যাশায় তিনি ছিলেন তা' পেয়ে ভারী খুশি হোয়েছেন।

'দিন পনেরোর মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারবো', বললেন তিনি, হাতের চেটোর ওপর হাত ঘসে, বিশেষ চিন্তিতভাবেই তিনি নাটাশার দিকে কটাক্ষ হানলেন।

সে কিন্তু হেসেই প্রত্যুত্তর দিলে। তাঁকে জাপটে ধরলে, তাতে তখনই তাঁর সমস্ত সন্দেহের নিরসন হোয়ে গেল।

'চলে যাবো, আমরা দু'জনেই চলে যাবো, মা আমার!' আনন্দের আবেগেই বললেন তিনি। 'শুধু তুমি, ভান্না, তুমিই রইলে, তাইতেই তো মনটা কেমন···' (এটা জানিয়ে রাখি যে তাঁদের সঙ্গে যাবার কথা তিনি একটিবারও বলেন নি, যদিও, আমি তাঁকে যতটুকু জানি, অন্যসময় হো'লে নিশ্চয়ই তিনি বলতেন... মানে, নাটাশার প্রতি আমার ভালোবাসার কথা যদি তাঁর না জানা থাকতো)।

'হ্যাঁ, এ ছাড়া উপায় নেই, কোনো উপায় নেই! মন কেমন করে, ভান্না; কিন্তু এই স্থান পরিবর্ত্তনে আমরা সকলেই নতুন জীবনীশক্তি পাবো...জায়গা বদল মানেই হোচ্ছে সবকিছুর পরিবর্ত্তন!' বললেন তিনি, আরও একবার তাকালেন মেয়ের দিকে।

তিনি ত' বিশ্বাস ক'রতেন আর সে বিশ্বাসে তিনি খুশিই হোয়েছিলেন।

'আর নেলী?' এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌না বললেন।

'নেলী? কেন···মা'র আমার শরীরটা এখনও খারাপ, ততদিনে ও আমার সেরে উঠবে। এখনই তো কিছুটা ভালো হোয়েছে, তোমার কি মনে হয়,

ভাল্লা?' বললেন তিনি, যেন ভীতচকিত হোয়েই, অস্থিরভাবে তাকালেন আমার দিকে, যেন আমিই তাঁর সকল সন্দেহ দূর ক'রে দেবো।

'কেমন আছে ও? রাত্রে ওর ঘুম কি রকম হোল? আর কোনরকম উপসর্গ ছিল কি? এখনও ঘুম ভাঙেনি? ছাখো, এ্যানা, ছোট টেবিলটা বারান্দায় বের করে দিই, সামোভারটা বাইরে নিয়ে রাখি; আমরা সকলে একসঙ্গে ওখানে বসবো, নেলীও বাইরে আসতে পারবে...চমৎকার হবে। এখনও ও ওঠেনি নাকি? দেখি তো ওর কাছে গিয়ে। কেবল একবারটি দেখে আসবো। ভয় নেই, ওর ঘুম ভাঙাবো না। তুমি অস্থির হোয়ো না!' বললেন তিনি, এ্যানা এ্যানড্রিয়েভ্‌না আবার তাঁর দিকে ইসারা করছেন দেখে।

কিন্তু নেলীর তখন ঘুম ভেঙে গেছে। চায়ের টেবিল ঘিরে আমরা সকলে বসলাম।

নেলীকে চেয়ারে বসিয়ে ধরাধরি ক'রে বাইরে আনা হোল। ডাক্তারবাবু আর ম্যাস্‌লোবোয়েভ ও এসে হাজির হোলেন। নেলীর জন্যে ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ এক তোড়া ফুল সঙ্গে এনেছিল, কিন্তু তাকে কোনো ব্যাপারে চিন্তিত ও বিরক্ত দেখা গেল।

ব'লতে কি, ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই আসতো। আগেই বলেছি তাকে সকলেরই খুব ভালো লাগতো, বিশেষ ক'রে এ্যানা এ্যানড্রিয়েভ্‌নার, কিন্তু আলেকজান্ড্রা সেমিয়োনোভ্‌না সম্বন্ধে কোন কথাই হয় নি। ম্যাস্‌লোবোয়েভ্‌ নিজেও তার বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করে নি। এ্যানা এ্যানড্রিয়েভ্‌না যখন আমার কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, আলেকজান্ড্রা সেমিয়োনোভ্‌না তখনও পর্য্যন্ত তার বিয়ে-করা বৌ-এর মর্য্যাদা পায় নি, তখন তাকে নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করা বা তার সম্বন্ধে কোনো কথা আলোচনা করাও চলে না ব'লেই তিনি ঠিক করলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় নেলী বড় মনমরা হোয়ে পড়েছিল। একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছে, তাই নিয়ে ভাবছে। কিন্তু ম্যাস্‌লোবোয়েভের ফুল পেয়ে সে খুশি হোয়ে ওঠে, ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে প্রসন্ন মনে।

'তাহোলে ফুল তোমার খুব ভালো লাগে, নেলী,' বৃদ্ধ বললেন। 'রোসো একটু', আগ্রহভরে বলেন তিনি। 'কাল...হ্যাঁ, তুমি দেখতেই পাবে......

'ফুল আমার ভালো লাগে', জবাব দেয় নেলী, 'মনে পড়ে-মা'র সঙ্গে দেখা

করতে যেতাম ফুল হাতে ক'রেই। আমরা যখন সেখানে বেড়াতে বেরোতাম, ("সেখানে" বলতে সে বিদেশের কথাই বোঝাচ্ছিল) একবার মাসখানেক ধ'রে মা'র শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছিলো। হাইনরাইখ্ আর আমি ঠিক ক'রলাম যে মা যখন সেরে উঠে শোবার ঘর ছেড়ে বাইরে আসবে, আমরা ঘরগুলো ফুল দিয়ে সাজাবো। করলামও তাই। মা বললেন, পরের দিন নীচে নেমে মধ্যাহ্ন-ভোজন সারতে পারবেন। পরের দিন খুব সকালে উঠে পড়লাম, একদম ভোরবেলা। হাইনরাইখ্ এক রাশি ফুল এনেছিল, আমরা কচি কচি পাতা আর ফুলের মালা দিয়ে ঘর সাজিয়ে ফেললাম।

সেইদিনই সন্ধ্যায় নেলী দুর্ব্বল এবং বেশ শঙ্কিত হ'য়ে পড়ে। ডাক্তারবাবু তাকে দেখে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু কথা বলার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল নেলী। তারপর অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্য্যন্ত তার সেই বিদেশে থাকার কাহিনী ব'লে যেতে লাগলো; আমরা তাকে বাধা দিলাম না। ও, ওর মা আর হাইনরাইখ্ অনেক ঘুরে বেড়িয়েছে, সে সবের কথা তার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হোয়ে ভাসছে, বেশ আগ্রহভরেই বললে সে নীল আকাশের কথা, তুষার আর বরফে ঢাকা উঁচু উঁচু পাহাড়ের বর্ণনা যার সব কিছু সে দেখে বেড়িয়েছে, পাহাড় অঞ্চলের জলপ্রপাতের কথাও বললে; বললে ইটালীর হ্রদ আর উপত্যকার কথা, ফুল আর গাছপালা, গ্রামবাসীদের বেশভূষা, মুখ, চোখ—এই সবের কথা। নেলীর সমস্ত কথা বেশ মন দিয়ে আমরা শুনলাম।...তার মাকে বাদ দিয়ে শুধু নেলীর কথাই মনে পড়লো, মনে পড়লো এই নেলীকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে, তার মনের সমস্ত বৃত্তি নষ্ট ক'রে একটা পঙ্কিল জীবনের পথে তাকে ঠেলে দিচ্ছিলো মাদাম বুবনভ্... কিন্তু শেষে নেলীর চেতনা ক্রমশঃ লুপ্ত হ'য়ে আসে, তাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হোল। নিকোলাই সার্গেইচ্ খুব শঙ্কিত হোয়ে পড়লেন, তাকে অত কথা ব'লতে দিয়েছি ব'লে আমাদের ওপর বিরক্তও হোলেন। এ রকম তার বহুবার হোয়েছে। সে অবস্থা কেটে গেলে নেলী শুধু আমাকেই দেখতে চাইতো। কেবল আমাকেই কিছু ব'লতে চাইতো। সে এত উতলা হোয়ে পড়তো যে ডাক্তারবাবু নিজেই তার ইচ্ছাপূরণের ভরসা দিতেন, তাঁরা সকলে বাইরে চ'লে যেতেন।

'শোনো, ভান্যা,' বললে নেলী, যখন আমরা দু'জন মাত্র সেই ঘরে রইলাম।

'আমি বুঝেছি ওঁরা ভাবছেন আমি ওঁদের সঙ্গে যাবো, কিন্তু আমি যাচ্ছি না কারণ আমি যেতে পারি না আমি এখন তোমার সঙ্গেই কিছুদিন থাকবো। সেইটাই তোমাকে আমি ব'লতে চাই।'

আমি তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা ক'রলাম; বললাম, ইচমেনভ্ দম্পতি তাকে ভালোবাসেন, তাকে মেয়ের মতই দেখেন; সে সঙ্গে না থাকলে তাঁরা খুবই দুঃখিত হবেন। তাছাড়া, আমার সঙ্গে থাকাও তার পক্ষে কষ্টকর হবে; আমি তাকে ভালোবাসি ব'লেই আমার আশা তাকে ছাড়তে হবে—আমাদের ছাড়াছাড়ি হবেই।

'না, এ অসম্ভব!' বেশ জোর দিয়ে নেলী বললে; 'আজকাল প্রায়ই আমি মাকে স্বপ্ন দেখি, আমাকে ওঁদের সঙ্গে যেতে বারণ করলেন, বললেন এখানেই থাকতে। বললেন, দাদুকে একা ফেলে রেখে এসে আমি খুব অন্যায় করেছি, তিনি কেবলই কাঁদেন আর ঐ কথা বলেন। আমি এখানেই থাকতে চাই দাদুকে দেখাশোনা করাব জন্যে, ভান্না।'

'তোমার দাদু যে মারা গেছেন, নেলী,' জবাব দিলাম, অবাক হ'য়ে তার কথাগুলি শোনার পর।

খানিকক্ষণ সে কি যেন ভাবলে আমার দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে চেয়ে।

'বলো, ভান্না, আমায় আবাব বলো কি ক'রে দাদু মারা গেলেন,' বললে সে। 'বলো সবকিছু আমায়, কিছু লুকিয়ো না আমার কাছে।'

তার অনুরোধে আমি অবাক হোয়ে গেলাম, কিন্তু তাকে বিশদভাবে সে কাহিনী বলার জন্য তৈরী হোলাম। আমার সন্দেহ হোল সে বিকারের ঘোরে ভুল বকছে, অথবা রোগে ভোগার দরুন তার মাথা এখনও ঠিক হয়নি।

আমি যা কিছু বললাম তা সে শুনলো মন দিয়ে, মনে পড়ে তার কালো চোখ দু'টি জ্বরের ঘোরে কি রকম চিকচিক করছিলো, যতক্ষণ কথা বলছিলাম সাগ্রহে আমার দিকে সে অপলকনেত্রে তাকিয়ে ছিল। ঘরটা অন্ধকার হোয়ে এলো।

'না, ভান্না, সে মরে নি,' জোরের সঙ্গে বলে সে, সবকিছু শোনার পর একটু ভেবে নিলে। 'মা আমাকে বারবার দাদুর কথা বললে, কাল যখন মা'র সঙ্গে কথা বললাম, "দাদু মারা গেছে," মা মুষড়ে পড়লো; মা কেঁদে বললে, "আমাকে যেন ইচ্ছে ক'রেই এ কথা শোনানো হয়েছে, সে মরেনি, সে এখনও

পথে পথে ভিক্ষে করে ফিরছে—যেমন আমরা ভিক্ষে করেছি ; আমাদের প্রথম দেখা হওয়ার জায়গাটিতে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, আমি তার সামনে লুটিয়ে প'ড়লাম, আজোরকা আমায় চিনতে পারলো''......'

'সেটা স্বপ্ন, নেলী, তোমার শরীরটা এখন খারাপ কিনা তাই ও রকম স্বপ্ন দেখেছো' তাকে বললাম আমি।

'নিজেও ভেবেছি, ওটা শুধু স্বপ্নই,' নেলী বললে, 'আর কাউকে বলি নি। শুধু তোমাকেই বলতে চাই। কিন্তু আজ যখন তুমি এলে না, ঘুমিয়ে পড়লাম, দাদুকেও স্বপ্নে দেখলাম। আমার জন্যে বাড়ীতে বসে বসে অপেক্ষা করছেন, খুব রোগা হোয়ে গেছে, তার মূর্ত্তিও ভয়ঙ্কর হোয়ে উঠেছে ; আমাকে বললে দু'দিন তার কিছু খাওয়া হয় নি, আজোরকারও না, আমার ওপর রেগে গিয়ে বকতে লাগলো আমাকে। নস্যি ফুরিয়ে গেছে জানালেন, আর নস্যি ছাড়া তার চলেও না। আগে একবার সত্যি ঐ কথা বলেছিল, ভান্যা, মা মারা যাওয়ার পর একবার ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম যখন। তখন ওর খুব অসুখ করেছিল, কিছু বুঝতেও পারছিল না।'

আরও একবার তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলাম, বোঝাবার চেষ্টা করলাম ওটা ওর বোঝবার ভুল, মনে পড়ে শেষে তাকে বোঝাতে পেরেছিলাম। ও বললে, ঘুমোতে ওর ভয় হোচ্ছে, কারণ ঘুমোলেই ও দাদুকে স্বপ্নে দেখবে। শেষকালে সে আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

'কিন্তু, তোমায় আমি ছাড়বো না, ভান্যা,' বললে সে, আমার গালের ওপর গাল রেখে। 'দাদুর জন্যে যদি না-ও হয়, তোমায় আমি কিছুতেই ছাড়বো না।'

নেলীর অসুখে বাড়ীর সকলেই শঙ্কিত হোয়ে উঠলো। তার ঐ সব এলোমেলো চিন্তার কথা শুধু ডাক্তারবাবুকেই বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তার সম্বন্ধে কি বুঝছেন।

'এখন কিছুই ঠিক ক'রে বলা যায় না,' জবাব দিলেন তিনি, ভেবে নিয়ে। 'শুধু আন্দাজ করা, দেখে যাওয়া, লক্ষ্য রেখে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। সেরে ওঠা অবশ্য অসম্ভব, ওকে আর বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তুমি আমাকে ব'লতে বারণ করেছো ব'লেই ওঁদের বলিনি, কিন্তু আমি আর কোনো উপায় দেখি না, কাল একবার পরামর্শ করে দেখতে

বলি অন্য ডাক্তারের সঙ্গে। মনে হোচ্ছে তার পরেই ওর অবস্থা একটু ফিরতে পারে। মেয়েটার জন্যে ভারী দুঃখ হয়, যেন ও আমার নিজেরই মেয়ে···লক্ষ্মী মেয়ে! ভারী সুন্দর ওর মন!'

বিশেষ ক'রে নিকোলাই সার্গেইচ্ উত্তেজিত হোয়ে ওঠেন।

'আমি যা ভেবেছি তোমায় বলি, ভান্না,' বললেন তিনি। 'ও খুব ফুল ভালোবাসে। তুমি জানো তো? কাল সকালে যখন ওর ঘুম ভাঙবে ফুল দিয়ে ওকে সম্ভাষণ জানানো হবে, যেমনটি ও আর হাইনরাইখ্ ওর মা'র জন্যে করতো বললে আজ। কি রকম আবেগের সঙ্গেই না বললে কথাটা, দেখেছো...'

'কিন্তু এ সময় আবেগ-উত্তেজনা ওর পক্ষে খুব খারাপ', বললাম আমি।

'কিন্তু আনন্দের উত্তেজনার কথা আলাদা। বিশ্বাস করো আমায়, ভান্না, আমার অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা রেখো; আনন্দের উত্তেজনা কোনো ক্ষতি করে না; বরং ওকে সারিয়ে তুলতেও পারে এতে, স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা ভালো।'

বৃদ্ধ তাঁর নিজের ধারণা নিয়ে এতই বিভোর যে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। তাঁকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব হোয়ে উঠলো। ডাক্তারবাবুকে এ ব্যাপারটার কথা জিগ্যেস করলাম, কিন্তু তিনি কোন রকম মতামত দেবার আগেই সব ব্যবস্থা করবার জন্যে বৃদ্ধ টুপিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

'ঘ্যাখো', যেতে যেতে তিনি আমাকে বললেন, 'কাছেই একটা ফুলের দোকান আছে। সব রকম ফুলই বিক্রী হয়, সস্তাও বটে। সত্যি, অদ্ভুত রকম সস্তা!··· এ্যানা এ্যান্‌ড্রিয়েভ্‌নাকে এটা বুঝিয়ে দাও, নইলে খরচের কথায় রেগে উঠবে...তোমায় যা বলি, শোনো···বলছি কি, ভান্না, তোমার এখন কোথাও যাবার আছে কি? তোমার তো এখন কোনো কাজ নেই, সে তো সারা হোয়ে গেছে, তবে বাড়ী যাবার জন্যে তাড়া করছো কেন? রাত্তিরে এখানেই ঘুমোও, ওপরকার ঘরটায়; মনে নেই যেখানে আগে ঘুমোতে গো? খাটও পাতা আছে, বিছানাও আগেরই মত তৈরী আছে; একটুও এদিক-ওদিক করা হয়নি। একেবারে ফ্রান্সের রাজার মত ঘুমোও গে। আরে! থেকে যাও না হে। কাল দু'জনে খুব ভোরে উঠবো। ওরা ফুল আনলে আটটা নাগাদ আমরা দু'জনে ঘরটা সাজিয়ে ফেলবো। নাটাশাও

আমাদের সাহায্য করবে। তোমার আমার চেয়েও সে এতে আরও বেশী আনন্দ পাবে। কি, রাজী তো? রাত্তিরে থাকছো তো তাহ'লে?'

ধরেই নিলেন রাত্তিরে আমি থাকছি। নিকোলাই সার্গেইচ্ নিজেই সব ব্যবস্থা করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। ডাক্তারবাবু আর ম্যাস্লোবোয়েভ্ নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। ইচ্মেনভ্ দম্পতি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন, রাত্তির এগারোটায়। যাবার সময় ম্যাস্লোবোয়েভ্ কিছু যেন বলবার জন্যে ইতস্তত: করছিল, কিন্তু বললে না। কিন্তু আমার শোবার জায়গায় পৌঁছে ওকে ওখানে দেখে অবাক হোয়ে যাই! ছোট টেবিলটার ধারে বসে একটা বইয়ের পাতা উল্টোতে উল্টোতে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

'রাস্তায় নেমেও ফিরে এলাম ভান্না, তোমাকে এটা এখনই বলা উচিত। ব'সো। ভারী একটা বিশ্রী ব্যাপার কিন্তু।'

'কেন? কি হোয়েছে?'

'কেন, তোমার সেই প্রিন্স্ বদমায়েসটা দিন পনেরো আগে খুব রেগে গিয়েছিল; এমন রাগ দেখালে যে আমিও রেগে গেলাম।'

'কেন, হোয়েছে কি? প্রিন্সের সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার আর সদ্ভাব নেই?'

'তুমি কেবল "কি হোয়েছে?" করতে থাকো, যেন ভীষণ একটা কিছু হোয়েছে। তুমি যেন আমার আলেকজান্দ্রা সেমিয়োনোভ্নার মত... মেয়েদের আমি সইতে পারি না...একটা কাক ডাকলো তো, তাও তাদের কাছে "কি হোয়েছে?"'

'রেগে যেও না।'

'একটুও রাগি নি; কিন্তু প্রত্যেকটা ব্যাপারই বিচার ক'রে দেখতে হবে তো...রং ফলিয়ে নয়...এইটুকুই শুধু বলতে চাইছি।'

ব'লে সে থামলে খানিক, যেন আমার ওপর বিরক্ত হোয়েছে। আমি তাকে বাধা দিলাম না।

'ভাখো ভান্না,' আবার সে সুরু করে, 'আমি একটা হদিশ পেয়েছি। মানে, এটা আমি এখনও ঠিক ধ'রতে পারি নি, এটা ঠিক হদিশও নয় কিনা। কিন্তু যা আমার মনে হোয়েছে···মানে, কতকগুলো ব্যাপার বিচার ক'রে দেখা যাচ্ছে নেলী···বোধ হয়···হ্যাঁ, সত্যিই, প্রিন্সের নিজের ঔরসজাত মেয়ে।'

'বলছো কি তুমি ?'

'এই ত্যাখো, আবার চেঁচাতে আরম্ভ করলে তো "বলছো কি তুমি ?" যেন এটা তোমার মত লোককে বলা চলেনা।' উন্মত্তের মত হাত নেড়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো। 'মাথার দিব্যি দিয়ে কি আমি তোমায় বলতে গেছি, এইটাই শুধু ঠিক ? আমি কি বলেছি যে ও প্রিন্সের নিজের ঔরসজাত মেয়ে বলে প্রমাণিত হোয়ে গেছে ? বলেছি, না, বলিনি ?'

'শোন, বন্ধু,' আমিও বেশ উত্তেজিত হোয়ে বললাম। 'দোহাই, ও রকম চেঁচিও না, স্পষ্ট ক'রে সংক্ষেপে বলো। কথা দিচ্ছি যা বলবে আমি বুঝবো। বুঝে ত্যাখো, কি গুরুতর ব্যাপার এটা, আর এর পরিণাম···'

'পরিণাম, বটেই তো ? কিন্তু কিসের পরিণাম ? প্রমাণ কোথায় ? আসল ব্যাপারটা ত' নয়, আমি তোমায় ভেতরের কথাটা বলছি। আর কেন বলছি তাও বলবো পরে। চুপ ক'রে শোনো, একটু গোপন ব্যাপার··· স্মিথ মারা যাবার আগে এবার শীতে প্রিন্স ওয়ারস থেকে ফিরে এসেই ব্যাপারটা নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। আগে তাঁর চিন্তা ছিল একটি বিষয়ে, এবারে কিন্তু বিষয়টা বদলে গেল। ব্যাপাটার খেই হারিয়ে ফেলেছেন এইটাই তাঁর চিন্তা। নেলীর মাকে প্যারিসে ফেলে এসেছিলেন দীর্ঘ তেরো বছর আগে, কিন্তু তাঁর ওপর প্রিন্সের দৃষ্টি ছিল সজাগ। প্রিন্স জানতেন তাঁর ফেলে-আসা স্ত্রী তখন রয়েছেন হাইনরাইখের কাছে, তার কথাই তো নেলী আজকে বলছিলো। কিন্তু হাইনরাইখ্ মারা যাবার পর নেলীর মা চলে আসেন পিটার্সবুর্গে, তারপর থেকেই প্রিন্স খেই হারিয়ে ফেলেন, তাঁর চেনা-জানা লোক তাঁকে ভুল খবর দেয়, তিনি দক্ষিণ জার্মাণীর এক অজ পাড়াগাঁয়ে নাকি আছেন। এইভাবে বছর খানেক কাটে, তারপর প্রিন্সের মনে জাগে সন্দেহ। তিনি খোঁজ-পত্তরও করতে লাগলেন তলে তলে। এই সময় আলাপ হয় আমার সঙ্গে। যে ভদ্রলোক আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ওঁকে বুঝিয়েছিলেন যে আমি সৌখীন গোয়েন্দাগিরির কাজও করি। যাই হোক তিনি ব্যাপারটা আমাকে বললেন, তাও অবশ্য বেশ খুলে নয়, অনেকটা আমতা আমতা ক'রে, অনেক কিছু ভুলে যাবার ভাব দেখিয়ে...আমিও বেশ আগ্রহের ভাব দেখালাম।

মনে মনে কিন্তু একটা মতলব আমার জেগে রইলো যে তিনি যা চান তা আমাকে বললেন কিনা এবং যা বললেন তার বাইরেও আরও কিছু হয়ে গেল কিনা। ভেবে দেখলাম, যে কাজের যে দক্ষিণা তা তিনি দিতে নারাজ। আমিও ছাড়বার পাত্র নই। কি একটা ব্যাপারে যেন তাঁর বেশ ভয়ও লক্ষ্য করলাম। কিন্তু কেন এ ভয়, কিসের এ ভয়? একটি মেয়েকে তার বাপের জিম্মা থেকে বের ক'রে আনেন তিনি, তারপর মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হোলে তিনি তাকে ফেলে পালান। কিন্তু এর মধ্যেই বা এমন তাজ্জবটা আছে কি? সামান্য একটু বদ খেয়াল—এই তো! কিন্তু প্রিন্সের মত লোকের পক্ষে এতেই এতটা ভয় পাবার কিছু নেই। তবু কিন্তু তিনি রীতিমত ভয় পেয়েছেন· আমার সন্দেহ জেগে উঠলো এতেই। -হাইনরাইখের ব্যাপারটা থেকে আমি আসল কাহিনী কিছু কিছু আঁচ করতে পারলাম। হাইনরাইখের এক জ্ঞাতি বোন-এর কাছ থেকে অনেক কৌশলে একটা কথা বের করলাম যে হাইনরাইখ এই মেয়েটিকে মাঝে মধ্যে চিঠিপত্র লিখতো এবং মারা যাবার আগে তার যাবতীয় কাগজ-পত্তর-ডায়েরী সব তার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে যায়। মেয়েটির কাছে চিঠিগুলোর কোন মূল্যই ছিল না কিন্তু আমি সেগুলো থেকে একটা নতুন খবর পেলাম। জানতে পারলাম স্মিথ সম্বন্ধে, তাঁর মেয়ে তাঁর কাছ থেকে যে টাকা বের ক'রে নিয়েছিল, সে টাকা কিভাবে প্রিন্সের খপ্পরে গিয়ে পড়ে—এই জাতীয় কয়েকটি ঘটনা জানা গেল, তবে এর থেকে, ভায়া, সঠিক সত্যে পৌছোনো যায় না, বুঝলে কিনা। আমার মনে যেন একটা ছবি ভেসে উঠলো। প্রিন্সের সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হোয়েছিল—কিন্তু কোথায় হয়, কখন হয়, এখানে কিংবা বিদেশে হোয়েছিল, তারপর সেই দলিল-পত্তর—তার কথা কিছুই জানা যায় না। অনেক খুঁজেছি কিন্তু কোন হদিশ পাই নি। শেষ পর্য্যন্ত খুঁজে পেলাম স্মিথকে কিন্তু সেও মারা গেল। তখনও তাকে একবার দেখে উঠতে পারি নি। তারপর ভাগ্যক্রমে জানতে পারলাম, যে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল সে মারা গেছে ভ্যাসিলেভস্কি আইল্যাণ্ডে। খোঁজ করতে করতে ঠিক জায়গায় এসে পড়লাম। ছুটলাম ভ্যাসিলেভস্কিতে, আর সেখানে, তোমার মনে আছে তো, আমাদের দেখা।

সেবারে খুব ছুটোপাটি করেছিলাম। আরো সংক্ষেপে, নেলী সে বিষয়ে অনেকটা কাজে এসেছিলো।…'

'শোনো,' তার কথায় বাধা দিয়ে বলি আমি, 'তোমার কি মনে হয়, নেলী একথা জানে নিশ্চয়ই, না?'

'কোন্ কথাটা?'

'যে সে প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কির মেয়ে'

'বারে, তুমি নিজেও জানো, সে-ই প্রিন্সের মেয়ে', জবাব দেয় সে সক্রোধে ভৎর্সনার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, 'এরকম বাজে বোকার মত প্রশ্ন করছো কেন? আসল যে কথাটা সেটা সে প্রিন্সের মেয়ে শুধু যে তাই না, সে আইনসঙ্গতভাবেই তাঁর মেয়ে—বুঝলে কথাটা?'

'অসম্ভব!' চেঁচিয়ে উঠি আমি।

'আমি নিজেই তো প্রথমে একে 'অসম্ভবই' ব'লেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি এও 'সম্ভব', আর হয় তো 'সত্যি'।'

'না, ম্যাস্‌লোবোয়েভ্, এ হোতে পারে না, তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেলো!' আমি বলে উঠি। 'নেলী এর বিন্দু-বিসর্গও জানে না, আর বেশী ক'থা কি, ও হোল প্রিন্সের জারজ মেয়ে। তার মায়ের যদি প্রমাণ ক'রবার মত নথি-পত্তর কিছু থাকতোই, তাহোলে তিনি পিটার্সবুর্গে ঐ রকম দুঃসহ জীবন যাপন করতে যেতেন কি? আরও বলতে কি, নিজের সন্তানকে এই নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে ছেড়ে দিতে কি পারতেন? যত সব বাজে! এ অসম্ভব!'

'আমিও ঠিক ঐ কথাই ভেবেছি, বলতে কি, আজও অবধি আমার কাছে এ একটা সমস্যা। কিন্তু তারপর, আরও ছাখো, নেলীর মা'ও অদ্ভুত রকমের খেয়ালী, কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়ে। তিনি ছিলেন সাধারণের বাইরে, সবদিক ভেবে ছাখো, স্বপ্নবিলাসী রোমান্টিক মন ছিল তাঁর, গোড়া থেকেই তিনি পৃথিবীতে স্বর্গের মত কিছুর একটা অস্তিত্বের কল্পনা করতেন, তাঁর প্রেমের ছিল না শেষ, বিশ্বাসের ছিল না সীমা, আর আমার স্থির বিশ্বাস,পরে বোধ হয় তিনি উন্মাদ হোয়ে উঠেছিলেন প্রিন্স তাঁকে ছেড়ে চ'লে যাওয়ার জন্যে নয়, প্রিন্সের কাছ থেকে তিনি বঞ্চনার আঘাত পেয়েছিলেন বলে, যে আঘাত ছিলো তাঁর কল্পনারও বাইরে,—দেবতার মূর্তি দেখা দিলো শুধু মাটির ঢেলা হ'য়ে। তাঁর প্রণয়পিয়াসী

অশান্ত মন,—এই বিপর্য্যয় সইতে পারলো না, তাছাড়া অপমান ত ছিলোই। ভাবতে পারো, এটা কত বড় অপমান? তাঁর সেই বিভীষিকার মধ্যে সর্ব্বোপরি তাঁর আহত দম্ভের মধ্যে তিনি প্রিন্সের কাছ থেকে সরে গেলেন অন্তহীন ঘৃণা নিয়ে। সমস্ত সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করলেন, সমস্ত কাগজ-পত্তর নষ্ট করলেন, প্রিন্সের টাকার মোহ ঠেলে ফেললেন, ভুলেই গিয়েছিলেন সে টাকা তাঁর নয়, টাকা তাঁর বাবার। আপন মহত্ত্ব দেখিয়ে পরাজিত করতে চাইলেন যে তাঁকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলো, তাকে দেখতেন যেন সে তাঁর সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, তাই সারাজীবনের মত তাকে ত্যাগ করার অধিকার তাঁর আছে। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন তার স্ত্রী ব'লে পরিচয় দেওয়াতেও লজ্জা আছে। রাশিয়াতে বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা নেই, কিন্তু আসলে তাঁদের ছাড়াছাড়িই হোয়ে গেছে, আর তারপর কি করেই বা তিনি সাহায্য চাইতে পারেন। মনে রেখো মৃত্যু-শয্যায় উন্মাদের মত নেলীকে তিনি বলেছিলেন, "ওর কাছে যেয়ো না; খাটতে খাটতে দেহপাত করবে, তবু ওর কাছে যেয়ো না, যে কেউ তোমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুক তার কাছে।" তখনও তিনি ভাবছেন প্রিন্স ওঁকে খুঁজে বার করবেন, আর তিনি মনের আশ মিটিয়ে এই ভাবে প্রিন্সের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে নিজেকে শান্ত ক'রতে পারবেন। এক কথায় ভাত-কাপড়ের চিন্তার বদলে তাঁকে তখন এই সব দুঃস্বপ্ন পেয়ে বসেছিল। আমি নেলীর কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছি ভাই; সত্যিই, এখনও অনেক কিছু জানছি। তার মা অসুখে পড়েন, ক্ষয়রোগে; এ রোগে রুগীর মেজাজ রুক্ষ ও খিটখিটে হ'য়ে পড়ে। তবুও আমি ঠিক জানতে পেরেছি বুবনভের দলের একজনের কাছ থেকে যে প্রিন্সকে চিঠি তিনি লিখতেন, হ্যাঁ প্রিন্সকে, সত্যিই প্রিন্সকে...'

'লিখেছিলেন! আর চিঠিটা প্রিন্স পেয়েছিলেন কি?' আমি চীৎকার ক'রে উঠি।

'ঐটাইত আসল কথা। আমি জানি না চিঠি তিনি পেয়েছিলেন কিনা। একবার কিন্তু নেলীর মা সেই মেয়েমানুষটার কাছে গেছিল। (মনে পড়ে তোমার সেই রঙ্‌চঙ্‌-মাখা মেয়েমানুষটাকে? তিনি এখন শ্রীঘর বাস করছেন) হ্যাঁ, চিঠি লিখে তিনি সেটা নিয়ে যাবার জন্যে তাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাঠিয়ে আবার ফেরৎ নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর তিন হপ্তা

আগের ঘটনা এটা···একটা তুচ্ছ ঘটনা মাত্র ; তিনি যে সত্যিই প্রিন্সকে চিঠি পাঠাননি তা বিশ্বাস করার পক্ষে একটা কারণ রয়েছে, আমার যা মনে হয়, প্রিন্স নিশ্চয় করে বুঝেছিলেন তাঁর পিটার্সবুর্গে থাকার কথাটা তাঁর মৃত্যুর পর। প্রিন্স হয়তো আশ্বস্ত হয়েছিলেন !'

'হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে এ্যালোশা একটা চিঠির কথা উল্লেখ করেছিল, সেটা পেয়ে তার বাবা নাকি খুব খুশি হোয়েছিলেন, কিন্তু সেটা খুব সম্প্রতি, মাস দু'য়েকের বেশী হবে না। বেশতো, বলো, বলো। প্রিন্সের সঙ্গে তোমার বোঝাপড়াটা কি রকম হোল ?'

'প্রিন্সের সঙ্গে ? বুঝে ছাখো, মনে মনে যদিও স্থির জানি আসল কথাটা, কিন্তু কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো নেই—একটাও প্রমাণ নেই, এতো চেষ্টা সত্বেও প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারিনি। বোঝো অবস্থাটা একবার ! বিদেশে বহু জায়গায় খোঁজ করার ছিল—কিন্তু কোথায় খুঁজবো ?—তা' তো জানিনা। এটা অবশ্য বুঝতে পারি এর জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, আভাষে-ইঙ্গিতে তাঁকে ভয় দেখাতে অবশ্য পারি, ব্যাপারটা যা' জানি তার চেয়ে বেশী জানার ভান করতে পারি।'

'বেশ, বেশ, তারপর ?'

'ভয় পেলেও তিনি দমলেন না, ভয় পেয়ে অবশ্য তিনি এখনও তটস্থ হ'য়ে আছেন। আমাদের বহুবার দেখা-সাক্ষাৎ হোয়েছে। একবার আবেগের মুখে তিনি সমস্ত কাহিনী ব'লে ফেলেছিলেন। সে সময় হয়তো ভেবেছিলেন আমি সব জেনে ফেলেছি। বেশ গুছিয়ে খোলাখুলি ভাবেই তিনি বললেন—অবশ্য নির্জ্জলা মিথ্যাই বলে যাচ্ছিলেন। আমি কিন্তু খুব গোবেচারী ভাব দেখালাম। এ অভিনয় করলাম কিন্তু কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গে—ইচ্ছা ক'রেই অস্বস্তি প্রকাশ করলাম। ইচ্ছা ক'রেই তাঁর সঙ্গে একটু রূঢ় ব্যবহার করলাম, তাঁকে ভয় দেখাতে সুরু ক'রলাম, যাতে আমায় গোবেচারী ভেবে তিনি বেশ খোলাখুলি ভাবে সব বলে ফেলেন। বুঝতে পেরেছিল ব্যাটা শয়তান ! আর একবার মাতাল হওয়ার ভান করলাম। তাতেও ব্যাটা কোন কথা বললে না—এক নম্বরের ঘুঘু। তুমি সেটা বুঝতে পারো, ভান্না। ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না আমাকে কতখানি ভয় তিনি করছেন ; সেইসঙ্গেই তাঁকে বোঝাতেও চেয়েছিলাম যে আমি অনেক কিছুই জানি।'

'হ্যাঁ, শেষটায় দাঁড়ালো কি ?'

'কিস্সুই হোল না। প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না। একটা জিনিষ তিনি বুঝে নিলেন, আমি একটা দুর্নাম রটিয়ে দিতে পারি। অবশ্য এইটাই তিনি সবচেয়ে বেশী ভয় করছিলেন, ভয় পাচ্ছিলেন আরও এই জন্যে যে এখানে তখন তিনি নতুন ক'রে আলাপ জমিয়ে তুলছিলেন। জানো তো প্রিন্স বিয়ে করছেন শীগ্গির ?'

'না।'

'আস্ছে বছরে। গত বছর এখানে থাকার সময় তিনি পাত্রী খুঁজতে বেরিয়েছিলেন; তখন মেয়েটির বয়েস মাত্র চোদ্দো বছর। এখন ওর বছর পনেরো বয়েস হোল, যেন সেই ছোট্ট কচি খুকীটি। ওর মা-বাবা এতে খুব খুশি হোলেন। বুঝতেই পাচ্ছো তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুপথ চেয়ে তিনি কি রকম অধীর হোয়ে পড়েছিলেন। পাত্রীটি জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের মেয়ে, বাপের বেশ টাকা পয়সা আছে—একেবারে টাকার আণ্ডিল! আমরা কি আর পারতাম ওরকম করতে, ভান্না...কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি একটা ব্যাপারে কোনদিনই নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না!' ম্যাস্লোবোয়েভ্ চেঁচিয়ে বলে ওঠে, ঠেবিলে চড় মেরে। 'মাত্র দিন পনেরো আগে শালা আমার ওপর টেক্কা মেরে গেলো! নেমকহারাম কোথাকার!'

'কি ক'রে ?'

'উনি জানতেন আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই যাতে আমি এগোতে পারি। শেষে বুঝলাম যতই দেরী হ'তে থাকবে ততই আমার অসহায় অবস্থাটা উনি ধ'রে ফেলবেন। হ্যাঁ, সেই জন্যেই হাজার দু'য়েক নিতে রাজী হোয়ে গেলাম।'

'দু' হাজার তুমি নিলে!'

'কড়কড়ে নগদ দু'টি হাজার, ভান্না; যেন এ রকম একটা কাজের পারিশ্রমিক হাজার দু'য়েকের বেশী হতে পারে না! টাকাটা নিতে বড় বিশ্রী লাগছিলো। যেন তিনি আমায় মুখের ওপর অপমান করলেন! তিনি বললেন: "আপনাকে আমি এখনও কিছু দিতে পারি নি, আগে যে কাজ আপনি করেছিলেন,—তাই না ?" (কিন্তু চুক্তি-অনুযায়ী দেড়শো' রুবল্ আগেই তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন) "হ্যাঁ, এখন আমি বেরিয়ে যাচ্ছি; এই দু' হাজার রইলো, তা হ'লে ঐ কথাই ঠিক রইলো, কেমন ?" আমি জবাব দিলাম,

"সমস্ত কিছু পাকাপাকি রইলো প্রিন্স," তারপর আর তাঁর কুৎসিৎ মুখের দিকে তাকাতে সাহস হোল না। বুঝলাম বেশ সোজাসুজিই যেন তিনি বোঝালেন, "হ্যাঁ, ওর অনেক আছে। মুখটাকে এটা দিলাম ভালোমানুষীর জন্যে।" মনে পড়েনা কি ভাবে সে যাত্রা মুক্তি পেলাম, তাঁর কাছ থেকে।'

'কিন্তু ওটা খুবই অন্যায়, ম্যাস্‌লোবোয়েভ্,' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'নেলীর কপালে কি ঘটলো!'

'ও ব্যাপারটা শুধু জঘন্যই নয়...বে-আইনীও...বড়ই লজ্জার কথা। ওটা··· ওটা...ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না!'

'হায় বরাত! নেলীর ভরণ-পোষণের ভার নেওয়া ওঁর উচিত ছিল!'

'নিশ্চয়ই উচিত ছিল! কিন্তু ভরণ-পোষণের ব্যাপারে তাঁকে বাধ্য করা যায় কি ক'রে? ভয় দেখিয়ে? একটুও না, ভয় তিনি মোটেই পাবেন না; বুঝেছো, টাকা আমি নিয়েছি। তাঁর কাছে স্বীকারও করেছি, আমার দিক থেকে যদি ভয়ের কোন কারণ থেকে থাকে তবে তা' এই দু'হাজার রুবল্ দিয়েই ঠিক্‌ঠাক্ হোয়ে যাবে। নিজেই মূল্য তো এই রকমই ঠিক করেছিলাম! এখন তাঁকে ভয় দেখানো যায় কি ক'রে?'

'নেলীকে বাঁচাবার সব পথ কি বন্ধ হোয়ে গেল তা' হ'লে?' হতাশায় আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

'মোটেই না!' ম্যাস্‌লোবোয়েভ্ উত্তেজিত হোয়ে বললে, উঠে দাঁড়িয়ে। 'না, এভাবে তাঁকে আমি পার পেতে দেবো না। আবার গোড়া থেকে সুরু করবো, ভান্যা, ঠিক ক'রে ফেলেছি। দু'হাজার রুবল্ না হয় নিয়েইছি? চুলোয় যাক্! অপমানের দাম হিসেবেই ওটা হজম ক'রেছি, উনি আমাকে ঠকিয়েছেন ব'লে, শয়তান কোথাকার! আমাকে ঠকালে তার ওপর বিদ্রূপও করলে! না, নিজেকে এভাবে উপহাসের পাত্র আমি হোতে দিচ্ছি না···এইবার আমি নেলীর একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে কাজ সুরু করবো, ভান্যা। ব্যাপার দেখে শুনে মনে হোচ্ছে, এইসব যা কিছু ঘটে গেল, সেসব তাকে ঘিরেই, এ আমি ঠিক জানি। নেলী এ সবই জানে—এর সবকিছুই সে জানে! তার মা তাকে বলেছিলেন। বিকারের ঘোরে, হতাশায় সবকিছুই হয়তো তিনি তাকে খুলে বলেছিলেন। মনের সব অভিযোগ বলতে পারেন এমন কেউ ছিল না। নেলী ছিল কাছেই,

সেই জন্যে তিনি নেলীকে বলেছিলেন। আর মনে হয়, আমরা দলিলপত্তরও কিছু পেয়ে যেতে পারি।' সানন্দে বলে উঠলো ম্যাস্‌লোবোয়েভ, হাত দু'টো ঘসতে ঘসতে। 'এখন বুঝতে পারো, ভান্না, কেন এখানে সব সময়েই ঘোরাঘুরি করছি? প্রথমত: অবশ্য তোমাকে খুবই ভালোবাসি ব'লে, কিন্তু আসলে নেলীর ওপর নজর রাখবার জন্যেই, আর একটা কথা কি জানো ভান্না, তোমার ভাল লাগবে কিনা জানিনা, আমায় কিন্তু সাহায্য করতে হবে তোমাকে, কারণ নেলীর ওপর তোমার খানিকটা জোর খাটে।...'

'নিশ্চয়ই আমি তা করবো, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আর আমিও আশা রাখি ম্যাস্‌লোবোয়েভ, নেলীর জন্যে তুমি যথাসাধ্য করবে, দুর্ভাগা লাঞ্ছিতা মেয়েটার মুখ চেয়েই তা' করবে, শুধু তোমার নিজের সুবিধের জন্যেই নয়।'

'আমি যার স্বার্থেই করি না, তাতে তোমার কি আসে যায়, বন্ধু? কি করি না করি সেটাই আসল কথা। কিন্তু এতেই আমাকে তুমি বিচার করতে যেয়োনা, ভান্না, আমার নিজের কথাটাও যদি আমি ভাবি। আমি গরীব, কিন্তু গরীবকে অপমান করবার সাহস যেন তাঁর না হয়। আমাকে তিনি ধুয়ে-মুছে নিচ্ছেন, দর কষাকষি ক'রে আমাকে ঠকিয়েছেনও, ঐ ঘুঘু শয়তানটা।'

* * * * *

পরের দিন ফুলের উৎসব আর হোল না। নেলীর অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেলো, ঘরের বাইরে আসতে সে পারে না।

ঘরের বাইরে আর সে কোনদিনই আসে নি। দিন পনেরো পরে সে মারা গেলো। সেই পনেরো দিনের শেষ ভোগান্তির মধ্যে তেমন ভালো ক'রে জ্ঞান ফিরে আসেনি, বিকারের, ঘোরও কাটেনি। বিস্মৃতির কুহেলিকায় আচ্ছন্ন তার চেতনা। শেষ নিশ্বাস ত্যাগের মুহূর্ত পর্য্যন্ত সে বিকারের ঘোরে শুধু দেখেছে, তার দাদু যেন তাকে ডাকছেন, তাঁর কাছে না যাওয়ার জন্যে যেন রেগে গেছেন, তার দিকে লাঠিটি উঁচিয়ে মারতে উঠেছেন, ভিক্ষে ক'রে রুটি আর নস্যি কিনে আনতে বলছেন। সেইজন্যে ঘুমের ঘোরেও সে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছিলো, ঘুম ভাঙতে বললে, সে মাকে দেখতে পেয়েছে।

মাঝে মাঝে জ্ঞান কিছুটা ফিরে আসছিলো মনে হোলো। একবার শুধু আমরা দু'জনে ছিলাম ঘরে। আমার দিকে ফিরে তার ছোট্ট, সরু সরু, জ্বরো হাত দু'খানা দিয়ে আমার হাতটি চেপে ধরলো।

'ভান্না,' বললে সে, 'আমি মরে গেলে, নাটাশাকে বিয়ে কোরো।'

মনে হয়, এই কথাটা সে মনে মনে অনেকদিন ধরে তোলাপাড়া করছিলো। কথা না ব'লে তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলাম। আমায় হাসতে দেখে হাসলো সেও; দুষ্টু মিভরা চাহনি মেলে কচে আঙ্গুলটি নাড়লে সে, সঙ্গেসঙ্গেই আমাকে চুমু খেতে লাগলো।

গ্রীষ্মের এক মনোরম সন্ধ্যা। তার মৃত্যুর তিন দিন আগের কথা। পর্দাগুলি সরিয়ে শোবার ঘরের জানলাগুলি খুলে দিতে বললো সে আমাকে। জানলাগুলি ছিল বাগানের দিকে। অনেকক্ষণ সে অপলকনেত্রে ঘন, সবুজ মাঠের দিকে চেয়ে রইলো, তাকিয়ে রইলো অস্তগামী সূর্যের দিকে। হঠাৎ বাকী সকলকে চলে যেতে বললে।

'ভান্না,' এত আস্তে সে বললে যে প্রায় শোনাই যায় না, তখন শরীর তার খুবই দুর্বল, 'দিন আমার ফুরিয়ে আসছে, খুব শীগ্‌গির। আমায় মনে রেখো তুমি, বুঝলে, ভুলে যেয়োনা। আর রেখে যাচ্ছি এই আমার স্মরণ চিহ্ন।' (তারপর সে একটা ছোট্ট ব্যাগ দেখালে, সেটা একটা ক্রশের সঙ্গে তার গলায় ঝোলানো ছিল) 'মরবার সময় মা এটা আমায় দিয়ে গেছে। আমি যখন থাকবো না, তুমি এটা নিয়ো, কি লেখা আছে পড়ে দেখো ওঁদের সবাইকে আজ ব'লে যাবো এটা তোমাকেই দেবার জন্যে, আর কাউকে নয়। এতে যা লেখা আছে পড়া হ'য়ে গেলে তাঁর কাছে গিয়ে বোলো, আমি বেঁচে নেই, আর আমি তাঁকে ক্ষমাও করি নি। তাঁকে আরও বোলো, সম্প্রতি আমি বাইবেলও পড়তে সুরু করেছিলাম। তাতে লেখা আছে আমাদের শত্রুদেরও ক্ষমা করা উচিত। হ্যাঁ, আমি তা' পড়েছি, কিন্তু তবু তাঁকে আমি ক্ষমা করি নি মোটেই, শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে যখন কথা বলার শক্তি তাঁর ক্ষীণ, তখন শেষ কথা মা যা বলেছিলো শুনবে, "আমি ওকে অভিশাপ দিয়ে গেলাম।" আর আমিও তাই তাঁকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, শুধু আমার নিজের জন্যে নয়, মায়ের জন্যেও। বোলো তাঁকে কি অবস্থায় মা আমার শেষ নিশ্বাস ফেলেন, মাদাম বুবনভের কাছে কি

অবস্থায় আমায় ফেলে মা আমার চলে গেল; বোলো কি অবস্থায় আমায় সেখানে দেখেছিলে, বোলো তাঁকে সব, সমস্ত কিছু, বোলো তাঁকে তাঁর কাছে যাওয়ার চেয়ে মাদাম বুবনভের কাছে থাকাই আমি বেশী পছন্দ ক'রেছিলাম...'

ব'লতে ব'লতে নেলী ম্লান হোয়ে গেল, চোখ দু'টো উঠলো জ্বলে, এত প্রবলভাবে তার বুক ধড়ফড় করতে লাগলো যে সে বালিশে শুয়ে পড়লো নিস্তেজ হ'য়ে আর মিনিট দু'য়েক সে কোনো কথাই বলতে পারলে না।

'ওঁদের ডাকো ভান্না,' অনেকক্ষণ পরে বলে সে ক্ষীণকণ্ঠে। 'আমার সময় ফুরিয়ে এলো, ওঁদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় হোলো, জীবনের-মত; আজ তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে, ভান্না!'

''আবেগে সে আমায় জড়িয়ে ধরে শেষবারের মতো। আর সবাই ঘরে এলেন। নিকোলাই সার্গেইচ্ ভাবতেই পারেন নি নেলীর জীবনদীপ নিভে আসছে; তিনি তা বুঝতে নারাজ। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে একমত হোতে চান না, নেলী যে সেরে উঠবে, এই সিদ্ধান্তেই তিনি অটল রইলেন। ভেবে ভেবে তিনি রোগা হয়ে গেছেন, দিনরাত বিছানায় নেলীর পাশে বসে কাটাতেন তিনি। শেষের দিন রাত্রে তিনি একেবারেই ঘুমোলেন না। নেলীর সামান্যতম ইচ্ছাও জানার আগ্রহে তিনি উদ্বিগ্ন, তার কাছ থেকে উঠে বাইরে এসে তিনি শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবেন, নেলী আবার সেরে উঠবে। ঘরখানা আগাগোড়া ফুল দিয়ে ভরিয়ে ফেললেন তিনি। নেলীর জন্যে একবার তিনি মস্ত এক তোড়া সাদা আর লাল গোলাপ ফুল কিনে আনেন; সেগুলি কেনার জন্যে গিয়েছিলেন অনেক দূরে...এসব ব্যাপারে নেলী খুব উৎসাহিত হোয়ে উঠতো। সকলের কাছ থেকে পাওয়া আদর আর ভালোবাসার উত্তরে সমস্ত অন্তর দিয়ে সাড়া না দিয়ে সে পারতো না। সেই সন্ধ্যায়, তার শেষ বিদায়ের সন্ধ্যায় বৃদ্ধ নিকোলাই নেলীর সামনে ভাষাহারা, রুদ্ধবাণী। তাঁর দিকে চেয়ে নেলী শুধু মৃদু হাসলো, সারা সন্ধ্যেটা সে উৎফুল্ল হোয়ে থাকার চেষ্টা করলো; তাঁর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করলো, হাসাহাসি করলো...তার ঘর ছেড়ে আমরা বাইরে এলাম, বেশ খানিকটা ভরসা নিয়ে, কিন্তু পরের দিন আর সে কথা ব'লতে পারলো না। তারই দু'দিন পরে সে মারা গেলো।